# হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস

মেশ্‌কাত শরীফের ভূমিকা

# হাদীছের তত্ত্ব
# ও
# ইতিহাস

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রঃ)

এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ
ঢাকা
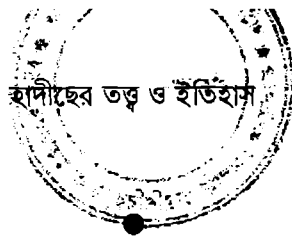
পুনর্মুদ্রণ-(২)
মার্চ, ২০০৮ ইং

হাদিয়া ঃ ২৩৬·০০ টাকা মাত্র

**বিক্রয় কেন্দ্র**
এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ
৫০, বাংলাবাজার ঃ ঢাকা

এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ঢাকা-এর পক্ষে মোহাম্মদ আবদুল হামিদ
কর্তৃক ৫/১ গিরদে উরদু রোড, ঢাকা হইতে প্রকাশিত
ও এমদাদিয়া প্রেস হইতে মুদ্রিত

# প্রাথমিক কথা

শরীঅতে হাদীছের গুরুত্ব অপরিসীম, হাদীছ একাধারে কোরআন পাকের ব্যাখ্যা, রাছুলে করীমের জীবন আলেখ্য এবং শরীঅতে মোহাম্মদীর দ্বিতীয় উৎস। হাদীছ ব্যতীত কোরআন বুঝাই অসম্ভব। কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বহু আহ্কাম পালনের নির্দেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু অনেক আহ্কামেরই বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নাই, ইহার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন তিনি তাঁহার রাছুলের উপর। রাছুল আপন কথা ও কার্য প্রভৃতির দ্বারা উহার বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়াছেন আর হাদীছে উহা সংরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে হাদীছের আলোচনা যতই অধিক হইবে ততই তাহারা শরীঅত সম্পর্কে অধিক অবগত হইবে। দুঃখের বিষয় বাংলাভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষায় হাদীছের আলোচনা এ যাবৎ হয় নাই বলিলেই চলে। মেশ্‌কাত শরীফের এক দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও সেইসমূহে হাদীছের আবশ্যক ব্যাখ্যা নাই, অথচ ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অনেক হাদীছে ভুল বুঝাবুঝির আশংকাই অধিক ; বরং কোন কোন হাদীছ বুঝা সম্পূর্ণ অসমম্ভবও বটে।

এ অভাবের কিঞ্চিৎ পূরণ উদ্দেশ্যে আমি ১৩৭৬ হিজরীর ১লা মোহার্‌রম মোঃ ৭ই আগষ্ট ১৯৫৬ইং মেশ্‌কাত শরীফের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করি। কিন্তু দেশের ঘটনাবলী হাদীছের হুজ্জিয়াত (শরীঅতের উৎস হওয়া) সম্পর্কে প্রমাণাদি নূতন করিয়া পেশ করার এবং যুগে যুগে— বিশেষ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে হাদীছের সংরক্ষণ কিরূপে হইয়াছে তাহার ইতিহাস আলোচনা করার প্রতি জোর তাকীদ করিতে থাকে। অতএব, আমি মেশ্‌কাত শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়া এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু আবশ্যক কিতাবাদির অভাব, ঢাকায় আমার স্থায়ীভাবে অবস্থানের অসুবিধা, সর্বোপরি আমার স্বাস্থ্যহীনতা এ ক্ষেত্রে আমার বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা আমি মেশ্‌কাত অনুবাদের ভূমিকারূপে 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' নামে সুধীবৃন্দের খেদমতে পেশ করিলাম। ইহার ভাল-মন্দের বিচার তাঁহারাই করিবেন।

এখানে আমি আমার মোহ্‌তারাম দোস্ত মাওলানা মোহাম্মদ আক্‌রাম খাঁ, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা জামেয়া কোরআনিয়ার শায়খুল্ হাদীছ মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ্ হাজীগাঞ্জী, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দেছ মাওলানা উবাইদুল হক জালালাবাদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ইছ্‌হাক ও ঢাকা বাংলা কলেজের অধ্যাপক মাওলানা আব্দুর রজ্জাক ছাহেবানের অশেষ শোক্‌রিয়া আদায় করিতেছি যাঁহারা এ কাজে (হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস রচনার কাজে) নানাভাবে আমার সাহায্য করিয়াছেন। এছাড়া আমি সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ হুছাইন সিলেটী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছের উস্তাদ মাওলানা

শায়খ আব্দুর রহীম ছাহেবেরও অশেষ শোকরিয়া আদায় করিতেছি যাঁহারা কিতাবের বিশুদ্ধ করণে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

অবশেষে রহমান ও রহীম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার নিবেদন, তিনি যেন দয়াপরবশ হইয়া আমার এ অকিঞ্চিৎকর খেদমতটিকে কবুল করেন এবং আখেরাতে ইহাকে আমার নাজাতের ওছীলা করেন। আ-মীন !!

আহ্কার—**নূর মোহাম্মদ**
গ্রামঃ নেয়াজপুর
পোঃ সিলোনিয়া
ফেনী, নোয়াখালী

১৮ জুমাদাল্ আখেরা ১৩৮৫ হিঃ
২৭ আশ্বিন ১৩৭২ বাং
১৪ অক্টোবর ১৯৬৫ ইং

# বরাত

## প্রথম ভাগ

রচনায় যে সকল কিতাব হইতে সরাসরিভাবে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছেঃ

১। মা'রেফাতু উলুমিল্ হাদীছ معرفة علوم الحديث
—হাকেম আবু আব্দুল্লাহ্ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫ হিঃ)

২। মোকাদ্দমায়ে ইব্নুছ ছালাহ্ مقدمة ابن الصلاح —ইব্নুছ ছালাহ্ (মৃঃ ৬৪২ হিঃ)

৩। শারহে নুখ্বাতুল ফিকার্ شرح نخبة الفكر —ইব্নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)

৪। তাদ্রীবুর্রাবী تدريب الراوى —জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)

৫। মোকাদ্দমাতুশ্ শায়খ مقدمة الشيخ —শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহ্লবী

৬। আররিছালাহ্ الرساله —ইমাম শাফেয়ী (মৃঃ ২০৪ হিঃ)

৭। কিতাবুল আম্ওয়াল كتاب الاموال —আবু উবাইদ কাছেম ইবনে ছাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ)

৮। মোছনাদে দারেমী مسند دارمی —ইমাম দারেমী (মৃঃ ২৫৫ হিঃ)

৯। তা'বীলু মোখতালেফিল্ হাদীছ تاويل مختلف الحديث
—ইব্নে কুতাইবা দীনুরী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ)

১০। মুখতাছারু জামেয়ে বয়ানিল্ এল্ম مختصر جامع بيان العلم
—ইব্নে আব্দুল বার (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)

১১। ই'লামুল্ মোয়াক্কেয়ীন اعلام المواقعين —ইব্নুল কায়্যেম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ)

১২। আল্ মোআফেকাত الموافقات —ইমাম শাতেবী (মৃঃ ৭৯০ হিঃ)

১৩। তাদ্বীনে হাদীছ تدوين حديث —মানাজির আহ্ছান গীলানী

১৪। তারজুমানুছ ছুন্নাহ্ ترجمان السنة —বদরে আলম মিরাঠী

১৫। ফাহ্মে কোরআন فهم قرآن —ছায়ীদ আক্বরাবাদী

১৬। শরহুল বোখারী شرح البخارى —কিরমানী (মৃঃ ৭৮৬ হিঃ)

১৭। ফত্হুলবারী فتح البارى —ইব্নে হাজার আছকালানী

১৮। মাজমাউজ্ জাওয়ায়িদ مجمع الزوائد —নুরুদ্দীন হাইছমী (মৃঃ ৮০৭ হিঃ)

১৯। কান্জুল্ উম্মাল كنز العمال —আলী মোত্তাকী (মৃঃ ৯৫৫ হিঃ)

২০। জাম্উল্ ফাওয়ায়েদ جمع الفوائد —সোলাইমান ইব্নুল্ ফাছী (মৃঃ ১০৯৪ হিঃ)

২১। আত্তাবাকাতুল্ কুব্রা الطبقات الكبرى —ইব্নে ছা'দ (মৃঃ ৩৩০ হিঃ)

২২। আল্ ইস্তী'আব الاستيعاب —ইব্নে আব্দুল্ বার (মৃঃ ৪৪৮ হিঃ)

২৩। তাজকেরাতুল হোফ্ফাজ تذكرة الحفاظ —ইমাম জাহ্বী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)

২৪। তাজ্রীদু আছ্মায়িছ ছাহাবাহ্ تجريد اسماء الصحابة —ইমাম জাহ্বী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)

২৫। আল ইছাবাহ্ الاصابه —ইব্নে হাজার আছকালানী

২৬। আহ্‌জীবুত্ তাহ্‌জীব تهذيب التهذيب —ইব্‌নে হাজার আছকালানী
২৭। মিফতাহুছ ছুন্নাহ مفتاح السنة —আব্দুল আজীজ খাওলী মিছরী
২৮। ছহীফায়ে হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ্—ডঃ হামীদুল্লাহ্
২৯। মাওজু'আতে কবীর موضوعات كبير —মোল্লাআলী ক্বারী

## দ্বিতীয় ভাগ

## পাক-ভারত

৩০। আখ্‌বারুল আখ্‌য়ার اخبار الاخيار —শায়খ আব্দুল হক মোহদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১০৫০ হিঃ)
৩১। তাজকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ تذكرهٔ علماء هند —রহমান আলী
৩২। নোজ্‌হাতুল্ খাওয়াতির نزهة الخواطر —ছৈয়দ আবদুল হাই বেরেলবী
৩৩। তারীখে ওলামায়ে হাদীছে হিন্দ تاريخ علماء حديث هند —ইমাম খাঁ নোশহরবী
৩৪। তারীখে ওলামায়ে আহ্‌লে হাদীছ تاريخ علماء اهل حديث —মীর ইব্রাহীম শিয়ালকোটী
৩৫। India's Contribution to the Study of Hadith Literature—Dr. Md. Ishaq
৩৬। তারিখুল হাদীছ تاريخ الحديث —মুফ্‌তী আমীমুল ইহ্‌ছান বর্‌কতী
৩৭। তাজকেরায়ে আওলিয়ায়ে বাঙ্গাল تذكرهٔ اوليائے بنگال قلمی
—মাওলানা ওবাইদুল হক সাতকানবী
৩৮। খান্দানে আজীজিয়া خاندان عزيزيه —মুখতার আহ্‌মদ
৩৯। সাওয়ানেহে কাছেমী سوانح قاسمى —মাওলানা মানাজির আহ্‌ছান গীলানী
৪০। তাজকিরাতুর রশীদ تذكرة الرشيد —মাওলানা আশেকে ইলাহী
৪১। হায়াতে আনওয়ার حيات انوار —সৈয়দ আজহার শাহ্
৪২। আশ্‌রাফুস সাওয়ানেহ্ اشرف السوانح —মুন্‌সী আব্দুর রহমান
৪৩। তাজাল্লিয়াতে ওছমানী تجليات عثمانى —আনওয়ারুল হাছান শেরকুটী
৪৪। তারীখে মাদ্রাসায়ে আলিয়া تاريخ مدرسهٔ عاليه —মাওলানা আব্দুচ্ছাত্তার
৪৫। তাজ্‌কেরায়ে জমীর تذكرهٔ ضمير —হাফেজ ফয়েজ আহমদ ইছলামাবাদী
৪৬। আল্ ইয়ানেউল্ জনী اليانع الجنى
—মাওলানা মোহাম্মদ মোহসেন ইবনে ইয়াহইয়া তরহাটী
৪৭। আল্ ইজ্‌দিয়াদুছ ছনী الازدياد السنى —মুফ্‌তী মোহাম্মদ শফী দেওবন্দী
৪৮। তাজ্‌কেরায়ে ওলামায়ে ফিরিঙ্গী মহল تذكرهٔ علمائےفرنگی محل —এনায়েতুল্লাহ্ আনছারী
৪৯। তারীখে দেওবন্দ تاريخ ديو بند —সৈয়দ মাহ্‌বুব রেজবী (রাজাবী)
৫০। মোকাদ্দমায়ে আন্‌ওয়ারুল বারী مقدمهٔ انوار البارى —সৈয়দ আহ্‌মদ রাজা বিজ্‌নৌরী
৫১। আল্ হায়াত বা'দাল মামাত الحياة بعد الممات —ফজলে হোছাইন বিহারী
৫২। ছিলছিলায়ে ফিরদাউছিয়া سلسلهٔ فردوسيه —প্রফেসর
৫৩। মোকাদ্দমায়ে আওজাজিল মাছালিক مقدمهٔ اوجز المسالك —মাওলানা জাকারিয়া কান্দলবী
৫৪। হায়াতে এ'জাজ حيات اعجاز —আবদুল আহাদ কাছেমী

# অভিমত

জামেয়া কোরআনিয়া, লালবাগ, ঢাকা-এর ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল
মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) ছাহেব বলেনঃ

■

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা দুই প্রকারঃ এক প্রকার জ্ঞান যাহা মৌল। ইহার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল কোরআন'। ইহার ভাব ও ভাষা উভয় স্বয়ং আল্লাহ্র। নবী করীম (ছাঃ) ইহাকে আল্লাহ্র ভাষায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান যাহা প্রথম প্রকার জ্ঞানের ভাষ্য। ইহার নাম 'ছুন্নাহ্' বা 'আল্ হাদীছ'। ইহার ভাব আল্লাহ্র। নবী করীম ইহাকে আপন কথা, কার্য ও সম্মতি অর্থাৎ আপন জীবন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও প্রথমটির ন্যায় শরীঅতে মোহাম্মদীর একটি উৎস। অতএব, উম্মতে মোহাম্মদী প্রথম প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এই দ্বিতীয় প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্যও ঠিক সে সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন অর্থাৎ শিক্ষাকরণ ও হেফ্জ (মুখস্থ) করণ, অন্যদের উহা শিক্ষাদান, কিতাবে উহা লিপিবদ্ধ করণ এবং বাস্তবে উহাকে কার্যকরী করণ। আর এই সকল ব্যবস্থা ছাহাবীগণের যুগ হইতে এ পর্যন্ত বরাবর অব্যাহত রহিয়াছে। কোন যুগেই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও শিথিলতা প্রদর্শিত হয় নাই। (অবশ্য ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে লিখন অপেক্ষা মুখস্থ করণই প্রধান ছিল।

এতদ্‌ব্যতীত আইনবেত্তাগণ (ফকীহগণ) আল্ কোরআনের ন্যায় ইহার আইনের দিক আলোচনা করিয়াছেন, দার্শনিকগণ (মোতাকাল্লেমীনগণ) ইহার দার্শনিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ছুফীগণ ইহার আধ্যাত্মিক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং মোহাদ্দেছীন বিশেষ করিয়া জারহ-তা'দীলকারী ইমামগণ ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, আর এ ব্যাপারে ইহারা এত অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার নজীর পেশ করিতে দুনিয়া সক্ষম নহে।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী ছাহেব তাঁহার মেশ্কাত-অনুবাদের ভূমিকায় 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' নামে হাদীছ সম্পর্কে উম্মতে মোহাম্মদীর এ সকল তৎপরতারই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মূল কিতাবের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় তিনি দৃঢ়তার সহিত মোতাকাদ্দেমীনদের (পূর্ববর্তীদের) মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। আমার মতে বাংলা ভাষায় মেশ্কাত শরীফের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ইহাই প্রথম। আর ইহার ভূমিকা অর্থাৎ 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস'-এর ন্যায় একটি মূল্যবান কিতাব বাংলা ভাষায় কেন উর্দু প্রভৃতি ভাষায় লেখা হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই। সত্যই ইহা বাংলা সাহিত্যের একটি অবদান। প্রকাশক ছাহেবের নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ইহার উর্দু অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

নাচিজ—**শামছুল হক**
২/৯/১৯৬৫ ইং

কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দেছ, সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
বাহ্রুল উলুম মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন ছাহেব বলেনঃ

■

শরীঅতে ইসলামীর দ্বিতীয় প্রধান উৎস হাদীছ বা ছুন্নাহ্র গুরুত্ব যে কত বেশী তাহা মুসলিম সমাজের কাছে মোটেই অবিদিত থাকার কথা নহে। কোরআনের ব্যাখ্যা, হযরত রাছুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলেখ্য হিসাবে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুতঃ এল্‌মে হাদীছ বা ছুন্নাহ্ ব্যতিরেকে ইসলামের রূপরেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা কোনমতেই কল্পনা করা যায় না।

এল্‌মে হাদীছের এই গুরুত্ব অনুভব করিয়াই মুসলমানগণ প্রাথমিক যুগ হইতেই ইহার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য যে সাধনা করিয়া আসিতেছেন বিশ্বের অমুসলিম মনীষীবৃন্দও অকুণ্ঠভাবে এই সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হাজার হাজার মুসলিম-সন্তান ইহাকে নিজেদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মহান ব্রত পালন করিতে গিয়া তাঁহারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, এমন কি শুধু রাবীর মুখ হইতে প্রত্যক্ষভাবে হাদীছ শ্রবণের জন্য মদীনা শরীফ হইতে দামেস্ক পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রমের কষ্ট বরণ করিয়াছেন। এল্‌মে হাদীছের প্রতি এবংবিধ অনুরাগ ও আসক্তির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

মোহাদ্দেছীনে কেরামের এই কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ এল্‌মে হাদীছের বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার আজও অবিকৃতরূপে আমাদের সম্মুখে মওজুদ রহিয়াছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রাথমিক যুগে কিছু সংখ্যক মনগড়া হাদীছও যে রচিত হয় নাই এমন নহে, তবে আমাদের মোহাদ্দেছীনে কেরাম যে অবিচল নিষ্ঠার সহিত ইহার যাঁচাই বাছাই করিয়াছেন তাহারও কোন তুলনা মিলে না। নেহাৎ মামুলী চারিত্রিক দোষ বা দোষ বলিয়াও যে সমস্ত অভ্যাসকে সচরাচর মনে করা হয় না, এমন হাদীছ বর্ণনাকারীর হাদীছ হইতেও সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

এতসব সত্ত্বেও হাদীছের প্রামাণিকতা নিয়া পাশ্চাত্যবাদী কতিপয় ইসলামবিদ্বেষী ও তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত কতিপয় মুসলিম সন্তানও সম্প্রতি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাহাদের সৃষ্ট ধূম্রজাল ছিন্ন করত এল্‌মে হাদীছের সঠিক তত্ত্ব ও ইতিহাস দেশবাসীর কাছে তুলিয়া ধরার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী ছাহেব তাঁহার দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর অক্লান্ত সাধনাকে ইসলামের এই খেদমতের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন এবং কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মেশকাত শরীফের অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ তিনশত পৃষ্ঠায় এল্‌মে হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস জাতিকে উপহার দিয়াছেন। এই দায়িত্বপূর্ণ, গভীর ও গবেষণা সাপেক্ষ গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহার মত দক্ষ আলেমের প্রয়োজন ছিল। আমি তাঁহার এই গ্রন্থের অধিকাংশই পড়িয়া দেখিয়াছি। তিনি তাঁহার এই বিরাট গ্রন্থে এল্‌মে হাদীছের পরিভাষা, শরীঅতের উৎস হিসাবে এল্‌মে হাদীছ, হাদীছের প্রামাণিকতা, হাদীছ সংরক্ষণের ইতিহাস, পাকভারতে এল্‌মে হাদীছ এমন কি বঙ্গে এল্‌মে হাদীছ পর্যন্ত সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। মোহাদ্দেছীনে কেরামের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ পাকভারতের বিশেষ করিয়া বাংলার প্রায় হাদীছ শিক্ষা কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তিনি ইহাতে যোজনা করিয়াছেন। এল্‌মে হাদীছের এত ব্যাপক আলোচনা বাংলা

ভাষায় তো নয়ই এমন কি উর্দু ফার্সীতেও ইতিপূর্বে হয় নাই। এল্‌মে হাদীছ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য বলিয়া আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। হাদীছ শিক্ষার্থীদের জন্য এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয় হইবে।

মাওলানা আ'জমী ছাহেব তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া এল্‌মে নববীর জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বাংলা ভাষায় যে অমূল্য অবদান রাখিয়া যাইতেছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। দোআ করি, খোদা তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিন, হায়াত দারাজ করুন এবং আরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজকে তাঁহার দ্বারা উপকৃত করুন। আমিন!

জিন্দাবাজার, সিলেট
১০/৯/৬৫ ইং

**মোহাম্মদ হোছাইন**

স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিশারদ ও বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম-এ, বি-এল, (ক্যাল); ডিপ্লো-ফোন···· ডি-লিট্ (প্যারিস), বিদ্যাবাচস্পতি ছাহেব বলেনঃ

■

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাক্কিক আলিম। তাঁহার রচিত 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও গবেষণার সুফল। ইহাতে হাদীছের তত্ত্ব এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় হইতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে হাদীসের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন সময়ের মুহদ্দিসগণ এমন কি পাক-ভারতের এবং বাঙ্গালা দেশের আধুনিক কাল পর্যন্ত সমস্ত প্রসিদ্ধ মুহদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। আমার জ্ঞানানুসারে এরূপ হাদীস সম্বন্ধীয় পুস্তক ইহার পূর্বে রচিত হয় নাই। ইহা তাঁহার মিশকাত শরীফের বৃহৎ ভূমিকা এবং স্বতন্ত্র পুস্তকও বটে। মৌলানা সাহেব এই তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের একটি বড় প্রশংসনীয় খিদমত করিয়াছেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার এবং গ্রন্থকারের নীরোগ দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি—

**মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্**
২৬/১২/৬৫ ইং

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীয় আরবী-ইসলামী বিষয়ের সাবেক নিজাম-অধ্যাপক, নওগাঁ ইসলামী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমী সংকলিত বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের সহ-সম্পাদক
জনাব আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ, ছাহেব বলেনঃ

■

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী সেই শ্রেণীর খ্যাতিসম্পন্ন আলেম যাঁহারা বিদ্যালয় ত্যাগের পর কিতাব পত্রকে 'সালামু আলায়কুম' না বলিয়া 'দোলনা হইতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর' বাণীর অনুসরণে আজীবন জ্ঞান সাধনায় রত। তাঁহার ন্যায় একজন প্রকৃত আলেম ব্যক্তি মেশ্‌কাত শরীফের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের কিতাবের অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া সত্যই আনন্দের বিষয়।

পুস্তকের ভূমিকা অর্থাৎ 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' অংশটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব বস্তু। কারণ, হাদীস-তত্ত্ব বা উছুলে হাদীস ও হাদীসের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ইহার পূর্বে রচিত হয় নাই। এই দিক দিয়া মাওলানা সাহেব বাংলা ভাষার ও বাংলাভাষী জ্ঞান পিপাসুদের একটি বিরাট অভাব মোচন করিলেন ও বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার উন্মোচিত করিলেন। ভূমিকার চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার জাল হাদীস চিনিবার উপায় ও জাল হাদীস হইতে বাঁচিবার যে যুক্তিপূর্ণ পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এবং 'হাদীস রেওয়ায়তে বিশ্বস্ততার প্রমাণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদটি বর্তমান যুগে হাদীসের প্রতি আস্থাহীন ও সন্দেহ পোষণকারী তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবে বলিয়া আশা করি।

গ্রন্থের ভূমিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বঙ্গে এল্‌মে হাদীছ' আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়টি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী মুসলিম আলেমদের আত্মচেতনা জাগরূক করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করি। অবশ্য মুসলিম বঙ্গের সর্বত্র আরও বহু সংখ্যক মোহাদ্দেস যে রহিয়াছেন ও অতীতে ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদেরও জীবনী ও হাদীসের খেদমতের কথা লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইবার অনুপ্রেরণা এই গ্রন্থ দিবে বলিয়া আশা করি।

মূল পুস্তকে মেশ্‌কাত শরীফ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়ায় পুস্তকখানির মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাছাড়া অনুবাদে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনুবাদ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হইয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

**আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন**
বাংলা একাডেমী—ঢাকা

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার সাবেক অধ্যক্ষ, পূর্বপাক মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের (অবসরপ্রাপ্ত) রেজিষ্টার ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল, জনাব শায়খ শরফুদ্দীন এম-এ, বি-এল, ই-পি-এস-ই-এস ছাহেব বলেনঃ

■

খ্যাতনামা মুহাক্কিক আলিম জনাব মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী সাহেবের লিখিত 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থখানি সযত্নে পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণার ফল। 'ইল্‌মে হাদীস' সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে স্থান পাইয়াছে। হযরত রসূল (ছঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত সহী হাদীসের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিবৃত্ত যেমন সুসামঞ্জস ও মনোজ্ঞ হইয়াছে, হাদীসের প্রামাণিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগও তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্তমানে দলবিশেষ যখন হাদীসের প্রামাণিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছে সেই সময় ইহার প্রকাশ অত্যন্ত সময়োচিত হইয়াছে। আশাকরি, এই গ্রন্থ পাঠে ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে বহু ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইবে। গ্রন্থটি বাংলা ভাষার একটি বিরাট কীর্তি। এই বিষয়ে এমন তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহার উর্দু অনুবাদ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তবে গ্রন্থকার গ্রন্থের দুই স্থানে লিখিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবাকে তাহার দলবল সহ আগুনে

পোড়াইয়া মারিয়াছেন। ইমাম জাহাবীর নিছক অনুমানমূলক কথাটির প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ না করাই আমার মতে ভাল ছিল।

গ্রন্থখানি আসলে তাঁহার মেশ্‌কাত শরীফের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার ভূমিকা স্বরূপই লেখা হইয়াছে। ইহা তাঁহার মেশ্‌কাত অনুবাদের প্রথম খণ্ডের সাথেও প্রকাশিত হইয়াছে।

খাকসার

**শায়খ শরফুদ্দীন**

সিলেট, গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য হেড্ মাওলানা ও প্রধান মোহাদ্দেছ
খ্যাতনামা মাওলানা শফীকুল হক ছাহেব বলেনঃ

■

মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র কোরআনের পরই যে হাদীছে নববীর স্থান সবার ঊর্ধ্বে একথা কাহারও অজানা নাই, তাই উর্দুভাষী হাদীছ অনুবাদকদের মত বাংলা ভাষায়ও হাদীছের অনুবাদ করত হাদীছ পাঠের মাধ্যমে দেল ও দেমাগের পরিচ্ছন্নতা সাধন ও ঈমান আমলকে সজীব করার সুযোগ বাংলা ভাষাভাষীদেরকেও দান করার জন্য হাদীছের বিভিন্ন কিতাবের বাংলা অনুবাদের অত্যধিক প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন বাংলার আলেম সমাজ এ মহান কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হন নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয় বর্তমানে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ছাহেব এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার অনূদিত মেশ্‌কাত শরীফের প্রথম জিলদ আমার হাতে পৌঁছিয়াছে। ইহাতে তিনি প্রথমতঃ এল্‌মে হাদীছের পরিভাষা, হাদীছ গ্রন্থাদির প্রকরণ, ছাহাবীদের হাদীছ বর্ণনা, উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব, বিভিন্ন যুগের হাদীছ গ্রন্থাদি, ফেকা শাস্ত্রের ইমামগণসহ ছিহাহ্ ছিত্তার প্রণেতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের রচনাবলী, জাল হাদীছ সৃষ্টির কারণ ও উহা প্রতিরোধের চেষ্টা, এল্‌মে হাদীছ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থসমূহের নাম ও গ্রন্থকারদের মৃত্যু তারিখ, পাকভারতে এল্‌মে হাদীছের আগমন, এখানকার বিভিন্ন যুগের মুহাদ্দিছগণের জীবনী ও তাঁহাদের রচনাবলী এবং বিভিন্ন যুগের হাদীছ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পাক-ভারতের জ্ঞান পিপাসুদের বিশেষ করিয়া বাংলাভাষীদের জন্য যে অপূর্ব সুযোগ দান করিলেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ পাক-ভারতের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান কালের বিখ্যাত মুহাদ্দিছদের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়া লেখক এমন একটি দুঃসাধ্য ও কঠোর গবেষণা সাপেক্ষ কাজ করিয়াছেন যাহা শুধু লেখক এবং সুধী-মণ্ডলীই বুঝিতে পারেন। ইহা শুধু পাক-ভারতের জন্যই নয়; বরং মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজন। আমার মতে উর্দু ভাষায় ইহার অনুবাদ করত উর্দুভাষী ভাইদেরও ইহা হইতে উপকৃত হইতে দেওয়া উচিত; বরং আরবী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়া মুসলিম বিশ্বকে এদেশের এল্‌মী অবদান সম্পর্কে জানিতে দিলেই এই কিতাবের পূর্ণ হক আদায় হইতে পারে।

হাদীছের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখক ঈমান প্রসঙ্গে যে বিস্তারিত ও সুষ্ঠু বর্ণনা দান করিয়াছেন, কবরের আজাবের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে উপমা-উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন, তক্‌দীর

প্রসঙ্গে যে অপূর্ব ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, আহ্‌লুছ ছুন্নত ওল-জমাতের ভাষ্য যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বাংলা ভাষায় তাহা পাঠ করিয়া অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে লিখকের শোক্‌রিয়া আদায় করিতেছি। উর্দু আরবী সম্পর্কে অনবিজ্ঞ ভাইদের জন্য ইহা লেখকের একটি অমূল্য অবদান। হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞান-পিপাসুদের ইহা পাঠ করা বরং সর্বদা ইহার এক কপি হাতের কাছে রাখা উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

মুদ্দাকথা, এই কিতাবখানা গ্রন্থকারের এমন একটি গৌরবময় অবদান যাহার জন্য পাক-ভারতবাসীরা বিশেষতঃ এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ সঙ্গতভাবেই গৌরব বোধ করিতে পারে।

দোয়া করি, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই কৃতী সন্তানকে সমস্ত রোগ ভোগ হইতে মুক্তি দিন এবং তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করত সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দেশ ও জাতির খেদমত করার সুযোগ দান করুন। তাঁহার এই মহান কীর্তির জন্য আল্লাহ্‌ ইহকাল ও পরকালে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করুন।

আমীন! ছুম্মা আমীন!

২৮ রমজান, ১৩৮৬ হিঃ — আহ্‌কার—**শফীকুল হক**

মাদ্রাসায়ে আলিয়া জামেউল উলুম
পোঃ গাছবাড়ী, সিলেট

# সূচীপত্র

## প্রথম খণ্ড

### প্রথম অধ্যায়



### দ্বিতীয় অধ্যায়

**বিষয়** — **পৃষ্ঠা**

## তৃতীয় অধ্যায়

## দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা



**ষষ্ঠ স্তর**



**সপ্তম স্তর**



**এই ৫ম যুগের অপর কতিপয় মোহাদ্দেছ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মেশকাত অনুবাদের ভূমিকা

# হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস

## প্রথম খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

□

### জ্ঞাতব্য বিষয়

**ছুন্নাহ্ বা হাদীছ্ঃ**

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার নবী জীবনে যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন বা অন্যের কোন কথা বা কার্যের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাকে 'ছুন্নাহ্'* বলে। ইহার অপর নাম 'হাদীছ'। হাদীছ ব্যাপক অর্থে ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের কথা, কার্য ও সম্মতিকেও বলে। কাহারো কাহারো মতে ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের কথা, কার্য ও সম্মতিকে 'আছার' বলে।

**ছুন্নাহ বা হাদীছের উৎসঃ**

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) আল্লাহ্র নবী ও রছূল ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষও ছিলেন; সুতরাং তাঁহার নবী জীবনের কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) যাহা তিনি নবী ও রছূল পদের দায়িত্ব সম্পাদন উপলক্ষে করিয়াছেন এবং (খ) যাহা তিনি অপর মানুষের ন্যায় মানুষ হিসাবে করিয়াছেন যথা—খাওয়া, পরা ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সমস্তই খোদায়ী নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলী অবশ্য এইরূপ নহে।

শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী (রঃ) বলেনঃ রছূলুল্লাহ্র হাদীছ প্রধানতঃ দুই প্রকারের।

প্রথম প্রকার—যাহাতে তাঁহার নবুওত ও রেছালতের (নবী ও রছূল পদের) দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ রহিয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্গতঃ

(১) যাহাতে—পরকাল বা ঊর্ধ্ব জগতের কোন বিষয় রহিয়াছে। ইহার উৎস ওহী।

(২) যাহাতে—এবাদত ও বিভিন্ন স্তরের সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-শৃংখলার বিষয় রহিয়াছে। ইহার কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস স্বয়ং রছূলুল্লাহ্র ইজ্‌তেহাদ। কিন্তু রছূলুল্লাহ্র ইজ্‌তেহাদও ওহীর সমপর্যায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শরীয়ত সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্তের উপর অবস্থান করা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

টীকা

* ফেকাহ শাস্ত্রে ছুন্নাহ বা ছুন্নত বলিতে—ফরয ওয়াজেব ব্যতীত এবাদতরূপে যাহা করা হয় তাহাকে বুঝায়, যথা ছুন্নত নামাজ। অপর অর্থ হইলঃ দ্বীন বা শরীয়তের সুপ্রচলিত বা মনোনীত পন্থা।

(৩) যাহাতে—এমন সকল জনকল্যাণকর বাণী ও নীতি-কথাসমূহ রহিয়াছে, যে সকলের জন্য কোন সীমা বা সময় নির্ধারিত করা হয় নাই। (অর্থাৎ, যাহা সার্বজনীন ও সর্বকালীন) যথা—আখলাক বা চরিত্র বিষয়ক কথা। ইহার উৎস সাধারণতঃ তাঁহার ইজ্‌তেহাদ।

(৪) যাহাতে—কোন আমল বা কার্য অথবা কার্যকারকের ফজীলত বা মর্যাদার কথা রহিয়াছে। ইহার কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস তাঁহার ইজ্‌তেহাদ।

দ্বিতীয় প্রকার—যাহাতে—তাঁহার নবুওত ও রেছালতের দায়িত্বের অন্তর্গত নহে, এরূপ বিষয়াবলী রহিয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলী ইহার অন্তর্গতঃ

(১) যাহাতে—চাষাবাদ জাতীয় কোন কথা রহিয়াছে। যথা—তা'বীরে নখলের কথা।*

(২) যাহাতে—চিকিৎসা বিষয়ক কোন কথা রহিয়াছে।

(৩) যাহাতে—কোন বস্তু বা জন্তুর গুণাগুণের কথা রহিয়াছে। (যথা—'ঘোড়া কিনিতে গাঢ় কাল রং ও সাদা কপাল দেখিয়া কিনিবে।')

(৪) যাহাতে—এমন সকল কাজের কথা রহিয়াছে, যে সকল কাজ তিনি এবাদতরূপে নহে, বরং অভ্যাসবশতঃ অথবা সংকল্প ব্যতিরেকে ঘটনাক্রমে করিয়াছেন।

(৫) যাহাতে—আরবদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসমূহের মধ্যে তাঁহার কোন কাহিনী বর্ণনার কথা রহিয়াছে। যথা—উম্মেজারা ও খোরাফার কাহিনী।

(৬) যাহাতে—সার্বজনীন, সর্বকালীন নহে বরং সমকালীন কোন বিশেষ মোছলেহাতের কথা রহিয়াছে। যথা—সৈন্য পরিচালন কৌশল।

(৭) যাহাতে—তাঁহার কোন বিশেষ ফয়ছালা বা বিচার-সিদ্ধান্তের কথা রহিয়াছে।

এ সকলের মধ্যে কোনটির উৎস তাঁহার অভিজ্ঞতা, কোনটির উৎস ধারণা, কোনটির উৎস আদত-অভ্যাস, কোনটির উৎস দেশ-প্রথা আর কোনটির উৎস সাক্ষ্য-প্রমাণ। (যথা—বিচার-সিদ্ধান্ত।)

প্রথম প্রকার ছুন্নাহর অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য (ইহার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এবং দ্বিতীয় প্রকার ছুন্নাহর মধ্যে যাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত অভ্যাসপ্রসূত বা যাহাকে তিনি পছন্দ করিতেন তাহাও আমাদের অনুকরণীয়।

**ওহীর শ্রেণী ও হাদীছঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রছূলের প্রতি যে সকল ওহী নাজিল করিয়াছেন তাহা দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর ওহীঃ যাহা—যে যে শব্দ বা বাক্যের সহিত নাজিল করা হইয়াছে তাহা হুবহু বহাল রাখিতে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বাধ্য ছিলেন। কোরআন পাক এই শ্রেণীর ওহী।

টীকা

* মদীনার লোকেরা অধিক ফলনের জন্য নর খেজুর গাছের শীষ লইয়া মাদা খেজুর গাছের সহিত লাগাইয়া দিত। একদা রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিলেনঃ 'তোমরা ইহা না করিলেও পার।' ইহাতে ছাহাবীগণ এইরূপ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে সে বৎসর ফলন কম হইল। ইহা দেখিয়া হুজুর বলিলেনঃ 'আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, এইরূপ না করিলেও চলে। এইরূপ ধারণাপ্রসূত কথায় তোমরা আমায় দোষারোপ করিও না। (কেননা, ধারণা ভুলও হইতে পারে) কিন্তু আমি যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোন কথা বলি উহাকে নিশ্চয় গ্রহণ করিবে। কেননা, আমি আল্লাহ্র প্রতি কখনও অসত্য আরোপ করি না।'

ইহাকে 'ওহীয়ে মাত্লূ'* বলে। নামাজে কেবল ইহারই তেলাওত (আবৃত্তি) করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীর শব্দ বা বাক্য অবিকল বজায় রাখিতে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বাধ্য ছিলেন না। ওহী দ্বারা প্রাপ্ত মূল ভাবটিকে তাঁহার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাকে 'ওহীয়ে গায়র মাত্লূ' বলে। ইহা নামাজে পড়া যায় না। যে যে হাদীছ ওহী-প্রসূত তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই ওহী-প্রসূত। হাদীছকে যে 'ওহীয়ে গায়র মাত্লূ' বলা হয়, ইহাই তাহার অর্থ।

## হাদীছ শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

**ছাহাবী**—যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত—

(ক) রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন বা

(খ) তাঁহাকে দেখিয়াছেন ও তাঁহার একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন অথবা

(গ) একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেন—এবং ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে 'ছাহাবী' বলে।

**তাবেয়ী**—যিনি কোন ছাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন অথবা অন্ততঃপক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে 'তাবেয়ী' বলে।

**তাবে'-তাবেয়ী**—যিনি কোন তাবেয়ীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন অথবা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে 'তাবে'-তাবেয়ী' বলে।

**রেওয়ায়ত**—হাদীছ বা আছার বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়ত' বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন তাঁহাকে 'রাবী' বলে।

কোন কোন সময় 'হাদীছ' বা 'আছার'কেও রেওয়ায়ত বলে। যেমন বলা হয়ঃ এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়ত আছে।

**ছনদ**—হাদীছের রাবী পরম্পরাকে 'ছনদ' বলে। কোন হাদীছের ছনদ বর্ণনা করাকে 'ইছনাদ' বলে। কখনো কখনো 'ইছনাদ' 'ছনদের' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**রেজাল**—হাদীছের 'রাবী' সমষ্টিকে 'রেজাল' বলে। আর যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে 'এলমে আছমাউর রেজাল' বলে।

**মতন**—ছনদ বর্ণনা করার পর যে মূল হাদীছটি বর্ণনা করা হয় তাহাকে 'মতন' বলে।

**আদালত**—যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে 'তাক্ওয়া' ও 'মরুওত' অবলম্বন করিতে (এবং মিথ্যা আচরণ হইতে বিরত থাকিতে) উদ্বুদ্ধ করে, তাহাকে 'আদালত' বলে। 'তাকওয়া' অর্থে এখানে শিরক, বেদআত ও ফেছ্ক প্রভৃতি কবীরাহ্ গোনাহ্ এবং পুনঃ পুনঃ ছগীরা গোনাহ্ করা হইতে বাঁচিয়া থাকাকে বুঝায়। 'মরুওত' অর্থে অশোভন বা অভদ্রোচিত কার্য হইতে দূরে থাকাকে বুঝায়,

টীকা

* জনাব মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী বলেনঃ হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী ছাহেব বলিয়াছেন—'মাত্লূ' অর্থ যাহা তেলাওত বা আবৃত্তি করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর ওহী প্রথমতঃ হজরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করীম (ছঃ)-কে শব্দে শব্দে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং নবী করীম (ছঃ)-ও প্রত্যেক রমজানে উহা হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীতে বিষয়-বস্তু ওহী করা হইত। উভয়-পক্ষে এইরূপ আবৃত্তি করা হইত না। প্রথম শ্রেণীর ওহীকে কোরআন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীকে হাদীছ বলে।

যদিও উহা 'মোবাহ্' হয়। যথা—হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি। এরূপ কার্য করেন এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ ছহীহ্ নহে।

**আদ্‌ল বা আদেল**—যে ব্যক্তি 'আদালত' গুণসম্পন্ন তাঁহাকে 'আদল' বা 'আদেল' বলে। [অর্থাৎ, যিনি (১) রছূলুল্লাহ্‌র হাদীছ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই, (২) বা সাধারণ কাজ-কারবারে কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন নাই, (৩) অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ, দোষ-গুণ বিচারের জন্য যাহার জীবনী জানা যায় নাই এরূপ লোকও নহেন, (৪) বে-আমল ফাছেকও নহেন, (৫) অথবা বদ্-এ'তেকাদ বেদআতীও নহেন, তাঁহাকে 'আদ্‌ল' বলে।]

**জব্‌ত**—যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন উহাকে সঠিকভাবে স্মরণ করিতে পারে তাহাকে 'জব্‌ত' বলে।

**জাবেত**—'জব্‌ত' গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'জাবেত' বলে।

**ছেকাহ**—যে ব্যক্তির মধ্যে 'আদালত' ও 'জব্‌ত' উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাঁহাকে 'ছেকাহ' 'ছাবেত' বা 'ছাবাত' বলে।

**শায়খ**—হাদীছ শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁহার শাগরেদের তুলনায় 'শায়খ' বলা হইয়া থাকে।

**মোহাদ্দেছ**—যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের ছনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁহাকে 'মোহাদ্দেছ' বলে।

**হাফেজ, হুজ্জাত ও হাকেম**—(ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগের পর) যিনি ছনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাকে 'হাফেজ' (হাফেজে হাদীছ) বলে। এইরূপে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাকে 'হুজ্জাত' আর যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাকে 'হাকেম' বলে।

এযাবৎ দুনিয়ায় কত 'হাফেজে হাদীছ' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। হাফেজ জাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ) তাঁহার 'তাজকেরাতুল হোফ্‌ফাজ' নামক কিতাবে ১১ শতেরও অধিক হাফেজের জীবনী লিখিয়াছেন। 'হুজ্জাত'গণের সংখ্যাও অনেক। তাঁহার কিতাবে বহু হুজ্জাতের জীবনী রহিয়াছে। 'হাকেম'দের সংখ্যাও কম নহে। হাদীছের হেফাজতের জন্য এসকল লোকের সৃষ্টি মুসলিম জাতির প্রতি সত্যই আল্লাহ্‌র এক বিরাট দান বলিতে হইবে।

**শায়খাইন**—ইমাম বোখারী ও মোছলেমকে এক সঙ্গে 'শায়খাইন' বলে। [কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে 'শায়খাইন' বলিতে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং হজরত ওমর ফারূক (রাঃ)-কেই বুঝায়। এভাবে হানাফী ফেকাহয় 'শায়খাইন' বলিতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউছুফকে বুঝায়।]

**ছেহাহ্ ছেত্তা**—বোখারী শরীফ, মোছলেম শরীফ, আবু দাঊদ শরীফ, তিরমিজী শরীফ, নাছায়ী শরীফ ও ইবনে মাজাহ্—হাদীছের এই ছয়খানি কিতাবকে এক সঙ্গে 'ছেহাহ্ ছেত্তা' বলে, ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিশিষ্ট আলেমগণ 'ইব্‌নে মাজাহ্'-এর স্থলে 'মোআত্তা ইমাম মালেক' আবার কেহ কেহ 'ছুনানে দারেমী'কেই 'ছেহাহ্ ছেত্তার' শামিল করেন।

**ছহীহাইন**—বোখারী শরীফ ও মোছলেম শরীফকে এক সঙ্গে 'ছহীহাইন' বলে।

**ছুনানে আরবাআ**—ছহীহাইন বাদে 'ছেহাহ্ ছেত্তার' অপর চারি কিতাব (আবু দাঊদ, তিরমিজী, নাছায়ী ও ইব্‌নে মাজাহ্)-কে এক সঙ্গে 'ছুনানে আরবাআ' বলে।

**মোত্তাফাক্ আলাইহে**—যে হাদীছকে একই ছাহাবী হইতে ইমাম বোখারী ও মোছলেম উভয়ে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে হাদীছে 'মোত্তাফাক্ আলাইহে' (বা ঐক্যসম্মত হাদীছ) বলে।

## হাদীছের শ্রেণীবিভাগ

হাদীছসমূহকে বাছাই করিতে যাইয়া আমাদের মোহাদ্দেছগণ উহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণী-সমূহে ভাগ করিয়াছেনঃ

হাদীছ প্রথমতঃ তিন প্রকারেরঃ কাওলী, ফে'লী ও তাক্‌রিরী। কথা জাতীয় হাদীছকে কাওলী, কার্য বিবরণ সম্বলিত হাদীছকে ফে'লী এবং সম্মতিসূচক হাদীছকে তাক্‌রিরী হাদীছ বলে। এই তিন প্রকারের হাদীছেরই নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছেঃ

### (ক)

**মারফূ'**—যে হাদীছের ছনদ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ, যাহা স্বয়ং রছূলুল্লাহ্‌র হাদীছ বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাকে 'হাদীছে মারফূ' বলে।

**মাওকূফ**—যে হাদীছের ছনদ কোন ছাহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ, যাহা স্বয়ং ছাহাবীর হাদীছ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাকে 'হাদীছে মাওকূফ' বলে। ইহার অপর নাম 'আছার'।

**মাক্‌তূ'**—যে হাদীছের ছনদ কোন তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ, যাহা স্বয়ং তাবেয়ীর হাদীছ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাকে 'হাদীছে মাক্‌তূ' বলে।

[অনেকে 'মাওকূফ' ও 'মাকতূ'কে 'হাদীছ' না বলিয়া 'আছার'ই বলিয়া থাকেন। আবার কখনো কখনো 'আছার' অর্থে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর হাদীছকেও বুঝায়। —মোকাদ্দমায়ে ইবনুছ্‌ছালাহ্।]

### (খ)

**মোত্তাছিল**—যে হাদীছের ছনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েন নাই অর্থাৎ, সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ রহিয়াছে তাহাকে 'হাদীছে মোত্তাছিল' বলে। আর এ বাদ না পড়াকে বলা হয় 'ইত্তেছাল'।

**মোন্‌কাতে'**—যে হাদীছের ছনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়িয়াছে তাহাকে 'হাদীছে মোন্‌কাতে' বলে। আর এ বাদ পড়াকে বলা হয় 'এন্‌কেতা'। এ হাদীছ প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ 'মোরছাল' ও 'মোআল্লাক'।

**মোরছাল**—যে হাদীছে ছনদের 'এন্‌কেতা' শেষের দিকে হইয়াছে অর্থাৎ, ছাহাবীর নামই বাদ পড়িয়াছে এবং স্বয়ং তাবেয়ী রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নাম করিয়া হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে 'হাদীছে মোরছাল' বলে।*

**মোআল্লাক**—যে হাদীছের ছনদের 'এন্‌কেতা' প্রথম দিকে হইয়াছে অর্থাৎ, ছাহাবীর পর এক বা একাধিক নাম বাদ পড়িয়াছে তাহাকে 'মোআল্লাক' বলে। ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

টীকা

* ইমামগণের মধ্যে কেবল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকই (রঃ) ইহাকে বিনা শর্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তাবেয়ী শুধু তখনই ছাহাবার নাম বাদ দিয়া সরাসরি রছূলুল্লাহ্‌র নামে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যখন ইহা তাঁহার নিকট নিঃসন্দেহে রছূলুল্লাহ্‌র হাদীছ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

[‘মোরছাল’ ও ‘মোআল্লাক’ ‘মোন্‌কাতে’রই যে দুইটি রকম বিশেষ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ‘মোন্‌কাতে’র বহু রকম রহিয়াছে। সেগুলির বর্ণনা এখানে সম্ভবপর নহে।]

কোন কোন গ্রন্থকার কোন কোন হাদীছের পূর্ণ ছনদকে বাদ দিয়া কেবল মূল হাদীছটিকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ করাকে ‘তা’লীক’ বলে। কখনো কখনো তা’লীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও ‘তা’লীক’ বলে। ইমাম বোখারীর (রঃ) কিতাবে এরূপ বহু ‘তা’লীক রহিয়াছে। কিন্তু অসুন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, বোখারীর সমস্ত তা’লীকেরই মোত্তাছিল ছনদ রহিয়াছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা’লীক মোত্তাছিল ছনদ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

**মোদাল্লাছ**—যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম না করিয়া তাঁহার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উহা উপরস্থ শায়খের নিকট শুনিয়াছেন অথচ তিনি নিজে উহা তাঁহার নিকট শুনেন নাই (বরং তাঁহার প্রকৃত ওস্তাদই উহা তাঁহার নিকট শুনিয়াছেন)—সে হাদীছকে ‘হাদীছে মোদাল্লাছ’ বলে এবং এইরূপ করাকে ‘তাদ্‌লীছ’ বলে। আর যিনি এইরূপ করিয়াছেন তাঁহাকে ‘মোদাল্লেছ’ বলে। মোদাল্লেছের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নহে—যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছেকাহ রাবী হইতেই তাদ্‌লীছ করেন অথবা তিনি উহা আপন শায়খের নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেন।

**মোজ্‌তারাব**—যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা ছনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সে হাদীছকে ‘হাদীছে মোজ্‌তারাব’ বলে।

যে পর্যন্ত না ইহার কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত ইহা সম্পর্কে তাওয়াক্‌কুফ (অপেক্ষা) করিতে হইবে। (অর্থাৎ, ইহাকে প্রমাণে ব্যবহার করা চলিবে না।)

**মোদ্‌রাজ**—যে হাদীছের মধ্যে রাবী তাঁহার নিজের অথবা অপর কাহারো উক্তি প্রক্ষেপ করিয়াছেন—সে হাদীছকে ‘হাদীছে মোদ্‌রাজ’ (প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ‘ইদ্‌রাজ’ বলে। ইদ্‌রাজ হারাম—অবশ্য যদি উহা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশার্থে হয় এবং মোদ্‌রাজ বলিয়া সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নহে।

**(গ)**

**মোছনাদ**—যে মারফূ’ হাদীছের, কাহারো মতে—যে কোন রকমের হাদীছের ছনদ সম্পূর্ণ মোত্তাছিল—সে হাদীছকে ‘হাদীছে মোছ্‌নাদ’ বলে। (ইহার অপর অর্থ অপর স্থানে বলা হইবে।)

**(ঘ)**

**মাহ্‌ফুজ ও শাজ্‌**—কোন ছেকাহ্‌ রাবীর হাদীছ অপর কোন ছেকাহ্‌ রাবী বা রাবীগণের হাদীছ -এর বিরোধী হইলে, যে হাদীছের রাবীর ‘জব্‌ত’ গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যাহার হাদীছের সমর্থন পাওয়া যায় অথবা যাহার হাদীছের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয় তাঁহার হাদীছটিকে ‘হাদীছে মাহ্‌ফুজ’ এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে ‘হাদীছে শাজ্‌’ বলে এবং এইরূপ হওয়াকে ‘শজুজ’ বলে। হাদীছের পক্ষে শজুজ একটি মারাত্মক দোষ। শাজ্‌ হাদীছ ‘ছহীহ্‌’রূপে গণ্য নহে।

**মা’রূফ ও মোন্‌কার**—কোন জঈফ রাবীর হাদীছ অপর কোন জঈফ রাবীর হাদীছের বিরোধী হইলে অপেক্ষাকৃত কম জঈফ রাবীর হাদীসটিকে ‘হাদীছে মা’রূফ’ এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে

'হাদীছে মোন্‌কার' বলে এবং এইরূপ হওয়াকে 'নাকারাৎ' বলে। নাকারাৎ হাদীছের পক্ষে একটা বড় দোষ।

**মোআল্লাল**—যে হাদীছের ছনদে এমন কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি রহিয়াছে যাহাকে কোন বড় হাদীছ বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরিতে পারেন না, সে হাদীছকে 'হাদীছে মোআল্লাল' বলে। আর এইরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লত' বলে। ইল্লত হাদীছের পক্ষে একটা মারাত্মক দোষ। মোআল্লাল হাদীছ 'ছহীহ' হইতে পারে না।

(ঙ)

**মোতাবে' ও শাহেদ**—এক রাবীর হাদীছের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মোতাবে' বলে—যদি উভয় হাদীছের মূল রাবী (অর্থাৎ, ছাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে 'মোতাবা'আত' বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছটিকে প্রথম ব্যক্তির হাদীছের 'শাহেদ' বলে। আর এইরূপ হওয়াকে 'শাহাদত' বলে। মোতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

(চ)

**ছহীহ**—যে মোত্তাছিল হাদীছের ছনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'জব্‌ত' গুণসম্পন্ন এবং হাদীছটি 'শজুজ' ও 'ইল্লত' দোষমুক্ত—সে হাদীছকে 'হাদীছে ছহীহ' বলে।

[অর্থাৎ, যে হাদীছটি 'মোন্‌কাতে' নহে, 'মো'দাল' নহে, 'মোআল্লাক' নহে, 'মোদাল্লাছ' নহে, কাহারো কাহারো মতে 'মোরছাল'ও নহে; 'মোবহাম' অথবা প্রসিদ্ধ জঈফ রাবীর হাদীছ নহে; স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার দরুন অনেক ভুল করেন এমন 'মোগাফ্‌ফাল' রাবীর হাদীছ নহে এবং হাদীছটি 'শাজ্' ও 'মোআল্লাল'ও নহে—একমাত্র সে হাদীছকেই 'হাদীছে ছহীহ' বলে।]

**হাছান**—যে হাদীছের রাবীর 'জব্‌ত' গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রহিয়াছে—সে হাদীছকে 'হাদীছে হাছান' বলে।

[ফকীহগণ সাধারণতঃ এই দুই প্রকার হাদীছ হইতেই আইন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করেন।]

**জঈফ**—যে হাদীছের কোন রাবী হাছান হাদীছের রাবীর গুণ সম্পন্নও নহেন—সে হাদীছকে 'হাদীছে জঈফ' বলে।*

(ছ)

**মাওজু'**—যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনো রছূলুল্লাহ্‌র নামে ইচ্ছা করিয়া কোন মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে—তাহার হাদীছকে 'হাদীছে মাওজু' বলে।

এইরূপ ব্যক্তির কোন হাদীছই কখনো গ্রহণযোগ্য নহে, যদিও সে অতঃপর খালেছ তওবা করে।

টীকা

* রাবীর জো'ফ বা দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে জঈফ বলা হয়, অন্যথায় (নাউজুবিল্লাহ্) রছূলের কোন কথাই জঈফ নহে। জঈফ হাদীছের জো'ফ কম ও বেশী হইতে পারে। খুব কম হইলে উহা হাছানের নিকটবর্তী থাকে। আর বেশী হইতে হইতে উহা একেবারে 'মাওজু'তেও পরিণত হইতে পারে। প্রথম পর্যায়ের জঈফ হাদীছ আমলের ফজীলত বা আইনের উপকারিতা বর্ণনায় ব্যবহার করা যাইতে পারে, আইন প্রণয়নে নহে।

**মাতরূক**—যে হাদীছের রাবী হাদীছের ব্যাপারে নহে; বরং সাধারণ কাজ-কারবারে কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে—তাঁহার হাদীছকে 'হাদীছে মাতরূক' বা পরিত্যক্ত হাদীছ বলে।

এইরূপ ব্যক্তিরও সমস্ত হাদীছ পরিত্যাজ্য। অবশ্য সে যদি পরে খালেছ তওবা করে এবং মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য অবলম্বনের লক্ষণ তাহার কাজ-কারবারে প্রকাশ পায় তা হইলে তাহার পরবর্তীকালের হাদীছ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

**মোবহাম**—যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নাই—যাহাতে তাহার দোষ-গুণ বিচার করা যাইতে পারে—তাহার হাদীছকে 'হাদীছে মোবহাম' বলে। এইরূপ ব্যক্তি ছাহাবী না হইলে তাহার হাদীছ গ্রহণ করা যায় না।

**(জ)**

**গরীব**—যে ছহীহ হাদীছকে কোন যুগে মাত্র একজন রাবী রেওয়ায়ত করিয়াছেন—সে হাদীছকে 'হাদীছে গরীব' বলে।

**আজীজ**—যে ছহীহ হাদীছকে প্রত্যেক যুগেই অন্ততঃ দুই জন রাবী রেওয়ায়ত করিয়াছেন—সে হাদীছকে 'হাদীছে আজীজ' বলে।

**মাশ্হূর**—যে ছহীহ হাদীছকে প্রত্যেক যুগে তিন জন রাবী রেওয়ায়ত করিয়াছেন—সে হাদীছকে 'হাদীছে মাশ্হূর' বলে। ফকীহগণ ইহাকে 'মোস্তাফীজ' বলেন।

গরীব, আজীজ ও মাশ্হূর—তিনো রকমের হাদীছকে এক সঙ্গে 'খবরে আহাদ' এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে।

খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বিশ্বাস (একীন) লাভ হয় কি না তাহার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে।

**মোতাওয়াতের**—যে ছহীহ হাদীছকে প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যত লোকের পক্ষে একত্রে মিথ্যা বলা সাধারণতঃ অসম্ভব বিবেচিত হয়, সে হাদীছকে 'হাদীছে মোতাওয়াতের' বলে, এরূপ হওয়াকে 'তাওয়াতোর' বলে। মোতাওয়াতের হাদীছ দ্বারা এল্‌মে একীন অর্থাৎ, এমন নিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয়, যাহা সমস্ত শোবাহ্-সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

হাদীছ প্রধানতঃ দুই প্রকারে মোতাওয়াতের হইতে পারেঃ (ক) 'মোতাওয়াতেরে লফ্‌জী' বা শব্দগত মোতাওয়াতের—যাহার লফ্‌জ বা শব্দ একই রূপে সকল যুগে বহু লোক বর্ণনা করিয়াছেন। উপরে দেওয়া সংজ্ঞাটি ইহারই। (খ) 'মোতাওয়াতেরে মা'নভী' বা ভাগবত মোতাওয়াতের—যাহার শব্দ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার বিভিন্ন হইলেও মূল 'মানে' বা অর্থটি সকল যুগেই বহু লোক বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—'দোআ' করিতে হাত উঠান। রছূলে করীম (ছঃ) কোন্ কোন্ দোআ'য় কি কি রূপে হাত উঠাইয়াছেন উহার বর্ণনা একরূপ না হইলেও তিনি যে, দোআ' করিতে হাত উঠাইয়াছেন এই মূল অর্থটি সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন।

এই ছাড়া আমল বা কার্য দ্বারাও একটি হাদীছ 'মোতাওয়াতের' হইতে পারে। যে হাদীছকে প্রত্যেক যুগেই বহু লোক কার্যকরী করিয়া আসিয়াছে—সে হাদীছকে 'হাদীছে মোতাওয়াতেরে আমলী' বলা যাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে আহ্‌কামের সমস্ত হাদীছই মোতাওয়াতের। কেননা, এ সকল হাদীছকে ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগ হইতে এ যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই কার্যকরী করিয়া আসিতেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীছের রাবীর এ সংখ্যাগত প্রশ্নটি শুধু ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগেরই বিচার্য বিষয়। অতঃপর হাদীছসমূহ কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার দরুন সমস্ত হাদীছই মোতাওয়াতের হইয়া গিয়াছে।

এল্‌মে উছূলে হাদীছের বিষয়াবলী হইল অত্যন্ত জটিল, অথচ বাংলা ভাষায় ইহার আলোচনা ইতঃপূর্বে তেমন একটা হয় নাই। অতএব, এখানে সরল ভাষায় অত্যাবশ্যক বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য বিজ্ঞ আলেমদের নিকট দর্‌য়াপ্ত করা আবশ্যক।

## খবরে ওয়াহেদ দ্বারা জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হয় কি না?

'মোতাওয়াতের' হাদীছ দ্বারা যে একীন বা সন্দেহাতীত বিশ্বাস লাভ হইয়া থাকে তাহা বলার প্রয়োজন নাই। এখন দেখা যাক যে, 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ হয় কি না?

কোনো ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ বা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করার সাধারণ সূত্র হইল মাত্র দুইটি, স্বয়ং ঘটনা প্রত্যক্ষ করা অথবা অন্যের নিকট উহার বিবরণ শুনা। হাদীছে রছুল সম্পর্কে ছাহাবীগণের জ্ঞান হইল প্রথম পর্যায়ের এবং আমাদের জ্ঞান দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ শুনা। আর শুনা কথায় বিশ্বাস স্থাপনের একমাত্র উপায় হইল যাহার মারফত কথাটি শুনা গিয়াছে তাহার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়া। সে বিশ্বস্ত হইলে কথায়ও বিশ্বাস জন্মে আর সে বিশ্বস্ত না হইলে কথায়ও বিশ্বাস জন্মে না। আমাদের দৈনন্দিনের কাজ-কারবারে আমরা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। বিশ্বস্ত একজন ভৃত্যের কথায়ও সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস জন্মে এবং সংশয় থাকে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথায় আমরা সন্দেহ করি না। অন্যথায় আমাদের বহু কাজ-কারবার অচল হইয়া পড়িবে। ইতিহাসে আস্থা স্থাপন চলিবে না, সরকারী বার্তায় বিশ্বাস করা যাইবে না, অথচ এগুলিতে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে 'খবরে ওয়াহেদ' (অর্থাৎ এক, দুই বা তিন জন প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীছ) দ্বারা যে সংবিদিত বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয় ইহা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, হাদীছের বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততা এমন অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যাহার নজীর দুনিয়ার কোন ব্যাপারেই মিলে না। তবে যে, সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে 'খবরে ওয়াহেদ' জন্নী, (উহা দ্বারা জন্ন্ লাভ হয়,) ইহার অর্থ অবহিত হওয়ার পূর্বে ইহা অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, কোনো সংবাদ সম্পর্কে সাধারণতঃ মানুষের মনে পাঁচটি অবস্থার সৃষ্টি হয়ঃ (১) শুনিবামাত্র উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে—ইহাকে আরবীতে এলম বা একীন বলে। (২) দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না তবে বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হইয়া থাকে। ইহাকে আরবীতে 'জন্ন্' বা গালেবুররায় বলে। (৩) বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়ের পাল্লা সমান থাকে। ইহাকে আরবীতে 'শক' (شك) বলে। (৪) বিশ্বাসের পাল্লা হালকা এবং অবিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়। ইহাকে আরবীতে ওহম, (وهم) বলে এবং (৫) সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। ইহাকে আরবীতে 'কিজ্‌ব' বলে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আরবী 'জন্ন্' শব্দটি যেমন দ্বিতীয় অবস্থার জন্য বলা হইয়া থাকে তেমন উহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ব্যতীত অপর সকল অবস্থার জন্যও বলা হইয়া থাকে। কোরআনে ইহার উদাহরণ রহিয়াছে। কোরআনের বিখ্যাত আভিধানিক ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেনঃ 'জন্ন্' সংবাদ সম্পর্কীয় সেই অবস্থারই নাম যাহা (বিশ্বাসের পক্ষে) ইঙ্গিত দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। ইঙ্গিত

যখন শক্তিশালী হয়, তখন উহা একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। আর ইঙ্গিত যখন দুর্বল হয়, তখন উহা 'ওহমে' পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নলিখিত দুইটি আয়াতে ইহা এলম বা পূর্ণ বিশ্বাসের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছেঃ

(ক) اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلَاقُوْا رَبِّهِمْ - البقرة ٤٦ —'যাহারা 'জ্বন্' (বিশ্বাস) করিয়া থাকে যে, তাহারা তাহাদের পরওয়ারদেগারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।' ছূরা-বাকারা-৪৬

(খ) يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلَاقُوا اللّٰهِ ٧ — البقرة ٢٤٩ —'তাহারা 'জ্বন্' (বিশ্বাস) করে যে, তাহারা আল্লাহ্ পাকের সহিত মিলিত হইবে।' এখানে 'জ্বন্'-এর অর্থ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। অপরপক্ষে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে 'জ্বন্' শব্দ শক বা ওহমের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছেঃ

(ক) مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ٤ نساء ١٥٧ —'জ্বন্'-এর অনুসরণ ব্যতীত এ ব্যাপারে তাহাদের কোনো এলমই নাই। —ছূরা-নেছা-১৫৭

(খ) تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝ احزاب ١٠ —'তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা রকমের 'জ্বন' (শোবাহ-সন্দেহ) করিতেছ।' —ছূরা-আহ্জাব-১০

(গ) اِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝ نجم ٢٨ —নিশ্চয় 'জ্বন্' দ্বারা কোন সত্য লাভ হয় না।
—ছূরা-নজ্ম ২৮ (রাগিব)

মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী তাঁহার শরহে মোছলেমের ভূমিকায় বলেনঃ 'খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যে 'জ্বন্' লাভ হইয়া থাকে তাহা একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি সবল অবস্থারই নাম। ওহম বা শকের নাম নহে। প্রকৃতপক্ষে এ অর্থে 'জ্বন্' একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসেরই রকম বিশেষ। মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার অধিকাংশ কার্য ইহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'জ্বন্' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে—বিশেষ করিয়া শক ও ওহমের অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন ইহাতে মহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থলে 'জ্বন' শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত নহে।' —শরহে মোছলেম, ৮

এ আলোচনার সার এ হইল যে, 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা 'জ্বন্' লাভ হয়। ইহার অর্থ হইল একীনই লাভ হয়, ওহম বা শক নহে। তবে 'মুতাওয়াতেরের' ন্যায় একীন নহে—শুধু একথা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়া থাকেঃ 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা জ্বন্ লাভ হইয়া থাকে।

বিশ্বস্ত হইলে একজনের কথায়ও যে একীন হাছিল হইতে পারে বা উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার প্রমাণ কোরআন ও হাদীছেও রহিয়াছে। কোরআনে রহিয়াছে—

(١) فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ - براءة ١٢٢

"প্রত্যেক দল (ফিরকাহ্) হইতে এক 'তায়েফাহ্' ( طائفة ) যেন দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার জন্য বাহির হইয়া যায়, অতঃপর দলে ফিরিয়া তাহাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে সতর্ক করে।" —ছূরা-বারাআত-১২২। অথচ আরবীতে 'তায়েফাহ্' একজনকেও বলে। একজনের কথা গ্রহণযোগ্য না হইলে এরূপ আদেশের কোন অর্থই হয় না।

কোরআনে আরো রহিয়াছে—

(٢) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز - آل عمران ١٨٧

'আল্লাহ্ তা'আলা আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) আলেমগণের নিকট হইতে (তাহাদের নবীর মারফত) এ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তোমরা লোকদের নিকট উহা (কিতাব) খুলিয়া বলিবে এবং উহা গোপন করিবে না।' —ছূরা-আলে ইমরান-১৮৭

এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার আদেশ প্রত্যেক আলেমের প্রতি স্বতন্ত্রভাবেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। কেননা, প্রত্যেক লোকের নিকট কিতাব বর্ণনার জন্য সকল আলেমের একত্র সমাবেশ সম্ভবপর নহে।

এইরূপে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-ও শরীয়তের আহ্‌কাম প্রচার এবং দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে অনেক সময় অনেক স্থলে মাত্র একজন বা দুই জন ছাহাবীকেই পাঠাইয়াছেন। একা হজরত মোআজ ইবনে জাবালকেই প্রচারক ও শাসকরূপে ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন। বাদশাহ্‌দের নিকট দাওয়াতে ইসলামের চিঠি দিয়াও এক এক জন বাহককেই পাঠাইয়াছিলেন। বহু ব্যক্তি ব্যতীত এক, দুই বা তিন ব্যক্তির কথা 'মো'তাবার' বা বিশ্বাসযোগ্য না হইলে এরূপ একা পাঠানোর কোন অর্থই থাকে না।

মাশহূর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হজরত আনাছ (রাঃ) একদা হজরত আবু তাল্‌হা, হজরত আবু উবায়দা ও হজরত উবাই ইবনে কা'বকে শরাব পান করাইতে ছিলেন, এমন সময় রছূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এক ঘোষণাকারী আসিয়া ঘোষণা করিলেনঃ "শরাব হারাম হইয়া গিয়াছে, শরাব হারাম হইয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিবা মাত্রই হজরত আবু তাল্‌হা বলিলেনঃ উঠ আনাছ, শরাবের মটকা ভাঙ্গ।

এইরূপে একদিন কুবাবাসীরা কুবার মসজিদে বায়তুল মাক্‌দেছের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতেছিলেন, এ সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলঃ "কেব্‌লা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, মক্কার কা'বাই আমাদের কেব্‌লা নির্ধারিত হইয়াছে"। ইহা শুনিয়া মুছল্লীগণ নামাজের মধ্যেই কা'বার দিকে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল ঘটনা রছূলুল্লাহ্‌র জীবনেই সংঘটিত হইয়াছে; আর তিনি একথা বলেন নাই যে, তোমরা একজনের কথায় বিশ্বাস করিয়া কেন এইরূপ কাজ করিলে? অথচ ইহা শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এতদ্ব্যতীত খোলাফায়ে রাশেদীন এক বা দুই জন ছাহাবী প্রমুখাৎ রছূলুল্লাহ্‌র হাদীছ অবগত হইয়া যে নিজদের বহু মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন তাহার বহু উদাহরণ পাঠকগণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। এই আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, একজন বা দুই জন বিশ্বস্ত লোকের সংবাদেও জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং তিন জনের সংবাদে অর্থাৎ, মাশহূর হাদীছ দ্বারা যে, নিশ্চিত বিশ্বাস বা একীন লাভ হয় তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতেছে না।

## হাদীছের কিতাবের রকমবিভাগ

মোহাদ্দেছগণ হাদীছের কিতাব লিখিতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন কিতাবকে বিভিন্নরূপে সাজাইয়াছেন। নীচে ইহার কতিপয় প্রসিদ্ধ রকমের নাম দেওয়া গেলঃ

**জামে'***—যে কিতাবে হাদীছসমূহকে বিষয় অনুসারে সাজানো হইয়াছে এবং যাহাতে—'আকায়েদ, ছিয়ার, তফ্‌ছীর, ফেতান, আদাব, আহ্‌কাম, রেকাক ও মানাকেব—এ আটটি প্রধান

টীকা

* জামে' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কিতাবে বিভিন্ন মূলকিতাব হইতে ব্যাপকভাবে হাদীছ সংকলিত হইয়াছে তাহাকেও জামে' বলা হইয়া থাকে।

অধ্যায় রহিয়াছে তাহাকে 'জামে' বলে। যথা—'জামেয়ে' ছহীহ'—ইমাম বোখারী, 'জামেয়ে' তিরমিজী'। তিরমিজীর কিতাবটি আসলে 'জামে' হইলেও উহা 'ছুনান' নামেই প্রসিদ্ধ। এ জাতীয় কিতাবে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের হাদীছ রহিয়াছে।

**ছুনান বা মোছান্নাফ**—যে কিতাবে হাদীছসমূহকে বিষয় অনুসারে সাজানো হইয়াছে এবং যাহাতে তাহারাৎ, নামাজ, রোজা প্রভৃতি আহ্‌কামের হাদীছসমূহ সংগ্রহের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, তাহাকে 'ছুনান' বা 'মোছান্নাফ' বলে। যথা—'ছুনানে আবু দাঊদ', 'ছুনানে ইব্‌নে মাজা', 'ছুনানে দারেমী', 'মোছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা', 'মোছান্নাফে আবদুর রাজ্জাক' প্রভৃতি।

**মোছনাদ**—যে কিতাবে হাদীছসমূহকে ছাহাবীগণের নাম অনুসারে সাজানো হইয়াছে এবং এক এক ছাহাবী হইতে বর্ণিত হাদীছসমূহকে এক এক অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে 'মোছনাদ' বলে। যথা—'মোছনাদে ইমাম আহমদ,' 'মোছনাদে তায়ালছী', 'মোছনাদে আবদ্ 'ইবনে হোমাইদ' প্রভৃতি।

**মো'জাম**—যে কিতাবে হাদীছসমূহকে শায়খ অর্থাৎ, উস্তাদগণের নাম অনুসারে (তাঁহাদের মর্যাদা বা বর্ণানুক্রমে) সাজানো হইয়াছে তাহাকে 'মো'জাম' বলে। যথা—'মো'জামে ইবনে কানে', 'মো'জামে তবরানী' ('মো'জামে কবীর,' 'মো'জামে ছগীর,' 'মো'জামে আওছাত') প্রভৃতি। শেষোক্ত 'মো'জাম' তিনটি তবরানী কর্তৃক রচিত। ইহাতে তিনি হাদীছসমূহকে বর্ণানুক্রমে সাজাইয়াছেন। এ 'মো'জাম' নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন ইবনে কানে' (রঃ) (মৃঃ ৩৫১ হিঃ)।

**রেছালা**—যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহকে একত্র করা হইয়াছে তাহাকে 'রেছালা' বা 'জুজ্' বলে। যথা—'কিতাবুত্ তাওহীদ'—ইবনে খোজাইমা; ইহাতে শুধু তাওহীদ সম্পর্কীয় হাদীছসমূহ একত্র করা হইয়াছে। 'কিতাবুত্ তফ্‌ছীর'—ছাঈদ ইবনে জোবায়র; ইহাতে কেবল তফ্‌ছীর সংক্রান্ত হাদীছসমূহ জমা করা হইয়াছে।

## হাদীছের কিতাবের স্তরবিভাগ

হাদীছের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা যাইতে পারে। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ)-ও তাঁহার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করিয়াছেন।

**প্রথম স্তর ঃ**

এ স্তরের কিতাবসমূহে শুধুমাত্র ছহীহ হাদীছই রহিয়াছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ মোআত্তা ইমাম মালেক, বোখারী শরীফ ও মোছলেম শরীফ । দুনিয়ায় এ কিতাব তিনটির যত অধিক আলোচনা সমালোচনা হইয়াছে অপর কোন কিতাবের এরূপ হয় নাই। আলোচনায় ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে ছহীহ। —হুজ্জাতুল্লাহ্

[এ সকল কিতাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।]

**দ্বিতীয় স্তর ঃ**

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ ছহীহ ও হাছান হাদীছই রহিয়াছে। জঈফ হাদীছ ইহাতে খুব কমই আছে। নাছায়ী শরীফ, আবু দাঊদ শরীফ ও তিরমিজী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। ছুনানে দারেমী, ছুনানে ইবনে মাজাহ এবং শাহ্ ওলীউল্লাহ্ ছাহেবের মতে মোছনাদে ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যাইতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাজহাবের ফকীহগণ নির্ভর করিয়া থাকেন।

**তৃতীয় স্তর ঃ**

এ স্তরের কিতাবে ছহীহ্, হাছান, জঈফ, শাজ্ ও মোন্‌কার—সকল রকমের হাদীছই রহিয়াছে। মোছনাদে আবু ইয়ালা, মোছান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, মোছান্নাফে আবু বকর ইবনে আবু শাইবা, মোছনাদে আবদ ইব্‌নে হোমাইদ, মোছনাদে তায়ালছী এবং বায়হাকী, তাহাবী ও তবরানীর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

**চতুর্থ স্তর ঃ**

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ জঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রহিয়াছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুজ জুআফা, ইবনে আছীরের কামেল এবং খতীব বাগদাদী, আবু নোয়াইম, জাওজাকানী, ইবনে আছাকির, ইবনে নাজ্জার ও ফেরদাউছ দায়লামীর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই কিতাব। মোছনাদে খাওয়ারেজমীও এ স্তরের যোগ্য।

**পঞ্চম স্তর ঃ**

উপরি-উক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রথম স্তর ব্যতীত কোন স্তরেরই সমস্ত কিতাবের নাম এখানে দেওয়া হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ কেবল কতক কিতাবের নামই দেওয়া হইয়াছে।

## ছহীহাইনের বাহিরেও ছহীহ হাদীছ রহিয়াছে

বোখারী ও মোছলেম শরীফ হাদীছের ছহীহ কিতাব। কিন্তু সম্যক ছহীহ্ হাদীছই যে বোখারী ও মোছলেমে রহিয়াছে তাহা নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন ঃ

'আমি আমার এ কিতাবে ছহীহ্ ব্যতীত কোন হাদীছকে স্থান দেই নাই এবং বহু ছহীহ্ হাদীছকে আমি বাদও দিয়াছি।'

এইরূপে ইমাম মোছলেম বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীছকে স্থান দিয়াছি তাহা সমস্তই ছহীহ্, কিন্তু আমি একথা বলি না যে, ইহার বাহিরে যে সকল হাদীছ রহিয়াছে সেগুলি সমস্তই জঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাহিরেও ছহীহ্ হাদীছ ও ছহীহ্ কিতাব রহিয়াছে। শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবীর মতে 'ছেহাহ্ ছেত্তা', 'মোআত্তা ইমাম মালেক' ও 'ছুনানে দারেমী' (এ আটখানি) ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও ছহীহ্ (যদিও বোখারী ও মোছলেমের পর্যায়ে নহে)।

১। ছহীহে ইবনে খোজাইমা (صحيح ابن خزيمه) —আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইছহাক (মৃঃ ৩১১ হিঃ)।

২। ছহীহে ইবনে হিব্বান (صحيح ابن حبان) —আবু হাতেম মোহাম্মদ ইবনে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)।

৩। আল্ মোস্তাদরাক (المستدرك) —হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০২ হিঃ)।

[তিনি ইহা বোখারী ও মোছলেমের মান অনুসারে লিখিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী মোহাক্কেক মোহাদ্দেছগণ তাঁহার এ দাবীকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে পারেন নাই; বরং কোন কোন হাদীছ সম্পর্কে ইহারা বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। সুতরাং ছহীহাইনের পর্যায়ে না হইলেও ইহা একটি ছহীহ কিতাব।]

৪। আল্ মুখ্‌তারাহ্ (المختاره) —জিয়াউদ্দীন মাক্‌দেছী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ)।

৫। ছহীহে আবু আ'ওয়ানাহ্(صحيح ابو عوانه)—ইয়াকুব ইবনে ইছহাক (মৃঃ ৩১১ হিঃ)।

৬। আল্ মোন্‌তাকা (المنتقى) —ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী।

—মোকাদ্দমায়ে শায়খ

এতদ্ব্যতীত মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ রাজা সিন্ধী (মৃঃ ২৮৬ হিঃ) এবং ইবনে হাজ্‌ম জাহেরীরও (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) এক একটি ছহীহ্ কিতাব রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মোহাদ্দেছগণ এগুলিকে ছহীহ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তাহা জানা যায় নাই।

## হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের 'মোছনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। ইহাতে ৭শত ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত 'তাক্‌রার'* সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীছ রহিয়াছে। শায়খ আলী মোত্তাকী জৌনপুরীর 'মোন্‌তাখাবে কান্‌জুল্ ওম্‌মালে' ৩০ হাজার এবং 'কান্‌জুল ওম্‌মালে' (তাক্‌রার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ রহিয়াছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাছান ইবনে আহমদ ছমরকন্দীর 'বাহ্‌রুল আছানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রহিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু এ সংখ্যা 'তাক্‌রার' বাদ কি না তাহা জানা যায় নাই। সুতরাং মোট হাদীছের সংখ্যা ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নহে বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে 'ছহীহ' হাদীছের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর ছহীহ হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। —মা'রেফাতু ওলুমিল হাদীছ। 'ছেহাহ ছেত্তায়' মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীছ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মোত্তাফাক্ আলাইহে। তবে যে বলা হইয়া থাকে ঃ হাদীছের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল। তাহার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছের বিভিন্ন ছনদ রহিয়াছে; এমন কি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় (اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) হাদীছটিরই ৭ শতের মত ছনদ রহিয়াছ। —তাদবীন-৫৪ পৃঃ। অথচ আমাদের মোহাদ্দেছগণ যে হাদীছের যতটি ছনদ রহিয়াছে তাহাকে তত হাদীছ বলিয়াই গণ্য করেন। অবশ্য প্রথম যুগে ছনদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না; সময়ের দীর্ঘতার সহিত ছনদের দীর্ঘতা এবং সংখ্যা উভয়ই বাড়িয়া গিয়াছে। একজন ওস্তাদের একাধিক প্রসিদ্ধ শাগরেদের মারফত একটি ছনদ একাধিক শাখা ছনদে বিভক্ত হইয়া ছনদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং যত পিছনের দিকে যাওয়া যাইবে ততই ছনদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। সংগে সংগে হাদীছের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। এ কারণেই আমরা তাবেয়ীন ও তাবে'-তাবেয়ীনদের মধ্যে কাহাকেও লক্ষ লক্ষ হাদীছের হাফেজ বা রাবী বলিয়া দেখিতেছি না; এমন কি জুহ্‌রী, কাতাদাহ, আবু ইছহাক এবং আ'মাশের ন্যায় ইমামগণকেও নহে।

টীকা

* এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই 'তাকরার' বলে। আমাদের মোহাদ্দেছগণ নানা কারণে এক হাদীছকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নবার বর্ণনা করিয়াছেন।

## ছাহাবীদের সংখ্যা

প্রথমেই জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ছাহাবীদের সংখ্যা ও তখনকার মুসলমানদের সংখ্যা এক নহে। কারণ, ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজিত হওয়ার পর সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সকলের পক্ষেই যে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হইয়াছিল একথা বলা যায় না। শুধু গোত্রের সরদারগণ বা প্রতিনিধি দল আসিয়াই রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখিয়াছিলেন এবং যাঁহারা রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের উভয়ের সংখ্যাও সমান নহে। কেননা, যাঁহারা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের পক্ষেই যে রছূলুল্লাহ্র হাদীছ বর্ণনা করার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা নহে।

যাঁহারা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট হইতে সরাসরিভাবে অথবা অন্য ছাহাবীর মারফতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম আবু জুরআ রাজীর মতে কেবল তাঁহাদের সংখ্যাই ছিল এক লক্ষের উপর (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার)। রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর এন্তেকালের সময় ছাহাবীদের সংখ্যা ৬০ হাজার ছিল বলিয়া ইমাম শাফেয়ী (রঃ) যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তিনি শুধু মক্কা ও মদীনা শরীফের ছাহাবীদের সম্বন্ধেই করিয়াছেন। তখন মক্কা শরীফে ৩০ হাজার এবং মদীনা শরীফে ৩০ হাজার ছাহাবী ছিলেন—একথাও তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। তবে তাঁহাদের অধিকাংশই পল্লীবাসী ছিলেন বলিয়া অনেকের জীবনী জানা যায় নাই। এ কারণে 'আছমাউর রেজালের' কিতাবে যাঁহাদের জীবনী রহিয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা ৯ হাজারের অধিক নহে। ইব্‌নে আবদুল বার তাঁহার 'আল্ ইস্‌তিয়াবে' ৭ হাজারের, ইবনুল আছীর জজ্‌রী তাঁহার 'উছদুল্ গাবায়' ৭৫৫৪ জনের এবং ইমাম জাহ্বী তাঁহার 'তাজরীদে' ১২৮১ জন ছাহাবীয়াহ্‌সহ মোট ৮৮০৮ জনের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন।

### মদীনার বাহিরে ছাহাবীগণঃ

রছূলুল্লাহ্র এন্তেকালের পর সমস্ত ছাহাবী মদীনায়ই অবস্থান করেন নাই; বরং নানা কারণে তাঁহাদের অনেকেই (কোরআন ও হাদীছের এল্‌ম সঙ্গে লইয়া) মদীনার বাহিরে বসবাস এখতিয়ার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কোরআন ও হাদীছের এল্‌ম সমগ্র মুসলিম রাজ্যেই ছড়াইয়া পড়ে। যাঁহারা বাহিরে ছিলেন হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ তাঁহাদের এরূপ হিসাব দিয়াছেন—মক্কায় ২৬, কুফায় ৫১, বছরায় ৩৫, শামে ৩৪, মিছরে ১৬, খোরাছানে ৬ এবং জজীরায় ৩ জন। অন্য কিতাবে অন্যরূপ সংখ্যাও রহিয়াছে। হজরত আলী, হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাছউদ, হজরত আবু মূছা আশ্‌আরী, হজরত ছা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ, হজরত ছালমান ফারেছী (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবায়ে কেরাম কুফায় বসবাস করিয়াছিলেন।

## ছাহাবীগণের ফজীলত ও মর্যাদা

ছাহাবীগণের ফজীলত ও মর্যাদার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, তাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী ও শ্রেষ্ঠ রছূলের সাহচর্যের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। কোরআন এবং হাদীছেও তাঁহাদের ফজীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে বহু উক্তি রহিয়াছে।

**কোরআনে রহিয়াছে ঃ**

(١) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ ـ فتح ١٨

(১) 'আল্লাহ্ মু'মিনগণের প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার নিকট বয়আত গ্রহণ করিতেছিল এবং আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরের সব কিছুই অবগত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্যে শান্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' —ছূরা-ফাত্হ ১৮

(٢) وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ براءة ١٠٠

(২) 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যকার সে সকল অগ্রগামীগণ এবং যাহারা সততার সহিত তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ্ রাজী হইয়াছেন এবং তাহারাও আল্লাহ্র উপর রাজী হইয়াছে।' —ছূরা-বারাআত-১০০

(٣) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ انفال ٦٤

(৩) 'হে নবী! আপনার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছেন আল্লাহ্ এবং সেই সকল মু'মিন যাহারা আপনার অনুসরণ করিতেছে।' —ছূরা-আনফাল ৬৪

(٤) لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○ حشر ٨

(৪) '(উপরি-উক্ত মাল) প্রাপ্য হইতেছে দরিদ্র মুহাজিরদিগের, যাহারা নিজেদের আবাসভূমি ও বিষয়-সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র রহমত ও সন্তোষলাভের কামনা করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূলের কাজে সাহায্য করিয়া থাকে—ইহারাই হইতেছে সত্যবাদী।' —ছূরা-হাশর-৮

(٥) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ براءة ٢٠

(৫) 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং যাহারা জেহাদ করিয়াছে আল্লাহ্র রাহে নিজেদের ধন-প্রাণ কোরবান করিয়া, তাহাদের মরতবা আল্লাহ্র হুজুরে (অন্যদের তুলনায়) বহুগুণ অধিক। আর এই সকল লোকই হইতেছে সিদ্ধকাম।' —ছূরা-বারাআত ২০

(٦) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ براءة ٨٨

(৬) 'কিন্তু এই রছূল এবং তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত মু'মিন আছে—তাহারা এযাবৎ জেহাদ করিয়া আসিয়াছে নিজেদের ধন-প্রাণ কোরবান করিয়া; ইহাদের জন্য আছে যাবতীয় কল্যাণ এবং ইহারাই হইল সফলকাম।' —ছূরা-বারাআত ৮৮

(٧) لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ ـ حديد ١٠

(৭) 'মক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করিয়াছে যাহারা এবং জেহাদ করিয়াছে যাহারা, তাহাদের সমান উহারা হইতে পারে না যাহারা ইহার পরে দান করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে; প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা অনেক বেশী। আর প্রত্যেক দলকেই আল্লাহ্ তা'আলা ভালোর (হুছ্নার) ওয়াদা দান করিয়াছেন।' —ছূরা-হাদীদ ১০

(٨) اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ○ انبياء ١٠١

(৮) 'কিন্তু যাহাদের 'হুছনা' সম্বন্ধে আমার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই অবধারিত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে অবস্থিত করা হইবে জাহান্নাম হইতে দূরে।' —ছূরা-আম্বিয়া-১০১

শেষোক্ত দুই আয়াত হইতে ইমাম আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজ্‌ম এই বুঝিয়াছেন যে, সমস্ত ছাহাবীই বেহেশ্‌তী। কেননা, প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছেঃ ছাহাবীগণকে আল্লাহ্ পাক 'হুছ্নার' ওয়াদা দান করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছেঃ যাহাদিগকে আল্লাহ্ 'হুছ্নার' ওয়াদা দান করিয়াছেন তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে। সুতরাং ছাহাবীদিগকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে অর্থাৎ, বেহেশ্‌ত দেওয়া হইবে। —এছাবা-১৯ পৃঃ

**হাদীছে রহিয়াছেঃ**

(১) হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোগাফ্‌ফাল বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেনঃ আমার আছহাব সম্পর্কে মন্তব্য করিতে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে; তাহাদিগকে নিন্দা বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করিবে না। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ভালবাসিবে সে আমাকে ভালবাসার দরুনই তাহাদিগকে ভালবাসিবে। আর যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত বৈরীভাব পোষণ করিবে সে আমার সহিত বৈরীভাব পোষণ করার দরুনই তাহা করিবে। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে (আসলে) আল্লাহ্‌কেই কষ্ট দিল। সুতরাং আল্লাহ্ শীঘ্রই তাহাকে কঠোরভাবে ধরিবেন। —তিরমিজী, ইবনে হিব্বান, এছাবা-১৮ পৃঃ

(২) হজরত আবু ছাঈদ খুদরী বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেনঃ খোদার কছম (হে আমার উম্মতীগণ!) যদি তোমাদের কেহ ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তা হইলেও আমার ছাহাবীগণের এক মোদ্ বা অর্ধ মোদ্ (এক সেরের মত) দানের মর্যাদাও লাভ করিতে পারিবে না। —বোখবরী, মোছলেম, এছাবা ২১ পৃঃ

(৩) রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বোত্তম যুগ হইল আমার যুগ অর্থাৎ, আমার সহচরদের যুগ। অতঃপর যাহারা ইহাদের পরে আসিবে। —এছাবা ২১ পৃঃ

(৪) তাবেয়ী জির ইবনে হুবাইশ বলেনঃ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাছউদ বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং উহাদের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অন্তরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তররূপে পাইলেন। তাই তাঁহাকে পয়গম্বর পদে বরণ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার অপর বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ছাহাবীদের অন্তরসমূহকে অপরাপর সমস্ত অন্তর হইতে উৎকৃষ্ট অন্তর

হিসাবে পাইলেন ; তাই তাঁহাদিগকে তাঁহার উজীররূপে মনোনীত করিলেন। তাঁহারা তাঁহার দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করিবেন। —ইস্তিয়াব-৬ পৃঃ

(৫) হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার ছাহাবীগণকে নবী-রছূল ব্যতীত সমগ্র মানব ও জিন জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।

[ইবনে হাজার বলেন, বাজ্জার এ হাদীছকে ছহীহ্ ছনদের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।]

—এছাবা-২২ পৃঃ

এ সকল আয়াত ও হাদীছ থাকিতে ছাহাবীদের ফজীলত ও মর্যাদা কাহারো মতানুকূল্যের অপেক্ষা রাখে না।

## হাদীছ বর্ণনায় ছাহাবীগণের সত্যবাদিতা

হাদীছ বর্ণনায় ছাহাবীগণ সকলেই সত্যবাদী (আদেল) ছিলেন। কোন ছাহাবীই কখনো রছূলুল্লাহ্র নামে কোন মিথ্যা হাদীছ গড়িয়া বর্ণনা করেন নাই। হাফেজ ইবনে হাজার বলেনঃ ছাহাবীগণ সকলেই যে আদেল (হাদীছ বর্ণনায় সত্যবাদী), এ ব্যাপারে সমস্ত ছুন্নত জামাআত একমত। ছুন্নত জামাআতের বাহিরে কতক বেদ্আতী লোক অর্থাৎ, মু'তাজিলা ও জিন্দীক* ব্যতীত ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। খতীব বাগদাদী তাঁহার 'কেফায়ায়' বলিয়াছেনঃ ছাহাবীগণের 'আদালত' সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

(১) আল্লাহ্ মু'মিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার নিকট বয়আত গ্রহণ করিতেছিল এবং আল্লাহ্ তাঁহাদের অন্তরের সবকিছুই অবগত ছিলেন। —ছূরা-ফাত্হ্-১৮

(২) মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যকার সে সকল অগ্রগামীগণ এবং যাহারা সততার সহিত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ রাজী হইয়াছেন এবং তাহারাও আল্লাহ্র উপর রাজী হইয়াছে। —ছূরা-তাওবা-১০০

(৩) হে নবী! আপনার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছেন আল্লাহ্ এবং সেই সকল মু'মিন যাহারা আপনার অনুসরণ করিতেছে। —ছূরা-আনফাল-৬৪

(৪) (উপরি-উক্ত মাল) প্রাপ্য হইতেছে দরিদ্র মুহাজিরদিগের যাহারা নিজেদের আবাসভূমি ও বিষয়-সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র রহমত ও সন্তোষলাভের কামনা করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূলের কাজে সাহায্য করিয়া থাকে ; ইহারাই হইতেছে সত্যবাদী। —ছূরা-হাশর-৮

এছাড়া এ ব্যাপারে বহু আয়াত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যের পর ছাহাবীগণের সত্যবাদিতা অপর কাহারো সাক্ষ্যের অপেক্ষা করে না। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রছূলের সাক্ষাৎ নাও থাকিত তা হইলেও তাঁহাদের সত্যবাদিতায় বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য ছিলাম। কেননা, তাঁহারা যে ভাবে ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল, ও আত্মীয়-স্বজনকে কোরবান করিয়াছেন এবং হিজরত ও জেহাদ করিয়া খোদা ও রছূল-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কেহ তাঁহাদের প্রতি এ বিশ্বাস না করিয়া পারে না।

টীকা

* মুসলমান বেশে কাফের—ইসলামকে কলংকিত করা যাহার উদ্দেশ্য।

ইমাম আবু জোরআ রাজী বলেনঃ যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে ছাহাবীগণের বিরূপ সমালোচনা করিতে বা তাহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে দেখিবে, তখন নিশ্চয়ই মনে করিবে যে, সে জিন্দীক। আসলে তাহার ঈমানই নাই। কারণ, রছুল সত্য, কোরআন সত্য এবং কোরআন আমাদিগকে যাহা দিয়াছে তাহাও সত্য; অথচ এ সকল বিষয় আমরা ছাহাবীগণের মারফতেই লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সাক্ষ্যেই আমরা এ সকল বিষয়কে সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং যাহারা আমাদের সাক্ষীদিগকে ঘায়েল বা সন্দেহযুক্ত করিতে চাহে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমাদের কোরআন-হাদীছকেই সন্দেহযুক্ত করিতে চাহে। তাহারা জিন্দীক, তাহারাই সন্দেহের পাত্র। —এছাবা-১৭ পৃঃ

হাফেজ ইবনুছ ছালাহ বলেনঃ সকল ছাহাবীই যে আদেল (হাদীছ বর্ণনায় সত্যবাদী) এ সম্বন্ধে সমগ্র উম্মত একমত। এমন কি, যাঁহারা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর পর আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাও আদেল। ইসলামের জন্য তাঁহাদের নানাবিধ ত্যাগ ও বিভিন্ন গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাদের প্রতি এ ধারণা পোষণ না করিয়া পারা যায় না। আর ইহাই হইল বিজ্ঞ আলেমবৃন্দের **সর্ববাদিসম্মত** অভিমত। ইহারই উপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে একমত করিয়া দিয়াছেন। কারণ, ছাহাবীগণই হইলেন পরবর্তী লোকদের পক্ষে শরীয়ত লাভের একমাত্র মাধ্যম। তাঁহাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন না হইলে শরীয়তের বিশ্বস্ততাই বিপন্ন হইয়া পড়ে। —মোকাদ্দমা ২৬০ পৃঃ

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেনঃ যেহেতু ছাহাবীগণের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, এজন্য পূর্ব ও পরবর্তী সকল মুসলমানই এ ব্যাপারে একমত। আর আমাদের আকীদাও ইহাই। —মোস্তাশফা, ফাহম। শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী বলেনঃ আহ্লে ছুন্নাত জামাআতের নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, ছাহাবীগণ সকলেই আদেল। আর প্রত্যেক যুগেই নূতনভাবে ইহার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। —জাফ্রুল আমানী, ফাহম-১০২ পৃঃ

'ছাহাবীগণ সকলেই আদেল'—এ প্রসংগে শাহ্ ওলীউল্লা দেহলবী বলেনঃ 'কোন হাদীছ বর্ণনাকারী রাবী আদেল' মোহাদ্দেছগণের নিকট ইহা সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ছাহাবীগণের ব্যাপারে সেই অর্থে ব্যবহৃত নহে। 'ছাহাবীগণ সকলেই আদেল' ইহার অর্থ 'হাদীছ বর্ণনায় তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী'। তাঁহাদের জীবনচরিত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহাদের কেহই কখনও রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়া বলেন নাই। রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করাকে তাঁহারা মাহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহাকে কঠোরভাবে পরিহার করিয়া চলিতেন। —জাফ্রুল আমানী। ইমাম ইব্নুল আম্বারী বলেনঃ 'ছাহাবীগণ সকলেই আদেল' ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা মা'ছুম বা নিষ্পাপ—তাঁহাদের কাহারো দ্বারা কখনো কোন অপরাধ সংঘটিত হয় নাই; বরং ইহার অর্থ এই যে, তাঁহারা হাদীছ বর্ণনায় সত্যবাদী। তাঁহাদের কেহই কখনো রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়া বলেন নাই। সুতরাং 'আদালত' ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া সহজভাবেই তাঁহাদের রেওয়ায়ত গ্রহণ করিতে হইবে—যে পর্যন্ত না তাঁহাদের কাহারো দ্বারা এমন কোন কাজ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় যদ্দ্বারা তাঁহার হাদীছ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আর এরূপ কোন কাজ তাঁহাদের কাহারো দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

—ইরশাদুল ফহুল, ফাহম ১৪২ পৃঃ

## ছাহাবীদের প্রতি আস্থা নষ্ট করার অপচেষ্টা

ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছে সে সকলের মধ্যে রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) ছাহাবীগণের নামে দুর্নাম রটনা করার পন্থাটি হইল সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও মারাত্মক। কারণ, পরবর্তী উম্মতীগণের পক্ষে ইসলাম বা শরীয়ত লাভের একমাত্র মাধ্যমই হইলেন ছাহাবীগণ। ছাহাবীগণের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রছূলের ছুন্নাহ লাভ করিয়াছি। সুতরাং ছাহাবীগণের প্রতি আস্থা বজায় না থাকিলে কাহারো পক্ষে কোরআন-হাদীছে বিশ্বাস বা ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কোন সূত্রই বাকী থাকে না।

এ পন্থার উদ্ভাবক হইল ছদ্মবেশী ইহুদী জিন্দীক আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাবা। আবদুল্লাহ ইবনে ছাবাই প্রথম ওছমানী আমলে হজরত আবু বকর ও ওমরের প্রতি হজরত আলীর হক নষ্টকারী এবং হজরত ওছমান গনীকে স্বজনপ্রিয় বলিয়া জন-সমাজে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে। অতঃপর আব্বাসী আমলে এ পন্থার অনুসরণ করে অপর এক জিন্দীক—নাজ্জাম।(১) নাজ্জাম হজরত আবুবকর, ওমর, আলী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাছউদ, জায়েদ ইবনে ছাবেত ও হুজাইফা ইবনে ইয়ামানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ছাহাবীগণের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করে যে, তাঁহারা পরস্পর বিরোধী কথা(২) বলিয়াছেন এবং হজরত আবু হুরায়রাকে (রাঃ) এই বলিয়া লোকের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহে যে, তিনি অতি অল্প সময় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করিয়া বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাবার কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন স্বয়ং হজরত আলী (রাঃ)। তিনি তাহাকে তাহার দলবলসহ আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছেন। আর নাজ্জামের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন মনীষী ইবনে কোতাইবাহ্। ইবনে কোতাইবাহ্ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাহার প্রত্যেক কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। আজ সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবীগণের পর রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ছাহাবীগণই হইতেছেন সকল উম্মতের সেরা এবং তাঁহারা সকলেই হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে সত্যবাদী। তথাপি ইসলামের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে তৃণের সাহায্য লইতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না—ইবনে ছাবা ও নাজ্জামের পন্থা অবলম্বন করিয়া হজরত আবু হুরায়রা ও হজরত ইবনে আব্বাছের প্রতি তাঁহাদের রেওয়ায়তের আধিক্যের দরুন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে হজরত আবু হুরায়রার পক্ষে এত অল্প সময়ের নবী-সাহচর্যে এবং হজরত ইবনে আব্বাছের পক্ষে এত অল্প বয়সে এত অধিক হাদীছ আয়ত্ত করা ও তাহার মর্ম বুঝা সম্ভবপর নহে,—কাজেই তাঁহারা নিজেরাই হাদীছ রচনা করিয়াছেন।

হজরত আবু হুরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাছের জীবনী আলোচনার ভিতর দিয়া এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তাঁহাদের পক্ষে এত অধিক হাদীছ বর্ণনা করা ও তাহার মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল কি না।

টীকা

১· নাজ্জামের নাম ইবরাহীম, বাপের নাম ছাইয়ার। হাফেজ ইবনে হাজার লেছানুল মীজানে তাহাকে জিন্দীক বা মুসলিমবেশী কাফের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৃঃ ২২৯ হিঃ। —লেছান ১/৬৭ পৃঃ

২· আমরা বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে সকল কথা বলিয়া থাকি—সময় ও পরিস্থিতির বিভিন্নতাকে বাদ দিয়া দেখিলে আমাদের সে সকল কথা সমস্তই পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইবে। আর শত্রুরা এইরূপেই দেখিয়া থাকে।

[ক]

## হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ইয়ামানের অধিবাসী দৌছী গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ত্রিশের উপর, তখন তিনি তাঁহার গোত্রের সহিত মদীনায় উপনীত হন এবং মদীনায় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে না পাইয়া খায়বরে গমন করেন। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তখন খায়বারে ছিলেন। খায়বার যুদ্ধ সপ্তম হিজরীর মুহার্‌রম মাসে সংঘটিত হয়। তখন হইতে একাদশ হিজরীর প্রথম ভাগে (রবিউল আউয়াল মাসে) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এন্তেকাল পর্যন্ত চারি বৎসরকাল তিনি রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর খেদমতে হাজির থাকেন। —তাবাকাতে ইবনে ছা'দ-৪/৩২৫-৩২৮ পৃঃ

খলীফা হজরত ওমরের আমলে তিনি একবার বাহরাইনের রাজস্ব কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং হজরত আলীর (রাঃ) আমলে তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। অতঃপর হজরত মুয়াবিয়ার আমলে তিনি দুইবার মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন—মারওয়ানের পদচ্যুতির পূর্বে একবার এবং পরে একবার। শেষবারের কার্যকালে তিনি ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল আশিরও উপরে।

—ইসতিয়াব ২০৬ পৃঃ

তিনি রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) হইতে মোট ৫৩৭৪টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এত অধিক সংখ্যক হাদীছ ছাহাবীদের মধ্যে অপর কেহ বর্ণনা করেন নাই। এখন দেখা যাক, তাঁহার পক্ষে এত অধিক হাদীছ বর্ণনা করা সম্ভপর ছিল কি না।

**জ্ঞান আহরণের আগ্রহ ঃ**

ইসলাম গ্রহণ করার পর দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করাকেই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষণেকের তরেও রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) সংগ ত্যাগ করেন নাই। এমন কি, জীবন ধারণোপযোগী অন্ন-বস্ত্রের যোগাড়ের জন্যও নহে। তিনি হুজুরের নিকট হইতে যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন এবং হুজুর যাহা দিতেন তাহাই পরিতেন। আর দিবারাত্র মসজিদে নববীর ছোফ্‌ফায় (বারান্দায়) পড়িয়া থাকিতেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচ স্বভাবের লোক ছিলেন। কখনো তিনি হুজুরের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচবোধ করিতেন না। একবার তিনি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'হুজুর! কেয়ামতের দিন আপনার শাফাআত কোন্ ভাগ্যবান প্রথমে লাভ করিবেন?' ইহা শুনিয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিলেন ঃ 'আবু হুরায়রা! আমি তোমার জ্ঞান আহরণের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে, এ সম্পর্কে তুমিই সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে।' —বোখারী, এছাবা-৪/২০৩ পৃঃ

**স্মরণশক্তি ঃ**

হজরত আবু হুরায়রার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি যাহা শুনিতেন তাহা আর সহজে ভুলিতেন না। তাঁহার স্মরণশক্তির জন্য তিনি নিজেও দোআ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-ও তাঁহার জন্য দো'আ করিয়াছিলেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত বলেন ঃ একবার আমি, আমার এক সংগী এবং আবু হুরায়রা মসজিদে বসিয়া কিছু দো'আ করিতেছিলাম। এমন সময় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা খামুশ

হইয়া গেলাম। ইহা দেখিয়া হুজুর বলিলেনঃ "তোমরা তোমাদের কাজ করিতে থাক।" আমরা পুনরায় দো'আ করিতে লাগিলাম এবং হুজুর আমাদের সহিত 'আমীন আমীন' বলিতে লাগিলেন। আমাদের দুই জনের দো'আ শেষ হইলে আবু হুরায়রা বলিলেনঃ "খোদা! আমার সংগীদ্বয় তোমার নিকট যাহা চাহিয়াছেন তাহা আমিও তোমার নিকট চাহি; অধিকন্তু আমি তোমার নিকট ইহাও চাহি যে, তুমি আমাকে এমন এলম দান করিবে যাহা আমি সহজে ভুলিয়া না যাই।" অতঃপর আমরা বলিলামঃ "হুজুর! আমাদিগকেও যেন আল্লাহ্ এরূপ এলম দান করেন।" হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিলেনঃ "এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা তোমাদের আগেই দরখাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।" —নাছায়ী, এছাবা-৪/২০৫ পৃঃ

বোখারী শরীফে আছে, একদা হজরত আবু হুরায়রা রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-কে বলিলেনঃ "হুজুর, আমি আপনার নিকট অনেক হাদীছ শুনিয়া থাকি কিন্তু ভুলিয়া যাই।" হুজুর বলিলেনঃ "তোমার চাদর বিছাও।" আমি উহা বিছাইলাম (এবং হুজুর উহাতে কিছু পড়িয়া দিলেন।) অতঃপর বলিলেনঃ "চাদর তোমার ছিনায় ধারণ কর।" আমি উহা ছিনায় ধারণ করিলাম। অতঃপর আমি আর কোন হাদীছ ভুলি নাই। —এছাবা-৪/২০৪ পৃঃ

মারওয়ানের লিখক কর্মচারী আবুজ্ জুয়াইজাহ্ বলেনঃ হজরত আবু হুরায়রার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একবার মারওয়ান আমাকে আড়ালে বসাইয়া হজরত আবু হুরায়রাকে কিছু হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিলেন। আবু হুরায়রা হাদীছ বর্ণনা করিলেন এবং আমি উহা গোপনে লিখিয়া লইলাম। এক বৎসর পর মারওয়ান পুনরায় তাঁহাকে সে সকল হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিলেনঃ তিনি উহা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু কোথাও একটি শব্দও বেশ-কম হইল না।

—এছাবা-৪/২০৩ পৃঃ

মোটকথা, যে ব্যক্তির এরূপ আগ্রহ এবং এরূপ স্মরণশক্তি, তাঁহার পক্ষে চারি বৎসর সময়ে ছনদ ব্যতীত সাড়ে পাঁচ হাজার হাদীছ মুখস্থ করা কি অসম্ভব? এরূপ সময়ে এ পরিমাণ হাদীছ মুখস্থ করার মত লোক এখনো দুনিয়ায় বিরল নহে।

**অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহার নিজের উত্তরঃ**

হজরত আবু হুরায়রার নিজের জামানায়ই যে সকল লোক তাঁহার অবস্থা ভাল করিয়া জানিতেন না অথবা যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন না তাহাদের কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) অধিক হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এ অভিযোগের উত্তরে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে প্রণিধানযোগ্য।

মারওয়ান যখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি কোন এক ব্যাপারে হজরত আবু হুরায়রার (রাঃ) প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেনঃ 'লোকে বলে, আবু হুরায়রা (রাঃ) অধিক হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। অথচ তিনি রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ওফাতের অল্প দিন পূর্বেই মদীনায় আসিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিলেনঃ খায়বার যুদ্ধের সময় সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকেই আমি মদীনায় আসিয়াছি। তখন আমার বয়স ত্রিশের উপর। তখন হইতে আমি সর্বদা ছায়ার ন্যায় রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর সঙ্গে রহিয়াছি। আমি তাঁহার সহিত বরাবর তাঁহার বিবিদের ঘরে গিয়াছি। আমি তাঁহার সহিত (আমার সময়ে সংঘটিত) সকল জেহাদেই শরীক হইয়াছি এবং তাঁহার সহিত হজ্জ ও উমরা পালন সমাপন করিয়াছি। এককথায় আমি দিবারাত্রই তাঁহার খেদমতে পড়িয়া রহিয়াছি। এসব কারণে আমি

অন্যদের তুলনায় তাঁহার হাদীছ অধিক অবগত আছি। খোদার কছম, যাঁহারা আমার পূর্ব হইতে হুজুরের (ছঃ) খেদমতে ছিলেন তাঁহারাও আমার এ হাজিরবাশির (সদা উপস্থিতির) স্বীকৃতি দান করিয়াছেন; বরং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার নিকট রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম-এর হাদীছও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে হজরত ওমর, হজরত ওছমান, হজরত তাল্হা ও হজরত জোবায়রও রহিয়াছেন। —তাবাকাতে ইবনে-এছাবা-৪/২০৬ পৃঃ

আমর ইবনে ছাঈদ বলেনঃ একদা হজরত আয়েশা (রাঃ) আবু হুরায়রাকে বলিলেনঃ তুমি এমন কোন কোন হাদীছ বর্ণনা কর যাহা আমি শুনি নাই। উত্তরে হজরত আবু হুরায়রা বলিলেনঃ 'আম্মা, আপনাকে উহা হইতে সুর্মাদানী ও আয়না বাধা দিয়াছিল, আর আমাকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে নাই।' —এছাবা-৪/২০৬ পৃঃ

বোখারী শরীফে রহিয়াছে—একবার হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ 'আপনারা মনে করিয়া থাকেন যে, আমি অধিক হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকি। বাস্তব কথা এই যে, আমার মুহাজির ভাইগণ অনেক সময়ে বাজারে তাঁহাদের কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকিতেন এবং আনছারগণ নিজেদের ক্ষেত-খামারে কাটাইতেন। আর আমি তখন এ সকল ঝঞ্ঝাটহীন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলাম; সব সময় হুজুরের খেদমতেই পড়িয়া থাকিতাম। ফলে যে সকল বিষয় তাঁহারা জানার সুযোগ পান নাই আমি তাহা পাইয়াছি। —এছাবা ৪/২০৪ পৃঃ

**হাদীছ বর্ণনায় সতর্কতাঃ**

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদীছ বর্ণনায় কতদূর সতর্ক ছিলেন তাহা নীচের ঘটনাগুলি হইতে অনুমান করা যায়।

একবার শফীয়াহ্ ইছ্বেহী নামক এক ব্যক্তি মদীনায় আসিয়া হজরত আবু হুরায়রাকে (রাঃ) একটি হাদীছ শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। উত্তরে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিলেনঃ "শুনাইব।" অতঃপর বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। এভাবে তিনি তিনবার বেহুঁশ হইলেন এবং তিনবার হুঁশে আসিলেন। চতুর্থবারে তিনি এত অধিক বেহুঁশ হইলেন যে, একেবারে মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। শফীয়াহ্ বলেনঃ আমি তাঁহাকে উঠাইয়া লইলাম; হুঁশ ফিরিয়া আসিল। ইতঃপর অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া তিনি আমাকে একটি হাদীছ শুনাইলেন। —তিরমিজী, ফাহ্ম-১২৮ পৃঃ

তাবেয়ী কোলাইব বলেনঃ আমি হজরত আবু হুরায়রাকে (রাঃ) একথা বলিয়া হাদীছ বর্ণনা আরম্ভ করিতে শুনিয়াছি—রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়াছে সে যেন তাহার স্থান দোজখে তৈয়ার করিয়া লয়।" —এছাবা-৪/২০৬ পৃঃ

**আবু হুরায়রার প্রতি ছাহাবীগণের আস্থাঃ**

হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে হজরত আবু হুরায়রার প্রতি অপর কোন ছাহাবী কখনো অনাস্থা প্রকাশ করেন নাই বা একথা বলেন নাই যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নামে হাদীছ গড়িয়া বর্ণনা করেন।

মোস্তাদ্রাকে রহিয়াছেঃ আবু আমের তাবেয়ী বলেন, একদিন আমি হজরত তাল্হার নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আবু মোহাম্মদ (তাল্হা) আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, রছূলুল্লাহ্কে এই ইয়ামানী (আবু হুরায়রা) অধিক জানেন, না আপনি? তখন হজরত তাল্হা বলিলেনঃ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আবু হুরায়রা রছূলুল্লাহ্র (ছঃ) নিকট এমন সকল হাদীছ শুনিয়াছেন যাহা আমরা শুনিবার সুযোগ পাই নাই। তিনি তাঁহার এমন সব কথা জানেন

যাহা আমরা জানিবার সুযোগ পাই নাই। কারণ, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ছিল, স্ত্রী-পুত্র ছিল। আমরা কেবল সকাল-সন্ধ্যায় হুজুরের খেদমতে হাজির হইতাম এবং অবশিষ্ট সময়ে এ সবের তত্ত্বাবধানে কাটাইতাম। আর আবু হুরায়রা ছিলেন সর্বত্যাগী মিছকীন, (তখন) তাঁহার না ছিল বিষয়-সম্পত্তি আর না ছিল স্ত্রী-পুত্র। তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়াছিলেন। রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) যেখানে যাইতেন তিনিও সেখানে যাইতেন। হজরত তাল্‌হা পুনরায় বলেন, নিঃসন্দেহে আবু হুরায়রা হুজুরের এমন সব কথা জানেন যাহা আমরা জানি না। তিনি তাঁহার নিকট এমন হাদীছ শুনিয়াছেন যাহা আমরা শুনি নাই। অতঃপর হজরত তাল্‌হা ইহাও পরিষ্কাররূপে বলিয়া দেন যে—

لَمْ يَتَّهِمْ اَحَدٌ مِّنَّا اَنَّهٗ تَقَوَّلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ ـ مستدرك ٥١١

'আমাদের মধ্যে কেহ আবু হুরায়রার (রাঃ) প্রতি এ অভিযোগ করেন নাই যে, আবু হুরায়রা রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) নামে এমন হাদীছ গড়িয়া বলিতেছেন যাহা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলেন নাই।' —মুস্তাদরাক-৫১১ পৃঃ, ফাহাম-১২৪ পৃঃ

বোখারী শরীফে আছেঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নামে এ হাদীছ বর্ণনা করিলেনঃ "যে ব্যক্তি জানাযার নামাজ পড়িবে তাহার জন্য এক কীরাত (ওহুদ পাহাড় পরিমাণ) ছওয়াব রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি জানাযার নামাজ পড়িয়া মৃতের সহিত কবরস্থান পর্যন্ত যাইবে তাহার জন্য দুই কীরাত রহিয়াছে।" তখন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবু হুরায়রা আমাদিগকে বহু হাদীছ শুনাইলেন এবং হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট গিয়া উহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত আয়েশা (রাঃ) উহা সমর্থন করিলেন। তখন হজরত আবদুল্লাহ্ বলিলেনঃ ওহো! আবু হুরায়রা (ঐ অনুসারে আমল করিয়া) নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা বহু কীরাত অধিক লাভ করিয়াছেন।"

—এছাবা-৪/২০৬, তাবাকাত-৪/৩৩২ পৃঃ

তাবেয়ী আবু ছালেহ (রঃ) বলেনঃ হজরত আবু হুরায়রা কর্তৃক ফজরের ছুন্নতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের হাদীছটি বর্ণনা করার খবর শুনিয়া হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেনঃ আবু হুরায়রা বড় বেশী হাদীছ বর্ণনা করেন! তখন কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন যে, আবু হুরায়রা না জানিয়া হাদীছ বর্ণনা করেন? উত্তরে হজরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেনঃ অবশ্য তাহা নহে। তবে তিনি বেশী সাহসী, আর আমরা এত সাহসী নহি। ইহা জানিতে পারিয়া হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিলেনঃ আমি যদি হেফজ করিয়া রাখি, আর তাঁহারা তাহা ভুলিয়া যান ইহাতে আমার অপরাধ কি?' —এছাবা-৪/২০৬ পৃঃ

হজরত এজীদ ইবনে আবদুল্লাহ বলেনঃ আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হজরত আবু হুরায়রাকে (রাঃ) একটি হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়া বলিলেনঃ 'আমরা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নামে যাহা বলি, ভয় করিয়া বলি, বেশী কথা বলিতে সাহস করি না, আর আবু হুরায়রা (রাঃ) সাহস করিয়া অনেক কথাই বলেন।'

অবশেষে হজরত আবদুল্লাহ্ ইহাও বলেনঃ 'আবু হুরায়রা! আপনি আমাদের মধ্যে সকলের তুলনায় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর খেদমতে অধিক হাজিরবাস ছিলেন এবং আমাদের সকলের তুলনায় অধিক হাদীছ অবগত আছেন। —এছাবা-৪/২০৬ পৃঃ

হজরত ওরওয়াহ্ ইবনে জোবায়র বলেনঃ একদা আমার পিতা হজরত জোবায়র (রাঃ তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায়) আমাকে বলিলেনঃ 'মিঞা! আমাকে এই ইয়ামানীর নিকট লইয়া চল। সে বহু হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকে।' আমি তাঁহাকে হজরত আবু হুরায়রার নিকট লইয়া গেলাম। হজরত আবু হুরায়রা হাদীছ বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া আমার পিতা বলিলেন, 'সত্যও বলিয়াছেন, মিথ্যাও বলিয়াছেন।' আমি বলিলাম, ইহার অর্থ কি আব্বা? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন একথা সত্য। কিন্তু উহার কিয়দংশ অযথা স্থানে রাখিয়াছেন (অর্থাৎ, উহা ভুল বুঝিয়াছেন)। —এছাবা-৪/২০৭ পৃঃ

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমার একটি হাদীছ বর্ণনার খবর হজরত ওমরের (রাঃ) নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে (ডাকাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি অমুক ছাহাবীর ঘরে আমাদের সহিত ছিলে কি? আমি বলিলাম, হাঁ, ছিলাম, তখন রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছিলেনঃ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার নামে মিথ্যা রচনা করিবে সে যেন তাহার স্থান দোজখে তৈয়ার করে।' ইহা শুনিয়া হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেনঃ فاذهب الان فحدث 'যাও এখন হাদীছ বর্ণনা করিতে পার।' —এছাবা-৪/২০৬ পৃঃ

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেনঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বড় দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট এমন সব কথাও জিজ্ঞাসা করিতেন যাহা অপর কেহ সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করিত না। —এছাবা-ঐ

**তাবেয়ীনদের সাক্ষ্যঃ**

তাবেয়ী হজরত আবু ছালেহ ছাম্মান (রঃ) বলেন, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণশক্তিসম্পন্ন বা বড় হাফেজে হাদীছ ছিলেন। —এছাবা-ঐ

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হজরত আ'মাশ বলেন, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় হাফেজে হাদীছ ছিলেন। —এছাবা-ঐ

**হাদীছ সমালোচক ইমামগণের সাক্ষ্যঃ**

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট প্রায় ৮ শত আহ্‌লে এলম (বিদ্বান ব্যক্তি) হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাফেজে হাদীছ ছিলেন। —এছাবা-৪/২০৩ পৃঃ

মোহাদ্দেছ আবু নোয়াইম বলেনঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাফেজে হাদীছ ছিলেন। —এছাবা-ঐ

ইমাম জাহবী বলেন, হজরত আবু হুরায়রা হাদীছের ভাণ্ডার ছিলেন। ফেকাহয়ও তিনি ছিলেন বড় ইমামগণের অন্তর্গত। (من كبار ائمة الفتوى) —তাজকেরাতুল হোফ্‌ফাজ-১/২৮ পৃঃ

হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী বলেনঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাফেজে হাদীছ ছিলেন। —তাহজীবুত তাহ্‌জীব

ইমাম ইবনে আবদুল বার বলেন, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাফেজে হাদীছ ছিলেন। তিনি সকল সময় হুজুরের খেদমতে থাকিতেন যখন মুহাজিরগণ তাঁহাদের ব্যবসায়ে এবং আনছারগণ তাঁহাদের ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত থাকার দরুন হাজির থাকিতে

পারিতেন না। রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) স্বয়ং তাঁহাকে হাদীছের লোভী ও আগ্রহশীল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। —ইসতিয়াব-২০৬ পৃঃ

হাকেম আবু আহমদ বলেন, হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হাফেজে হাদীছ ও (হুজুরের খেদমতে) অধিক হাজিরবাস (সদা উপস্থিত) ছিলেন। তিনি দিবা-রাত্র হুজুরের খেদমতে পড়িয়া থাকিতেন। হুজুর যেখানে যাইতেন তিনি সেখানে তাঁহার সহিত যাইতেন। হুজুরের ওফাত পর্যন্ত তাঁহার এ অবস্থাই ছিল। এ কারণেই তাঁহার হাদীছের সংখ্যা অধিক। —এছাবা-৪/২০৩ পৃঃ

**হাদীছ সংকলক ইমামগণের আস্থা ঃ**

হজরত আবু হুরায়রার (রাঃ) প্রতি হাদীছ সংকলনকারী সমস্ত ইমামগণেরই যে আস্থা রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। হাদীছ সংকলক ইমামগণের মধ্যে এমন কোন ইমাম নাই যিনি হজরত আবু হুরায়রার হাদীছ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি ইমাম বোখারী তাঁহার ছহীহ্ বোখারীতে হজরত আবু হুরায়রার (রাঃ) ৪০৪টি এবং ইমাম মোছলেম তাঁহার 'ছহীহ্'তে ৪১৮টি হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের (হাদীছের ইমামদের) সর্বসম্মত নীতি এই যে, যে ব্যক্তি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নামে একটি মাত্র হাদীছও গড়িয়া বলিয়াছে তাহার কোন হাদীছই গ্রহণযোগ্য নহে।

**ফেকাহ্র ইমামগণের আস্থা ঃ**

ফেকাহ শাস্ত্রের সকল ইমামই ফেকাহ রচনায় হজরত আবু হুরায়রার হাদীছের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ফেকাহ্র কিতাব হইতে হজরত আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের ভিত্তিতে রচিত মাছআলাসমূহ বাদ দেওয়া হইলে ফেকাহ্র এক বিরাট অংশই বাদ পড়িয়া যাইবে।

এখন বিচার্য বিষয় এই যে, হজরত আবু হুরায়রা সম্পর্কে একদিকে ছাহাবা, তাবেয়ীন এবং হাদীছ ও ফেকাহ্র সেই সকল বিশেষজ্ঞগণ—যাঁহারা নিজেদের সমগ্র জীবনকে হাদীছ ও ফেকাহ্র খেদমতে ওয়াক্ফ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের অভিমত আর অপর দিকে নাজ্জাম জিন্দীক ও তাহার অনুসারীগণ, যাহাদের হাদীছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তো দূরের কথা, স্বয়ং ইসলামে পর্যন্ত আস্থা নাই তাহাদের রায়, এ দুই-এর মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য? এ বিচারের ভার আমরা পাঠকবর্গের বিচার-বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করিলাম।

**(খ)**

**হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাছ (রাঃ)**

হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর চাচা হজরত আব্বাছের পুত্র। তিনি ৮ম হিজরীতে তাঁহার পিতা হজরত আব্বাছের সহিত মদীনা আগমন করেন। তাঁহার পিতা এই বৎসরই মক্কা বিজয়ের অল্পদিন পূর্বে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ হিসাবে হজরত আবদুল্লাহ্ তিন বৎসরকাল রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেন। হুজুরের ওফাতের সময় আবদুল্লাহ্র বয়স ১২—১৫ বৎসরের মধ্যে ছিল। —ইসতিয়াব-৩৪৩ পৃঃ। তিনি ৭০-এর উপর বয়সে ৬৮ হিজরীতে তায়েফে এন্তেকাল করেন। হাদীছের কিতাবে তাঁহার প্রমুখাৎ বর্ণিত মোট ১১৬০টি হাদীছ রহিয়াছে।

**স্মরণশক্তি ও ধীশক্তিঃ**

হজরত ইব্নে আব্বাছের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি কোন কথা একবার শুনিলেই স্মরণ রাখিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, তিনি ওমর ইবনে রাবীয়ার একটি দীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র শুনিয়াই মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। —জামে'-৩৬ পৃঃ। এভাবে তাঁহার ধীশক্তিও এত অসাধারণ ছিল যে, তিনি অতি সামান্য মনোযোগেই নেহায়েত জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন। হাদীছ ও ছীরাতের কিতাবে ইহার বহু নজীর রহিয়াছে।

রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার এলম ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বহু দো'আ করিয়াছেন। একবার আবদুল্লাহ্ তাঁহার খালার ঘরে রছূলুল্লাহ্র (ছঃ) জন্য অজুর পানি যোগাড় করিয়া রাখিলেন। ইহাতে খুশী হইয়া রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) তাঁহার জন্য দো'আ করিলেনঃ 'আল্লাহ্! তুমি আবদুল্লাহ্কে দ্বীনের জ্ঞান ও কোরআনের সমঝ দান কর।' এভাবে একবার তিনি রছূলুল্লাহ্র সহিত (তাহাজ্জুদ) নামাজে শরীক হইয়া আদবের খাতিরে সামান্য পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) তাঁহার জন্য দো'আ করিলেনঃ 'আল্লাহ্! তুমি তাহাকে এলম ও সমঝ দান কর।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেনঃ 'আমি রছূলুল্লাহ্কে (ছঃ) ইবনে আব্বাছের মাথায় হাত ফিরাইতে এবং তাঁহার জন্য এই দো'আ করিতে দেখিয়াছিঃ 'আল্লাহ্ তুমি আবদুল্লাহ্কে দ্বীনের সমঝ এবং কোরআন বুঝিবার শক্তি দান কর।' —এছাবা-২/৩২২ পৃঃ

**জ্ঞান আহরণের আগ্রহঃ**

হজরত ইবনে আব্বাছের জ্ঞান আহরণের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি সব সময় রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সঙ্গে থাকিতেন এবং রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-ও তাঁহার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখিয়া সব সময় তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন। হজরত আবদুল্লাহ্ প্রায় রাত্র তাঁহার খালা-আম্মা উম্মুল মু'মিনীন হজরত মাইমূনার গৃহেই যাপন করিতেন এবং হুজুরের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেন। হুজুরের এন্তেকালের পর তাঁহার এ আগ্রহ আরো প্রবল হইয়া উঠে এবং তিনি প্রবীণ ছাহাবীদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া রছূলুল্লাহ্র হাদীছ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। আদবের খাতিরে অনেক সময় তিনি তাঁহার আগমন সংবাদ না জানাইয়াই ছাহাবীদের দ্বারে বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। ফলে ধুলাবালিতে তাঁহার সর্বশরীর ঢাকিয়া যাইত।

দারেমীতে আছেঃ তিনি রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর আজাদ করা গোলাম হজরত আবু রাফের নিকট যাইয়া হাদীছ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উহা লিখিয়া লইতেন। দারেমীতে ইহাও রহিয়াছে যে, একবার তিনি তাঁহার সমবয়স্ক জনৈক আনছারীকে বলিলেনঃ 'হুজুর (ছঃ) এন্তেকাল করিয়াছেন। (আজ আমরা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান আহরণে বঞ্চিত হইলাম) চল, তাঁহার ছাহাবীগণের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করি।' আনছারী উত্তর করিলেনঃ 'এত প্রবীণ ছাহাবী থাকিতে তোমার জ্ঞানের প্রতি কে মোহ্তাজ হইবে?' ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ্ একাই জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করিলেন। পরে যখন দলে দলে লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, তখন সেই আনছারী বলিলেনঃ 'এই যুবকটি আমা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে।'

মোটকথা—স্মরণশক্তি, ধীশক্তি ও আগ্রহ গুণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই কোরআন, হাদীছ ও আরবী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং অল্প বয়সে প্রবীণ ছাহাবীগণের নিকটও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন। হজরত ওমর (রাঃ) পর্যন্ত তাঁহাকে প্রবীণ ছাহাবীদের সারিতেই বসাইতেন। একবার জনৈক ছাহাবী ইহাতে আপত্তি করিলে হজরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত মজলিসে

একটা প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। কেহই ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না। অবশেষে হজরত ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছের প্রতি ইংগিত করিলেন। তিনি উহার এমন উত্তর দিলেন যাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন এবং হজরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার সম্মানের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

একবার এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমরকে কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহাকে উহা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছের নিকট দর্‌ইয়াফত করিতে বলিলেন। প্রশ্নকারী ফিরিয়া আসিয়া হজরত ইবনে আব্বাছের উত্তর নিবেদন করিলে হজরত ইবনে ওমর বলিলেনঃ 'আমি এ যাবৎ মনে করিতাম, কোরআন সম্পর্কে কথা বলা ইবনে আব্বাছের দুঃসাহস বৈ কিছুই নহে। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম, সত্যই ইবনে আব্বাছকে 'জ্ঞান' দান করা হইয়াছে।' —এছাবা

এক কথায় অল্প বয়সেই তিনি এক অথৈ বিদ্যার সাগরে পরিণত হন এবং লোকে তাঁহাকে 'হিব্‌রুল উম্মাহ্' (حبر الامه) বা জাতির জ্ঞানাচার্য নামে অভিহিত করেন।

হজরত ইবনে আব্বাছ সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমালোচকদের অভিযোগ এই যে, এত অল্প বয়সের একটি ছেলের পক্ষে হুজুর (ছঃ)-এর কথা ও কার্যের মর্ম উপলব্ধি করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

একথা সত্য যে, হজরত ইবনে আব্বাছের বয়সের প্রতি নজর করিলে আপাততঃ ইহা কঠিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার পরিবেশ ও অসাধারণ ধীশক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছুই নাই। এ বয়সের একটা সাধারণ ছেলের পক্ষে রাজনৈতিক সমস্যাবলী উপলব্ধি করা কঠিন হইলেও রাজ পরিবারভুক্ত ও রাজপরিবেশে প্রতিপালিত একটি বলিষ্ঠ ও অসাধারণ ছেলের পক্ষে ইহা মোটেই কঠিন নহে। নবী ছোলাইমান (আঃ) যে অল্প বয়সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির মালিক হইয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়াছেন। একজন নবী বা এত অতীতের কথা কেন, আমাদের এ শেষ যুগের মনীষীবৃন্দের মধ্যেও এমন অনেকে রহিয়াছেন যাঁহারা প্রায় এ বয়সের মধ্যেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া দশ বৎসর বয়সে সাধারণ পাঠ্য শেষ করিয়া পনর বৎসর বয়সে 'ফতওয়া' দিতে আরম্ভ করেন, আর সতের বৎসর বয়সে কিতাব লেখা আরম্ভ করেন। শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহ্‌লবী [(রঃ) মৃঃ ১১৭৬ হিঃ] প্রায় এ বয়সেই একজন বিজ্ঞ আলেমে পরিণত হন এবং মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) ১৬/১৭ বৎসর বয়সে অনেক মূল্যবান কিতাব লেখেন।

অতএব, হজরত ইবনে আব্বাছের ন্যায় একজন অসাধারণ ছেলের পক্ষে রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) অর্থাৎ, আপন ভাইয়ের কথা না বুঝার অভিযোগ কি সত্যই তাঁহার প্রতি অবিচার নহে? এতদ্ব্য-তীত তিনি যে, সমস্ত হাদীছই রছূলুল্লাহ্‌র জীবনে রছূলুল্লাহ্‌র নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন এ কথা বলিতেছেন কে? তিনি কোন কোন হাদীছ হজরত ওমর (রাঃ), হজরত আলী (রাঃ) ও হজরত উবাই ইবনে কা'বের নিকট শুনিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। আর মোহাদ্দেছগণের সর্ববাদি-সম্মত মত এই যে, এক ছাহাবী অপর ছাহাবীর নিকট হাদীছ শুনিয়া যদি তাঁহার (মধ্যস্থ ছাহাবীর) নাম উল্লেখ না করিয়া সোজাসুজি রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নাম করিয়াও বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) এইরূপ বলিয়াছেন বা করিয়াছেন—তাহাও জায়েজ আছে। কেননা, ছাহাবীগণ সকলেই আদেল অর্থাৎ, হাদীছ বর্ণনায় সত্যবাদী। আর এ ব্যাপারে যদি হজরত ওমর, আলী ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-ও সত্যবাদী না হন, তবে দুনিয়াতে কে সত্যবাদী হইবেন?

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## শরীয়তে ছুন্নাহ্‌র স্থান

**রছূলের দায়িত্ব ঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে দুইটি কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার রছূল-এর দায়িত্ব এবং রছূল-এর উম্মতীদের কর্তব্য। রছূল-এর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

(١) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ع ـ ال عمران ١٦٤

১। 'আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি বড় মেহেরবানী করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের প্রতি তাহাদের মধ্য হইতে এমন একজন রছূল পাঠাইয়াছেন যিনি তাহাদের নিকট—(১) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আবৃত্তি (তেলাওয়াত) করেন, (২) (শিরক ও কুফরীর কলুষ হইতে) তাহাদিগকে পবিত্র করেন এবং (৩) তাহাদেরকে (ক) আল্লাহ্‌র কিতাব এবং (খ) হিক্‌মত তা'লীম দিয়া থাকেন।'
—ছূরা-আলে ইমরান-১৬৪

এই মর্মে ছূরা-বাকারায় দুইটি (১২৯, ১৫১) এবং ছূরা-জুমুআয় একটি আয়াত রহিয়াছে।

অপর জায়গায় বলিয়াছেন ঃ

(٢) وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ـ نحل ٤٤

২। 'আমি আপনার প্রতি জিক্‌র (কোরআন) নাজিল করিয়াছি যাহাতে আপনি—তাহাদের প্রতি যাহা নাজিল করা হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহা খোলাসা করিয়া বুঝাইয়া দেন।' —নহল-৪৪

অর্থাৎ (১) আল্লাহ্‌র কিতাব মানুষকে পৌঁছাইয়া দেওয়া (আবৃত্তি করা), (২) শির্‌ক ও কুফরীর কলুষ হইতে মানুষকে পবিত্র করা, এবং (৩) কিতাব ও হিক্‌মত মানুষকে হাতে-কলমে তালীম দেওয়া বা আল্লাহ্‌র কিতাব তাহাদিগকে খোলাসা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া—এই সকল বিষয় হইল রছূলের দায়িত্ব (কেবলমাত্র কিতাব পৌঁছাইয়া দেওয়াই নহে)। প্রথম দফা ব্যতীত তাঁহার অপর যে সকল দায়িত্ব রহিয়াছে তাহারই নাম 'ছুন্নাহ্'।

**উম্মতীদের কর্তব্য ঃ**

উম্মতীদের কর্তব্য হইল রছূলের ছুন্নাহ্‌র অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(١) اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ع     ১।

'তোমরা আল্লাহ্‌র 'এতাআত' (আনুগত্য) করিবে এবং (আল্লাহ্‌র) রছূলের 'এতাআত' করিবে।' —ছূরা-নেছা-৫৯, ছূরা-মায়েদাহ্-৯২, ছূরা-নূর-৫৪, ছূরা-মোহাম্মদ-৩৩ এবং ছূরা-তাগাবুনের-১২ আয়াতও ইহার অনুরূপ।

এ সকল আয়াতে রছূলের 'এতাআত' অর্থ যদি আল্লাহ্‌র 'এতাআত' অর্থাৎ, তাঁহার কিতাবের অনুসরণই হয় তা হইলে রছূলের 'এতাআতের' জন্য পৃথক ' اطيعوا ' (এতাআত) শব্দ ব্যবহারের

কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। তখন শুধু ' اطيعوا الله والرسول ' 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূলের 'এতাআত' কর' বলাই যথেষ্ট হয়, যে ভাবে ছুরা-আলে ইমরানের একটি আয়াতে বলা হইয়াছে। সুতরাং এ সকল আয়াতে রছূলের 'এতাআত' অর্থে রছূলের পৃথক 'এতাআত' অর্থাৎ, তাঁহার ছুন্নাহ্‌র অনুসরণকেই বুঝিতে হইবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেনঃ 'রছূলের 'এতাআত'কে যদি আল্লাহ্ তা'আলার এতাআত বা তাঁহার কোরআনের আহকামের এতাআতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয় তা হইলে কোরআনে যে রছূলের বিশেষ এতাআতের কথা বলা হইয়াছে তাহার কোন সার্থকতাই থাকে না।' —এ'লাম

২। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

(٢) يَآ اَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْآ اَطِيْعُـوا اللهَ وَاَطِيْعُـوا الرَّسُـوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَـازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ ـ النساء ٥٩

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র 'এতাআত' করিবে এবং আল্লাহ্‌র রছূল ও তোমাদের মধ্যকার 'উলিল-আমর'দের (কর্মকর্তাদের) 'এতাআত' করিবে।' যদি কোন বিষয়ে তোমাদের (ও তোমাদের 'উলিল-আমর'দের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তা হইলে উহা আল্লাহ্‌র প্রতি ও (তাঁহার) রছূলের দিকে হাওয়ালা করিবে।' —ছুরা-নেছা-৫৯

উক্ত আয়াতে সাধারণের ও 'উলিল-আমরের' মধ্যে বিরোধকালে উলিল-আমরের হুকুমকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূলের হুকুমের প্রতি রুজু করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, উলিল-আমরের হুকুমের স্বতন্ত্র বা স্বাধীন কোন মর্যাদা নাই; উলিল-আমরের হুকুম আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূলেরই অধীন। এভাবে যদি রছূলের হুকুমেরও কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা না থাকিত তা হইলে তাঁহার হুকুমের প্রতি রুজু করার নির্দেশ এবং তাহার জন্য পৃথকভাবে اطيعوا বা 'এতাআত' শব্দ ব্যবহারের কোন কারণই ছিল না।

৩। অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

(٣) مَآاٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَانَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ ـ الحشر ٧

'রছূল তোমাদের যাহা দেন তাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলেন তাহা হইতে বিরত থাকিবে।' —ছুরা-হাশর-৭

এ আয়াত হইতে রছূলুল্লাহ্‌র ছাহাবীগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌র রছূলের আদেশ-নিষেধ আল্লাহ্‌রই আদেশ-নিষেধ। একদা উম্মে ইয়াকুব নাম্নী এক স্ত্রীলোক আসিয়া হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাছউদকে (রাঃ) বলিলেনঃ 'শুনিলাম, আপনি না কি অমুক কাজ যাহারা করে তাহাদের প্রতি লা'নত করিয়া থাকেন।' তিনি উত্তর করিলেনঃ 'হাঁ, কোরআনে যাহা রহিয়াছে আমি তাহা করিব না কেন?' কোরআনের নাম শুনিয়া উম্মে ইয়াকুব সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেনঃ 'আঃ, কোরআনে রহিয়াছে? আমি তো সমস্ত কোরআনই পড়িয়াছি, কৈ, আমি তো কোথাও ইহা দেখি নাই?' হজরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেনঃ 'যদি তুমি কোরআন পড়িয়া থাকিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা দেখিতে; তুমি কি এ আয়াত দেখ নাইঃ 'রছূল (ছঃ) তোমাদের যাহা দেন তাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলেন তাহা হইতে বিরত থাকিবে।' উম্মে ইয়াকুব বলিলেনঃ 'হাঁ, ইহা আমি দেখিয়াছি।' তখন হজরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্

এ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন এবং যাহারা উহা করে তাহাদের প্রতি লা'নত করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ও ইহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন এবং ইহা যাহারা করে তাহাদের প্রতি লা'নত করিয়াছেন।' —বোখারী তাফ্ছীরে ছূরা-হাশর

৪। অপর এক আয়াতে আছেঃ

(٤) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○ احزاب-٣٦

'যখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূল কোন বিষয়ে ফয়ছালা করিয়া দেন, তখন সেই ব্যাপারে কোন মু'মিন নর বা নারীর নিজস্ব কোন এখতিয়ার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূলের নাফরমানী করে (ফয়ছালার ব্যতিক্রম করে) সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হয়।' —আহ্যাব-৩৬

এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুফাচ্ছিরগণ বলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জুলাইবীব নামীয় এক ছাহাবীর জন্য এক আনছারী মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করিলে মেয়ের পিতা-মাতা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং বলা হয় যে, রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ফয়ছালার পর এ বিষয়ে তোমাদের আর করিবার কিছুই নাই। —ইবনে কাছীর। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিবাহের প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত করিলেন আল্লাহ্র রছূল (স্বয়ং আল্লাহ্ নহে), অথচ আল্লাহ্ ইহাকে নিজের সিদ্ধান্ত বলিয়াই ঘোষণা করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, 'যখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূল কোন সিদ্ধান্ত করেন।' ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র রছূলের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ আল্লাহ্রই সিদ্ধান্ত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝা গেল যে, নিছক দ্বীনের ব্যাপারে কেন; বরং অন্য কোন মোবাহ জাগতিক ব্যাপারেও যদি রছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন উম্মতীগণ তাহা মানিতে বাধ্য।

৫। আর এক আয়াতে আছেঃ

(٥) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ نساء-٦٥

'আপনার রব্বের কছম! তাহারা কখনো মু'মিন হইতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের বিরোধীয় বিষয়ে আপনাকে সালিস মানে, অতঃপর আপনি যে ফয়ছালা করিয়া দেন তাহাকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লয়।' —ছূরা-নেছা-৬৫

এ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বোখারী শরীফে যে ঘটনাটির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তাহাতে রহিয়াছেঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ফুফাত ভাই হজরত জুবায়ের ইব্নে আওয়াম এবং জনৈক মদীনাবাসীর মধ্যে জমিনে পানি সেচ লইয়া এক মতবিরোধ দেখা দেয় এবং মীমাংসার জন্য উহা হুজুরের নিকট পেশ করা হয়। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জুবায়েরকে বলিলেনঃ 'তোমার জমিন সেচ করিয়া পরে উহা তোমার প্রতিবেশীর জমিনের দিকে ছাড়িয়া দিও।' ইহা শুনিয়া প্রতিবেশীটি বলিয়া উঠিলঃ 'আপনার ফুফাত ভাই তো?' ইহা শুনিয়া রাগে হুজুরের চেহারা লাল হইয়া গেল এবং হুজুর বলিলেনঃ 'জুবায়ের, আইল ভাসিয়া যাওয়া পর্যন্ত তুমি পানি বন্ধ রাখিবে।' (সে কি মনে করিয়াছে যে, আমি পক্ষপাতিত্ব

করিয়াছি?) হজরত জুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ 'আমি মনে করি, আয়াতটি এ ঘটনা উপলক্ষেই নাজিল হইয়াছে।' —বোখারী তাফছীরে ছুরা-নেছা

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ফয়ছালা সম্পর্কে আপত্তি করায় আল্লাহ্ তাহার ঈমানকেই বাতিল করিয়া দিতেছেন অথচ ফয়ছালা ছিল রছূলুল্লাহ্র, আল্লাহ্র নহে।

৬। অপর এক আয়াতে রহিয়াছেঃ

(٦) فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ نور ٦٣

'যাহারা তাঁহার (রছূলের) হুকুমের বিরোধিতা করে তাহাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাহাদের প্রতি যেন কোনো কঠিন বিপদ অথবা কঠোর আজাব আসিয়া না পড়ে।' —ছূরা-নূর-৬৩

এসকল আয়াত হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দ্বীন সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন—চাই উহা কোরআনরূপেই হউক, চাই ছুন্নাহরূপে— সবই ওহী, সবই আল্লাহ্র কথা। সুতরাং রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর উম্মতীদের পক্ষে তাঁহার ছুন্নাহর অনুসররণ করা ফরজ, যেভাবে আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ করা ফরজ, আল্লাহ্র রছূলের আনুগত্য (এতাআত) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ نساء ٨٠

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রছূলের এতাআত করিয়াছে সে আল্লাহ্রই এতাআত করিয়াছে।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ ওলামাদের সর্ববাদিসম্মত মতে ছুন্নাহ্ তিন প্রকার। —নেছা-৮০

(১) যাহাতে—কোরআনে যাহা রহিয়াছে হুবহু তাহাই রহিয়াছে।

(২) যাহাতে—কোরআনে যাহা রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

(৩) যাহাতে—কোরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নূতন কথা[১] বলা হইয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'ছুন্নাহ যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট-ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, উহাতে আমাদিগের তাঁহার রছূলের 'এতাআত' করিতে হইবে। রছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নাহ্ জানিয়া উহার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ্ কাহাকেও দেন নাই।'[২]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমও ছুন্নাহ্কে উপরি-উক্ত তিন প্রকারে ভাগ করিয়া বলেনঃ 'কোন প্রকারের ছুন্নাহ্ই কিতাবুল্লাহ্র বিরোধী নহে। যেখানে ছুন্নাহ্য় নূতন কথা রহিয়াছে সেখানে উহা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর পক্ষ হইতে নূতন বিধান বলিয়া মনে করিতে হইবে। এ ব্যাপারেও আমাদের অবশ্যই তাঁহার 'এতাআত' করিতে হইবে, অবাধ্যতা করা চলিবে না। ইহা

টীকা

১· আপাতদৃষ্টিতে নূতন বলিয়া মনে হইলেও আসলে উহা নূতন নহে। বিশেষজ্ঞগণ বলেনঃ 'হাদীছের কিতাবে এমন কোন অধ্যায় নাই যাহার মূল কিতাবুল্লাহ্য় পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন কোনটির সম্পর্ক এত সূক্ষ্ম যে, সকলের পক্ষে উহা বুঝা সহজ নহে। তবে রছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের পক্ষে তাহাও সহজ ছিল।'

(২) اى هذا كان فقد بين الله انه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لاحد من خلقه عذرا بخلاف امر عرفه من امر رسول الله ﷺ ـ الرساله ١٦ ج

দ্বারা কিতাবুল্লাহ্‌র উপর ছুন্নাহ্‌র মর্যাদা দান করা হইতেছে না, বস্তুতঃ ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর 'এতাআত' করার নির্দেশ দিয়াছেন তাহারই বাস্তব-রূপ দান করা হইতেছে। এ ব্যাপারে যদি তাঁহার 'এতাআত' করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহার 'এতাআতের' কোন অর্থই থাকে না।'[১] অতঃপর তিনি বলেনঃ 'যিনি (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা) একথা বলিয়াছেনঃ

مَااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'রছূল তোমাদের যাহা দেন তাহা গ্রহণ করিবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলেন তাহা হইতে বিরত থাকিবে।'—তিনিই তাঁহার রছূলের মারফত আমাদের উপর তাঁহার কিতাবের অতিরিক্ত এ সকল বিষয়কে শরীয়তের বিধানরূপে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন—[২] আর একটু অগ্রসর হইয়া তিনি বলেনঃ 'ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা উহারই (অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহ্‌রই) বিরুদ্ধাচরণ করা।'

এক কথায় আল্লাহ্‌র কিতাব যেরূপ শরীয়তের একটি উৎস, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নাহ্ও সেরূপ শরীয়তের অপর একটি উৎস—যদিও উভয়ের মর্যাদা সমান নহে। ইহা হইল শরীয়তে ছুন্নাহ্‌র স্থান।

**ছুন্নাহ অনুসরণের জন্য রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর তাকীদঃ**

আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ রছূল-এর ছুন্নাহ অনুসরণের জন্য তাঁহার বান্দাদের তাকীদ করিয়াছেন, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজেও তাঁহার উম্মতীদের তাঁহার ছুন্নাহ্ অনুসরণের জন্য তাকীদ করিয়াছেনঃ

১। বিদায় হজ্জের খোৎবায় তিনি বলেনঃ

(١) تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ ـ المشكوة عن الموطأ

'আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছিঃ আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁহার রছূলের ছুন্নাহ। যে পর্যন্ত তোমরা এই দুইটিকে ধরিয়া থাকিবে সে পর্যন্ত গোমরাহ্ হইবে না।'

—মোআত্তা, মেশকাত

২। অন্য হাদীছে রহিয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

(٢) اِنِّى تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا اَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِىْ وَلَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ـ المستدرك للحاكم .

টীকা

(১) فما كان زائدا على القران فهو تشريع مبتدأ من النبى صلعم تجب طاعته فيه ولاتحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما امر الله به من طاعة رسوله ولو كان لايطاع فى هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به اعلام الموقعين ـ ٢٨٨ ج ٢

(২) والذى قال لنا "مااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ" هو الذى شرع لنا هذه الزيادة على لسانه والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتدأ كما ولاه منصب البيان لما اراد به بكلامه ـ اعلام ٢٩٤ ج ٢

'আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছিঃ ইহা অবলম্বন করার পর তোমরা কখনো গোমরাহ্ হইবে না। আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার ছুন্নাহ্। এই দুইটি এক অপর হইতে কখনও পৃথক হইবে না, যে পর্যন্ত না কেয়ামতে হাওজের পাড়ে ইহারা আমার সাহিত মিলিত হয়।' —মোস্তাদরাকে হাকেম

৩। আর এক হাদীছে রহিয়াছেঃ

(٣) مَنْ يَّعْشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ - احمد ابوداؤد ترمذى وابن ماجه

'আমার পর তোমাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা বহু এখতেলাফ দেখিবে, তখন তোমরা আমার ছুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের ছুন্নাহ্কে মজবুত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।' —আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ্

৪। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছেঃ (٤) مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ - متفق عليه

'যে ব্যক্তি আমার ছুন্নাহ্ হইতে বিমুখ হইবে সে আমার মিল্লাতের মধ্যে নহে।'
—বোখারী ও মোছলেম

৫। তিনি আরও বলিয়াছেনঃ (٥) مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ - ترمذى

'যে আমার ছুন্নাহ্কে ভালবাসিয়াছে সে আমাকে ভালবাসিয়াছে।' —তিরমিজী

৬। অপর হাদীছে রহিয়াছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ

(٦) مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا - ترمذى وابن ماجه

'যে ব্যক্তি আমার ছুন্নতসমূহের মধ্যে এমন কোন ছুন্নতকে জেন্দা করিয়াছে, যাহা আমার পর পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য সে সকল লোকের পরিমাণ ছওয়াব রহিয়াছে, যাহারা ইহার সহিত আমল করিবে। অথচ তাহাদের ছওয়াবেরও কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না।
—তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ

**ছুন্নাহ্ অস্বীকার সম্পর্কে রছূলুল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণীঃ**

১। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ

(١) اَلَا اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ اَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ اَلَا لَايَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِىْ وَلَا كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلَّا اَنْ يَّسْتَغْنٰى عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَّزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَّقْرُوْهُ فَاِنْ لَّمْ يَقْرُوْهُ فَلَهٗ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ - ابو داود، الدارمى، ابن ماجه، مشكوة

'(মু'মিনগণ) জানিয়া রাখ, আমাকে কোরআন দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সহিত উহার অনুরূপ (ছুন্নাহ্)-ও দেওয়া হইয়াছে। আর ইহাও জানিয়া রাখ যে, এমন এক সময় আসিয়া পৌঁছিবে যখন কোন উদরপূর্ণ বড় লোক তাহার গদীতে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিবেঃ তোমরা শুধু এই কোরআনকেই গ্রহণ করিবে। উহাতে যাহা হালাল পাইবে তাহাকে হালাল জানিবে এবং উহাতে যাহা হারাম পাইবে তাহাকে হারাম মনে করিবে। অথচ আল্লাহ্র রছূল যাহা হারাম করিয়াছেন (অর্থাৎ, আমি যাহা হারাম বলিয়াছি) তাহা আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহার অনুরূপ। অতঃপর রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উদাহরণস্বরূপ গৃহপালিত গাধা, শিকার—দাঁতওয়ালা পশু ও সন্ধিতে আবদ্ধ অ-মুসলমান মুযাহিদদের হারানো বস্তু মুসলমানদের পক্ষে হালাল নহে এবং মুছাফিরকে আহার করানো আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করেন'—অথচ এ সকল কথা কোরআনে নাই। —আবু দাঊদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্, মিশকাত

২। অন্য হাদীছে রহিয়াছে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলেনঃ

(٢) لَاأُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَااَدْرِىْ مَاوَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ ـ رواه احمد والترمذى وابن ماجه والبيهقى فى الدلائل عن ابى رافع، مشكوة

'আমি যেন তোমাদের কাহাকেও এরূপ না দেখিঃ সে তাহার গদীতে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং তাহার নিকট আমার কোন কথা পৌঁছিবে—যাহাতে আমি কোন বিষয় আদেশ করিয়াছি অথবা নিষেধ করিয়াছি—আর সে বলিবেঃ 'আমি এসব কিছু জানি না, আল্লাহ্র কিতাবে যাহা পাইব তাহারই অনুসরণ করিব।'

—আহমদ, আবু দাঊদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী-মেশকাত

**ছুন্নাহ্ অস্বীকার করার রহস্যঃ**

যে কোন ভাষায় একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে; একটা বাক্যও একাধিক ভাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু কোন বক্তা বা লেখক তাঁহার বক্তৃতা বা লেখায় (উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ ব্যতীত) কখনো উহা দ্ব্যর্থরূপে ব্যবহার করেন না। শব্দ বা বাক্য প্রয়োগকালে তাঁহার নিকট একটি মাত্র অর্থ বা ভাবই সুনির্দিষ্ট থাকে। বক্তার মুখভংগি বা পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা শ্রোতা সহজেই উহা উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপে লেখকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁহার মতবাদ ও লেখার সহিত সাধারণভাবে যার যতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে সে-ই ততখানি সহজে লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। বিশেষ করিয়া যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলা হইয়াছে বা লেখা হইয়াছে সে। পক্ষান্তরে এ সকল দিক দিয়া বক্তা বা লেখকদের সহিত যার যত অধিক ব্যবধান থাকিবে তাহার পক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝা ততই কঠিন হইবে। তাহার নজদিক তাঁহাদের বক্তৃতা বা লেখা অনেক জায়গায় দ্ব্যর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইবে।

এ সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে যে, আল্লাহ্র কালামের অর্থ বা উদ্দেশ্য আল্লাহ্র রছূলই অধিক বুঝিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই উহা বলা হইয়াছে। (অতঃপর তাঁহার ছাহাবীগণই উহা অধিক বুঝিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা তাঁহার হাব-ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন।) অতঃপর তিনি তাঁহার কথা, কার্য ও মৌন-সম্মতি তথা আপন জীবন দ্বারা উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ইহারই নাম ছুন্নাহ্। সুতরাং ছুন্নাহ্ হইল কোরআনের প্রকৃত অর্থ-নির্দেশক বা উহার বাস্তব ব্যাখ্যা। এমতাবস্থায় ছুন্নাহ্ অস্বীকার করার অর্থই হইল শরীয়তের বন্ধন হইতে

মুক্তিলাভ করা। যাহারা ছুন্নাহ্ অস্বীকার করিবে তাহাদের পক্ষে কোরআনের যথেচ্ছা অর্থ করা চলিবে। তাহাদের উচ্ছৃংখল জীবন যাপনের পক্ষে সুযোগ বাহির হইয়া আসিবে। ইহাই হইল ছুন্নাহ অস্বীকার করার আসল রহস্য।

## ছুন্নাহ্র আনুগত্যে উম্মতীগণ

ছাহাবীগণের যুগ হইতে এ যুগ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই এ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে যে, আল্লাহ্র কিতাবের এতাআত বা হুকুম পালন করা যেমন ফরজ, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নাহ্র হুকুম পালন করাও তাহাদের পক্ষে তেমন ফরজ। আল্লাহ্র কিতাব যেরূপ ইসলামী শরীয়তের একটি উৎস, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নাহ্ও সেরূপ উহার অপর একটি উৎস। কিতাবুল্লাহ্র পরেই ছুন্নাহ্র স্থান। আর কিতাব ও ছুন্নাহ্ উভয় মিলিয়াই রচনা করিয়াছে ইসলামী শরীয়ত। ইমামগণ তাঁহাদের মাজহাবের বুনিয়াদও রাখিয়াছেন এ দুই-এর উপর।

**ছাহাবীগণ ঃ**

ছাহাবীগণের মধ্যে সকলেই ছুন্নাহ্কে ইসলামী শরীয়তের একটি উৎস বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, যিনি ছুন্নাহ্ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তাই তাঁহাদের সম্মুখে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হইত তখনই তাঁহারা প্রথমে উহার সমাধান আল্লাহ্র কিতাবে অতঃপর রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ছুন্নাহ্য় তালাশ করিতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনেরও এ নিয়ম ছিল। তাঁহারা কখনো কোন বিষয় ইজতেহাদ করেন নাই যে পর্যন্ত না উহা ছুন্নায়হ্ অনুসন্ধান করিয়াছেন।

মাইমুন ইবনে মহরান বলেনঃ 'হজরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রাঃ) নিকট যখন কোন সমস্যা উপস্থিত হইত, তখন তিনি উহার সমাধান প্রথমে আল্লাহ্র কিতাবে তালাশ করিতেন। উহাতে না পাওয়া গেলে তিনি উহা রছূলের ছুন্নাহ্য় তালাশ করিতেন। তাঁহার জানা ছুন্নাহ্য়ও যদি উহা পাওয়া না যাইত তখন তিনি অপর ছাহাবীদের জিজ্ঞাসা করিতেন—এ ব্যাপারে রছূলুল্লাহ্র (ছঃ) কোন ছুন্নাহ্ রহিয়াছে কি না? —দারেমী, হুজ্জাত-১৪৯ পৃঃ। হজরত ওমর, হজরত ওছমান ও হজরত আলী (রাঃ)-ও এ নিয়মেরই অনুসরণ করিয়াছেন। নীচে ইহার কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল।

**প্রথম খলীফা হজরত আবু বকর (রাঃ)ঃ**

(১) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এন্তেকালের পর যখন তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হজরত ফাতেমা (রাঃ), হজরত আব্বাছ (রাঃ) ও উম্মাহাতুল মু'মেনীনগণ স্ব স্ব মীরাছের দাবী জানাইলেন তখন তিনি তাঁহাদের সকলকে এই বলিয়া বারণ করেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ لَانَرِثُ وَلَانُوْرَثُ مَاتَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ ـ مشكوة عن الصحيحين

'আমরা নবীগণ কাহারো মীরাছ লাভ করি না এবং অপর কেহও আমাদের মীরাছ লাভ করে না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা জনসাধারণেরই।' —বোখারী ও মোসলেম, মেশ্কাত

(২) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে কোথায় দাফন করা হইবে এ লইয়া যখন ছাহাবীগণ এখতেলাফ করিতে থাকেন, তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) এ বলিয়া তাঁহাদের শান্ত করিয়া দেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ

مَاقَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ فِى الْمَوْضَعِ الَّذِىْ يُحِبُّ اَنْ يُّدْفَنَ فِيْهِ - ترمذى، موطاء امام مالك

'নবীগণ যেখানে সমাধিস্থ হইতে ভালবাসেন সেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের ওফাত করেন।' —তিরমিজী ও মোয়াত্তা

(৩) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ওফাতের পর যখন কোন কোন আরব গোত্র জাকাত প্রদান করিতে অস্বীকার করে এবং খলীফা হজরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন, তখন হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে এ বলিয়া বারণ করিতে চাহেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'আমাকে মানুষের সহিত লড়িতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে পর্যন্ত না তাহারা কলেমা পড়ে, যখন তাহারা কলেমা পড়িবে তখন আইনসংগত কারণ ব্যতীত তাহাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমাদের নাই।' —মেশ্কাত

এ সময় খলীফা হজরত আবু বকর (রাঃ) হজরত ওমর (রাঃ)-কে এ বলিয়া উত্তর দান করিলেন না যে, আপনি কোরআন পেশ না করিয়া হাদীছ পেশ করিতেছেন কেন, হাদীছ হইতে কি শরীয়ত গ্রহণ করা যাইতে পারে? বরং তিনি (আবু বকর) অপর দলিল দ্বারা তাঁহাকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন।

(৪) রছূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এন্তেকালের পর যখন আনছার ও মুহাজিরগণের মধ্যে কাহাদের মধ্য হইতে খলীফা নির্বাচিত হইবেন এই নিয়া মতবিরোধ দেখা দিল, তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ '(প্রাথমিক) ইমাম বা খলীফাগণ কোরাইশদের মধ্য হইতেই হইবে।' ইহাতে সকলে শান্ত হইয়া গেলেন।

(৫) হজরত ছিদ্দীকের নিকট দাদী তাঁহার নাতির মীরাছের অংশ পাইবে কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এ ব্যাপারে কোন হাদীছ আছে কি না ছাহাবীদের জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাহাবী হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা হাদীছ পেশ করিলেন এবং মোহাম্মদ ইবনে মাছলামা (রাঃ) উহার যথার্থতার সাক্ষ্য দান করিলেন, অতঃপর তিনি দাদীকে ষষ্ঠাংশ দেওয়ার হুকুম দিলেন।

**খলীফা হজরত ওমর (রাঃ)ঃ**

(১) হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেনঃ 'ভবিষ্যতে এমন একদল লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা কোরআনের দ্ব্যর্থ বা সন্দেহযুক্ত বর্ণনা লইয়া তোমাদের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে। তোমরা ছুন্নাহ্ দ্বারা তাহাদের উত্তর দিও। কেননা, ছুন্নাহ্-অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই কোরআনের অধিক মর্মাভিজ্ঞ হইয়া থাকেন।' (অর্থাৎ, ছুন্নাহ্‌য়ই কোরআনের সঠিক মর্ম বিবৃত হইয়াছে।)

—মীজানে শা'রানীর ভূমিকা ১৩ পৃঃ

(২) একদা খলীফা ওমর (রাঃ) সাধারণ্যে ঘোষণা করিলেনঃ 'আমি আমার কর্মচারীবৃন্দকে তোমাদের নিকট এজন্য পাঠাই নাই যে, তাহারা তোমাদের মারিয়া চর্ম খসাইয়া লইবে অথবা তোমাদের বিষয়-সম্পদ ছিনাইয়া লইবে। আমি তাহাদেরে এজন্য পাঠাইয়াছি যে, তাহারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন এবং তোমাদের নবীর ছুন্নাহ্ শিক্ষা দিবেন।' —এ'লাম-১/১১৭ পৃঃ

(৩) হজরত ওমর (রাঃ) কাজী শুরাইহের প্রতি এক নির্দেশনামায় বলেন, 'যদি তোমার নিকট এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় যাহার সমাধান আল্লাহ্‌র কিতাবে রহিয়াছে, তা হইলে তুমি

ঐরূপেই ফয়ছালা করিবে এবং কাহারো মতের পরওয়া করিবে না। আর এইরূপ ঘটনা যদি উপস্থিত হয় যাহার সমাধান আল্লাহ্‌র কিতাবে নাই তা হইলে রছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নাহ্‌য় তালাশ করিবে এবং তদনুযায়ী ফয়ছালা করিবে।'

—দারেমী, হুজ্জাত ১৪৯ পৃঃ

(৪) একবার তিনি খোৎবা দানকালে বলিলেনঃ 'লোকসকল! তোমাদের জন্য ছুন্নত নির্দিষ্ট এবং ফরজ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপিচ তোমাদেরকে দ্বীনের সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে—যদি না তোমরা ইচ্ছা করিয়া লোকদেরসহ ডানে-বামে সরিয়া পড়।' অতঃপর তিনি বলিলেনঃ 'সাবধান, (কোরআনে না থাকিলেও) ব্যভিচারীকে পাথর বর্ষাইয়া মারার হুকুম অস্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌র অসন্তোষভাজন হইও না। কেননা, আল্লাহ্‌র রছূল ব্যভিচারীকে পাথর বর্ষাইয়া মারিয়াছিলেন, তাই আমরাও উহা করিয়া থাকি।' —ই'তেছাম-১/৮৯ পৃঃ

(৫) তিনি আরও বলিয়াছেনঃ 'যাহারা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের রায় দ্বারা মনগড়া কথা বলিবে তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিবে। তাহারা হাদীছের শত্রু। হাদীছ হেফজ করা (রক্ষা করা) তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে বলিয়াই তাহারা এরূপ করিবে। ইহাতে তাহারা নিজেরাও গোমরাহ্ হইবে অপরদেরও গোমরাহ্ করিবে।' —ই'তেছাম-১/১২৪ পৃঃ

(৬) খলীফা হজরত ওমর (রাঃ) একবার সেনাপতি হজরত আবু উবাইদার যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন উদ্দেশ্যে শাম রওয়ানা হইলেন। 'ছরগ' নামক স্থানে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, গন্তব্যস্থলে মহামারী আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেনঃ তথায় যাইতে হইবে কি না এব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি? এ সময় হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলিলেনঃ 'আমি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ কোথাও যদি মহামারী আরম্ভ হয় তবে ইচ্ছা করিয়া তথায় যাইবে না আর (পূর্ব হইতেই) যদি তথায় তুমি থাকিয়া থাক তাহা হইলে ভয়ে পলায়নও করিবে না।' ইহা শুনিয়া হজরত ওমর (রাঃ) তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। —ফাহম

(৭) হজরত ওমরের অভিমত ছিল, স্ত্রী তার নিহত স্বামীর দীয়তের অংশ পাইতে পারে না। ছাহাবী জাহ্‌হাক ইবনে ছুফইয়ান তাঁহাকে জানাইলেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আশ্‌ইয়াম জেবাবীর দীয়ত (রক্তপণ) তাহার স্ত্রীকে প্রদানের জন্য তাহাকে (জাহ্‌হাককে) নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি নিজের মত পরিত্যাগ করেন। —তিরমিজী

(৮) এভাবে 'জনীন' বা ভ্রূণ হত্যার দীয়ত সম্পর্কে হজরত ফারূকের ধারণা ছিল; উট বা বক্‌রী প্রদান করিলেই চলিবে। কিন্তু হজরত মুগীরা (রাঃ) প্রমুখাৎ যখন জানিতে পারিলেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এ ব্যাপারে গোলাম-বাঁদী আজাদ করার কথাই বলিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব মত পরিবর্তন করিলেন। —ফাহম ৮৮ পৃঃ

(৯) একদিন বনী ছকীফের একজন লোক আসিয়া হজরত ফারূককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ (হজ্জের সময়) তাওয়াফে জিয়ারত করার পর যদি কোনো স্ত্রীলোকের ঋতু আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে আর অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে কি না? তিনি উত্তর করিলেনঃ না, পারে না। (মিনায় অবস্থান করিতে হইবে) ছকফী লোকটি বলিলঃ 'আমি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে ইহার বিপরীত হুকুম দিতে শুনিয়াছি।' ইহা শুনিয়া হজরত ফারূক ছকফীর প্রতি দোররার আঘাত করিয়া বলিলেনঃ '(পাজি কোথাকার!) যে ব্যাপারে স্বয়ং

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ জানা আছে সে ব্যাপারে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিলে কেন?' —ফাহ্‌ম ৮৮ পৃঃ, মাআলিম-৪/৩২ পৃঃ

**খলীফা হজরত ওছমান (রাঃ)**

(১) ছাহাবীগণ খলীফা হজরত ওছমান গণীর হাতে খেলাফতের বয়আত এভাবে করিয়াছিলেনঃ 'আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব, রছূলের ছুন্নাহ্ এবং খলীফা হজরত আবু বকর ও ওমরের ছুন্নাহ্ অনুসারে চলিব—আপনার নিকট এই অংগীকার করিতেছি।' আর তিনিও তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ বয়আতই গ্রহণ করিলেন।

(২) হজরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর ধারণা ছিল, স্বামী-মৃত স্ত্রীলোক তাহার ইদ্দতকালে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারে। হজরত আবু ছাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফরিয়াহ্ বিনতে মালেক যখন বলিলেনঃ 'আমার স্বামী নিহত হওয়ার পর রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাকে আমার নিহত স্বামীর গৃহেই ইদ্দত পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন', তখন তিনি তাঁহার নিজ মত পরিহার করিলেন। —মোয়াত্তা

(৩) হজরত ওছমান (রাঃ) 'তামাত্তো' বা হজ্জের সাথে ওমরাহ্ করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু হজরত আলী মোরতাজার নিকট হাদীছ শুনিয়া তিনি তাঁহার মত পরিত্যাগ করিলেন।

**খলীফা হজরত আলী (রাঃ)ঃ**

(১) একদা হজরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 'শরীয়ত যদি শুধু কেয়াছ অথবা কাহারো বিবেক-বুদ্ধির উপরই নির্ভরশীল হইত তা হইলে (ওজুর সময়) মোজার উপরদিকে মছেহ্ না করিয়া উহার নীচের দিকে মছেহ্ করাই সংগত হইত। অথচ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উহার উপরিভাগ মছেহ্ করিয়াছেন। —বুলুগুল মারাম

(২) একবার হজরত আলী মোরতাজার নিকট কতক ইসলামত্যাগী মুরতাদকে আনা হইল। তিনি তাহাদের আগুনে পোড়াইয়া মারিতে নির্দেশ দিলেন। এসময় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাকে (তরবারির দ্বারা) কতল করিবে।' ইহা শুনিয়া তিনি হুকুম পরিবর্তন করিলেন এবং বলিলেনঃ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) সত্য বলিতেছে।

**খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ)ঃ**

(১) পঞ্চম 'খলীফায়ে রাশেদ' হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) বলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম, অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীন বহু ছুন্নত কায়েম করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অনুসরণ করার মানে আল্লাহ্‌র কিতাবেরই সমর্থন করা, তাঁহার এতাআত-আনুগত্যের পূর্ণতা সাধন করা এবং তাঁহার দ্বীন পালনে শক্তি বৃদ্ধি করা। এ সকল ছুন্নাহ্‌র রদবদল করা বা উহার বিপরীত করা কাহারো পক্ষে জায়েজ নহে।

যে ব্যক্তি উহা অনুসারে আমল করিয়াছে সে হেদায়ত লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সে জয়লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, সে মু'মিনগণের পন্থা ত্যাগ করিয়া অপরদের পন্থা এখতিয়ার করিয়াছে। —এ'তেছাম-১/১০৩ পৃঃ

(২) হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁহার শাসনকর্তাদের লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে যাহা আছে সে সম্পর্কে কাহারো কোন রায় বা মত প্রকাশের অধিকার নাই। মনীষীবৃন্দের অভিমত কেবল সেই সম্পর্কেই প্রযোজ্য যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন

সমাধান নাই এবং রছূলুল্লাহ্‌র ছুন্নাহ্‌য়ও কিছু নাই। রছূলুল্লাহ্‌র ছুন্নাহ্‌য় যে বিষয়ের সমাধান রহিয়াছে সে সম্পর্কেও কাহারো মত প্রকাশের কোন অধিকার নাই। —দারেমী, হুজ্জাতুল্লা-১৫০ পৃঃ

## ছুন্নাহ্ সম্পর্কে ইমামগণ

**ইমাম আবু হানীফা (রঃ)ঃ**

ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ) ছুন্নাহ্ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত নিম্নলিখিত ভাষায় (কথায়) ব্যক্ত করিয়াছেনঃ

(১) ছুন্নাহ্ না হইলে আমাদের কেহই কোরআন বুঝিতে সক্ষম হইত না। —মীজানে শা'রানী

(২) সাবধান, দ্বীন সম্পর্কে কখনও কোনো মনগড়া কথা বলিবে না। এ সম্পর্কে ছুন্নাহ্‌র অনুসরণ করিবে। যে ব্যক্তি ছুন্নাহ্ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে সে গোমরাহ্ হইয়াছে।

(৩) মানুষ কল্যাণের সহিত থাকিবে, যে পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে হাদীছ অনুসন্ধানকারী থাকিবে। যখন তাহারা হাদীছকে বাদ দিয়া এল্‌ম তলব করিবে, তখন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

(৪) যখন কোন ছহীহ্ হাদীছ পাওয়া যাইবে, তখন উহাই আমার মাজহাব। —শামী-১/৬৩

(৫) যখনই আমার কোন কথা আল্লাহ্‌র কিতাব বা রছূলের হাদীছের বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তখনই উহাকে পরিত্যাগ করিবে।—শামী

(৬) এছাড়া তিনি নিজেই পাঁচ শতের উপরে হাদীছ হেফজ ও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যাহা 'মোছনাদে ইমাম আজম' নামক কিতাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

**ইমাম মালেক (রঃ)ঃ**

ইমাম মালেক (রঃ) হাদীছ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

(১) আমি একজন সাধারণ মানুষ, দ্বীন সম্পর্কে কোনো কথায় ভুলও করিতে পারি এবং সত্যেও উপনীত হইতে পারি। সুতরাং আমার কথাকে কিতাব ও ছুন্নাহ্‌র সহিত যাচাই করিয়া দেখিবে, যাহা উহাদের মোয়াফিক হইবে গ্রহণ করিবে এবং যাহা উহাদের মোখালিফ হইবে পরিত্যাগ করিবে। —জামে' বয়ানুল এল্‌ম-৩২ পৃঃ

(২) মানুষের কথাকে মানুষ গ্রহণও করিতে পারে অথবা বর্জনও করিতে পারে। কিন্তু নবীর কথাকে বর্জন করার অধিকার কাহারও নাই। —উছুলুল আহ্‌কাম, ইবনে হাজম-৬/১৩৫ পৃঃ

(৩) তাঁহার কিতাব 'মোয়াত্তা'ই হাদীছের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা। তাহাতে তিনি আট শতের অধিক রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছেন।

**ইমাম শাফেয়ী (রঃ)ঃ**

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁহার উছুলে ফেক্‌হা সম্পর্কীয় 'রিছালায়' হাদীছ অনুসরণ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের অনুসরণ করা যেমন মুসলমানদের উপর ফরজ তেমন তাঁহার নবীর ছুন্নাহ্‌র অনুসরণ করাও তাহাদের উপর ফরজ। তিনি বলিয়াছেনঃ

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্ধারিত ফরজসমূহকে গ্রহণ করিয়াছে সে ব্যক্তি রছূলের ছুন্নাহ্ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে তাঁহার রছূলের অনুসরণ করা এবং উহাকে চূড়ান্তরূপে মানিয়া লওয়াকে ফরজ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রছূলের কথা গ্রহণ করিয়াছে সে আল্লাহ্‌র কথাই গ্রহণ করিয়াছে। —রিছালা ৭ পৃঃ

(২) "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে তাঁহার নবীর ছুন্নাহ্ অনুসরণ করাকে ফরজ করিয়া দিয়াছেন" নামে এক স্বতন্ত্র শিরোনামা কায়েম করিয়া উহার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর তাহার অহীর (কোরআনের) এবং তাঁহার নবীর ছুন্নাহ্র অনুসরণ করাকে ফরজ করিয়া দিয়াছেন।' অতঃপর বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হজরত ইব্রাহীমের দো'আয় ও অপর কয়েক জায়গায় দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'আল কিতাব' ও 'আল হিকমাত'। 'আল কিতাব' তো হইল কোরআন, আর 'আল হিকমাত' অর্থে এখানে ছুন্নাহ্কেই বুঝাইয়াছেন। আমি কোরআন-অভিজ্ঞ 'আহ্লে এলম'-দিগকেও ইহার এ অর্থ করিতেই শুনিয়াছি।' —রিছালা-১৩ পৃঃ

(৩) 'দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, যখন কাহারো নিকট কোনো ছহীহ্ ছুন্নাহ্ সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে, তখন তাহার পক্ষে কাহারো কথায় উহাকে পরিত্যাগ করা জায়েজ নহে।' —এ'লাম-২/৩৬১ পৃঃ

(৪) এতদ্ব্যতীত 'মোছনাদ' নামে, হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার একটি কিতাবও রহিয়াছে।

**ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) ঃ**

(১) ইমাম আহ্মদ (রঃ) বলিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি রছূলের হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে।' —মানাকেবে ইবনে জাওজী-৮২ পৃঃ

(২) হাদীছের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস বা আনুগত্যের বড় প্রমাণ হইল তাঁহার 'আল মোছনাদ'। ইহাতে তিনি ৩০ হাজার হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্বীয় মাজহাবের ভিত্তিও ইহার উপরই স্থাপন করিয়াছেন।

**শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী (রঃ) ঃ**

শাহ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবী বলিয়াছেন ঃ 'সন্দেহমুক্ত এলম এবং দ্বীন সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে এলমে হাদীছ হইতেছে সকলের মূল ও শীর্ষস্থানীয়। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যাহা কিছু বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিয়াছেন এবং অন্যের যে সকল কথা ও কাজ তাঁহার নিকট সমর্থিত হইয়াছে তাহা সবই উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এলমে হাদীছ হইতেছে অন্ধকারের বুকে প্রদীপ এবং হেদায়তের পথে আলোকস্তম্ভ। যে ব্যক্তি উহা আবৃত্তি করিয়া তদনুযায়ী আমল করিয়াছে সে-ই সৎপথের সন্ধান লাভ করিয়াছে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে সে নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও ব্যর্থকাম হইয়াছে।' —হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা-২ পৃঃ

**ছুফিয়ায়ে কেরাম ও ছুন্নাহ্ ঃ**

১। হজরত ইবরাহীম ইবনে আদ্হাম (রঃ) দো'আ কবুল না হওয়ার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন ঃ 'মানুষ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর মহব্বতের দাবী করে অথচ তাঁহার ছুন্নতকে ছাড়িয়া দিয়াছে।' —ই'তেছাম-১/১০৮ পৃঃ

২। হজরত জুন্নুন মিছরী (রঃ) দুনিয়ার নানা অশান্তির কারণ বিশ্লেষণ প্রসংগে বলেন ঃ 'মানুষ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নত পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে চলিয়াছে।' —ই'তেছাম-১/১০৮ পৃঃ

৩। হজরত বিশর হাফী (রঃ) বলেন ঃ 'একবার রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমায় স্বপ্নে বলিলেন ঃ তুমি বলিতে পার কি তোমাকে অন্যদের উপর কেন মর্যাদা দান করা হইয়াছে? ছুন্নত অনুসরণ এবং নেক লোকদের ভালবাসার কারণেই।' —ই'তেছাম-১/১০৯ পৃঃ

৪। হজরত আবু মোহাম্মদ আবদুল ওহ্হাব ছকফী (রঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক জিনিস ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না। অথচ কোনো জিনিসই সঠিক হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না উহা খালেছ (ভেজালশূন্য) হয়। আর কোনো জিনিসই খালেছ হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না উহা ছুন্নতের মোয়াফিক হয়।' —ই'তেছাম-১/১১ পৃঃ

৫। হজরত ছাহল তস্তরী (রঃ) বলেনঃ 'আমার নীতি হইল সাতটি। ইহার মধ্যে প্রথমটি হইল আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ করা এবং দ্বিতীয়টি হইল রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ছুন্নতের তাবেদারী করা।' —ঐ-১/৬৪ পৃঃ

৬। হজরত শাহ্ কিরমাণী (রঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি হারাম দৃষ্টি হইতে স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে রক্ষা করিয়াছে, সন্দেহযুক্ত ব্যাপার হইতে নিজকে দূরে রাখিয়াছে, অন্তরকে মোরাকাবা এবং বাহিরকে ছুন্নতের তাবেদারী দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছে এবং নিজকে হালাল খাইতে অভ্যস্ত করিয়াছে তাহার অন্তর-দৃষ্টি কখনো ভুল হইতে পারে না।' —ঐ

৭। হজরত আবু ছোলাইমান দারানী (রঃ) বলেনঃ 'যখন কোন ব্যাপারে আমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হয় তখনই আমি বলি, দুই সত্যবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতিরেকে ইহা আমি কখনো গ্রহণ করিব নাঃ —আল্লাহ্র কিতাব এবং রছূলের ছুন্নাহ্।' —ঐ

৮। হজরত আবুল কাছেম জুনাইদ বাগ্দাদী (রঃ) বলেনঃ 'ছুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ্র দিকে যাওয়ার কোন পথই উন্মুক্ত নাই।' —ঐ-১/১১৫ পৃঃ

**ছুন্নাহ্র হেফাজত ও প্রচারের জন্য রছূলুল্লাহ্র নির্দেশঃ**

যেহেতু ছুন্নাহ্ শরীয়তে ইসলামীর একটি উৎস, এজন্য স্বয়ং রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) ছুন্নাহ্র হেফাজত ও প্রচারের জন্য তাঁহার উম্মতীদের কড়া নির্দেশ দিয়াছেনঃ

১। বোখারী শরীফে রহিয়াছেঃ 'রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) আবদুল কায়ছ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে কতক আহ্কাম তালীম দেওয়ার পর বলিয়াছেনঃ

(١) اِحْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مَنْ وَّرَاءَكُمْ ـ بخاری کتاب العلم

'তোমরা ইহাকে ভালোরূপে ইয়াদ করিয়া লও। অতঃপর যাহারা অনুপস্থিত তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।' —বোখারী কিতাবুল এল্ম

২। ছাহাবী হজরত মালেক ইবনে হুয়াইরেছ (রাঃ) বলেনঃ

(٢) قَالَ لَنَا النَّبِیُّ ﷺ اِرْجِعُوْا اِلٰی اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ ـ بخاری

'নবী করীম (ছঃ) আমাদের (কতিপয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পর) বলিয়াছিলেনঃ তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদের (এ সকল বিষয়) শিক্ষা দাও।' —বোখারী

৩। রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বিদায় হজ্জের খোৎবায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে বলিয়াছেনঃ

(٣) وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰی اَنْ يُّبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعٰی لَهٗ مِنْهُ ـ بخاری کتاب العلم

'প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ইহা পৌঁছাইয়া দেয়। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন ব্যক্তির নিকট উহা পৌঁছাইয়া দিবে যে ব্যক্তি তাহার (উপস্থিত ব্যক্তির) অপেক্ষা (হাদীছের পক্ষে) উত্তম রক্ষক হইবে।' —বোখারী কিতাবুল এল্ম

৪। হজরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিয়াছেনঃ

(٤) نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرَ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ـ احمد، ترمذى، ابن ماجه، دارمى، مشكواة

'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার কোনো কথা শুনিয়া উহা মুখস্থ করিয়া লইয়াছে এবং উত্তমরূপে উহা অনুধাবন করিয়াছে, অতঃপর উহা অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কেননা, এমন অনেক জ্ঞানের কথার বাহক (হাফেজ) আছে যাহারা নিজেরা জ্ঞানী নহে। এছাড়া অনেক জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করিতে পারে, যে ব্যক্তি বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।' (সুতরাং সে ইহা হইতে অনেক তথ্যের উদ্ঘাটন করিতে পারিবে।)

—আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, দারেমী। মেশ্কাত

৫। হজরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ

(٥) نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ ـ ترمذى، ابن ماجه، مشكوة

'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট কোনো কথা শুনিয়াছে অতঃপর উহাকে অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে ঠিক যেভাবে উহা শুনিয়াছে। কেননা, এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা শ্রোতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে।'

—তিরমিজী, ইবনে মাজাহ্। মেশ্কাত

৬। হজরত আনাছ (রাঃ) বলেনঃ

(٦) اِنَّهٗ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ ـ بخارى كتاب العلم

'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যখন কোনো কথা বলিতেন, তিনবার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেন যাহাতে শ্রোতা উহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লইতে পারে।' —বোখারী

৭। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেনঃ

(٧) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ مسلم

'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাদের নামাজের 'তাশাহ্হুদ' শিক্ষা দিতেন যেভাবে কোরআনের ছূরা শিক্ষা দিতেন।' —মোছলেম শরীফ

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছাহাবীদের শুধু যে হাদীছের শিক্ষাই দিতেন তাহা নহে; বরং তিনি উহা কখনো কখনো পুনরায় তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়াও লইতেন উহা ঠিক হইয়াছে কি না? তিরমিজীতে রহিয়াছে, একবার রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত বারা ইবনে আযেবকে শুইবার কালে পড়ার জন্য একটি দো'আ বাতলাইলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'বল দেখি আমি কী বলিয়াছি?' সে وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ -এর স্থলে বলিলঃ وَرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ অর্থাৎ 'নবী' শব্দের স্থলে 'রছূল' শব্দ বলিল যাহার অর্থ এখানে এক। হুজুর ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার বুকে খোঁচা মারিয়া বলিলেনঃ 'না, হয় নাই; আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই বল।'

# তৃতীয় অধ্যায়

## হাদীছের হেফাজত ও প্রচারে উম্মতীগণ

এখন দেখা যাক যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এই নির্দেশকে (হাদীছের হেফাজত ও প্রচারের নির্দেশকে) তাঁহার উম্মতীগণ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যুগে যুগে ইহার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

উম্মতীগণ ইহার জন্য প্রধানতঃ চারিটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেনঃ হাদীছের শিক্ষাকরণ ও হেফজকরণ, উহার লিখন, উহার শিক্ষা দান এবং উহার মোতাবেক আমলকরণ।

প্রত্যেক যুগেই উম্মতীগণ তাঁহাদের প্রিয় রছূলের জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর উহা অপরকে জানাইতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ছাহাবীগণের যুগ হইতে এযাবৎ শিক্ষার এ ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। উম্মতীগণের এমন কোন যুগ ছিল না—যে যুগে তাঁহাদের এক বিরাট জামাআত এজন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করিয়া দেন নাই। আজ ধর্মীয় শিক্ষার এ দুর্দিনেও দুনিয়ায় শত সহস্র হাদীছ শিক্ষার কেন্দ্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ আশেকে রছূল দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করিয়া ইহাতে লাগিয়া রহিয়াছেন।

ছাহাবীগণ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-কে যাহা কিছু করিতে বা বলিতে দেখিয়াছেন সংগে সংগে উহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর তাবেয়ীগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন; তাবেয়ীগণের পরে তাবে'-তাবেয়ীগণ তাঁহাদের আমলের নমুনা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে উম্মতীগণের প্রতিটি যুগই উহার পূর্ববর্তী যুগের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে।

প্রথমে ছাহাবীগণ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর কথাকে নিজেদের স্মৃতিপটে জাগরিত রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর যে পর্যন্ত না তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে সমস্ত ছুন্নাহ্ কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়া যায় সে পর্যন্ত এ দায়িত্ব তাবেয়ী ও তাবে'-তাবেয়ীগণ পালন করিয়াছেন। এ সময় উম্মতীদের মধ্যে এমন হাজার হাজার ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা ছুন্নাহ্র এক একটি শব্দকে শত শত ছনদ সহকারে কণ্ঠস্থ রাখিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন উম্মতীগণ বিশেষ সতর্কতা হিসাবে আল্লাহ্র কিতাবের ন্যায় রছূলের ছুন্নাহ্কেও কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ছাহাবীগণ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সম্মুখেই ইহার সূচনা করিয়াছেন; তাবেয়ীগণ আরো বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাবে'-তাবেয়ীন ও তৎ-পরবর্তীগণ ইহাকে চরমে পৌঁছাইয়াছেন। আজ দুনিয়ায় রছূলুল্লাহ্র ছুন্নাহর এমন কোন অংশ বাকী রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় না যাহা কোনো না কোনো কিতাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা এ সকল বিষয় যুগওয়ারী কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

### প্রথম যুগ

প্রথম যুগ বলিতে এখানে আমরা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নুবুওতের প্রথম হইতে হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের খেলাফত লাভ (৯৯ হিঃ) পর্যন্ত মোট ১১২ বৎসর

কালকেই বুঝাইতেছি। ইহা ছাহাবা এবং প্রবীণ তাবেয়ীনদের যুগ। এই যুগের শেষ পর্যন্তই ছাহাবীগণ বাঁচিয়াছিলেন। হজরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ যুগে হাদীছের হেফাজত ও প্রচারের জন্য পূর্বোক্ত চারিটি উপায় অবলম্বন করা হয়।

উম্মতীদের প্রথম শ্রেণী ছাহাবীগণ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ছুন্নাহ্র হেফাজত ও প্রচারের নির্দেশকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে জানা আবশ্যক যে, রছূলুল্লাহ্র প্রতি ছাহাবীগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা কেমন ছিল।

রছূলুল্লাহ্র প্রতি তাঁহার ছাহাবীগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা কেমন ছিল তাহার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে তালাশ করা বৃথা। ছাহাবীগণ তাঁহাদের প্রিয় রছূলের সামান্যতম ইশারায় তাঁহাদের জান-মাল ও প্রিয়জন—এক কথায় যথাসর্বস্ব কোরবান করিতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিলেন এবং ইহা করিয়াও দেখাইয়াছেন। ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের প্রতি শত্রুদের তীর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতেছিল, তখন ছাহাবীগণ তাঁহাদের প্রিয় রছূলকে ব্যূহ রচনা করিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহার ফলে শত্রুদের তীরে কোন কোন ছাহাবীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। হিজরতের সময় ছওর গিরি-গুহায় প্রিয় রছূলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) সাপের গর্ত নিজের পায়ের দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাপের দংশনে হজরত ছিদ্দীক কাতর হইয়া পড়িলেন, তথাপি প্রিয় রছূলের নিদ্রা ভংগের আশংকায় তাঁহার শির মোবারক আপন ক্রোড় হইতে সরাইলেন না। যে রাত্রে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-কে হত্যা করার জন্য কোরাইশগণ স্থির করিল, সেই রাত্রে হজরত আলী মোরতাজা নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া রছূলের বিছানায় শয়ন করিলেন এবং এইরূপে প্রিয় রছূলকে হিজরতের সুযোগ দিলেন।

কোরাইশ-দূত ওরওয়াহ্ ইবনে মাছউদ ছকফী তাঁহার মুসলমান হওয়ার পূর্বে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে কোরাইশদের নিকট যাইয়া রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি ছাহাবী-গণের ভক্তি-শ্রদ্ধার যে ছবি আঁকিয়াছিলেন তাহা এখানে তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতেছে। তিনি বলেনঃ

اَىْ قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلٰى قَيْصَرَ وَكِسْرٰى وَالنَّجَاشِىِّ وَاللهِ مَارَاَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهٗ اَصْحَابُهٗ مَايُعَظِّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَاللهِ اِنْ يَّتَنَخَّمْ نَخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِىْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهٗ وَجِلْدَهٗ وَاِذَا اَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوْا اَمْرَهٗ وَاِذَا تَوَضَّاَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهٖ وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهٗ وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيْمًا لَّهٗ ـ بخارى

'হে আমার জাতি! খোদার কছম, আমি তোমাদের দূত হিসাবে, রোমের সম্রাট, ইরানের শাহানশাহ এবং আবিসিনিয়ার রাজার দরবারে গিয়াছি; খোদার কছম, কোন রাজা-বাদশাহ্র প্রতি তাঁহার প্রজা বা সভাসদগণকে এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে দেখি নাই যেরূপ মোহাম্মদের ছাহাবীগণ মোহাম্মদের প্রতি করিয়া থাকে।'.... 'যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন তাহারা কাহার আগে কে করিবে তাহা লইয়া হুড়াহুড়ি করিতে থাকে। যখন তিনি ওজু করেন তখন তাহারা তাঁহার অজুতে ব্যবহৃত পানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করে, আর যখন তিনি কথা বলেন, তাহারা চুপ করিয়া থাকে। তাঁহার সম্ভ্রমে তাহারা তাঁহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি করিতেও সাহস করে না।' —বোখারী

এমতাবস্থায় ছাহাবীগণ যখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহাদের প্রিয় রছূলের পক্ষ হইতে ছুন্নাহর হেফাজত ও প্রচারের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

## ছাহাবীদের হাদীছ শিক্ষাকরণ

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছুন্নাহ্ অবগত হওয়ার জন্য ছাহাবীগণের আগ্রহাতিশয্যের অবধি ছিল না, অনেকে তো ইহার জন্য নিজেদের জীবনকেই ওয়াক্ফ করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—আছহাবে ছোফ্ফা, আর যাঁহারা অন্যান্য দায়িত্বের দরুন সর্বক্ষণ হুজুরের খেদমতে হাজির থাকিতে পারিতেন না, তাঁহারা যখনই সুযোগ পাইতেন হুজুরের খেদমতে হাজির হইতে চেষ্টা করিতেন বা অন্যের নিকট হুজুরের দরবারে কখন কি ঘটিয়াছে তাহা জানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। কেহ কেহ তো ইহার জন্য অন্যের সহিত পালা ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। হজরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেনঃ

كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِّيْ مِنَ الْاَنْصَارِ (هُوَ عَتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ اَخُوْهُ فِيْ الدِّيْنِ) فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَـدِيْنَـةِ وَكُنَّـا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَّ اَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُهٗ جِئْتُهٗ بِخَيْرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهٖ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ بخارى

'আমি ও আমার এক আনছারী প্রতিবেশী (আত্বান ইবনে মালেক মসজিদে নববী হইতে ৩/৪ মাইল দূরে অবস্থিত) 'আওয়ালী' এলাকায় বাস করিতাম; সুতরাং আমরা হুজুরের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য পালা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। তিনি একদিন হুজুরের খেদমতে হাজির হইতেন আর আমি একদিন হাজির হইতাম। যে দিন আমি হাজির হইতাম সে দিনের ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাঁহাকে দিতাম এবং তিনি যেদিন হাজির হইতেন সে দিন তিনি ঐরূপ করিতেন।' —বোখারী শরীফ

ছাহাবীগণ শুধু যে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর জীবনকালেই তাঁহার হাদীছের হেফাজত ও প্রচারে তৎপর ছিলেন তাহা নহে; বরং তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহাদের এ তৎপরতা আরো বাড়িয়া যায়। হুজুরের এন্তেকালের পর কোন কোন ছাহাবী অপর ছাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য শত শত মাইল সফরের কষ্ট স্বীকার করেন। অথচ সেকালের সফর আজকালের ন্যায় এত সহজসাধ্য ছিল না। হজরত আবু আইয়ুব আন্ছারীর ন্যায় একজন প্রবীণ ও মর্যাদাবান ছাহাবী একটি মাত্র হাদীছের জন্য মদীনা হইতে মিছর পর্যন্ত সফর করিয়াছিলেন এবং উক্বাহ ইব্নে আমেরের নিকট উহা দরইয়াফ্ত করিয়াছিলেন।[১] হজরত আনাস (রাঃ) হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উনাইছের নিকট হইতে একটি হাদীছ সংগ্রহ্ করার জন্য এক মাসের পথ সফর করিয়াছিলেন।[২] [সম্ভবতঃ ইহা শামের (সিরিয়ার) সফর; কেননা, হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উনাইছ (রাঃ) তখন শামে অবস্থান করিতেন।] অপর এক ছাহাবী হজরত ফাজালা ইব্নে উবাইদের নিকট হাদীছ জিজ্ঞাসা করার জন্য মিছর গমন করিয়াছিলেন।[৩] হজরত

টীকা

১· তারীখুল হাদীছ ১৩ পৃঃ। ২· তারীখুল হাদীছ ১৩ পৃঃ। ৩· দারেমী ১২৭ পৃঃ।

জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উনাইছের নিকট হইতে হাদীছ লাভ করার উদ্দেশ্যে শাম (সিরিয়া) গমন করিয়াছিলেন[১] এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য প্রবীণ ছাহাবীদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া পড়িয়া থাকিতেন।[২]

**ছাহাবীগণের হাদীস হেফ্‌জকরণ**

ছাহাবীগণ আল্লাহ্‌র কিতাবের যেরূপ হেফ্‌জ ও আলোচনা করিতেন রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর হাদীছেরও সেইরূপ হেফ্‌জ ও আলোচনা করিতেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেনঃ 'আমরা হুজুরের সময় হাদীছ হেফ্‌জ করিতাম।' —মোছলেম, তাদবীন

হজরত আনাছ (রাঃ) বলেনঃ

كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَالَ سِتِّيْنَ رَجُلاً فَيُحَدِّثُنَا الْحَدِيْثَ ثُمَّ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهٖ فَنُرَاجِعُهٗ بَيْنَنَا هٰذَا ثُمَّ هٰذَا فَنَقُوْمُ كَاَنَّمَا زُرِعَ فِىْ قُلُوْبِنَا - رواه ابو يعلى - مجمع الزوائد ١٦١

'আমরা—পরবর্তী রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ৬০ জনই বলিয়াছেন—নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট বসিতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিতেন; অতঃপর তিনি তাঁহার কাজে চলিয়া যাইতেনঃ আর আমরা বসিয়া উহা একটার পর একটা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতাম। ইহার পর আমরা যখন মজলিস ত্যাগ করিতাম, তখন হাদীছ আমাদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়া যাইত যেন উহা আমাদের অন্তরে রোপণ করা হইয়াছে।'

—মাজমা ১৬১ পৃঃ

হজরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ 'একদিন আমরা নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর সহিত ছিলাম, এমন সময় তিনি মসজিদে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় কতিপয় লোক বসিয়া আছে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'তোমরা এখানে বসিয়া আছ কেন?' তাঁহারা উত্তর করিলেনঃ আমরা ফরজ নামাজ পড়িয়াছি; অতঃপর এখানে বসিয়া আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁহার রছূলের ছুন্নাহ্ আলোচনা করিতেছি।'

—মুস্তাদরাক, তাদবীন

এক কথায় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর জীবনের এমন কোন ঘটনা নাই যাহার অনুসন্ধান ছাহাবীগণ করেন নাই এবং উহা হেফ্‌জ করিয়া রাখেন নাই। আর ইহা তাঁহাদের আগ্রহ ও স্মরণশক্তির তুলনায় কঠিন ব্যাপার কিছুই ছিল না। আরবের এক একজন সাধারণ লোক পর্যন্ত শত শত কবিতা, বক্তৃতা এবং বিরাট বিরাট নছবনামা (কুল-পঞ্জিকা) হেফ্‌জ করিয়া রাখিত।

ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিদের কবিতা, বাগ্মী বক্তাদের বক্তৃতা এবং সমস্ত আরব গোত্রের নছবনামা আমরা এ সূত্রেই লাভ করিয়াছি।

ইবনে আবদুল বার বলেনঃ

"كَانُوْا مَطْبُوْعِيْنَ عَلَى الْحِفْظِ مَخْصُوْصِيْنَ بِذٰلِكَ" - جامع ٣٩

'আরবগণ প্রকৃতিগতভাবেই স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিল এবং ইহা তাহাদের বৈশিষ্ট্যও বটে।'

—জামে' ৩৫ পৃঃ

টীকা

১· বোখারী কিতাবুল এলম। ২· দারেমী ১২৬ পৃঃ।

ছাহাবীদের মধ্যে কে কত হাদীছ হেফ্জ করিয়াছিলেন ও শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরবর্তী 'হাদীছ শিক্ষাদান' পরিচ্ছেদে দেওয়া হইল।

**ছাহাবীদের হাদীছ লিখনঃ**

(এ সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিবরণ 'প্রথম যুগে হাদীছ লিখন' পরিচ্ছেদে আসিতেছে।)

## ছাহাবীগণের হাদীছ শিক্ষাদান

ছাহাবীগণ নিজেরা যেভাবে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করাকে জরুরী বলিয়া মনে করিয়াছেন সেভাবে অন্যের নিকট উহা প্রচার করাকেও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এন্তেকালের পর ছাহাবীগণের এক বিরাট জামাআত (প্রায় দুই হাজার) এ কর্তব্য সম্পাদনে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সমগ্র আরব ভূমিকে হাদীছের এল্‌মে উদ্ভাসিত করিয়া দেন। মদীনায় হজরত আয়েশা (রাঃ), হজরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) ও হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখের দর্‌ছ চলিতে থাকে। মক্কায় হজরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হাদীছ শিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করেন।

কুফায় হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ), হজরত ইব্‌নে মাছউদ (রাঃ) ও হজরত আনাছ ইব্‌নে মালেক (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাহাবীগণ ইহাতে আত্মনিয়োগ করেন। বছরায় হজরত আবু মূছা আশ'আরী (রাঃ) শাসনকার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে হাদীছের দর্‌ছও অব্যাহত রাখেন এবং শামে হজরত আবু ছাঈদ খুদরী এবং মিছরে হজরত আমর ইব্‌নুল আছ (রাঃ) ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছাহাবীগণের মধ্যেও যিনি যখন যেস্থানে গিয়াছেন হাদীছের শিক্ষাদানকে সমস্ত করণীয় কার্যের মধ্যে অগ্রাধিকার দান করিয়াছেন।

তবে হাদীছের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষাদান ব্যাপারে সকল ছাহাবীর সমান সুযোগ ছিল না, তাই সকলের পক্ষে সমপরিমাণ হাদীছ শিক্ষা দেওয়া বা রেওয়ায়ত করা সম্ভবপর হয় নাই। যাঁহারা এক হাজার বা ততোধিক হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের বলেন, 'মুক্‌ছিরীন'; যাঁহারা পাঁচ শত হইতে হাজারের কমসংখ্যক হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের বলেন, 'মুতাওচ্ছেতীন'; যাঁহারা চল্লিশ হইতে পাঁচ শত পর্যন্ত হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের বলেন, 'মুকিল্লীন' আর যাঁহারা চল্লিশের কম হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের বলেন, 'আকাল্লীন'।

—ইজালাতুল্ খাফা-২১৪ পৃঃ

নীচে প্রথম তিন শ্রেণীর ছাহাবীর নাম এবং তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দেওয়া গেল। আকাল্লীনদের সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে।

### মুক্‌ছিরীনঃ[১]

| | | |
|---|---|---|
| ১। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) | (মৃঃ ৫৭ হিঃ) | ৫৩৬৪ |
| ২। হযরত আনাছ ইব্‌নে মালেক (রাঃ) | (মৃঃ ৯৩ হিঃ) | ২২৩৬ |
| ৩। হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) | (মৃঃ ৬৮ হিঃ) | ১৬৬০ |
| ৪। হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) | (মৃঃ ৭৩ হিঃ) | ১৬৩০ |

টীকা

১· কিরমানী—শরহে বোখারী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫। | হজরত জাবের ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ১৫৪০ |
| ৬। | হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) | (মৃঃ ৫৭ হিঃ) | ১২১০ |
| ৭। | হজরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ১১৭০ |

**মুতাওচ্ছেতীন ঃ**[১]

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাছউদ (রাঃ) | (মৃঃ ৩২ হিঃ) | ৮৪৮ |
| ২। | হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর ইবনুল্ আছ (রাঃ) | (মৃঃ ৬৩ হিঃ) | ৭০০ |
| ৩। | হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ) | (মৃঃ ৪০ হিঃ) | ৫৮৬ |
| ৪। | হজরত ওমর ফারূক (রাঃ) | (মৃঃ ২৩ হিঃ) | ৫৩৯ |

**মুকিল্লীন**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | (উম্মুল মু'মিনীন) হজরত উম্মে ছালমা (রাঃ) | (মৃঃ ৫৯ হিঃ) | ৩৭৮ |
| ২। | হজরত আবু মূছা আশ্'আরী (রাঃ) | (মৃঃ ৫৪ হিঃ) | ৩৬০ |
| ৩। | হজরত বারা ইব্‌নে আজেব (রাঃ) | (মৃঃ ৭২ হিঃ) | ৩০৫ |
| ৪। | হজরত আবু জর গেফারী (রাঃ) | (মৃঃ ৩২ হিঃ) | ২৮১ |
| ৫। | হজরত ছা'দ ইব্‌নে আবি ওক্কাছ (রাঃ) | (মৃঃ ৫৫ হিঃ) | ২১৫ |
| ৬। | হজরত ছাহল আনছারী (জুন্দুব ইবনে কায়ছ রাঃ) | (মৃঃ ৯১ হিঃ) | ১৮৮ |
| ৭। | হজরত উবাদা ইব্‌নে ছামেত আনছারী (রাঃ) | (মৃঃ ৩৪ হিঃ) | ১৮১ |
| ৮। | হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) | (মৃঃ ৩২ হিঃ) | ১৭৯ |
| ৯। | হজরত আবু কাতাদাহ্ আনছারী (রাঃ) | (মৃঃ ৫৪ হিঃ) | ১৭০ |
| ১০। | হজরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রাঃ) | (মৃঃ ২১ হিঃ) | ১৬৪ |
| ১১। | হজরত বোরাইদা ইব্‌নে হাছীব (রাঃ) | (মৃঃ ৬৩ হিঃ) | ১৬৪ |
| ১২। | হজরত মোআজ ইব্‌নে জাবাল (রাঃ) | (মৃঃ ১৮ হিঃ) | ১৭৫ |
| ১৩। | হজরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) | (মৃঃ ৫২ হিঃ) | ১৫০ |
| ১৪। | হজরত ওছমান গণী (রাঃ) | (মৃঃ ৩৫ হিঃ) | ১৪৬ |
| ১৫। | হজরত জাবের ইব্‌নে ছামুরাহ্ (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ১৪৬ |
| ১৬। | হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) | (মৃঃ ১৩ হিঃ) | ১৪২ |
| ১৭। | হজরত মুগীরাহ্ ইব্‌নে শো'অবা (রাঃ) | (মৃঃ ৫০ হিঃ) | ১৩৬ |
| ১৮। | হজরত আবু বাক্‌রাহ্ (রাঃ) | (মৃঃ ৫২ হিঃ) | ১৩০ |
| ১৯। | হজরত ইমরান ইব্‌নে হোছাইন (রাঃ) | (মৃঃ ৫২ হিঃ) | ১৩০ |
| ২০। | হজরত মুআবিয়া ইব্‌নে আবু ছুফইয়ান (রাঃ) | (মৃঃ ৬০ হিঃ) | ১৩০ |
| ২১। | হজরত ওছামাহ্ ইব্‌নে জায়দ (রাঃ) | (মৃঃ ৫৪ হিঃ) | ১২৮ |
| ২২। | হজরত ছাওবান (রাঃ) | (মৃঃ ৫৪ হিঃ) | ১২৭ |
| ২৩। | হজরত নো'মান ইব্‌নে বশীর (রাঃ) | (মৃঃ ৬৫ হিঃ) | ১২৪ |
| ২৪। | হজরত ছামুরা ইব্‌নে জুন্দুব (রাঃ) | (মৃঃ ৫৮ হিঃ) | ১২৩ |
| ২৫। | হজরত আবু মাছউদ আনছারী (রাঃ) | (মৃঃ ৪০ হিঃ) | ১০২ |

**টীকা**

১· কিরমানী—শরহে বোখারী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৬। | হজরত জারীর ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ বাজালী (রাঃ) | (মৃঃ ৫১ হিঃ) | ১০০ |
| ২৭। | হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবু আওফা (রাঃ) | (মৃঃ ৮৭ হিঃ) | ৯৫ |
| ২৮। | হজরত জায়দ ইব্‌নে ছাবেত আনছারী (রাঃ) | (মৃঃ ৪৮ হিঃ) | ৯২ |
| ২৯। | হজরত আবু তাল্‌হা (রাঃ) | (মৃঃ ৩৪ হিঃ) | ৯০ |
| ৩০। | হজরত জায়দ ইব্‌নে আর্‌কাম (রাঃ) | (মৃঃ ৬৮ হিঃ) | ৯০ |
| ৩১। | হজরত জায়দ ইব্‌নে খালেদ (রাঃ) | (মৃঃ ৭৮ হিঃ) | ৮১ |
| ৩২। | হজরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রাঃ) | (মৃঃ ৫০ হিঃ) | ৮০ |
| ৩৩। | হজরত রাফে' ইব্‌নে খাদীজ (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ৭৮ |
| ৩৪। | হজরত ছাল্‌মা ইব্‌নে আক্‌ওয়া (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ৭৭ |
| ৩৫। | হজরত আবু রাফে' (রাঃ) | (মৃঃ ৩৫ হিঃ) | ৬৮ |
| ৩৬। | হজরত আওফ ইব্‌নে মালেক (রাঃ) | (মৃঃ ৭৩ হিঃ) | ৬৭ |
| ৩৭। | হজরত আদীয়্ ইব্‌নে হাতেম তায়ী (রাঃ) | (মৃঃ ৬৮ হিঃ) | ৬৬ |
| ৩৮। | হজরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ) | | ৬৫ |
| ৩৯। | (উম্মুল মু'মিনীন) হজরত উম্মে হাবীবাহ্ (রাঃ) | (মৃঃ ৪৪ হিঃ) | ৬৫ |
| ৪০। | হজরত ছাল্‌মান ফারেছী (রাঃ) | (মৃঃ ৩৪ হিঃ) | ৬৪ |
| ৪১। | হজরত আম্মার ইব্‌নে ইয়াছির (রাঃ) | (মৃঃ ৩৭ হিঃ) | ৬২ |
| ৪২। | (উম্মুল মু'মিনীন) হজরত হাফছা (রাঃ) | (মৃঃ ৪৫ হিঃ) | ৬৪ |
| ৪৩। | হজরত জোবাইর ইব্‌নে মোত্‌য়েম (রাঃ) | (মৃঃ ৫৮ হিঃ) | ৬০ |
| ৪৪। | হজরত শাদ্দাদ ইব্‌নে আওছ (রাঃ) | (মৃঃ ৬০ হিঃ) | ৬০ |
| ৪৫। | হজরত আছ্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ৫৬ |
| ৪৬। | হজরত ওয়াছেলা ইব্‌নে আছকা (রাঃ) | (মৃঃ ৮৫ হিঃ) | ৫৬ |
| ৪৭। | হজরত ওক্‌বাহ্ ইব্‌নে আমের (রাঃ) | (মৃঃ ৬০ হিঃ) | ৫৫ |
| ৪৮। | হজরত ওমর ইবনে ওত্‌বাহ (রাঃ) | | ৪৮ |
| ৪৯। | হজরত কা'ব ইব্‌নে আমর (রাঃ) | (মৃঃ ৫৫ হিঃ) | ৪৭ |
| ৫০। | হজরত ফাজালা ইব্‌নে উবায়দ আছলামী (রাঃ) | (মৃঃ ৫৮ হিঃ) | ৪৬ |
| ৫১। | (উম্মুল মু'মিনীন) হজরত মাইমূনাহ্ (রাঃ) | (মৃঃ ৫১ হিঃ) | ৪৬ |
| ৫২। | হজরত উম্মে হানী (হজরত আলীর ভগ্নি) (রাঃ) | (মৃঃ ৫০ হিঃ) | ৪৬ |
| ৫৩। | হজরত আবু জোহাইফা (রাঃ) | (মৃঃ ৭৪ হিঃ) | ৪৫ |
| ৫৪। | হজরত বেলাল মোয়াজ্জেনে রছুল (ছঃ) (রাঃ) | (মৃঃ ১৮ হিঃ) | ৪৪ |
| ৫৫। | হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) | (মৃঃ ৫৭ হিঃ) | ৪৩ |
| ৫৬। | হজরত মিক্‌দাদ ইব্‌নে আছওয়াদ (রাঃ) | (মৃঃ ৩৩ হিঃ) | ৪৩ |
| ৫৭। | হজরত উম্মে আতীয়াহ্ আনছারী (রাঃ) | | ৪১ |
| ৫৮। | হজরত হাকিম ইব্‌নে হেজাম (রাঃ) | (মৃঃ ৫৪ হিঃ) | ৪০ |
| ৫৯। | হজরত ছাল্‌মা ইব্‌নে হানীফ (রাঃ) | | ৪০ |

## ছাহাবীগণের হাদীছ অনুযায়ী আমলকরণ

ছাহাবীগণ যখনই রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে কোন কাজ অথবা কোন কথা বলিতে দেখিয়াছেন তখনই তাঁহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু যে শরীয়ত সম্পর্কীয় ব্যাপারেই রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে; বরং যে সকল কাজ তিনি নিছক ব্যক্তিগত আদত-অভ্যাস অনুসারে করিয়াছেন তাঁহারা সে সকল বিষয়েও তাঁহার অনুকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন কথা বলার বা কোন কাজ করার সময় কোন বিশেষ স্বরভংগি বা অংগভংগি করিয়া থাকিলে ছাহাবীগণ সেই কথা বলার বা সেই কাজ করার সময় ঠিক সেইরূপ স্বরভংগি বা অংগভংগি করারও চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর সেই ঘটনার বর্ণনাকারী রাবী পরম্পরা বরাবর ইহার অনুকরণ করিয়াছেন। (হাদীছে ইহাকে রেওয়ায়তে মোছালছাল বলে।) এভাবে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন স্থলে গমন কালে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঐ পথের যে যে স্থানে যে যে কাজ করিয়াছেন ছাহাবীগণ সেই স্থানে গমনকালে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই সেই স্থানে সেই সেই কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাঃ) মদীনা-মক্কার মধ্যে গমনাগমন কালে পায়খানা-পেশাবের হাজত না হইলেও নিছক অনুকরণের খেয়ালেই সেই সেই স্থানে খানিকটা সময় বসিয়া থাকিতেন যে যে স্থানে হুজুর (ছঃ) পায়খানা-পেশাবের জন্য বসিয়াছিলেন।

ছাহাবীগণ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর কার্যের অনুকরণ অনুসরণ করার ব্যাপারে কার্যের উদ্দেশ্য বুঝার অপেক্ষাও করিতেন না। হজরত ওমরের মত ব্যক্তি 'হাজারে আছওয়াদকে' চুম্বন করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেনঃ 'ওহে পাথর! আমি জানি, তুমি একখণ্ড পাথরমাত্র, তথাপি আমি তোমায় এজন্য চুম্বন করিতেছি যেহেতু তোমায় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম চুম্বন করিয়াছেন।' এভাবে তিনি খানায়ে কা'বার তাওয়াফে 'রমল'* করার কালে বলিয়াছিলেনঃ 'মক্কার কাফের-দিগকে মদীনার মুসলমানদের বলবীর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম 'রমল' করিয়াছিলেন। আমার মতে এখন আর ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি আমি ইহা এজন্য করিতেছি যে, হয়ত এ কাজের মধ্যে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে।

এক কথায় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের যাবতীয় এবাদত, মোআমালাত, কথা-বার্তা, লেবাছ-পোশাক, খাওয়া, পরা, উঠা-বসা, শয়ন-বিচরণ এমন কোন বিষয় নাই, যে বিষয়ে ছাহাবীগণ উহার অনুকরণ করার চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর ছাহাবীগণের অনুসরণ করিয়াছেন তাবেয়ীগণ। তাবেয়ীগণের অনুসরণ করিয়াছেন তাবে'-তাবেয়ীগণ; আর তাবে'-তাবেয়ীদের অনু-সরণ করিয়াছেন তাঁহাদের পরবর্তীগণ। মোটকথা, এ ব্যাপারে উম্মতীদের যুগ পরম্পরা বরাবর একে অন্যের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। আজ রছূলের অনুসরণের শিথিলতার যুগেও উম্মতীগণ ওজু-গোসল, নামাজ-রোজা, হজ্জ-জাকাত প্রভৃতি এবাদত ঠিক সেই পদ্ধতিতেই সম্পাদন করিতেছেন যে পদ্ধতিতে প্রায় ১৪ শত বৎসর পূর্বে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সম্পাদন করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাহারা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের

টীকা

* তাওয়াফ করার কালে বীরের ন্যায় সজোরে পদক্ষেপ করাকে 'রমল' বলে।

ব্যক্তিগত আদত-অভ্যাসেরও অনুসরণ করিতেছে। তাহাজ্জুদের পর ফজরের ছুন্নত পড়িয়া ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) খানিকটা সময় বিশ্রাম করিতেন। উম্মতীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আজও উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) হাতে কাঠের ছড়ি ব্যবহার করিতেন, এজন্য তাহারা কাঠের ছড়ি ব্যবহার করিতেই ভালবাসেন। তাই বলিতেছিলাম যে, উম্মতীগণের আমল রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ছুন্নাহ্ রক্ষার একটি মস্ত বড় উপায়। ঐ উপায়ে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সমস্ত ছুন্নাহ্ই রক্ষা পাইয়াছে।

## তাবেয়ীনদের প্রতি ছাহাবীগণের নির্দেশ

ছাহাবীগণ শুধু যে নিজেরাই হাদীছের হেফাজত ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা নহে; বরং তাঁহাদের শাগরিদ তাবেয়ীনদের প্রতিও তাঁহারা এ নির্দেশ দিয়াছিলেন। হজরত আলী (রাঃ) তাঁহার শাগরিদগণকে বলিতেনঃ

"تزاوروا واكثروا ذكر الحديث فانكم ان لم تفعلوا يندرس الحديث" ـ دارمى صفحة ١٥٠

'তোমরা পরস্পর মিলিত হইবে এবং বেশী করিয়া হাদীছ আলোচনা করিবে; অন্যথায় হাদীছ তোমাদের অন্তর হইতে মুছিয়া যাইবে।' —দারেমী-১/১৫০ পৃঃ

হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাছঊদ (রাঃ) বলিতেনঃ

"تذاكروا الحديث فان حياته مذاكرته" ـ دارمى صفحة ١٥٠

'তোমরা পরস্পর হাদীছ আলোচনা করিতে থাকিবে। কেননা, আলোচনাতেই হাদীছের জীবন।' —দারেমী ১৫০ পৃঃ

হজরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ

"تذاكروا الحديث فان الحديث يهيج الحديث" ـ دارمى صفحة ١٤٦

'তোমরা পরস্পর হাদীছ আলোচনা করিবে, আলোচনাই হাদীছকে স্মরণ করাইয়া দেয়।'
—দারেমী-১/১৬৪ পৃঃ

হজরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) তাঁহার শাগরিদগণকে বলিতেনঃ

"اذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم"ـ دارمى صفحة ١٤٨

'আমাদের নিকট তোমরা যখন কোন হাদীছ শুনিবে; পরস্পরে উহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবে।' —দারেমী-১/১৪৮ পৃঃ

তিনি ইহাও বলিতেন যে,

"تذاكروا الحديث لا ينفلت منكم فانه ليس مثل القران مجموع محفوظ وانكم ان لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم ولا تقولن احدكم حدثت امس فلا احدث اليوم بل حدث امس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا" ـ دارمى صفحة ١٤٧

'তোমরা পরস্পর পুনঃ পুনঃ হাদীছ আলোচনা করিতে থাকিবে; যাহাতে উহা তোমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে না পারে। কেননা, উহা কোরআনের ন্যায় (কিতাব আকারে) এক জায়গায় সুরক্ষিত নহে। সুতরাং যদি তোমরা উহার আলোচনা হইতে গাফেল থাক, তাহা হইলে উহা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তোমাদের কেহ যেন একথা না বলে যে, কাল আলোচনা করিয়াছি, আজ আর করিব না; বরং কাল করিয়াছ, আজও কর এবং আগামীকালও করিবে।'
—দারেমী-১/১৪৭, পৃঃ

**হাদীছ লেখার ক্রমবিকাশঃ**

হাদীছ লেখার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেঃ কিতাবাৎ, তাদ্‌বীন ও তাছ্‌নীফ। ছাহাবা ও প্রবীণ তাবেয়ীনদের সময় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সমস্ত হাদীছ সামগ্রিকভাবে একত্র করা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ের যে হাদীছকে অত্যন্ত জরুরী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন 'স্মরণলিপি'স্বরূপ তিনি কেবল সে হাদীছকেই লিখিয়া লইয়াছিলেন অথবা যিনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন— হুজুরের সম্যক হাদীছ নহে। এরূপ লেখার জন্য তখন আরবীর সাধারণ শব্দ 'কিতাবাৎ' বা 'কিতাব' (লিখন)ই ব্যবহার করা হইত। অতঃপর প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে স্বনামখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবনে শেহাব জোহ্‌রীই প্রথম রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হাদীছসমূহকে সামগ্রিকভাবে একত্র করার চেষ্টা করেন। তাঁর সমসাময়িক তাবেয়ী আবুজ্ জেনাদের কথায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

"كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج علمت انه اعلم الناس" ـ مختصر جامع صفحة ٣٧

'আমরা কেবল হালাল-হারাম সম্পর্কীয় হাদীছসমূহই লিখিয়া লইতাম; কিন্তু ইব্‌নে শেহাব যাঁহার নিকট যাহা শুনিতেন তাহা সম্পূর্ণই লিখিয়া লইতেন। পরে যখন লোকের সকল প্রকার হাদীছের প্রতিই আবশ্যকতা দেখা দেয় তখন বুঝিলাম যে, ইবনে শেহাবের নিকটই আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক এল্‌ম রহিয়াছে।' —জামে'-৩৭ পৃঃ

আর এরূপ লেখাকে তখন 'তাদ্‌বীন' নামে অভিহিত করা হয়। আবদুল আজীজ দারাওয়ারদীর একটি কথা হইতে ইহা বুঝা যায়; তিনি বলেনঃ

"اول من دون العلم وكتبه ابن شهاب ـ جامع صفحة ٣٧

'সর্বপ্রথম যিনি এল্‌মের (অর্থাৎ হাদীছের) তাদ্‌বীন করিয়াছেন এবং উহাকে (সামগ্রিকভাবে) লিখিয়াছেন তিনি হইতেছেন ইব্‌নে শেহাব।' —জামে' ৩৭ পৃঃ

তবে ইহাতেও (অর্থাৎ তাদ্‌বীনেও) হাদীছসমূহকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয় অনুসারে অধ্যায়, উপ-অধ্যায়ে সাজাইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এ চেষ্টা প্রথম আরম্ভ হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এবং ইহার নাম দেওয়া হয় 'তাছ্‌নীফ'। হাফেজ ইবনে হাজারের একটি উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তিনি বলেনঃ

"اول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بامر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف و حصل بذلك خير كثير" ـ فتح البارى ج ١ صفحة ١٦٨

'সর্বপ্রথম যিনি প্রথম শতাব্দীর মাথায় খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আদেশে হাদীছ

'তাদ্‌বীন' করেন তিনি হইলেন ইবনে শেহাব জোহ্‌রী। অতঃপর উহা ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পর আরম্ভ হয় 'তাছ্‌নীফ' যদ্দ্বারা বহু কল্যাণ সাধিত হয়।' —ফাতহুল বারী-১/১৬৮ পৃঃ

'তাছ্‌নীফ' যে 'তাদ্‌বীনে'র পরে আরম্ভ হইয়াছে একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিলেন। তবে এই 'তাছ্‌নীফ' সর্বপ্রথম কে করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। অনেকের মতে ইবনে জোরাইজই (মৃঃ ১৫০ হিঃ) সর্বপ্রথম তাছ্‌নীফ করেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, হাদীছ লেখার এই তিনটি স্তরের প্রতি দৃষ্টি না রাখার ফলে সাধারণ-ভাবে মনে করা হইয়া থাকে যে, প্রথম শতাব্দীতে হাদীছ লেখা হয় নাই। প্রথম শতাব্দীতে হাদী-ছের 'তাদ্‌বীন' বা 'তাছ্‌নীফ' হয় নাই একথা তো সত্য ; কিন্তু হাদীছ একেবারেই লেখা হয় নাই একথা সত্য নহে। কারণ, বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, প্রথম শতাব্দীতে স্বয়ং রছূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম, ছাহাবা, এবং প্রবীণ তাবেয়ীগণ কর্তৃক বহু হাদীছ লেখা হইয়াছিল—যদিও 'তাদ্‌বীন' বা 'তাছ্‌নীফ'রূপে নহে। নীচে এরূপ কতিপয় লেখার পরিচয় দেওয়া গেল।

**রছূলুল্লাহ্‌ (ছঃ)-এর সময়ে সরকারী কার্যের মাধ্যমে হাদীছ লেখনঃ**

একাদশ হিজরীর প্রথম দিকে রছূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এন্তেকাল পর্যন্ত ইয়ামান ও বাহ্‌রাইন হইতে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল আরব ভূমির উপর ইসলামের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই বিরাট রাষ্ট্রের শাসন উপলক্ষে রছূলুল্লাহ্‌ (ছঃ)-এর বহু সময় বহু কার্য লিখিতভাবে সম্পাদন করিতে হয়। সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের নিকট নানা বিষয়ে নানাবিধ নিয়ম-নির্দেশ প্রেরণ করিতে হয়। পার্শ্ববর্তী রাজা-বাদশাহ্‌দের সহিত পত্র বিনিময় করিতে হয় এবং বিভিন্ন গোত্রের সহিত বিভিন্ন চুক্তিও সম্পাদন করিতে হয়।

**(ক)**

১। মদীনা পৌঁছিয়াই রছূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রথমে মুহাজির, আনছার, তথাকার ইহুদী এবং অন্যান্য আরবীয়দের লইয়া একটি সম্মিলিত নাগরিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। অতঃপর ইহার জন্য ৫২ দফা সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এই শাসনতন্ত্র নিয়মিতভাবে লিখিত হইয়াছিল। (সম্ভবতঃ ইহাই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।) —ছীরাতে ইবনে হিশাম এবং আবু ওবাইদ-এর কিতাবুল আমওয়াল প্রভৃতিতে ইহার পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। ইহার প্রারম্ভ নিম্নরূপে করা হইয়াছেঃ

"هـذا كتـاب من محمـد النبى رسول الله ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش واهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم" ـ اموال ـ صفحة ١٢٥

আল্লাহ্‌র নবী ও রছূল মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পক্ষ হইতে ইহা একটি দলীল যাহা কোরাইশের মু'মিন-মুসলমান ও ইয়াছরাব (মদীনা)-বাসী এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে ও তাহাদের সহিত যুক্ত হইবে তাহাদের মধ্যে সম্পাদিত হইল। —আমওয়াল-১২৫ পৃঃ

২। এতদ্ব্যতীত এই নাগরিক রাষ্ট্রের একটা সীমানাও চিহ্নিত করা হইয়াছিল এবং শাসনতন্ত্রের পরিশিষ্টরূপে ইহাও স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইয়াছিল। ছাহাবী রাফে' ইবনে খাদীজ বলেনঃ

"فان المدينة حرم حرمها رسول الله ﷺ وهو مكتوب عندنا فى اديم خولاني" ـ مسند احمد جلد ٤

'(মক্কা শরীফের ন্যায়) মদীনাও একটি হরম। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইহাকে হরম সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমাদের নিকট খাওলানী চর্মে লিখিত রহিয়াছে।'

—মোছনাদে আহমদ, খণ্ডঃ ৪

(খ)

৩। মদীনা পৌঁছিয়া রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম লোক গণনা করাইয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ষষ্ঠ হিজরীতে) এবং লিখিতভাবে উহার বিবরণ দান করিতে কতিপয় ছাহাবীর প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন। ছাহাবী হজরত হোজাইফা (রাঃ) বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাদের প্রতি এরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ

"اكتبوا لى من يلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له الفا وخمس مائة رجل"- بخارى كتاب الجهاد

'এ যাবৎ যে সকল লোক মুসলমান হইয়াছে তাহাদের একটি লিখিত ফিরিস্তি তোমরা আমার নিকট দাখিল কর। সুতরাং আমরা ১৫ শত লোকের ফিরিস্তি তাঁহার নিকট দাখিল করি।'

—বোখারী কিতাবুল জিহাদ

(গ)

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আরবের বিভিন্ন গোত্রের সহিত যে সকল সন্ধি করিয়াছিলেন, সে সকলও নিয়মিতভাবে লিখিত হইয়াছিল। তারীখ (ইতিহাস) ও ছীরাতের (নবী চরিতের) কিতাবসমূহে এরূপ বহু চুক্তির উল্লেখ রহিয়াছে।

৪। হুদায়বিয়ার সন্ধি যে লিখিতভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা।

৫। দ্বিতীয় হিজরীতে বনু জামরার সহিত যে চুক্তি করা হইয়াছিল তাহা নিম্নরূপে আরম্ভ করা হয়;

'আল্লাহ্‌র রছূল মোহাম্মদ (ছঃ)-এর পক্ষ হইতে বনু জামরার জন্য ইহা একটি দলীল।'

—ছহীফায়ে হাম্মাম ১৬ পৃঃ

৬। খন্দক যুদ্ধের সময়ে বনু ফাজারাহ্ ও গাতফান গোত্রের সহিত যখন সন্ধি হয় তখনও একটি সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল। (যদিও পরে উহা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।)

—ছহীফায়ে হাম্মাম ১৭ পৃঃ

৭। নবম হিজরীতে দুমাতুল্ জান্দালের শাসনকর্তা উকাইদির ইবনে আবদুল মালেক হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের বশ্যতা স্বীকার করিলে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাহাকে একটি স্মারকলিপি লিখিয়া দেন। আবু উবায়দ বলেনঃ

"اما هذا الكتاب فانا قرأت نسخته واتانى شيخ هناك مكتوبا فى قضيم صحيفة بيضاء نسخته حرفا بحرف" - كتاب الاموال ١٩٤

'এই লিপি আমি পাঠ করিয়াছি। তথাকার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ইহা আমাকে দেন। ইহা একটি শ্বেতচর্মে লিখিত ছহীফা। আমি ইহাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিলিপি করিয়া রাখিয়াছি।' অতঃপর আবু উবায়দ ইহার সমস্ত পাঠ তাঁহার কিতাবে উদ্ধৃত করেন। —আমওয়াল ১৯৪ পৃঃ

৮। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নাজরানের খৃষ্টানদিগকে একটি চুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহা আরম্ভ করা হয় নিম্নরূপেঃ

"هذا ما كتب محمد النبى رسول الله لاهل نجران" ـ كتاب الاموال صفحة ١٨٨

'ইহা একটি দলীল যাহা আল্লাহ্‌র নবী ও রছূল মোহাম্মদ নাজরানবাসীদের জন্য লিখিলেন।' —আমওয়াল-১৮৮ পৃঃ। আবু উবায়দ ইহারও পূর্ণ বিবরণ তাঁহার কিতাবে দান করিয়াছেন।

৯। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বনু ছকীফদেরও একটি চুক্তিপত্র লিখিয়া দেন। তাহা নিম্নরূপে আরম্ভ করা হইয়াছেঃ

"هذا كتاب محمد النبى رسول الله لثقيف" ـ كتاب الاموال صفحة ١٩٠

'আল্লাহ্‌র নবী ও রছূল মোহাম্মদ বনাম ছকীফ ইহা একটি সনদ!' —আমওয়াল-১৯০ পৃঃ

১০। এইরূপে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং হাজর-বাসীদের মধ্যেও একটি সন্ধিপত্র লেখা হইয়াছিল। হজরত ওরওয়াহ্ ইবনে জোবাইর বলেনঃ 'বিছ্‌মিল্লাহ্'র পর ইহা এইভাবে আরম্ভ করা হইয়াছেঃ

"هذا كتاب من محمد النبى رسول الله الى هجر"ـ كتاب الاموال صفحة ١١٢

'আল্লাহ্‌র নবী ও রছূল মোহাম্মদ বনাম আহলে হাজর ইহা একটি সন্ধিপত্র।'

—আমওয়াল-১১২ পৃঃ

১১। হজরত ওরওয়াহ্ ইবনে জুবায়র (রাঃ) আরো বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আয়লাবাসীদের একটি নিরাপত্তাপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'বিছ্‌মিল্লাহ্' অন্তে ইহা নিম্নরূপে আরম্ভ করা হইয়াছেঃ

"هذه امنة من الله و محمد رسول الله ليوحنه بن روبة واهل ايلة" ـ كتاب الاموال صفحة ٥١٥

'ইহা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রছূল মোহাম্মদ-এর পক্ষ হইতে ইউহান্নাহ্ ইবনে রূবাহ্ ও আয়লা-বাসীদের জন্য একটি নিরাপত্তাপত্র।' পত্রের শেষের দিকে রহিয়াছে, ইহা জোহাইম ইবনে ছালাতের কলমে লিখিত। —কিতাবুল আমওয়াল-৫১৫ পৃঃ

১২। আবু উবায়দ তাঁহার কিতাবে পূর্ণ বিবরণসহ ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম খোজাআহ্ গোত্রকেও একটি আমানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

—কিতাবুল আমওয়াল-২০০ পৃঃ

১৩। তিনি আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জুরমা ইবনে জি-ইজেনের সহিতও একটি চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার কিতাবে ২০১ পৃষ্ঠায় ইহার পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে।

(ঘ)

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন ব্যক্তি বিশেষকেও আমাননামা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৪। বোখারী ও ছীরাতে ইবনে হিশামে এ কথার উল্লেখ রহিয়াছে যে, হিজরতের পথে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছোরাকা ইবনে মালেককে একটি আমাননামা লিখিয়া দিয়াছিলেন। —ছহীফায়ে হাম্মাম-১৮ পৃঃ

(ঙ)

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার কোন কোন ছাহাবীকে সরকারী ভূমি দান করিয়াছিলেন এবং উহার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে ভূমিদানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৫। কিতাবুল আমওয়াল ও আবু দাঊদ শরীফে রহিয়াছে যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বেলাল ইবনে হারেছ মুজানীকে 'কাবালিয়াহ্' নামক একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য নিম্নরূপ একটি ভূমিদানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেনঃ

"بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنى اعطاه معادن القبلية" الخ ـ كتاب الاموال صفحة ٢٧٣

'মোহাম্মদ রছূলুল্লাহ্ বেলাল ইবনে হারেছ মুজানীকে যে ভূমিদান করিলেন ইহা তাহার নিদর্শনপত্র। তিনি তাহাকে 'কাবালিয়াহ্' নামক খনি ভূমিদান করিলেন।'

—কিতাবুল আমওয়াল-২৭৩ পৃঃ ও আবু দাঊদ-২/৭৯ পৃঃ

১৬। আবু কেলাবা বলেনঃ 'একদিন ছাহাবী হজরত আবু ছা'লাবা খুশানী (রাঃ) বলিলেনঃ 'হুজুর! আমার নামে অমুক অমুক ভূমিখণ্ড লিখিয়া দিন।' রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার নামে উহা লিখিয়া দিলেন এবং উবাই ইবনে কা'বের হাতে উহা লিখাইয়া লইলেন। —কিতাবুল আমওয়াল-১৭৪ পৃঃ

১৭। এভাবে ছাহাবী হজরত তামীম দারী (রাঃ) একদিন বলিলেনঃ 'হুজুর! আল্লাহ্ আপনাকে সমস্ত ভূমির মালিকানা দান করিবেন; ফিলিস্তিন ইসলামী রাষ্ট্রের শামিল হইলে বেতেল্‌হামের আমার স্বীয় গ্রামটি আমার হইবে এইরূপ একটি দানপত্র আমাকে লিখিয়া দিন। হজরত ইক্‌রামা (রাঃ) বলেনঃ 'হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহাকে এরূপ একটি দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর খলীফা হজরত ওমরের সময় ফিলিস্তিন বিজিত হইলে তামীম দারী (রাঃ) উহা খলীফার নিকট পেশ করেন এবং খলীফা উহা বহাল রাখেন।'

—কিতাবুল আমাওয়াল ১৭৪ পৃঃ

(তাকরীবুত তাহ্‌জীবের হাশিয়া 'তা'কীবে' উল্লেখ রহিয়াছে যে, উহা এযাবৎ তামীম দারীর (রাঃ) বংশধরদের নিকট বর্তমান আছে।)

১৮। এইরূপে ছাহাবী হজরত ছিরাজ ইবনে মুজ্জাআর অনুরোধে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহাকে 'গাওরাহ্', 'গোরাবাহ্' ও 'হুবুল' নামক তিন খণ্ড ভূমি সম্পর্কে একটি দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। —কিতাবুল আমওয়াল-২৮১ পৃঃ

## (চ)

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তৎকালীন রাজা-বাদশাহ্গণের নিকট তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাইয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সে সকলের কথা সর্বজনবিদিত।

১৯। মিছরের শাসনকর্তা মকাওকিছের নিকট লিখিত আসল পত্রখানিই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মিছরের এক গির্জার মোতাওয়াল্লীর নিকট পাওয়া গিয়াছে এবং বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় উহা হুজুরের আসল পত্র বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ ছাহেব তাঁহার 'আল ওছায়েকুছ্ ছিয়াছিয়াহ্' (الوثائق السياسيه) নামক কিতাবে ইহার প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন।

২০। আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরিত পত্রখানিও পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'জি, আর, এস, লণ্ডন' কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 'ছহীফায়ে হাম্মামের' ২০ পৃষ্ঠায় ইহার নকল বা প্রতিলিপি রহিয়াছে।

২১। কাইজারের নিকট লিখিত পত্রখানিও এই সেদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলিয়া ডক্টর হামীদুল্লাহ্ ছাহেব 'রছূলে আকরম কী ছিয়াছী জিন্দেগী' (رسول اکرم کی سیاسی زندگی) নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

২২। ইরানের সম্রাট কেছ্‌রার (کسری) নিকটও এরূপ একখানা পত্র লেখা হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত 'তারীখ' ও 'ছীরাতের' কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে। আবু উবায়দ বলেনঃ

"كتب رسول الله ﷺ الى كسرى وامر ان يدفع الكتاب الى عظيم البحرين فدفعه عظيم الى كسرى فلما قرأه مزقه" ـ كتاب اموال ٢٣

'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরানের কেছ্‌রার নিকটও একখানি পত্র লিখিয়াছেন এবং বাহ্‌রাইনের ইরানীয় শাসনকর্তার মারফতে উহা পৌঁছাইতে (বাহককে) বলিয়াছেন। শাসনকর্তা উহা কেছ্‌রার নিকট পেশ করেন। কেছ্‌রা যখন উহা পাঠ করিল, ক্রোধে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল।' —কিতাবুল আমওয়াল ২৩ পৃঃ

এই পত্রখানিও হালে (১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে) লেবাননের সাবেক উজীর মিঃ হেনরী লুজের ব্যক্তিগত পাঠাগারে পাওয়া গিয়াছে। উহা ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৮ ইঞ্চি চওড়া একটি কোমল চামড়ায় লেখা। নীচে হুজুরের সীলমোহরও রহিয়াছে। উহার মধ্যভাগ ছিঁড়া।

—দৈনিক কুহিস্তান লাহোর, ২১শে জুন ১৯৬৩ ইং

২৩। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্ মুন্‌জির ইবনে ছাওয়ার নিকটও একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আবু উবায়দ বলেনঃ

"كتب رسول الله ﷺ الى المنذر بن ساوى سلام انت فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد ذلك فان من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة الرسول فمن احب ذلك من المجوس فانه أمن و من ابى فان الجزية عليه" ـ كتاب الاموال صفحة ٢٠

'রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) আল মুন্‌জির ইবনে ছাওয়ার নিকট লিখিয়াছিলেনঃ আপনি শান্তির সহিত থাকুন। আমি আপনার নিকট আল্লাহ্‌র তারীফ করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। অতঃপর আপনাকে বলার কথা এই যে, যে ব্যক্তি আমাদের নামাজের ন্যায় নামাজ পড়িবে, আমাদের কেব্‌লা (কা'বা)-কে কেবলা বলিয়া স্বীকার করিবে এবং আমাদের জবেহ্ করা গোশ্‌ত খাইবে, সে ব্যক্তি মুসলমান, যাহার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁহার রছূল গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে মাজুছীদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করিবে সে নিরাপদে থাকিবে আর যে ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিবে তাহার উপর জিযিয়া (দেশরক্ষা কর) ধার্য করা হইবে।' —কিতাবুল আমওয়াল-২০ পৃঃ

২৪। ওমান ও বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তাদেরও তিনি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। —কিতাবুল আমওয়াল ২০ পৃঃ

২৫। এভাবে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইয়ামানের ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকটও পত্র লিখিয়াছেন। আবু উবায়দ বলেনঃ রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইয়ামানবাসী-দের নিকট নিম্নরূপ পত্র লিখিয়াছেনঃ "ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে সে মু'মিন। তাহার জন্য সে সকল অধিকার ও দায়িত্ব রহিয়াছে যাহা একজন মু'মিনের জন্য

রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি ইহুদী ও নাছরানী মতের উপর স্থির থাকিবে তাহাকে উহা হইতে বিরত করা হইবে না। তবে তাহার পক্ষে জিযিয়া দেওয়া অপরিহার্য হইবে।

—কিতাবুল আমওয়াল ২১ পৃঃ

২৬। ইরানের শাসনকর্তা হারিছ ইবনে আবদে কোলাল, শুরাইহ্ ইবনে কোলাল ও নোয়াইম ইব্নে আবদে কোলাল-এর নিকটও তিনি ইসলামের দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন।

—কিতাবুল আমওয়াল ২১ পৃঃ

২৭। এইরূপে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকটও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবু উবায়দের কিতাবুল আমওয়াল এবং ছীরাত ও তারীখের কিতাবে এ সকল পত্রের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে সে সকলের নকল দেওয়া গেল না।

(ছ)

২৮। এ বিরাট রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম শাসন-কর্তা, সেনাপতি এবং সরকারী কর্মচারীদের নিকট যে সকল ফরমান প্রেরণ করিয়াছিলেন সে সকলও প্রায় লিখিতভাবেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইবনে আবদুল বার বলেনঃ

كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم و غيره" - جامع بيان العلم صفحة ٣٦

'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমর ইবনে হাজাম প্রমুখ শাসনকর্তাদের নিকট ছদকা (রাজস্ব) উছুলের নিয়ম এবং বিভিন্ন ফরজ, ছুন্নতসমূহ সম্পর্কে নির্দেশনামা লিখিয়াছিলেন।'

—জামে' ৩৬ পৃঃ

২৯। আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফের 'জাকাত' অধ্যায়ে আছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেনঃ

"كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرن بسيفه فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض" - ابوداود

'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জাকাতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে একটি ফরমান লিপিবদ্ধ করান। কিন্তু উহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করিবার পূর্বেই তিনি এন্তেকাল করেন। অতঃপর উহা তাঁহার তরবারির খাপে রাখিয়া দেওয়া হয়। খলীফা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) জাকাত উছুলের ব্যাপারে তাঁহার এন্তেকাল পর্যন্ত ইহা অনুসারে আমল করেন। অতঃপর খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ)ও তাঁহার শাহাদাৎ পর্যন্ত ইহার অনুসরণ করেন।' —আবু দাউদ

আবু দাউদ শরীফে ইহাও রহিয়াছে যে, ইমাম জোহ্রী (রঃ) বলেনঃ এ লেখাটি আমার পড়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। ইহা হজরত ওমর ফারূকের আওলাদের নিকট ছিল এবং খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) ইহার কপি করাইয়াছিলেন।

৩০। রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার এক সেনাপতির নিকট একটি নির্দেশনামা লিখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, অমুক জায়গায় পৌঁছার পূর্বে উহা পাঠ করিবে না। সেনাপতি যখন তথায় পৌঁছেন তখন উহা পাঠ করেন এবং রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হুকুম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। —বোখারী কিতাবুল এলম

(জ)

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন কোন সাধারণ ব্যাপারেও তাঁহার উম্মতীদের নিকট লিখিত হেদায়তনামা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৩১। দারেমীতে রহিয়াছেঃ

"ان رسـول الله ﷺ كتب الى اهل اليمن ان لايمس القران الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولاعتاق قبل ان يبتاع" ـ درامى صفحة ٢٩٢

'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইয়ামানবাসীদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ পাক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ কোরআন শরীফ স্পর্শ করিতে পারিবে না ; বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়া চলে না এবং খরিদ করার পূর্বে দাসও আজাদ করা যাইতে পারে না।' —দারেমী ২৯৩ পৃঃ

৩২। হজরত ইমাম জা'ফর ইবনে আলী (রাঃ) বলেনঃ

"وجد فى قائم سيف رسول الله ﷺ صحيفة مكتوب فيها ملعون من اضل اعمى من سبيل الخ"

— جامع بيان العلم صفحة ٣٦

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এক তরবারির কোষে একটি ছহীফা পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে লেখা রহিয়াছেঃ "যে ব্যক্তি কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত (মালউন), যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা রদবদল করিয়াছে সেও অভিশপ্ত। এছাড়া যে ব্যক্তি নিজের আসল মুনিবকে অস্বীকার করিয়া অপরকে মুনিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে সেও অভিশপ্ত।"
—জামে' বায়ানুল এলম ৩৬ পৃঃ

৩৩। ছাহাবী মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেনঃ

"রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জাহ্হাকের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ আশ্ইয়াম যেবাবীর 'দিয়ত' যেন তাহার স্ত্রীকে দেওয়া হয়। —এছাবা-১/৬৭ পৃঃ

৩৪। বোখারী শরীফে আছে, মক্কা বিজয়ের দিনে দণ্ডবিধি ও মানব অধিকার সম্পর্কে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এক খোৎবা দান করেন। খোৎবা শুনিয়া ইয়ামানের আবুশাহ্ নামক জনৈক ছাহাবী বলিয়া উঠেনঃ 'হুজুর! ইহা আমাকে লিখিয়া দিন।' তখন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম অপর ছাহাবীদের বলিলেনঃ اكتبوا لابى شاه 'তোমরা উহা আবু শাহ্কে লিখিয়া দাও।'

৩৫। তবরানী ছগীরে রহিয়াছে, ছাহাবী ওয়াইল ইবনে হোজর (রাঃ) মুসলমান হইয়া কিছুদিন যাবৎ হুজুরের খেদমতে মদীনায় অবস্থান করেন। পরে বাড়ী ফিরিবার সময় রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহাকে নামাজ, রোজা, শরাব ও সূদ সম্পর্কীয় মাছায়েল লিখাইয়া দেন।
—তাদবীনে হাদীছ ৭১ পৃঃ

মোটকথা, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর জামানায় সরকারীভাবে যে সকল দা'ওয়াতনামা, হেদায়তনামা, নির্দেশপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদি লেখা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নগণ্য নহে। ডক্টর হামীদুল্লাহ্ তাঁহার 'আল ওছায়েকুছ্ ছিয়াছিয়াহ্' নামক কিতাবে (দ্বিতীয় এডিশন) এ জাতীয় ১৪১টি লেখার বিবরণ দান করিয়াছেন। ইহার সবগুলিই রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

**ছাহাবীদের হাদীছ লিখন ঃ**

ছাহাবীদের এক অংশও যে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর অনুমতিক্রমে তাঁহার হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

১। দারেমীতে রহিয়াছে ঃ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট হাদীছ লেখার অনুমতি চাহিয়া বলিলেন ঃ

"يا رسول الله انى اريد ان اروى من حديثك فاردت ان استعين بكتاب يدى مع قلبى ان رأيت ذلك فقال رسول الله ﷺ ان كان حديثى ثم استعن بيدك مع قَلْبِكَ" ـ دارمى صفحة ١١٦

'হুজুর! আমি আপনার হাদীছ বর্ণনা ও প্রচার করার ইচ্ছা রাখি; অতএব, আমি আমার অন্তরের হেফ্জের সহিত হাতের লেখার সাহায্য লইতে চাই—যদি হুজুরের অনুমতি হয়।' হুজুর বলিলেন ঃ 'যদি আমার হাদীছ হয় তাহা হইলে অন্তরের হেফ্জের সহিত হাতের সাহায্যও গ্রহণ করিতে পার।' —দারেমী-১/১১৬ পৃঃ

হজরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ

"كنت اكتب كل شىء اسمعه من رسول الله ﷺ اريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا أتكتب كل شئ سمعته من رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فامسكت عن الكتاب فذكرت تلك لرسول الله ﷺ فاومأ باصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منه الا حق" ـ دارمى صفحة ١٦٧ ج ١

'আমি হুজুরের মুখে যাহা শুনিতাম হেফজ করার উদ্দেশ্যে তাহাই লিখিয়া লইতাম। কোরাইশ (মুহাজিরগণ) আমাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন ঃ তুমি কি হুজুরের সব কথাই লিখিতেছ? অথচ হুজুর (ছঃ) একজন মানুষ ঃ কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলিয়া থাকেন আর কখনো ক্রোধ অবস্থায়। (ক্রোধ অবস্থার কথা কি লেখা উচিত?) ইহাতে আমি বিরত হইয়া গেলাম এবং ব্যাপারটি সম্পর্কে হুজুরকে অবহিত করিলাম। ইহা শুনিয়া হুজুর (ছঃ) অঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় জবানের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন ঃ তুমি লিখিতে থাক। জানিয়া রাখ যে, যে-পাক জাতের হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার কছম, এ মুখ দিয়া কোন অবস্থায়ই না-হক কথা বাহির হয় না।' —দারেমী-১/১৬৭ পৃঃ

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) যে হাদীছ লিখিতেন ইহার সমর্থন হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কথায়ও পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা বলেন ঃ

"ما من اصحاب النبى صلعم احد اكثر حديثا منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب" ـ بخارى

'আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ব্যতীত রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর কোন ছাহাবীই আমার অপেক্ষা অধিক হাদীছ অবগত নহেন। কেননা, তিনি লিখিতেন, আর আমি লিখিতাম না।' —বোখারী

হজরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁহার এই লেখা খাতাটির নাম রাখিয়াছিলেন 'ছহীফায়ে ছাদেকাহ্' তিনি এ প্রসংগে একবার বলিয়াছিলেন ঃ

"مـايرغبنى فى الحياة الا الصادقة والوهظ فاما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله ﷺ
واما الوهظ فارض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها"۔ دارمی صفحة ١٢٧ ج ١

'দুইটি জিনিসের উৎসাহ না থাকিলে আমার দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকার কোন স্বাদ ছিল না। ইহার একটি হইতেছে 'ছাদেকাহ্' আর অপরটি হইতেছে 'ওহাজ'। 'ছাদেকায়' আমি রছূলুল্লাহ্‌র হাদীছ লিখিয়াছি। আর 'ওহাজ' একখণ্ড ভূমি যাহা আমার পিতা আমরকে দান করা হইয়াছিল এবং তিনি উহা তত্ত্বাবধান করিতেন।' —দারেমী-১/১২৭ পৃঃ

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম্ আহ্‌মদ (রঃ) এই পূর্ণ ছহীফাটিকে তাঁহার 'মোছনাদের' অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

২। হজরত আলী (রাঃ)-ও রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর কিছুসংখ্যক হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাবেয়ী আবু জোহাফা (রঃ) বলেনঃ

"قـلت لعـلى بن ابى طالب هل عنـدكم من رسـول الله ﷺ شىء سوا القـرآن قال لا والذى خلق الجنة وبرأ النسمة الا ان يعطى الله عبدا فهما فى كتابه وما فى هذه الصحيفة

— مختصر جامع بيان العلم صفحة ٣٦

'আমি হজরত আলী ইবনে আবুতালেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলামঃ কোরআন ব্যতীত রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর পক্ষ হইতে আপনার নিকট আর কোন জিনিস আছে কি? তিনি উত্তর করিলেনঃ কোরআন বুঝিবার 'সমঝ'—যাহা আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে দান করেন এবং এই ছহীফায় যাহা আছে তাহা ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই নাই।'

—মোখতাছার জামে' ৩৬ পৃঃ ও মেশ্‌কাত

৩। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) 'হজ্জ' সম্পর্কীয় কিছুসংখ্যক হাদীছ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মোছলেম শরীফে রহিয়াছে।*

তাঁহার শাগরিদ ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ এবং ছালমান (রঃ) তাঁহার এই হাদীছসমূহ লিখিয়া লইয়াছিলেন। [পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

৪। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাছঊদ (রাঃ)-ও রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর কিছুসংখ্যক হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাবেয়ী হজরত মা'আন বলেনঃ

"اخرج الى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم كتابا وحلف انه خط ابيه بيده"

— مختصر جامع بيان العلم صفحة ٣٧

'হজরত আবদুল্লাহ্‌র পুত্র আবদুর রহমান (রাঃ) আমার নিকট একটি কিতাব বাহির করিয়া আনিলেন এবং শপথ করিয়া বলিলেন যে, ইহা তাঁহার পিতার নিজ হাতেরই লেখা।'

—মোখতাছার জামে' ৩৭ পৃঃ

৫। হজরত আনাছ (রাঃ)-ও কিছু হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হাকেমের 'মুস্তাদরাকে' রহিয়াছেঃ

**টীকা**

* তাদ্‌বীনে হাদীছ ৬৮ পৃঃ

"عن سعيد بن هلال قال كنا اذا اكثرنا على انس بن مالك رضى الله عنهم فاخرج الينا محالا عنده فقال هذه سمعتها من النبى ﷺ وعرضتها عليه" ـ تدوين حديث صفحة ٦٧

'হজরত ছাঈদ বিন হেলাল বলেনঃ আমরা যখন হজরত আনাছ ইবনে মালেককে অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম তখন তিনি আমাদের নিকট একটি চোঙ্গা বাহির করিয়া আনিলেন এবং বলিলেন যে, ইহা আমি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট শুনিয়াছি এবং লিখিয়া লইয়াছি। অধিকন্তু আমি ইহা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখাইয়া মঞ্জুরীও লাভ করিয়াছি।' —তাদ্‌বীনে হাদীছ ৬৭ পৃঃ

৬। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-ও রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর কিছু হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বোখারী শরীফের একটি হাদীছ হইতে জানা যায়। —বোখারী

৭। হজরত ছামুরাহ্ ইবনে জুনদুব (রাঃ)-ও কিছু হাদীছ লিখিয়াছিলেনঃ হাফেজ ইবনে হাজার তাঁহার 'তাহজীবে' ছুলাইমান ইবনে ছামুরার জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেনঃ

"روى عن ابيه نسخة كبيرة" ـ تهذيب صفحة ١٩٨ ج ٤

'তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে একটি বিরাট নোছখা (কপি) রেওয়ায়ত করিয়াছেন।'

—তাহ্‌জীব-৪/১৯৮ পৃঃ, তাদবীনে হাদীছ ৭২ পৃঃ

৮। মশহুর ছাহাবী খাজরাজ নেতা হজরত ছা'দ ইবনে উবাদার নিকটও একটি 'ছহীফা' ছিল বলিয়া 'তিরমিজী' শরীফের একটি হাদীছ হইতে বোঝা যায়। হজরত ছা'দের পুত্র ইহা হইতে কোন কোন হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। —তাদবীনে হাদীছ ৭২ পৃঃ

৯। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ)-ও হাদীছ লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিরমিজী শরীফে হজরত আবদুল্লাহ্‌র শাগরিদ ইক্‌রামাহ্ হইতে বর্ণিত আছে যে, তায়েফের কতক লোক আসিয়া তাঁহার কিতাবসমূহ নকল করিতে চাহিলে তিনি উহা তাহাদের নিকট 'ইমলা' করেন (লেখার জন্য পড়িয়া শোনান)।

এছাড়া আবু দাঊদ শরীফে আছেঃ হজরত ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ আমার নিকট এই হাদীছটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলেনঃ 'মোকদ্দমায় বিবাদীকেই হলফ করাইতে হইবে।'

—আবু দাঊদ-২/১৫৪ পৃঃ

দারেমী প্রভৃতিতে ইহাও রহিয়াছে যে, ইবনে আব্বাছ (রাঃ) তাঁহার এন্তেকালের সময় প্রায় এক উটের বোঝাই পরিমাণ কিতাব রাখিয়া গিয়াছিলেন। —ছহীফায়ে হাম্মাম-৪০ পৃঃ

১০। হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা হজরত মুআবিয়ার অনুরোধে তাঁহার নিকট কিছু হাদীছ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বোখারী শরীফের একটি হাদীছ হইতে ইহা জানা যায়।—
(باب مايذكر بعد الصلوة) —ছহীফায়ে হাম্মাম ৪২ পৃঃ

১১। ছাহাবী হজরত আবু বাক্‌রাহ্ (রাঃ) তাঁহার পুত্রের নিকট একটি হাদীছ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আবু দাঊদ শরীফে (باب القاضى يقضى و هو غضبان) ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। হজরত আবু বাকরাহ্‌র পুত্র আবদুর রহমান বলেনঃ 'আমার পিতা আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় বিচার না করেন।' —ছহীফায়ে হাম্মাম ৪২ পৃঃ

১২। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর সময়ে হাদীছ না লিখিলেও রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ওফাতের পর যে তাঁহার নিকট শ্রুত হাদীছসমূহ তিনি লিখিয়া বা লেখাইয়া লইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার শাগরিদ হাছান ইবনে আমর জামরী বলেনঃ

"تحدثت عند ابى هريرة بحديث فانكره فقلت انى قد سمعته منك فقال ان كنت سمعته منى فهو مكتوب عندى فاخذ بيدى الى بيته فارانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله ﷺ فوجد ذلك الحديث فقال قد اخبرتك ان كنت حدثتك به فهو مكتوب عندى" ـ جامع بيان العلم صفحة ٦٤

'হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট আমি একটি হাদীছ বর্ণনা করিলাম, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে পারিলেন না। আমি বলিলামঃ 'হুজুর! ইহা আমি আপনার নিকটই শুনিয়াছি।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ 'যদি আমার নিকটই শুনিয়া থাক তাহা হইলে উহা আমার নিকট কিতাবে লেখা রহিয়াছে।' এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর হাদীছ লেখা অনেক কিতাব (খাতা) দেখাইলেন, উহাতে এই হাদীছটিও পাওয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি উহা আমিই বলিয়া থাকি তাহা হইলে উহা আমার নিকট কিতাবে লেখা রহিয়াছে?' [এরূপ ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপার তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায়ই ঘটিয়াছিল।] —জামে' বয়ানুল এলম, তাদ্‌বীনে হাদীছ-৬৪ পৃঃ

১৩। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজে হাদীছ লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি যে তাঁহার শাগরিদদিগকে লেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'তাবাকাতে ইব্‌নে ছা'দ'-এ রহিয়াছেঃ হজরত ছালমান ইবনে মূছা বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, হজরত ইব্‌নে ওমর তাঁহার শাগরিদ নাফে'কে ইম্‌লা করিতেছেন আর নাফে' উহা লিখিয়া লইতেছেন। —ছহীফায়ে হাম্মাম ৪০ পৃঃ

১৪। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) তাঁহার শাগরিদ ছাঈদ ইবনে জুবায়রকে হাদীছ লেখাইয়া দিয়াছিলেন। দারেমী ও 'তাবাকাতে ইবনে ছা'দ' হইতে ইহা জানা যায়।

এছাড়া অন্য কোন ছাহাবী যে হাদীছ লেখেন নাই এমন কথা বলা চলে না। অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া গেলে আরো কোন ছাহাবীর হাদীছ লেখার কথাও জানা যাইতে পারে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের (রাঃ) একটি কথা হইতে বোঝা যায় যে, অনেক ছাহাবীই হাদীছ লিখিয়াছিলেন। 'তবরানীতে' রহিয়াছেঃ

"عن عبد الله بن عمرو قال كان عند رسول الله ﷺ ناس من اصحابه وانا معهم وانا اصغر القوم فقال النبى ﷺ من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ـ فلما خرج القوم قلت كيف تحدثون عن رسول الله ﷺ وقد سمعتم ما قال و انتم تنهمكون فى الحديث عن رسول الله ﷺ فضحكوا وقالوا يا ابن اخينا ان كل ما سمعنا منه عندنا فى كتاب"

ـ تدوين حديث صفحة ٢٤٧ عن مجمع الزوائد عن الطبرانى

'হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ এক সময় ছাহাবীদের মধ্য হইতে কতক লোক রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট ছিলেন এবং আমিও তাঁহাদের সহিত ছিলাম। আর আমি তাঁহাদের মধ্যে সকলের ছোট ছিলাম। তখন নবী করীম (ছঃ) বলিলেনঃ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার নামে মিথ্যা কথা বলিবে সে যেন তাহার স্থান দোজখে ঠিক করিয়া লয়।" অতঃপর সকলে যখন হুজুরের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন আমি তাঁহা-দেরে বলিলাম: 'আপনারা কিরূপে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করেন এবং উহাতে লাগিয়া থাকেন? অথচ রছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যাহা বলিলেন তাহা তো আপনারা শুনিলেন।' আমার কথা শুনিয়া তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন: প্রিয় বৎস! আমরা যাহা কিছু শুনিয়াছি তাহা আমাদের নিকট লিখিতভাবে রক্ষিত আছে। (সুতরাং ভুল হইবার আশংকা নাই।)' —তাদ্বীনে হাদীছ ২৪৭ পৃঃ

## প্রবীণ তাবেয়ীদের হাদীছ লেখন

অনুসন্ধানে জানা যায়, কিছুসংখ্যক প্রবীণ তাবেয়ীও তাঁহাদের ওস্তাদ ছাহাবীগণের সম্মুখেই তাঁহাদের হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাও প্রথম শতাব্দীতেই সম্পাদিত হইয়াছিল। ছাহাবীগণ প্রথম শতাব্দী পর্যন্তই জীবিত ছিলেন।

১। হজরত বশীর ইবনে নাহীক তাঁহার উস্তাদ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট শ্রুত হাদীছসমূহ লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উহার বিশুদ্ধতার স্বীকৃতিও আদায় করিয়াছিলেন। দারেমীতে আছে:

"عن بشير بن نهيك قال كنت اكتب ما اسمع من ابي هريرة رضى الله عنه فلما اردت ان افارقه آتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له هذا ماسمعت منك قال نعم" — دارمى صفحة ١٢٧ ج ١

'হজরত বশীর ইবনে নাহীক বলেন: আমি হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট যে সকল হাদীছ শুনিতাম তাহা লিখিয়া লইতাম। যখন আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলাম তখন সে সকল লেখা তাঁহার নিকট হাজির করিলাম। অতঃপর আমি উহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম এবং বলিলাম: আমি আপনার নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা এই। শুনিয়া তিনি বলিলেন হাঁ, ঠিক আছে।' —দারেমী-১/১২৭ পৃঃ

২। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ শাগরিদ হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (রঃ) [মৃঃ ১৩০ হিঃ] তাঁহার শতাধিক হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহাই 'ছহীফায়ে হাম্মাম' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এই পূর্ণ ছহীফাটিকে তাঁহার মোছনাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। হালে বার্লিন ও দেমাস্কে ইহার দুইটি প্রাচীন কপি পাওয়া গিয়াছে। ডঃ হামীদুল্লাহ্ কর্তৃক উহা সম্পাদিত হইয়া (উর্দু তরজমাসহ) লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সকল সন্দেহের অবসান ঘটাইয়াছে। ইহাতে মোট ১৩৮টি হাদীছ রহিয়াছে। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আট শত শাগরিদের মধ্যে আর কেহ যে তাঁহার হাদীছ লিখিয়া লন নাই এমন কথা বলা যায় না।

৩। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হজরত ছাঈদ ইবনে জুবায়র (মৃঃ ৯৫ হিঃ) তাঁহার ওস্তাদ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ)-এর কিছু হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। দারেমীতে আছে:

"عن سعيد بن جبير قال كنت اسمع من ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم الحديث بالليل فاكتبه بواسطة الرحل" — دارمى صفحة ١٢٧ ج ١

'হজরত ছাঈদ বলেনঃ আমি রাত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছের নিকট হাদীছ শুনিতাম এবং উহা উটের হাওদার কাঠে লিখিয়া লইতাম।'

অপর এক সূত্রে জানা যায় যে, হজরত ছাঈদ (রঃ) খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আদেশে একটি তফ্ছীর লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহা তাঁহার ওস্তাদ ছাহাবীদ্বয়ের নিকট তফছীর সম্পর্কে শ্রুত হাদীছসমূহেরেই সমষ্টি। [জাহবীর মীজানে আতা ইবনে দীনারের জীবনী দ্রষ্টব্য]

৪। তাবেয়ী হজরত আবু আন্তারা (রঃ) তাঁহার ওস্তাদ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছের কিছু হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। দারেমীতে আছেঃ

"عن هارون بن عنترة عن ابيه قال حدثنى ابن عباس ﴿رض﴾ بحديث فقلت اكتب عنك قال فرخص لى ولم يكد" ـ دارمى صفحة ١٢٨ ج ١

'হজরত আবু আন্তারা (রঃ) বলেনঃ একবার হজরত ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) আমাকে একটি হাদীছ বর্ণনা করিলেন। আমি বলিলামঃ হুজুর! আমি কি ইহা আপনার নাম করিয়া লিখিয়া লইতে পারি? অতঃপর আবু আন্তারা বলেনঃ তিনি আমাকে উহা লিখার অনুমতি দিলেন বটে কিন্তু তিনি যেন তাহা দিতে চাহিতে ছিলেন না।' —দারেমী-১/১২৮ পৃঃ

৫। হজরত ওরওয়াহ্ ইবনে জুবায়র (রঃ) তাঁহার খালা হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট শ্রুত হাদীছসমূহ লিখিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তিনি উহা 'হার্‌রার' অগ্নিকাণ্ডে নিজেই জ্বালাইয়া দেন। অবশ্য পরে তিনি উহার জন্য আক্ষেপ করেন এবং বলেনঃ

"لوددت انى كنت فديتها باهلى ومالى" ـ تهذيب صفحة ١٨٢ ج ٧

'আহা, আমি যদি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের বিনিময়েও উহা রক্ষা করিতাম।' —তাহজীব-৭/১৮২ পৃঃ

৬। তাবেয়ী হজরত আবান ইবনে ছালেহ (মৃঃ ১১৫ হিঃ) তাঁহার ওস্তাদ হজরত আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ)-এর কিছু হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। ছালেমাহ্ আলাবী বলেন—

"رأيت ابان يكتب عند انس فى سبورة" ـ دارمى صفحة ١٢٨ ج ١

'আমি আবানকে হজরত আনাছ (রাঃ)-এর নিকট ফলকে লিখিতে দেখিয়াছি।'

—দারেমী-১/১২৭ পৃঃ

এছাড়া হজরত আনাছ তাঁহার সন্তানদিগকেও হাদীছ লেখার জন্য তাকীদ করিতেন। তাঁহার পৌত্র ছামামা ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেনঃ

"ان انسا كان يقول لبنيه يابنى قيدوا هذا العلم" ـ دارمى صفحة ١٢٦ ج ١

'আমার দাদা হজরত আনাছ (রাঃ) তাঁহার সন্তানদের বলিতেনঃ 'বাবারা' তোমরা এই এল্‌ম (হাদীছ)-কে লেখায় আবদ্ধ কর।' —দারেমী-১/১২৬ পৃঃ

৭। তাবেয়ী হজরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রঃ) তাঁহার ওস্তাদ হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ছাহাবীর হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। —তাদ্‌বীনে হাদীছ

৮। তাবেয়ী ছালমান ইবনে কায়ছ ইয়াস্কুরী (রঃ) তাঁহার ওস্তাদ হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রঃ)-এর নিকট শ্রুত হাদীছসমূহ লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহা 'ছহীফায়ে জাবের' নামে

প্রসিদ্ধ। ইমাম শা'বী (রঃ) এবং হজরত ছুফ্ইয়ান ছওরী (রঃ) ইহা ছাল্মানের নিকট ছবক হিসাবে পড়িয়াছিলেন।* ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হজরত কাতাদা (রঃ)-এর স্মরণশক্তির তারীফ করিতে যাইয়া বলেনঃ

"قرأت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها" — تذكرة الحفاظ صفحة ١٠٤ ج ١

'তাঁহার নিকট একবারমাত্র "ছহীফায়ে জাবের" পড়া হইলে তিনি উহা হেফজ করিয়া লন।'

—তাজকেরাতুল হোফ্ফাজ-১/১০৪ পৃঃ

৯। হজরত আবু বোরাদা বলেনঃ

"كنت اذا سمعت من ابى حديثا كتبته فقال يابنى كيف تصنع قلت انى اكتب ما اسمع منك قال ماشى فقرأته عليه فقال نعم هكذا سمعت رسول الله ﷺ ولكنى اخاف ان يزيد اوينقص"

— مجمع الزوائد صفحة ١٥١ ج

'আমি আমার পিতা হজরত আবু মূছা আশ্আরী (রাঃ)-এর নিকট যখন কোন হাদীছ শুনিতাম তখন উহা লিখিয়া লইতাম। একবার তিনি বলিলেনঃ 'বাবা! তুমি কি করিতেছ?' আমি বলিলামঃ 'আমি যাহা আপনার নিকট শুনিতেছি লিখিয়া লইতেছি।' তিনি বলিলেনঃ 'দেখি, আমার নিকট আন।' অতঃপর আমি উহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ হাঁ, ঠিক হইয়াছে; আমি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নিকট এইরূপই শুনিয়াছি। আশংকা হয়, পাছে বেশ কম না হইয়া যায়, তাই দেখিলাম।'

—মাজমাউজ্ জাওয়ায়েদ-১/১৫১ পৃঃ

১০। ইমাম মালেক (রঃ)-এর ওস্তাদ, বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত নাফে' তাঁহার ওস্তাদ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) হাদীছ লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। 'তাবাকাতে ইবনে ছা'দে' রহিয়াছেঃ হজরত ছালমান ইবনে মূছা (রঃ) বলেনঃ 'আমি দেখিয়াছি হজরত ইব্নে ওমর (রাঃ) তাঁহার শাগরিদ নাফে'কে হাদীছ বলিতেছেন এবং নাফে' উহা লিখিয়া লইতেছেন।

—ছহীফায়ে হাম্মাম-৪০ পৃঃ

১১। ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাব্র (১০৪ হিজরী) তাঁহার ওস্তাদ হজরত ইবনে আব্বাছের (রাঃ) নিকট শ্রুত হাদীছসমূহ লিখিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১২। হজরত ওমর ফারূকের (রাঃ) পৌত্র, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হজরত ছালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ (রঃ)-ও হাদীছ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ও ইমাম নাখায়ীর শাগরিদ মানছুর বলেনঃ 'শেষ বয়সে ইমাম নাখায়ীর স্মরণশক্তি হ্রাস পায় এবং তাঁহার বর্ণনায় হাদীছের কোন কোন অংশ বাদ পড়িতে থাকে। একদা আমি তাঁহাকে বলিলামঃ 'এ হাদীছকে তো হজরত ছালেম এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।' তখন হজরত নাখায়ী বলিলেনঃ 'ছালেম হাদীছ লিখিত আর আমি লিখিতাম না। (তাই তিনি কিতাব দেখিয়া উহা পূর্ণরূপে ইয়াদ রাখিয়াছেন।) —জামে' বয়ানুল এল্ম-৩৩ পৃঃ

১৩। স্বনামখ্যাত ইমাম হজরত হাছান বছরী (রঃ)-ও হাদীছ লিখিয়াছিলেন। হজরত আ'মাশ বলেনঃ 'হাছান বছরী বলিয়াছেন, আমার নিকট হাদীছ লিখিত কিতাবসমূহ রহিয়াছে; আমি ইহা বরাবর দেখিয়া থাকি।' —জামে' ৩৩ পৃঃ

টীকা

* তাদ্বীনে হাদীছ ৬৮ পৃঃ

## হাদীছ লিখিতে নিষেধ ও তাহার কারণ

### (ক)

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা গেল যে, রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার উম্মতীগণকে হাদীছ লিখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছাহাবীগণ সম্যক না হইলেও তাঁহার অনেক হাদীছই লিখিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু 'মোছলেম শরীফ' ও 'মোছনাদে-আহ্মদে' এরূপ দুইটি হাদীছ রহিয়াছে যাহা হইতে বুঝা যায় যে, রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছ লেখার ব্যাপারে তাঁহার অনুমতি ছিল না; বরং তিনি এইরূপ করিতে নিষেধই করিয়াছিলেন। মোছলেম শরীফে রহিয়াছেঃ

"لاتــكـتـبــوا عنــى شيئـــا غيـــر القـــرآن و من كتــب عنى شيئـــا غيـــر القـــرآن فليمحـــه"

—— ابن الصلاح عن مسلم ـ مقد مه صفحة ١٨٨

'আমার নিকট হইতে কোরআন ব্যতীত তোমরা অন্য কিছু লিখিবে না। যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখিয়াছে সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে।'

—মোছলেম, মোকাদ্দমা ১৮৮ পৃঃ

মোছনাদে আহ্মদে রহিয়াছেঃ হজরত আবু ছাঈদ খুদরী বলেনঃ

"كنـا قعـودًا نكتب مانسمـع من النبى ﷺ فخـرج علينا فقال ما هذا تكتبون فقلنا ما نسمع منـك فقـال أكتــاب مع كتـاب الله امحضوا كتاب الله واخلصوه فقال فجمعنا ما كتبناه فى صعيد واحد ثم احرقناه فقلنا يارسول الله فنتحدث عنك قال تحدثوا عنى ولاحرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"ـ مجمع الزوائد صفحة ١٥٠ ج ١

'আমরা রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট বসিয়া যাহা শুনিতাম তাহা লিখিয়া লইতাম। এই অবস্থায় একদিন হুজুর (ছঃ) আমাদের নিকট উপনীত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেনঃ'তোমরা ইহা কি লিখিতেছ?' আমরা বলিলামঃ 'যাহা আমরা আপনার নিকট শুনিতেছি তাহাই লিখিতেছি।' ইহা শুনিয়া রছুলুল্লাহ্ (ছঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ্র কিতাবের সহিত আবার কিতাব? আল্লাহ্র কিতাবকে অমিশ্র রাখ। অতঃপর (আবু ছাঈদ খুদ্রী রাঃ বলেন,) ইহা শুনিয়া আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এক জায়গায় করিলাম এবং সমস্ত জ্বালাইয়া দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলামঃ হুজুর! আমরা কি আপনার হাদীছ মুখে বর্ণনা করিতে পারি?' হুজুর (ছঃ) বলিলেনঃ হাঁ, মুখে বর্ণনা করিতে পার। ইহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে মনে রাখিও, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার নামে মিথ্যা কথা বলিবে সে যেন তাহার স্থান দোজখে তৈয়ার করিয়া লয়।'

—মাজমাউজ্ জাওয়ায়েদ-১/১৫০ পৃঃ

আমাদের মোহাদ্দেছগণ এই উভয় প্রকার বর্ণনার (পক্ষীয় ও বিপক্ষীয়) নিম্নরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। হাফেজ ইব্নে হাজার বলেনঃ মোছলেম শরীফের হাদীছটিকে যদি রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছ বলিয়া স্বীকারও করা যায় তাহা হইলেও উভয় প্রকার হাদীছের মধ্যে বাস্তবে কোন বিরোধ নাই। কারণ—

(١)"ان النهى خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والاذن فى غير ذلك او (٢) ان النهى خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن فى تفريقهما او (٣) ان النهى متقدم والاذن ناسخ له عند الامن من الالتباس وهو اقربهما مع انه لاينافيهما و (٤) قيل النهى خاص بمن خشى الاتكال على الكتابة دون الحفظ والاذن لمن امن منه و (٥) منهم من اعمل حديث ابى سعيد و قال الصواب وقفه على ابى سعيد قال البخارى وغيره"۔ فتح البارى صفحة ١٦٨ ج ١

১। 'যাহাতে কোরআন ও হাদীছ মিশ্রিত হইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে, সে জন্য যখন কোরআন নাজিল হইতেছিল (এবং নিয়মিতভাবে লেখা হইতেছিল) তখন উহা (শুধু তখনকার জন্য) নিষেধ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অপর সময়ের জন্য অনুমতি ছিল।

২। ইহাও হইতে পারে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার হাদীছকে কোরআন -এর সহিত একই সাথে লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ভিন্নভাবে লিখিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। অথবা—

৩। ইহাও হইতে পারে যে, নিষেধ প্রথমে করা হইয়াছিল পরে উহা রহিত করা হইয়াছে এবং লেখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আমার মতে প্রথম দুই কথা হইতে ইহাই উত্তম।

৪। আবার কেহ কেহ (যথা—ইবনে আবদুল বার) ইহাও বলিয়াছেন যে, লেখার নিষেধ শুধু সে সকল লোকের জন্যই ছিল যাহাদের পক্ষে লেখার উপর নির্ভর করিয়া হেফজকে ত্যাগ করার আশংকা ছিল। আর অনুমতি সে সকল লোকের জন্য ছিল যাহাদের পক্ষে এরূপ আশংকা ছিল না।

৫। এতদ্ব্যতীত ইমাম বোখারী প্রমুখ ইমামগণের মতে আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত (প্রথম) হাদীছটি রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছই নহে; উহা স্বয়ং আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর উক্তি।' [অন্য কথায় ইহা হাদীছে মাওকূফ।]

—ফাতহুল বারী-১/১৬৮ পৃঃ

ইমাম ইবনুছ ছালাহ্ বলেনঃ

"لعله صلى الله عليه و سلم اذن فى الكتابة عنه لمن خشى عليه النسيان و نهى عن الكتابة عن من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب اونهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بمصحف القرآن العظيم" — مقدمه ١٨٨

(১) 'লেখার অনুমতি সম্ভবতঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সে সকল লোকের জন্যই দিয়াছিলেন যাহাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়ার আশংকা ছিল এবং নিষেধ সে সকল লোকের পক্ষে ছিল যাহাদের স্মরণশক্তির উপর ভরসা করা যাইত—যাহাতে তাহারা লেখার উপর নির্ভর করিয়া স্মরণশক্তি হারাইয়া না ফেলে। অথবা—

(২) হুজুর (ছঃ) হাদীছ লেখার নিষেধ সে সময়ের জন্য করিয়াছিলেন যে সময় উহার কোরআনের ছহীফার সহিত মিলিয়া যাইবার আশংকা ছিল।' —মোকাদ্দমা ১৮৮ পৃঃ

এছাড়া ইহাও হইতে পারে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সম্যকভাবে ও নিয়-মিতভাবে তাঁহার হাদীছ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি তাঁহার পয়গম্বরী দূরদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার জমানায়ই তাঁহর হাদীছসমূহ কোরআনের ন্যায় সম্যকভাবে

এবং সমান গুরুত্ব সহকারে কিতাবে লেখা হয় তাহা হইলে পরবর্তী সময়ে উম্মতীগণ উহাকে কোরআনের মর্যাদাই দান করিবে। হজরত রছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর বাক্য اكتاب مع كتاب الله (আল্লাহ্র কিতাবের সহিত আবার অন্য কিতাব?)—হইতেও ইহাই বোঝা যায়। মাওলানা মানাজের আহ্ছান গিলানী তাঁহার "তাদ্বীনে হাদীছ" নামক কিতাবে ইহার উপরই অধিক জোর দিয়াছেন।

(খ)

(১) হজরত ওরওয়াহ্ ইবনে জোবাইর (রঃ) বলেনঃ

"ان عمر بن الخطاب اراد ان يكتب السنن فاستفتى اصحاب رسول الله صلعم فى ذلك فاشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم اصبح يوما وقد عزم الله له فقال انى كنت اريد ان اكتب السنن وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكتبوا عليها وتركوا كتاب الله انى والله لاشوب كتاب الله بشيء ابدا" — جامع بيان العلم صفحة ٣٣

'একবার হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রছুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ছুন্নাহ্ লিখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং এ ব্যাপারে অন্যান্য ছাহাবীগণের মতামত জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা সকলেই লেখার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন, তথাপি তিনি এক মাস যাবৎ আল্লাহ্র নিকট ইহার ভাল-মন্দের জ্ঞান দানের জন্য দো'আ (এস্তেখারা) করিতে রহিলেন, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে তৌফিক দিলেন। অতঃপর একদিন তিনি সকালে উঠিয়া বলিলেনঃ

অবশ্য আমি ছুন্নাহ্ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের পূর্বেকার যুগের এমন একটি জাতির কথা স্মরণ হইল, যাহারা নিজেরা কিতাবসমূহ লিখিয়া সে সকলের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, অবশেষে আল্লাহ্র কিতাবকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল। অতএব, খোদার কছম, আমি আল্লাহ্র কিতাবকে অপর কিছুর সহিত মিশ্রিত করিব না।' —জামে' ৩৩ পৃঃ

২। হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ) একবার তাঁহার ওয়াজে বলিয়াছিলেনঃ

"اعزم على كل من عنده كتاب الا رجع فمحاه فانما هلك الناس حيث تبعوا احاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم" - جامع صفحة ٢٣

'যাহাদের নিকট কোন লিখিত বিষয় রহিয়াছে তাহাদিগকে আমি আল্লাহ্র কছম দিয়া বলিতেছিঃ তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যেন উহা মুছিয়া ফেলে। কেননা ইহার পূর্বে লোক এ কারণেই হালাক হইয়াছে যে, তাহাদের পণ্ডিত, পুরোহিতদের কথার তাবেদারীতে তাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে ত্যাগ করিয়াছিল।' —জামে' ২৩ পৃঃ

৩। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেনঃ

"انالا نكتب العلم ولانكتبه - جامع بيان العلم صفحة ٣٣

'আমরা (নিজেরা) হাদীছ লিখি না এবং (অপরকে) লেখাইও না।' —জামে' ৩৩ পৃঃ

৪। হজরত আবু নুজরা (রঃ) বলেনঃ আমি হজরত আবু ছাঈদ খুদরীকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ

"الا تكتبنا فانا لا نحفظ فقال لا انا لن نكتبكم و لن نجعله قرآنا و لكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله ﷺ" — دارمى صفحة ١٢٢ ج ١

'আপনি কি আমাদিগকে লেখাইয়া দিবেন না? কেননা, আমরা মুখস্থ রাখিতে পারি না। তিনি উত্তর করিলেনঃ না, আমি কখনো তোমাদের লেখাইব না এবং উহাকে কোরআনে পরিণত করিব না। আমরা যেভাবে রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট হইতে হেফজ করিয়া রাখিয়াছি, তোমরাও সেভাবে হেফজ করিয়া রাখিবে।' —দারেমী-১/১২২ পৃঃ

এরূপে তাবেয়ীনদের মধ্যে ইমাম জোহ্রী, শা'বী, নাখায়ী, কাতাদা প্রমুখ ইমামগণ হাদীছ লেখার পক্ষে ছিলেন না বলিয়া কোন কোন রেওয়ায়তে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইমাম ইব্নে আবদুল বার এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বলেনঃ এল্ম (এল্মে হাদীছ) লেখা যাঁহারা অপছন্দ করিয়াছেন, তাঁহরা দুই কারণে এরূপ করিয়াছেন। —(১) কোন লেখাকে যেন কোরআনের সমমর্যাদা দান করা না হয় এবং (২) লেখার উপর নির্ভর করিয়া আরবরা যেন তাহাদের স্মরণশক্তি হারাইয়া না ফেলে। এখানে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই ছিলেন আরব—স্মরণশক্তি ছিল তাঁহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা তাঁহাদের এ প্রকৃতির কথাই বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিদ খলীল বলেনঃ

ليس العلم ما حوى القمطر ○ ماالعلم الا ماحواه الصدر

'কাগজ যাহা রক্ষা করিয়াছে, তাহা জ্ঞান নহে—অন্তর যাহা রক্ষা করিয়াছে তাহাই জ্ঞান।'

এক বেদুইন কবি বলেন—

استودع العلم قرطاسا فضيعه * وبئس مستودع العلم القرطاس

'(মানুষ) জ্ঞানকে কাগজে আমানত রাখিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কাগজ জ্ঞানের জন্য কেমন অপপাত্র।'

অতঃপর ইবনে আবদুল বার হজরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ), শা'বী, জোহ্রী, নাখায়ী ও কাতাদা প্রমুখের স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেনঃ তাঁহারা একবার যাহা শুনিতেন, তাহা কখনো ভুলিতেন না। হজরত ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) ওমর ইবনে রবীয়ার একটি সুদীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র শুনিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলেন। ইবনে শেহাব জোহরী বাজে কথা কানে আসিয়া ইয়াদ হইয়া যাওয়ার ভয়ে রাস্তায় চলিতে কানে আংগুল দিয়া রাখিতেন। শা'বী বলেনঃ আমি জীবনে কখনো কোন ওস্তাদকে কোন হাদীছ পুনঃ বলিতে অনুরোধ করি নাই। —জামে' বয়ানুল্ এল্ম ৩১ পৃঃ

৫। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

"قالت عائشة جمع ابى عن رسول الله ﷺ و كانت خمس مائة حديث فبات ليلة يتقلب كثيرا قالت فغمنى فقلت أتتقلب لشكوى او لشى بلغك فلما اصبح قال اى بنية هلمى الا حاديث التى عندك فجئته بها فدعا بنار فاحرقها فقلت لما احرقتها قال خشيت ان اموت وهى عندى فيكون فيها احاديث عن رجل ائتمنته ووثقته به ولم يكن كما حدثنى فاكون قدنقلت ذلك" ـ كنز العمال صفحة ٢٢٧

'হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমার পিতা (হজরত আবু বকর [রাঃ]) রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর পাঁচ শত হাদীছ লিখিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এক রাত্রে খুব অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলামঃ আব্বাজান! আপনি এরূপ করিতেছেন কেন? কোনরূপ শারীরিক অসুবিধা দেখা দিয়াছে, না কোন দিক হইতে কোন

দুঃসংবাদ আসিয়াছে? (তিনি কোন উত্তর করিলেন না) যখন ভোর হইল, আমায় ডাকিয়া বলিলেনঃ 'মা! তোমার নিকট যে হাদীছগুলি রাখা হইয়াছে, উহা আন দেখি।' আমি উহা উপস্থিত করিলাম। তিনি আগুন আনাইয়া উহা পুড়াইয়া ফেলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আব্বা! এরূপ করিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেনঃ ইহা ঘরে রাখিয়া আমি মরিতে চাহি না। কারণ, ইহাতে কতক অন্যের নিকট হইতে শোনা হাদীছও রহিয়াছে, তাহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া আমি উহা লিখিয়া লইয়াছি, কিন্তু এমনও তো হইতে পারে যে, তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, বস্তুতঃ হাদীছ সেরূপ নহে।' (অর্থাৎ তিনি রছূলুল্লাহ্ [ছঃ]-এর কথা ঠিকভাবে বুঝিতে পারেন নাই বা উহা ঠিকভাবে ইয়াদ রাখিতে পারেন নাই।) —কানজুল উম্মাল-১/২৩৭ পৃঃ

হাফেজ জাহবী তাঁহার তাজকেরাতুল-হোফফাজে এই রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, (فهذا لايصح) 'ইহা ছহীহ্ নহে।' —তাজকেরাহ-১/৫ পৃঃ

হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন, 'এই রেওয়ায়তের রাবী আলী ইবনে ছালেহর পরিচয় জানা যায় না।' (অর্থাৎ, তিনি মোবহাম।) —কানজ-১/২৩৭ পৃঃ। আর মোহাদ্দেছগণের সর্ববাদিসম্মত মতে অ-ছাহাবী মোবহাম (অজ্ঞাত পরিচয়) ব্যক্তির রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য নহে।

এক কথায় হাদীছ লেখা হইতে ইঁহাদের বিরত থাকার অর্থ এই নহে যে, হাদীছ লেখাকে তাঁহারা নাজায়েজ মনে করিতেন বা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অমত রহিয়াছে বলিয়া জানিতেন। ব্যাপার যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হজরত ওমর ফারূকের পক্ষে ইহার জন্য পরামর্শ করার এবং ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষে ইহার অনুকূল সম্মতি দেওয়ার কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব; বরং ইহার বিপরীত আমরা ইহাও জানিতে পারিতেছি যে, হজরত ওমর ফারূক শেষের দিকে হাদীছ লেখার জন্য অন্য সকলকে তাকীদই করিয়াছিলেন। দারেমীতে রহিয়াছেঃ

"عن عمرو بن ابى سفيان انه سمع عمر بن الخطاب يقول قيدوا" ـ صفحة ١٢٧

'আমর ইবনে আবু ছুফ্ইয়ান বলেনঃ আমি হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে বলিতে শুনিয়াছি; তিনি বলিতেনঃ (হাদীছকে) লিপিতে আবদ্ধ কর।' —দারেমী-১/১২৭ পৃঃ

এভাবে ইমাম ইব্নে শেহাব জোহরী—যিনি প্রথমে হাদীছ লেখাকে অপছন্দ করিতেন, পরে তিনিই সামগ্রিকভাবে হাদীছ লেখার জন্য আগ্রহী হন।

"জামে' বয়ানুল এল্মে" রহিয়াছেঃ জোহরী বলেন, আমরা (হাদীছ) লেখাকে অপছন্দ করিতাম; কর্তৃপক্ষ (খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ) আমাদের এজন্য বাধ্য করেন। এখন আমি নিজেই মনে করিতেছি যে, হাদীছ লিখাতে কাহাকেও বাধা দেওয়া উচিত নহে।

এছাড়া তাবেয়ী হজরত জাহ্হাক বলিতেনঃ "যখন কিছু শুনিবে, লিখিয়া লইবে। লেখার জন্য কিছু না পাওয়া গেলে দেওয়ালের গায়ে হইলেও লিখিয়া লইবে।" —জামে'। হজরত ছাবেত ইবনে কোররাহ্ তো এ পর্যন্ত বলিতেন যে, যাহারা এল্ম (হাদীছ) লেখে না, তাহাদিগকে আলেমই মনে করিবে না। —জামে'। হজরত ছাঈদ ইবনে ইব্রাহীম বলেনঃ "হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) আমাদিগকে হাদীছ লিখিতে আদেশ দেন। আমরা বহু কিতাব লিখিয়া লই। অতঃপর উহা তিনি রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেন।" —জামে'

এখানে একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, এল্ম অর্থে তৎকালে হাদীছকেই বুঝাইত।

## দ্বিতীয় যুগ

এ যুগ হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হইতে তৃতীয় শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর যুগ। এ যুগ তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীনদের যুগ। এ যুগে হাদীছ অনুযায়ী আমলকরণ বরাবর অব্যাহত থাকে এবং শিক্ষাকরণ, শিক্ষাদান, হেফজকরণ ও লিখন বহুগুণে বাড়িয়া যায়।

### তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীনগণের হাদীছ শিক্ষাকরণ

ছাহাবীগণের উৎসাহদানের ফলে তাবেয়ীনদের মধ্যে এবং তাবেয়ীনগণের উৎসাহদানের ফলে তাবে'-তাবেয়ীনদের মধ্যে এইরূপ উৎসাহউদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যে, তাঁহাদের এক এক ব্যক্তি এক একটি হাদীছের জন্য তৎকালের হাদীছের কেন্দ্র—মদীনা, মক্কা, বছরা, কুফা, শাম ও মিছর ঘুরিয়া বেড়ান। তাবেয়ী বোছর ইবনে উবায়দুল্লাহ্ বলেনঃ "আমি একটি মাত্র হাদীছ লাভের জন্য এ সকল শহরের অনেকটিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।[১] প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবুল আলীয়া রেয়াহী (রঃ) বলেনঃ "আমি বছরায় (প্রবীণ তাবেয়ীনদের নিকট) হাদীছ শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম না—যে পর্যন্ত না মদীনায় যাইয়া উহা স্বয়ং ছাহাবীদের মুখে শুনিতাম।"[২] তাবেয়ী আবু কেলাবা বলেনঃ "মদীনা সফরকালে আমি প্রত্যাবর্তনের সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়াও শুধুমাত্র একটি হাদীছ শোনার জন্য তিন.... পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম এবং হাদীছটি শুনিয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম।" (তিন অর্থে তিনি সম্ভবতঃ তিন মাসকেই বুঝাইয়াছেন।)[৩] স্বনামখ্যাত তাবেয়ী ইমাম জোহ্রী হাদীছ লাভ করার জন্য প্রবীণ তাবেয়ী ওরওয়া ইবনে জুবায়রের দরজায় পড়িয়া থাকিতেন।[৪]

তাবেয়ীগণ ছাহাবীদের নির্দেশ অনুসারে হাদীছ হেফজ রাখার জন্য উহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেন। তাবেয়ী আতা ইবনে আবি রাবাহ (রঃ) বলেনঃ

"كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا فاذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه" - تدوين حديث صفحة ٩٠

'আমরা ছাহাবী হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌র নিকট যাইতাম, আর তিনি আমাদের হাদীছ বর্ণনা করিতেন। আমরা যখন তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতাম, পরস্পর মিলিয়া উহা আলোচনা করিতাম।' —তাদ্‌বীনে হাদীছ-৯০ পৃঃ

একদিন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাছউদ তাঁহার শাগরিদদের জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "হাদীছ আলোচনা ও ইয়াদ রাখার জন্য তোমরা পরস্পর মিলিত হও কি?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেনঃ "কোন দিন আমাদের কোন সংগী হাদীছ আলোচনায় যোগদান না করিলে আমরা বাড়ী যাইয়া তাহার সহিত উহা আলোচনা করি—যদিও তাহার বাড়ী কুফার শেষ প্রান্তে অবস্থিত হয়।" ইহা শুনিয়া হজরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেনঃ 'যে পর্যন্ত তোমরা এরূপ করিতে থাকিবে, কল্যাণের সহিত থাকিবে।' —দারেমী

### তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীন ও পরবর্তী মোহাদ্দেছগণের হাদীছ হেফ্‌জকরণ

ছাহাবীগণের পক্ষে ৫০-৬০ হাজার (অধিক হইতে অধিক লাখখানিক) ছনদবিহীন হাদীছ হেফ্‌জ বা রক্ষা করা মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু পরবর্তী যুগে ছনদ মুখস্থ করার

**টীকা**

১. দারেমী-১/১২৬ পৃঃ; ২. দারেমী-১/১২৬ পৃঃ; ৩. দারেমী-১/১২৫ পৃঃ; ৪. দারেমী-১/১২৬ পৃঃ

আবশ্যকতা দেখা দেওয়ায় হাদীছ হেফজকরণের ব্যাপার কিছুটা কঠিন হইয়া উঠিলেও—যে পর্যন্ত না সমস্ত হাদীছ কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়া যায় সে পর্যন্ত মোছলিম জাহানে—আরব ও গায়র আরবে —এমন এমন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের স্মরণশক্তির কথা শুনিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়।

ইমাম শা'বী (মৃঃ ১০৪ হিঃ) বলেনঃ আমি কখনও সাদা কাগজে কালির দাগ দিই নাই। আমি যাহা একবার শুনি তাহা আমার হেফ্‌জ হইয়া যায়। আমি কোন দিন কোন হাদীছ পুনঃ বলিতে কাহাকেও অনুরোধ করি নাই। আমি কবিতা মুখস্থ করিয়াছি সর্বাপেক্ষা কম, তথাপি একাধারে একমাস বলিলেও কোনো পংক্তি পুনঃ বলিতে হইবে না।[১] মনীষী কাতাদা (মৃঃ ১১৭ হিঃ) সম্পর্কে ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল বলেনঃ কাতাদার কোন কথা শুনিবামাত্রই হেফজ হইয়া যাইত। তিনি একবার মাত্র শুনিয়াই 'ছহীফায়ে জাবের' হেফজ করিয়া লইয়াছিলেন।[২] ইমাম জোহ্‌রী (মৃঃ ১২৪ হিঃ) বলেনঃ আমি যখন জান্নাতুল বাকী'র দিকে যাই, তখন আমি আমার কানে আঙ্গুল দিয়া রাখি যাহাতে বাজে কথা আমার কানে প্রবেশ না করে। খোদার কছম, একবার যে কথা আমার কানে প্রবেশ করে, তাহা আমি কখনো ভুলি না।[৩] ইমাম ইছ্‌হাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্‌ (মৃঃ ২৩৮ হিঃ) বলেনঃ আমার কিতাবসমূহে লেখা ১ লক্ষ হাদীছ আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে, ৩০ হাজার হাদীছ আমি গড় গড় করিয়া শুনাইতে পারি। দাঊদ ইবনে খাফ্‌ফাফ বলেনঃ একবার ইমাম ইছহাক আমাদের ১১ হাজার হাদীছ লিখাইয়া দিলেন এবং আমরা লেখা দুরস্ত করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে পরে উহা তিনি পুনঃ বলিলেন। কিন্তু কোথাও একটি অক্ষরও বেশ-কম হইল না।[৪] ইমাম বোখারীর (মৃঃ ২৫৬ হিঃ) তিন লক্ষ হাদীছ মুখস্থ ছিল। হাশেদ ইবনে ইছমাইল বলেনঃ বোখারী আমাদের সহিত শায়খদের নিকট হাদীছ শুনিতে যাইতেন, আমরা সকলেই লিখিতাম। বোখারী লিখিতেন না। এজন্য আমরা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে একদিন তিনি আমাদের সমস্ত হাদীছ মুখস্থ শুনাইয়া দেন, অথচ তখন পর্যন্ত ১৫ হাজার হাদীছ লেখা হইয়াছিল।[৫] ইমাম আবু জুরআ রাজী বলেনঃ আমি এক লক্ষ হাদীছ এমনভাবে মুখস্থ বলিতে পারি, যেভাবে এক ব্যক্তি কুলহুয়াল্লা (قل هو الله) বলিতে পারে। আমার ঘরে ৫০ বৎসর আগের বহু লেখা রহিয়াছে, যাহা আমি এ সময়ের মধ্যে কখনও দেখি নাই, অথচ আমি বলিতে পারি যে, কোন্ কথা কোন্ কিতাবে কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ লাইনে রহিয়াছে। ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) বলেনঃ ছহীহ্‌ হাদীছের (অর্থাৎ, ছহীহ ছনদের) কুল সংখ্যা সাত লক্ষ আর এই যুবকটি (আবু জুরআ) ছয় লাখই মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে।[৬] ইমাম তিরমিজী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ) একবার যাহা শুনিতেন, তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। একবার তাঁহার এক শায়খ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এক সঙ্গে ৪০টি হাদীছ শুনাইয়া উত্তর চাহিলে তিনি সাথে সাথে উহা শুনাইয়া দেন।[৭] মোহাদ্দেছ আবু দাউদ তায়ালছী বলেনঃ ৩০ হাজার হাদীছ আমি ফরফর করিয়া শুনাইতে পারি, অথচ ইহাকে আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি না।[৮] ইমাম তকীউদ্দীন বা'লাবাক্কী একই বৈঠকে ৭০টি পর্যন্ত হাদীছ মুখস্থ করিতে পারিতেন। হোমাইদীর 'আল্ জাম্উ বায়নাছ্ ছহীহাইন' মোছলেমের "ছহীহ মোছলেম" ও ইমাম আহমদের বিরাটকায় "মোছনাদে আহমদ" কিতাবের বেশীর ভাগ তাঁহার মুখস্থ ছিল।

**টীকা**

১· (?) ২· তাজকেরা; ৩· জামে' বয়ানুল এল্‌ম, ৩৫; ৪· তাহ্‌জীব, ১-২১৭; ৫· তারীখে খতীব—তারজমান, ২৫৩; ৬· তাহ্‌জীবুত্ তাহ্‌জীব, ৭-৩৩; ৭· তাজকেরা, ২-১২৮; ৮· তাহজীব

এইরূপ আর কত জনের উদাহরণ দিব? ইমাম জাহ্‌বী এইরূপ হাফেজে হাদীছ মনীষীদের সম্পর্কে 'তাজকেরাতুল হোফ্‌ফাজ' নামে চারি খণ্ডে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন, যাহাতে ১১ শতের অধিক হাফেজের জীবনী রহিয়াছে। অথচ ছনদের সম্যক অবস্থাসহ যাহার এক লক্ষ হাদীছ অর্থাৎ, ছনদ মুখস্থ নাই, তাহাকে হাফেজ বলাই যায় না। এছাড়া উহাতে বহু হুজ্জাতের জীবনীও রহিয়াছে যাহাদের এইরূপে অন্ততঃ তিন লক্ষ করিয়া হাদীছ (ছনদ) মুখস্থ ছিল। ইমাম বোখারীও এইরূপ একজন হুজ্জাত। দুনিয়াতে 'হাকেমুল হাদীছ'-ও কেবল কম জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথচ আপন সময় পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত হাদীছের অবস্থা জানা না থাকিলে কাহাকেও হাকেম নামে অভিহিত করা যায় না।[১]

**এই দ্বিতীয় যুগের কতিপয় বিখ্যাত হাফেজে হাদীছ***

১। হজরত আমর ইবনে দীনার (মৃঃ ১১৬ হিঃ)।

২। হজরত কাতাদা ইবনে দাআমা ছদুছী (মৃঃ ১১৭ হিঃ)।

৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামার (মৃঃ ১১৯ হিঃ)।

(ইনিই হাজ্জাজের আদেশে কোরআন পাকের অক্ষরে প্রথম নোক্‌তা ব্যবহার করেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।)

৪। ইমাম জোহ্‌রী মোহাম্মদ ইবনে মুছলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে শেহাব (মৃঃ ১২৪ হিঃ)।

৫। হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাছেম ইবনে মোহাম্মদ (মৃঃ ১২৬ হিঃ মদীনা)।

৬। ইমাম আবু ইছহাক ছাবিয়ী (মৃঃ ১২৭ হিঃ)।

তিনি ৪০০ ওস্তাদের নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন—যাঁহাদের মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন ছাহাবী।

৭। হজরত মানছুর ইবনে মো'তামের (মৃঃ ১৩৬ হিঃ কুফা)। তিনি হুজ্জাত ছিলেন।

৮। হজরত রাবীয়াতুর-রায় (মৃঃ ১৩৬ হিঃ ইমাম মালেকের ওস্তাদ)।

৯। হজরত দাঊদ ইবনে দীনার (মৃঃ ১৩৯ হিঃ)।

১০। হজরত ইউনুছ ইবনে উবায়দ (মৃঃ ১৩৯ হিঃ)।

১১। হজরত ছালমাহ্‌ ইবনে দীনার (মৃঃ ১৪০ হিঃ)।

১২। হজরত ছোলাইমান তাইমী (মৃঃ ১৪৩ হিঃ)।

১৩। হজরত ওকাইল ইবনে খালেদ আইলী (মৃঃ ১৪৪ হিঃ)। তিনি হুজ্জাত ছিলেন।

১৪। হজরত হেশাম ইবনে ওরওয়াহ্‌ (মৃঃ ১৪৬ হিঃ)। তিনি হুজ্জাত ছিলেন এবং হাদীছ লিখিয়াও ছিলেন।

১৫। হজরত ইছমাইল ইবনে আবু খালেদ (মৃঃ ১৪৭ হিঃ)।

১৬। হজরত উবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (মৃঃ ১৪৭ হিঃ)।

১৭। হজরত হোছাইন মুয়াল্লিম বছরী (মৃঃ ১৪৯ হিঃ)। তিনি হুজ্জাত ছিলেন।

১৮। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইছহাক (মৃঃ ১৫১ হিঃ)। তিনি মাগাজী সম্পর্কে হাদীছের কিতাবও রচনা করিয়াছেন।

১৯। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আওন (মৃঃ ১৫১ হিঃ)।

টীকা

* ওলামায়ে ছলফ—শিরওয়ানী

২০। হজরত মা'মার ইবনে রাশেদ (১৫৩ হিঃ)। তিনি হাদীছের হুজ্জাত ছিলেন এবং ইয়ামানে সর্বপ্রথম তাছ্‌নীফ করিয়াছিলেন।

২১। ইমাম ছুফইয়ান ছওরী (১৬৩ হিঃ)। তাঁহার ৩০ (ত্রিশ) হাজার হাদীছ মুখস্থ ছিল। 'জামে'ছওরী' প্রভৃতি তাঁহার হাদীছের কিতাব।

২২। ইমাম আবু জোরআ ইবনে আবু শাইবাহ ( হিঃ খোরাছান) লক্ষাধিক হাদীছ তাঁহার মুখস্থ ছিল।

২৩। হজরত ইমাম ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া বছরী (১৬৪ হিঃ)। তিনি হুজ্জাত ছিলেন।

## তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীনদের হাদীছ শিক্ষাদান

হাদীছের শিক্ষাকরণ ও হেফজকরণের ন্যায় উহা শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীনদের আগ্রহ ও তৎপরতার অন্ত ছিল না। তাঁহাদের প্রত্যেকেই হাদীছের একজন মোআল্লেম ছিলেন। রেজালের কিতাবে এইরূপ কয়েক হাজার তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীনের জীবনী রহিয়াছে যাঁহারা আজীবন হাদীছ শিক্ষায় (রেওয়ায়তে) ব্যাপৃত ছিলেন। ইবনে ছাদ তাঁহার 'তাবাকাতে' এইরূপ···· হাজার লোকের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী তাঁহার 'মা'রেফাতে উলুমিল হাদীছ' গ্রন্থে ইহাদের প্রায় সাড়ে পাঁচ শত (৫৪১) এমন লোকের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের নিকট হাদীছ শিক্ষা করাকে বরকত ও গৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করা হইত। নীচে এইরূপ কতিপয় হাদীছ শিক্ষাদাতার নাম দেওয়া গেল:

**মদীনায়ঃ**

১। হজরত ছাঈদ ইবনে মোছায়্যাব (মৃঃ ৯৪ হিঃ)।

২। হজরত ওরওয়া ইবনে জুবায়র (মৃঃ ৯৪ হিঃ)।

৩। হজরত আবু বোরদা ইবনে আবু মূছা আশ্‌আরী (মৃঃ ১০৪ হিঃ)।

৪। হজরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাছ (মৃঃ ১০৭ হিঃ)।

৫। হজরত কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর ছিদ্দীক (মৃঃ ১০৭ হিঃ)।

৬। হজরত নাফে' মাওলা ইব্‌নে ওমর (মৃঃ ১১৭ হিঃ)।

৭। হজরত ইবনে শেহাব জোহ্‌রী (মৃঃ ১২৪ হিঃ)।

৮। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার (মৃঃ ১২৭ হিঃ)।

৯। হজরত আবুজ্ জেনাদ (মৃঃ ১৩১ হিঃ)।

১০। হজরত জায়দ ইবনে আছলাম (মৃঃ ১৩৬ হিঃ)।

১১। হজরত হেশাম ইবনে ওর্‌ওয়াহ্ (মৃঃ ১৪৬ হিঃ)।

১২। হজরত ইবনে আবি জে'ব—

১৩। হজরত ইমাম মালেক (মৃঃ ১৭৯ হিঃ)। প্রমুখ

**মক্কায়ঃ**

১। হজরত মুজাহিদ ইবনে জাবার (মৃঃ ১০৪ হিঃ)।

২। হজরত আতা ইবনে আবি রাবাহ্ (মৃঃ ১১৪ হিঃ)।

৩। হজরত আমর ইবনে দীনার (মৃঃ ১২৬ হিঃ)।

৪। হজরত ইবনে জোরাইজ (মৃঃ ১৬০ হিঃ)। প্রমুখ

**কুফায়ঃ**

১। হজরত ইব্রাহীম নাখায়ী (মৃঃ ৯৫ হিঃ)।
২। হজরত ছাঈদ ইবনে জুবায়র (মৃঃ ৯৫ হিঃ)।
৩। হজরত শা'বী (আমের) (মৃঃ ১০৩ হিঃ)।
৪। হজরত আবু ইছহাক ছাবিয়ী (মৃঃ ১১৭ হিঃ)।
৫। হজরত আ'মাশ (মৃঃ ১৪৮ হিঃ)।
৬। হজরত মেছ্আর ইবনে কেদাম (মৃঃ ১৫৫ হিঃ)।
৭। হজরত জায়েদাহ্ ইবনে কাদামাহ্ (মৃঃ ১৬১ হিঃ)।
৮। হজরত ইমাম ছুফইয়ান ছাওরী (মৃঃ ১৬১ হিঃ)।
৯। হজরত ছুফইয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্ (মৃঃ ১৯৮ হিঃ)। প্রমুখ

**বছরায়ঃ**

১। হজরত আবু ওছমান নাহ্দী (মৃঃ ১০০ হিঃ)।
২। হজরত কাতাদা ইবনে দাআমা (মৃঃ ১১৫ হিঃ)।
৩। হজরত আইয়ুব ছিখ্তেয়ানী (মৃঃ ১৫৪ হিঃ)।
৪। হজরত হেশাম দস্তওয়াইহ্ (মৃঃ ১৫৪ হিঃ)।
৫। হজরত ছাঈদ ইবনে আবি আরূবাহ্ (মৃঃ ১৫৬ হিঃ)।
৬। হজরত ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ (মৃঃ ১৬০ হিঃ)।
৭। হজরত ইবনে আওন (মৃঃ ১৫০ হিঃ)। প্রমুখ

## তাবেয়ীন, তাবে'-তাবেয়ীনদের হাদীছ লিখন

হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকেই পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (মৃঃ ১০১ হিঃ) ব্যাপকভাবে হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য মদীনার শাসনকর্তা আবু বকর ইবনে হাজ্ম (মৃঃ ১১৭ হিঃ) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ওলামা ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এক ফরমান জারি করেন এবং বলেনঃ

"انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولاتقبل الا حديث رسول الله ﷺ ولتفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لايعلم فان العلم لايهلك حتى يكون سرا - ﴿بخارى﴾ وزاد الحاكم فى معرفته وكذالك كتب الى عماله فى امهات المدن الا سلامية" —

'আপনারা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছ তালাশ করিয়া সংগ্রহ করুন। আমার আশংকা হইতেছে যে, ওলামাদের (ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের) মৃত্যুর সংগে সংগে হাদীছও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান! রছূলুল্লাহ্র হাদীছ ব্যতীত অপর কাহারো হাদীছ গ্রহণ করিবেন না।* এতদ্ব্যতীত আপনারা সর্বত্র মজলিস কায়েম করিয়া হাদীছ শিক্ষা দিতে থাকুন,

টীকা

* খলীফা হজরত ওছমানের আমলেই ছাবায়ীদের দ্বারা হাদীছ জাল করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া যায় এবং দেশের +

যাহাতে যাহাদের জানা নাই তাহারা জানিতে পারে। কেননা, এল্‌ম যখন গোপন করা হয় (অর্থাৎ, তার চর্চা করা না হয়) তখন উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।' —বোখারী কিতাবুল এল্‌ম

এই আদেশের ফলে দেশে হাদীছ সংগ্রহ করার এক বিরাট সাড়া পড়িয়া যায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমগণ (তাবেয়ীন ও তাবে'-তাবেয়ীগণ) হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন। নীচে ইহাদের লিখিত কতিপয় কিতাবের নাম দেওয়া গেলঃ

## দ্বিতীয় যুগে লিখিত

## কতিপয় হাদীছের কিতাব

তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থ-ঐতিহাসিক ইবনে নদীম (মৃঃ ৩২৬?) তাঁহার 'আল ফিহ্‌রিস্ত' নামক গ্রন্থ-পরিচিতি কিতাবে দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত প্রায় অর্ধশত হাদীছের কিতাবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নীচে উহাদের মধ্যে কতিপয়ের নাম করা গেলঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | কিতাবুছ্ ছুনান | ইমাম মকহুল শামী | (মৃঃ ১১৬ হিঃ) |
| ২। | কিতাবুল ফরায়েজ | আবু হেশাম মুগীরা ইব্‌নে মাকছাম | (মৃঃ ১৬৩ হিঃ) |
| ৩। | কিতাবুছ্ ছুনান | ইমাম আবদুল মালেক ইবনে জোরাইজ | (মৃঃ ১৫০ হিঃ) |
| ৪। | কিতাবুছ্ ছুনান | ছাঈদ ইবনে আবি আরূবা | (মৃঃ ১৫৭ হিঃ) |
| ৫। | কিতাবুছ্ ছুনান | ইবনে আবি জে'ব | (মৃঃ ১৫৯ হিঃ) |
| ৬। | কিতাবুছ্ ছুনান | ইমাম আওজাঈ | (মৃঃ ১৫৯ হিঃ) |
| ৭। | কিতাবুল জামে'উল কবীর | ইমাম ছুফইয়ান ছওরী | (মৃঃ ১৬১ হিঃ) |
| ৮। | কিতাবুল জামে'উছ্ ছগীর | ঐ | |
| ৯। | কিতাবুছ্ ছুনান | জায়েদা ইবনে কোদামা ছকফী | (মৃঃ ১৬১ হিঃ) |
| ১০। | কিতাবুজ জোহ্‌দ | ঐ | |
| ১১। | কিতাবুল মানাকিব | ঐ | |
| ১২। | কিতাবুছ্ ছুনান | ইমাম হাম্মাদ ইবনে ছালেমা | (মৃঃ ১৬৫ হিঃ) |
| ১৩। | কিতাবুল মাগাজী | আবদুল মালিক ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাজ্‌ম | (মৃঃ ১৭৬ হিঃ) |
| ১৪। | কিতাবুছ্ ছুনান | ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক | (মৃঃ ১৮১ হিঃ) |
| ১৫। | কিতাবুজ জোহ্‌দ | ঐ | |
| ১৬। | কিতাবুল বির্‌রে ওয়াছছেলাহ | ঐ | |
| ১৭। | কিতাবুছ্ ছুনান | আবু ছাঈদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে জায়েদা। ইনি মাদায়েন-এর কাজী ছিলেন। | (মৃঃ ১৮৩ হিঃ) |

+ বিভিন্ন অঞ্চলে উহা ছড়াইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করিয়াই হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ ত্বরায় এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর হাদীছকে জাল হাদীছ হইতে বাছিয়া লইতে আদেশ দেন। ছাবায়ীদের হাদীছ জালের বিবরণ "হাদীছ জাল ও তার প্রতিকার" অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

| | | |
|---|---|---|
| ১৮। কিতাবুছ ছুনান | হুশাইম ইবনে বশীর | (মৃঃ ১৮৩ হিঃ) |
| ১৯। কিতাবুত তাহারাত, | ইমাম ইছমাইল ইবনে উলাইয়া | (মৃঃ ১৯৩ হিঃ) |
| ২০। কিতাবুছ ছালাত, | ঐ | |
| ২১। কিতাবুল মানাছিক | ঐ | |
| ২২। কিতাবুছ ছুনান | ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম | (মৃঃ ১৯৪ হিঃ) |
| ২৩। কিতাবুল মাগাজী | ঐ | |
| ২৪। কিতাবুছ ছুনান | মোহাম্মদ ইবনে ফোজাইল ইবনে | (মৃঃ ১৯৫ হিঃ) |
| ২৫। কিতাবুজ জোহ্দ | গোজওয়ান | |
| ২৬। কিতাবুছ ছিয়াম | ঐ | |
| ২৭। কিতাবুদ দো'আ | ঐ | |
| ২৮। কিতাবুছ ছুনান | ইমাম ওয়াকী' ইবনে জার্রাহ | (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) |
| ২৯। কিতাবুল মানাছিক | ইমাম আবু মোহাম্মদ ইছ্হাক আজরক | (মৃঃ ১৯৫ হিঃ) |
| ৩০। কিতাবুছ্ ছালাত | ঐ | |
| ৩১। কিতাবুল কেরা'আত | ঐ | |
| ৩২। কিতাবুল খারাজ ইহা প্রকাশিত | ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম | (মৃঃ ২০৩ হিঃ) |
| ৩৩। কিতাবুল ফারায়েজ | ইমাম এজীদ ইবনে হারুন | (মৃঃ ২০৬ হিঃ) |
| ৩৪। কিতাবুছ ছুনান | ইমাম আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম ছর্ন'আনী | (মৃঃ ২১১ হিঃ) |
| ৩৫। কিতাবুল মাগাজী | ঐ | |

—কিতাবুল ফিহ্রিস্ত-৩১৪—৩২৬ পৃঃ

এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় যুগে আরো অনেক কিতাব লেখা হইয়াছে। যথা—

| | | |
|---|---|---|
| ৩৬। আল জামে' | ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ | (মৃঃ ১৫১ হিঃ) |
| ৩৭। কিতাবুল মাগাজী | আবু মা'শার নজীহ্ সিন্দী | (মৃঃ ১৭০ হিঃ) |
| ৩৮। কিতাবু জম্মুল মালাহী | ইবনে আবিদ্দুনয়া | (মৃঃ ১৮০ হিঃ) |
| ৩৯। মোআত্তা | ইমাম মালেক | (মৃঃ ১৭৯ হিঃ) |
| ৪০। কিতাবুল খারাজ | ইমাম আবু ইউছুফ | (মৃঃ ১৮২ হিঃ) |

ইহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় বহু হাদীছ রহিয়াছে। (প্রকাশিত)

| | | |
|---|---|---|
| ৪১। মোআত্তা | ইমাম মোহাম্মদ | (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) |
| ৪২। মোআত্তা কবীর | আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহাব | (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) |
| ৪৩। আহওয়ালুল কিয়ামাহ্ | ঐ | |
| ৪৪। আল মুছনাদ | ইমাম শাফেয়ী | (মৃঃ ২০৪ হিঃ) |
| ৪৫। কিতাবুল উম্ম | ঐ | |

ইহা ফেকাহর কিতাব হইলেও ইহাতে ছনদ সহ বহু হাদীছ রহিয়াছে।

| | | |
|---|---|---|
| ৪৬। আল মুছনাদ | ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল | (১৬৪-২৪১ হিঃ) |

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এ সকল হাদীছ গ্রন্থের অধিকাংশ আজ পাওয়া না গেলেও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। ইবনে নদীম এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকটতম যুগের লোক ছিলেন বলিয়া তিনি স্বয়ং এইগুলির প্রায় সকলটিই দেখিয়াছিলেন বা এ সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীর হাদীছ সংকলক মোহাদ্দেছগণ এ সকল গ্রন্থকার প্রমুখাৎ শুনিয়া সে সকল গ্রন্থের প্রায় সমস্ত হাদীছই তাঁহাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।

## এ যুগের তিন জন বিশিষ্ট হাদীছের ইমাম

### ১। ইমাম মালেক (রঃ)

[৯৩—১৭৯ হিঃ মোঃ ৭১১—৭৯৫ ইং]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মালেক ইবনে আনাছ আছবাহী মদনী মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনায়ই জীবন অতিবাহিত করেন। রছূলুল্লাহ্‌র মাজার ছাড়িয়া তিনি কখনো মদীনার বাহিরে যান নাই। একবার মাত্র মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি 'তাবে'-তাবেয়ী' (তাবেয়ীগণের শাগরিদ) ছিলেন। হজরত নাফে', (আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের শাগরিদ) মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির ও ইমাম জোহ্‌রী প্রভৃতি বিখ্যাত তাবেয়ী ও বহু তাবে'-তাবেয়ীর নিকট তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন। তাকওয়া-পরহেজগারী ও হাদীছ হেফজের ব্যাপারে তৎকালে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মোআত্তা' তাহারই রচিত। তিনি অতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ "ইমাম মালেক ও ইবনে উ'য়ায়না না থাকিলে হেজাজবাসীদের এল্‌ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।" ইমাম মালেকের ওস্তাদগণের মধ্যে এমন ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন যিনি ইমাম মালেকের নিকট মাছআলা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ইমাম মালেক হাদীছের অত্যন্ত তা'জীম করিতেন। কোন লোক তাঁহার নিকট কোন মাছআলা দরইয়াফত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন; কিন্তু কোন হাদীছ দরইয়াফত করিলে তিনি প্রথমে গোসল করিয়া উত্তম লেবাছ পরিতেন এবং গায়ে খোশবু লাগাইতেন। অতঃপর উচ্চ আসনে বসিয়া অতি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে উহা বর্ণনা করিতেন। এ ভাবে তিনি রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) এত আদব-লেহাজ করিতেন যে, তিনি সম্পূর্ণ অচল হইয়া না পড়া পর্যন্ত কখনো মদীনার পাক মাটিতে পায়খানা-প্রস্রাব করেন নাই। শহর-সীমার বাহিরে যাইয়াই উহা করিয়াছেন।

একবার রছূলুল্লাহ্‌র (ছঃ) জেয়ারত উপলক্ষে খলীফা হারূনুর রশীদ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করেন। তখন তিনি ইমাম ছাহেবের নিকট অনুরোধ জানাইলেন যে, 'আপনি যদি আমার ঘরে বসিয়া আমার ছেলে দুইটিকে কিছু শিক্ষা দেন তা হইলে আমি আনন্দিত হইব।' ইমাম ছাহেব উত্তরে জানাইলেনঃ 'আল্লাহ্ এল্‌মকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনি উহাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করিবেন না।' অতঃপর খলীফা তাঁহার পুত্র আমীন ও মামুনকে ইমাম ছাহেবের বাড়ীতে রাখিয়াই শিক্ষা দেন।

ইমাম মালেক (রঃ) ১৭৯ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন এবং মদীনার প্রসিদ্ধ গোরস্থান 'জান্নাতুল বাকী'তে সমাধিস্থ হন।

## ২। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)

[১৫০—২০৪ হিঃ মোঃ ৭৬৭—৮২০ ইং]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রীছ শাফেয়ী ১৫০ হিঃ দক্ষিণ ফিলিস্তিনের গাজা বা আছকালানে, কাহারো মতে মক্কার মিনায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল তিনি মক্কা শরীফেই অতিবাহিত করেন। অতঃপর এল্‌মের সন্ধানে তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। সাত বৎসর বয়সেই তিনি কোরআন পাক হেফজ করিয়া লন। তিনি মক্কার মুফ্‌তীয়ে আ'জমের নিকট ফেকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৫ বৎসর বয়সেই তৎকালীন আলেমগণ তাঁহাকে ফত্ওয়া দেওয়ার অনুমতি দান করেন। অতঃপর তিনি মদীনা শরীফ যাইয়া ইমাম মালেকের খেদমতে অবস্থান করেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদের আলেমগণ তাঁহার নিকট হাদীছ ও ফেকাহ শিক্ষা করেন। দুইটি বৎসর অবস্থানের পর তথা হইতে তিনি পুনঃ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছু দিন পর আবার তিনি বাগদাদে আসেন এবং তথা হইতে মিছর গমন করেন। মিছরেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মিছরেই তাঁহার মাজার।

ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁহার যুগে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। তিনি ইমাম আবু হানীফার (রঃ) ফেকাহ্ হইতেও উপকৃত হইয়াছিলেন। ইমাম মোহাম্মদ বলেনঃ "একবার শাফেয়ী আমার নিকট হইতে ইমাম আবু হানীফার 'আওছাত' নামীয় একটি কিতাব ধার গ্রহণ করেন এবং একদিন ও একরাত্রির মধ্যেই উহা মুখস্থ করিয়া লন। তিনি একজন শা'এর বা কবিও ছিলেন।" ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল বলেনঃ "তিনি দ্বীনের রবি এবং মানুষের পক্ষে শান্তির দূত ছিলেন। বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ আমার এমন কোন রাত্র কাটে নাই যাহাতে আমি ইমাম শাফেয়ীর জন্য দো'আ করি নাই।" ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) ইমাম শাফেয়ীর শাগরিদ ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী প্রায় ১১৪টি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার ফেকাহ্‌র 'কিতাবুল উম্ম'ই অধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে বহু হাদীছ রহিয়াছে। 'মোছনাদ' তাঁহার একটি স্বতন্ত্র হাদীছের কিতাব। কিতাব রচনায় তিনি কিরূপ সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহা ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাত্রে যখনই তাঁহার কোন কথা মনে পড়িত তখনই তিনি আলো জ্বালাইয়া উহা লিখিয়া লইতেন এবং এজন্য তাঁহার রাত্রে বারবারই আলো জ্বালিতে হইত, অথচ তখনকার জমানায় পাথর ঠুকিয়া আলো জ্বালানো সহজ ব্যাপার ছিল না।

## ৩। ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রঃ)

[১৬৪—২৪১ হিঃ মোঃ ৭৮০—৮৫৭ ইং]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ আহ্‌মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাম্বল বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদেই এন্তেকাল করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া হাদীছ অন্বেষণে কুফা, বছরা, মক্কা, মদীনা, শাম, ইরাক ও তাব্‌রেজ ছফর করেন। ইমাম শাফেয়ীর বাগদাদ অবস্থানকালে তিনি তাঁহার খেদমতে প্রায় লাগিয়াই থাকিতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ "বাগদাদ ত্যাগকালে আমি আমার শাগরিদদের মধ্যে আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের ন্যায় উচ্চ জ্ঞানী আলেম ও দরবেশ ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখিয়া আসি নাই।" ইমাম আবু দাঊদ বলেনঃ "আমি দুই শত মনীষী মাশায়েখকে দেখিয়াছি, কিন্তু আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলের ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই।" ইমাম দারেমী বলেনঃ

"রছুলের হাদীছ সংরক্ষণ ব্যাপারে আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।" আলী ইবনে মাদীনীও এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বোখারী, মোছলেম ও আবু দাঊদ প্রমুখ হাদীছের ইমামগণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং গাওছুল আজম হজরত বড় পীর ছাহেব তাঁহার মাজ্‌হাব গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি দুনিয়ার প্রতি নেহাৎ অনাসক্ত ও নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি কখনো কাহারো নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। ৭৭ বৎসরকাল তিনি এভাবেই অতিবাহিত করেন এবং অতি দীন বেশে দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে কাহারো আখেরাত ইয়াদ না হইয়া পারিত না। মু'তাজিলাদের কতক ভ্রান্ত মতবাদ অস্বীকার করায় তিনি খলীফা মো'তাছেম বিল্লাহ্ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং বেত্রাঘাত ও ইত্যাকার বহু নির্যাতন ভোগ করেন।

তিনি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার হাদীছ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'মোছনাদ' লিখিতে বসেন এবং ৩০ হাজারের কিছু অধিক হাদীছ তাঁহার কিতাবে স্থান দেন। মোছনাদসমূহের মধ্যে তাঁহার কিতাবই সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ছহীহ।

## দ্বিতীয় যুগের দুইটি প্রসিদ্ধ কিতাব

### ১। 'মোআত্তা'

এ যুগের কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম মালেকের 'মোআত্তা' হইতেছে প্রসিদ্ধতর ও ছহীহ্‌তর কিতাব। মোহাদ্দেছীনদের বিচারে উহার সমস্ত হাদীছই ছহীহ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ 'আছমানের নীচে কিতাবুল্লাহ্‌র পর ইমাম মালেকের 'মোআত্তা'ই হইল বিশ্বস্ততর কিতাব।' —হুজ্জাতুল্লাহ্-১৩৩ পৃঃ। অবশ্য এ সময় ইমাম বোখারীর 'আল্ জামেউছ্ ছহীহ্' লেখা হয় নাই। কিন্তু ইমাম শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দেহলবী (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ) ও তাঁহার পুত্র শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ) ইমাম মালেকের 'মোআত্তা'কে ইমাম বোখারী ও মোছলেমের ছহীহাইনের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। তাঁহারা বলেনঃ "মোআত্তা হইতেছে ছহীহাইনের আসল বা মাতা।" ছহীহাইনের হাদীছের সংখ্যা 'মোআত্তা'র দশ গুণ হইলেও ইমাম বোখারী ও মোছলেম হাদীছ বর্ণনার পদ্ধতি, ছনদ বিচারের নিয়ম এবং হাদীছ হইতে ফেকাহ্ বাহির করার তরীকা 'মোআত্তা' হইতেই শিক্ষা করিয়াছেন। হাদীছের পরবর্তী কিতাবসমূহ 'মোআত্তা'র বর্ধিত সংস্করণস্বরূপই। —হুজ্জাতুল্লাহ্, মোছাওয়া, উজালা

ইমাম মালেক (রঃ) 'মোয়াত্তা' লিখিয়া মদীনার ৭০ জন বিশিষ্ট ফকীহ ও মোহাদ্দেছের নিকট পেশ করেন এবং তাঁহারা সকলেই ইহার সমর্থন করেন। এ কারণে তিনি ইহার নাম দেন 'মোআত্তা' বা সমর্থিত। 'মোআত্তা'র আদর মোআত্তা লেখার যুগেই এত অধিক হইয়াছিল যে, সহস্রাধিক বিশিষ্ট আলেম ইমাম মালেকের নিকট তাঁহার এই 'মোআত্তা' শিক্ষা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী, ইব্‌নে ওহাব ও ইব্‌নে কাছেমের ন্যায় মুজ্‌তাহিদ ও ফকীহ, ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ছাঈদ কাত্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী ও আবদুর রাজ্জাকের ন্যায় বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবং খলীফা হারূনুর রশীদ, আমীন ও মামুনের ন্যায় আমীর-ওমারাও রহিয়াছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণও 'মোআত্তা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কেহ ইহার ছনদ বিচার করিয়াছেন, কেহ ইহার মতনের গুণাগুণ আলোচনা করিয়াছেন, আর কেহ বা

ইহার শরাহ্ করিয়াছেন। এক কথায় বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন আলেম 'মোআত্তা'র বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

**'মোআত্তা'য় হাদীছের সংখ্যা ঃ**

ইমাম মালেক (রঃ) প্রথমে এক লক্ষ হাদীছ হইতে বাছাই করিয়া দশ হাজার হাদীছকে তাঁহার কিতাবে স্থান দেন। অতঃপর ঐ দশ হাজার হাদীছ হইতে ছাঁটাই করিতে করিতে মাত্র ১৭২০টি হাদীছকে শেষ পর্যন্ত বাকী রাখেন। ইহার মধ্যে হাদীছে রছূল মাত্র ৮২২টি, (৬ শত মোছনাদে মারফূ' ও ২২২টি মোরছাল)। বাকী সবগুলি ছাহাবা এবং তাবেয়ীনদের আছার। তিনি তাঁহার কিতাবে হাদীছের সহিত আছারকেও স্থান দিয়াছেন।তিনি ইহার রচনায় দীর্ঘ ৪০ বৎসর সময় ব্যয় করেন। —মিফ্তাহ্-২৫ পৃঃ

**'মোআত্তা'র শরাহ্ ঃ**

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মোহাদ্দেছ 'মোআত্তা'র শরাহ্ করিয়াছেন ; যথা—

১। শরহে মোআত্তা—ইব্‌নে হাবীব মালেকী (মৃঃ ২৩৯ হিঃ)। সম্ভবতঃ ইহাই 'মোআত্তা'র প্রথম শরাহ্।

২। শরহে মোআত্তা—ইব্‌নে আবদুল বার (মৃঃ ৪৩৬ হিঃ)। 'তাকাচ্ছী' ও 'তাম্‌হীদ' নামে তাঁহার দুইটি শরাহ্ রহিয়াছে।

৩। শরহে মোআত্তা—আবদুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদ বাতলায়উছী আন্দালুছী (মৃঃ ৫২১ হিঃ)।

৪। শরহে মোআত্তা—ইবনুল্ আরবী—আবু বকর মোহাম্মদ মাগরেবী (মৃঃ ৫৪৬ হিঃ)। ইহার নাম 'আল্ কাব্‌ছ'।

৫। শরহে মোআত্তা—জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। ইহার নাম 'কাশ্‌ফুল মোআত্তা'। ইহার সংক্ষেপ করিয়া তিনি নাম দিয়াছেন 'তান্‌বীরুল হাওয়ালেক'। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। শরহে মোআত্তা—জুরকানী—মোহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী মিছরী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)। ইহা মোআত্তার একটি বিস্তৃত শরাহ; ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। শরহে মোআত্তা—মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১১২২ হিঃ)।

৮। শরহে মোআত্তা—শাহ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ)। তাঁহার আরবী শরাহ্‌র নাম 'আল-মোছাওয়া' এবং ফারছী শরাহ্‌র নাম 'আল মুছাফফা'। তাঁহার এই শরাহ্‌দ্বয় সম্মুখে রাখিয়া মোআত্তা আলোচনা করিলে এ যুগেও মানুষ ইজতেহাদের ক্ষমতা লাভ করিতে পারে বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। উভয় শরাহ্ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। শরহে মোআত্তা—মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলবী। ইহার নাম 'আওজাজুল মাছালেক'। (اوجزالمسالك) ইহা একটি উত্তম শরাহ্।

এছাড়া অনেকে 'মোআত্তা'র সংক্ষেপ করিয়াছেন। যথা—খাত্তাবী আবু ছোলাইমান (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ) ও আবুল ওয়ালীদ বাজী (মৃঃ ৪৭৪ হিঃ)। আবার কেহ ইহার গরীব (দুর্বোধ্য) শব্দের অভিধান রচনা করিয়াছেন। যথা—বারকী। এছাড়া কাজী আবু আবদুল্লাহ্ ও জালালুদ্দীন ছুয়ুতী ইহার ছনদ বিচার করিয়াছেন।

### ২। মোছনাদে আহ্‌মদ

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (মৃঃ ২৪০ হিঃ) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীছ হইতে বাছাই করিয়া তাঁহার এই কিতাব লিখিয়াছেন। ইহাতে সাত শত ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত 'তাক্‌রার' বাদ মোট ৩০ (ত্রিশ)

হাজারের মত হাদীছ রহিয়াছে। মোছনাদসমূহের মধ্যে ইহা একটি বৃহত্তর ও বিশ্বস্ততর মোছনাদ। ইহাতে কিছু 'জঈফ' হাদীছ রহিয়াছে। এ সকল 'জঈফ' হাদীছ ইমাম ছাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্ সংযোজন করিয়াছেন বলিয়া মোহাদ্দেছগণ মনে করেন। ইমাম ইবনে জাওজী প্রমুখ সমালোচকগণ ইহার কতিপয় হাদীছের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজর ও জালালুদ্দীন ছুয়ুতী ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী এ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, 'ইহার জঈফ হাদীছ পরবর্তী লোকদের ছহীহ হাদীছ অপেক্ষাও উত্তম।'

মোছনাদ পদ্ধতিতে লেখা কিতাবের শরাহ্ করার রীতি মোহাদ্দেছগণের মধ্যে প্রচলিত নহে। তথাপি শেখ আবুল হাছান সিন্দী ইহার এক শরাহ্ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এছাড়া মিছরের বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আহ্মদ আবদুর রহমান ছাআতী ইহাকে ছুনানের নিয়মে বিষয় অনুসারে সাজাইয়া ইহার এক সংক্ষিপ্ত শরাহ্ করিয়াছেন এবং নামকরণ করিয়াছেন 'আল্ ফাতহুররব্বানী'। ইহা হালে মিছর হইতে ২২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

## তৃতীয় যুগ

তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহা প্রায় তিন শতাব্দীর যুগ। এ যুগে হাদীছের শিক্ষাকরণ ও শিক্ষাদান, উহা হেফজকরণ ও উহার মোতাবেক আমলকরণের ধারা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে এবং লিখনের ধারা আরো জোরদার হইয়া উঠে।

এ যুগকে হাদীছের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এ যুগে এমন সকল হাফেজে হাদীছের জন্ম হয় যাঁহাদের নজীর দুনিয়া খুব কমই দেখিয়াছে। এভাবে এ যুগে এমন এমন হাদীছ গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয় যাঁহাদের গ্রন্থাবলী দুনিয়ার এল্মী ভাণ্ডারে আল্লাহ্র বিশেষ দানরূপে পরিগণিত। এ যুগেই ছেহাহ ছেত্তা প্রণেতা বোখারী, মোছলেম প্রমুখ ইমামগণের আবির্ভাব হয়। এ যুগেই ছনদ বিচার দ্বারা ছহীহ হাদীছকে গায়র ছহীহ হইতে চূড়ান্তরূপে বাছাই করা হয়। পূর্ব যুগে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যাহার সূচনা করেন ইমাম বোখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ও মোছলেম (২০৪-২৬১ হিঃ) এ যুগে তাঁহাদের কিতাবে ইহার চূড়ান্ত রূপ দান করেন। এ যুগেই রছূলুল্লাহ্র হাদীছকে ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের আছার হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার নীতি গৃহীত হয়* এবং ইমাম বোখারী ও মোছলেম তাঁহাদের কিতাবে প্রধানতঃ হাদীছে রছূলকেই স্থান দেন। এ যুগেই সমস্ত হাদীছ রাবীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর এমন কোন হাদীছ কাহারও নিকট রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় না যাহা কোন না কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

টীকা

* ইহার পূর্ব পর্যন্ত যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই যেখানে যে বিষয়ে একটি হাদীছে রছূল লিখিয়াছেন সেখানে সে বিষয়ে যদি ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের কোন আছার থাকিয়া থাকে তাহাও তাহার পাশে লিখিয়া লইয়াছেন। ইমাম মালেক তাঁহার 'মোআত্তা'য় এরূপই করিয়াছেন। ইহাতে একটি উপকার এই হইয়াছে যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের আছার মাহফুজ (রক্ষিত) হইয়া গিয়াছে। যদ্দারা হাদীছে রছূলের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা যায়। ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের আছার প্রকৃতপক্ষে হাদীছে রছূলেরই ব্যাখ্যা। আবার কেহ কেহ আছারকে পৃথকভাবেও সংকলন করিয়াছেন। যথা—ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)। তাঁহাদের 'কিতাবুল আছার' এই ধরনেই দুইটি সংকলন। অবশ্য ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁহার 'মোছনাদ' কিতাবে শুধু হাদীছে রছূলই সংগ্রহ করিয়াছেন।

## তৃতীয় যুগের

## কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীছের ইমাম

### ১। ইমাম বোখারী (রঃ)

[১৯৪—২৫৬ হিঃ মোঃ ৮১০—৮৭০ ইং]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইছমাঈল বোখারী বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত উজবেকিস্তানের বোখারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বোখারী অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক ও ইমাম ওকী' ইবনে জাররাহ্র হাদীছের কিতাবসমূহ মুখস্থ করিয়া লন এবং ১৮ বৎসর বয়সে কিতাব লিখিতে আরম্ভ করেন। হাদীছের জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'আল জামেউছ্ছহীহ্' ব্যতীত তিনি আরো বহু কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেনঃ "হাদীছ শিক্ষার জন্য আমি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, দুইবার মিছর ও শামে এবং চারিবার বছরায় গিয়াছি। একাধারে ছয় বৎসর হেজাজে (মক্কা ও মদীনায়) অবস্থান করিয়াছি এবং বহুবার বাগদাদ সফর করিয়াছি। আমি এক হাজার ৮০ জন শায়খের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়াছি ও লিখিয়াছি। এইভাবে ৬ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে অতি অল্পসংখ্যক হাদীছকে আমার 'জামেয়ে ছহীহ্' কিতাবে স্থান দিয়াছি এবং বহু ছহীহ্ হাদীছকেও বাদ দিয়াছি।"

ইমাম বোখারী প্রচুর অর্থের মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত অর্থই শিক্ষার্থী ও দরিদ্রদের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। তিনি কখনও জাঁকজমকের সহিত চলেন নাই। কথিত আছে, তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ রুটির সহিত কোন তরকারী ব্যবহার করেন নাই। কোন কোন সময় মাত্র দুই তিনটি বাদাম খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন।

ইমাম তিরমিজী বলেনঃ "ইমাম বোখারী এ উম্মতের ভূষণ। তাঁহার মত লোক আমি কোথাও দেখি নাই।" মোহাদ্দেছ ইবনে খোজাইমা বলেনঃ "দুনিয়ায় ইমাম বোখারী হইতে অধিক অভিজ্ঞ ও হাদীছের হাফেজ আর কেহ নাই। ইমাম মোছলেমের মত লোক তাঁহার পদচুম্বন করিতে চাহিতেন।" কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, "ইমাম বোখারী দুনিয়াতে আল্লাহ্র নিদর্শনস্বরূপ।" ৯০ হাজার লোক তাঁহার নিকট তাঁহার কিতাব 'জামেউছ্ছহীহ' পড়িয়াছেন।

একবার বোখারার শাসনকর্তা তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনি আপনার 'জামেউছ্ছহীহ' ও 'তারীখে কবীর' আমাকে পড়িয়া শুনাইলে আমি খুশী হইব।" উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেনঃ 'আমি এল্মকে বে-ইজ্জত করিতে পারি না। যাহার আবশ্যক সে এখানে আসিয়া শুনিয়া যাইতে পারে।' আর কাহারো মতে শাসনকর্তা তাঁহার ছেলেদের পড়াইবার জন্য ইমাম ছাহেবের নিকট এমন একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, যে সময় অন্য কেহ তাহাদের সহিত শরীক না হয়। ইহাতে তিনি রাজী হইলেন না; বরং বলিয়া দিলেনঃ 'এল্মের দরওয়াজা সকলের জন্য সমানভাবেই খোলা। আমি এরূপ ভেদনীতি অবলম্বন করিতে পারি না।' ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শাসনকর্তা তাঁহাকে বোখারা ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। ইমাম ছাহেব

বোখার ছাড়িয়া ছমরকন্দের নিকট খরতং নামক স্থানে চলিয়া যান। কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা (বিপদাশঙ্কায়) তাঁহাকে স্থান দিতে ইতস্ততঃ করে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহাজ্জুদের পর আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিলেনঃ "আল্লাহ্! তোমার জমিন যখন আমার পক্ষে তংগ (সংকীর্ণ) হইয়া গিয়াছে তখন আমাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লও।" অতঃপর তিনি তথায় এন্তেকাল করেন।

## ২। ইমাম মোছলেম (রঃ)

[২০৪—২৬১ হিঃ মোঃ ৮১৭—৮৬৫ ইং]

ইমাম মোছলেম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মোছলেম কোশাইরী নিশাপুরী (রঃ) প্রাচীন খোরাছানের প্রধান নগর নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন (খোরাছান এখন ইরান, আফগানিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে।) এবং তথায়ই এন্তেকাল করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি হাদীছের তালাশে বহু দেশ সফর করেন এবং খোরাছান, রায়, মিছর, ইরাক ও হেজাজ প্রভৃতি দেশের মাশায়েখদের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার বাগদাদও গিয়াছেন এবং ইমাম বোখারী যখন তাঁহার শেষ জীবনে নিশাপুরে আগমন করেন তখন তিনি ইমাম বোখারীর খেদমতেও হাজির হন। এভাবে তিনি তিন লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করেন এবং উহা হইতে বাছাই করিয়া মাত্র ৪ হাজার হাদীছ দ্বারা 'ছহীহ' নামক হাদীছের কিতাব সংকলন করেন। এছাড়া তিনি আরো বহু কিতাব রচনা করিয়া গিয়াছেন।

## ৩। ইমাম আবু দাঊদ (রঃ)

[২০২—২৭৫ হিঃ মোঃ ৮১৭—৮৮৮ ইং]

ইমাম আবু দাঊদ ছোলাইমান ইবনে আশ্‌আছ ছিজিস্তানী পূর্ব ইরানের ছিজিস্তান বা সীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। (উহা এখন ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে।) তিনি খোরাছান, ইরাক, শাম ও মিছর পরিভ্রমণ করেন এবং সে সকল দেশের ওলামা ও মাশায়েখ-গণের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বছরায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস এখতেয়ার করেন। তবে বাগদাদেও তিনি আসা-যাওয়া করিতেন। বাদগদাদে বসিয়াই তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ হাদীছের কিতাব 'ছুনান' সংকলন করেন। তিনি বলিয়াছেনঃ "আমি ৫ লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে মাত্র সাড়ে চার হাজারের মত হাদীছ আমার কিতাবে গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের জন্য উহার মধ্যে এই চারিটি হাদীছই যথেষ্টঃ হুজুর (ছঃ) বলিয়াছেনঃ (১) নিয়তের উপরই মানুষের আমল নির্ভর করে অর্থাৎ, নিয়ত অনুসারেই তাহার ছওয়াব দেওয়া হয়। (২) যাহা মানুষের পক্ষে জরুরী নহে তাহা ত্যাগ করাই তাহার খাঁটি মুসলমানিত্বের পরিচায়ক। (৩) কোন মু'মিন প্রকৃত মু'মিন হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যাহা ভালবাসে অন্যের জন্যও তাহা ভালবাসে এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারামও স্পষ্ট, উভয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে সন্দেহজনক জিনিস (সুতরাং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে)।

আবু ছোলাইমান খাত্তাবী বলেনঃ দ্বীনের এল্‌ম সম্পর্কে আবু দাঊদের 'ছুনানের' ন্যায় কিতাব এযাবৎ লেখা হয় নাই। আলেমগণের মতে দ্বীনের কথা জানার জন্য কাহারো নিকট কোরআন এবং 'ছুনানে আবু দাঊদ' থাকিলেই যথেষ্ট। ইহাতে দ্বীনের প্রায় সমস্ত আহ্‌কাম সম্পর্কীয় হাদীছই রহিয়াছে। মূছা ইবনে হারূন বলেনঃ আবু দাঊদ আসিয়াছেন দুনিয়ায় হাদীছের জন্য আর আখে-রাতের বেহেশ্‌তের জন্য।

### ৪। ইমাম তির্মিজী (রঃ)

[২০৯—২৭৯ হিঃ মোঃ ৮২৪—৮৯৩ ইং]

ইমাম আবু মোহাম্মদ ইব্নে ঈসা তিরমিজী উত্তর ইরানের তিরমিজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং এল্‌মের অনুসন্ধানে খোরাছান, হেজাজ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইমাম বোখারীর নিকটও হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কিতাব 'আল জামে' 'ছেহাহ্ ছেত্তা'র অন্যতম কিতাব। উহাতে তিনি ছনদের জার্হ্ ও তা'দীল বা দোষ-গুণ বিচার সম্পর্কে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার পূর্বে কেহই তাহা করেন নাই। এ কারণে মোহাদ্দেছগণ তাঁহার এ কিতাবেই হাদীছের ছনদ সম্পর্কে বহছ (আলোচনা) করিয়া থাকেন। তিনি হাদীছে যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন ফেকাহ্‌তেও তেমন অসাধারণ ছিলেন।

### ৫। ইমাম নাছায়ী (রঃ)

[২১৫—৩০৩ হিঃ মোঃ ৮৩০—৯১৫ ইং]

ইমাম আবু আবদুর রহমান আহ্‌মদ ইবনে শো'আইব নাছায়ী খোরাছানের প্রসিদ্ধ শহর নাছায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার জিন্দেগীর বেশীর ভাগই মিছরে কাটান এবং শেষ জীবনে দামেশকে (দেমাশ্‌ক) আগমন করেন। তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বহু মাশায়েখ হইতে হাদীছ সংগ্রহ করেন। ইমাম আবু দাউদ তাঁহার একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ। তিনি প্রথমে 'ছুনানে কবীর' নামে হাদীছের একটি বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেন। অতঃপর উহাকে সংক্ষেপ করিয়া 'আল মুজতাবা' নাম দেন। এই মুজতাবা 'ছেহাহ্ ছেত্তা'র অন্যতম কিতাব। ইহা 'নাছায়ী' নামে প্রসিদ্ধ। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী বলেনঃ আমি আবু আলী নিশাপুরীকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছিঃ মুসলমানদের মধ্যে চারি জন হাদীছের হাফেজ রহিয়াছেন। নাছায়ী ইঁহাদের অন্যতম। একবার দামেশকের মুআবিয়াপন্থী লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ হজরত আমীর মুআবিয়ার ফজীলত সম্পর্কে আপনি কিছু লিখিয়াছেন কি? তিনি উত্তর করিলেনঃ 'না' ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহারা তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করে। ফলে তিনি গুরুতররূপে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর রমলায় কাহারো মতে মক্কায় নীত হন এবং তথায় এন্তেকাল করেন।

### ৬। ইমাম ইব্নে মাজাহ্ (রঃ)

[২০৯—২৭৩ হিঃ মোঃ ৮২৪—৮৮৬ ইং]

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ কাজবিনী ইরাকে আজম বা উত্তর-পশ্চিম ইরানের কাজবীন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এল্‌ম অন্বেষণে ইরাক, শাম, মিছর ও আরবদেশ সফর করেন এবং ইমাম মালেকের শাগরেদগণ—বিশেষ করিয়া ইমাম লায়ছ ইবনে ছা'দ হইতে হাদীছ শিক্ষা করেন। তাঁহার 'ছুনান' ছেহাহ্ ছেত্তার একটি কিতাব।

## তৃতীয় যুগের

## কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাব

এ যুগে এত অধিক হাদীছের কিতাব সংকলিত হইয়াছে যাহার পূর্ণ ফিহ্‌রিস্ত দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। শুধু কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাবের আলোচনা এখানে করা গেল।

## ছেহাহ্ ছেত্তা

### ছহীহ বোখারী

ছেহাহ্ ছেত্তার কিতাবসমূহ উহাদের আসল নামে প্রসিদ্ধ না হইয়া উহাদের রচয়িতাদের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যথা—বোখারী শরীফ, মোছলেম শরীফ প্রভৃতি। বোখারী শরীফের আসল ও পূর্ণ নাম আল জামেুউছ্‌ছহীহুল্-মোছ্‌নাদু—
(الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله صلعم وايامه ووقائعه) এবং সংক্ষিপ্ত নাম 'ছহীহে বোখারী' (ইমাম বোখারীর ছহীহ্)। সাধারণ্যে ইহাকে 'ছহীহ বোখারী' বলে।

ইমাম বোখারী একদিন তাঁহার ওস্তাদ ইমাম ইছহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্-এর হাদীছের দরছে উপস্থিত ছিলেন। ওস্তাদ বলিলেনঃ 'আহা! কেহ যদি শুধু ছহীহ হাদীছগুলিকে একত্র করিয়া দিত!' অতঃপর ইমাম বোখারী এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেনঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) উপবিষ্ট আছেন; আর বোখারী তাঁহার গায়ে পাখা করিতেছেন এবং মাছি তাড়াইতেছেন। বিশেষজ্ঞগণ তা'বীর করিলেনঃ বোখারী রছূলুল্লাহ্‌র হাদীছ হইতে মিথ্যার জঞ্জালকে অপসারিত করিবেন। অতঃপর তিনি তাঁহার এই কিতাব সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং মক্কায় হেরেম শরীফে বসিয়া উহার মুসাবিদা প্রস্তুত করেন। অতঃপর মদীনার মসজিদে নববীতে বসিয়া উহার চূড়ান্তরূপ দান করেন। তিনি প্রথমে 'এস্তেখারা' এবং গোসল করিয়া দুই রাক'আত নফল নামাজ পড়া ব্যতীত কোন হাদীছই তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

ইমাম বোখারী ৬ লক্ষ হাদীছ হইতে বাছাই করিয়া 'তাকরার'সহ ৭৩৯৭টি এবং 'তাকরার' বাদ মাত্র ২৭৬১টি হাদীছকে তাঁহার এ কিতাবে স্থান দিয়াছেন এবং দীর্ঘ (১৬) ষোল বৎসর ইহার যাচাই-বাছাই কার্যে ব্যায় করিয়াছেন। এ সকল কারণে ইমাম বোখারীর এই কিতাব বিশ্বজোড়া এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে যে, কেবল তাঁহার নিকটই ৯০ হাজার লোক ইহা শিক্ষা করেন। আর আজ মুসলিম জাহানের এমন কোন স্থান নাই যেখানে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। জনসাধারণ ইহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের পরেই স্থান দিয়া থাকেন।

**বোখারীর শরাহ্ঃ**

বোখারীর কিতাবের যেরূপ আলোচনা-সমালোচনা হইয়াছে এবং যত টিকা-টিপ্পনী লেখা হইয়াছে আল্লাহ্‌র কিতাব ছাড়া অপর কোনো কিতাবেরই এত টিকা-টিপ্পনী লেখা হয় নাই। কেহ উহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, কেহ উহার ছনদ বিচার করিয়াছেন, কেহ উহার বিশেষ অভিধান রচনা করিয়াছেন; আর কেহ উহার শরাহ্ বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মোল্লা কাতেব চলপী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ)

তাহার প্রসিদ্ধ কিতাব 'কাশফুজ্‌জুনুনে' ইহার প্রায় ৮০ খানা শরাহ্ রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাক-ভারতের শরাহ্সহ এ তিন শতাব্দীর শরাহ্ উহাদের সহিত যোগ করিলে উহার শতের মত শরাহ্ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা নীচে উহার কতিপয় প্রসিদ্ধ শরাহ্র নাম করিতেছি ঃ

১। শরহে বোখারী—খাত্তাবী আবু ছোলাইমান (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ)। ইহার নাম 'এ'লামুছ ছুনান' (اعلام السنن) ইহা একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম শরাহ্।

২। শরহে বোখারী—হাছান ছাগানী লাহোরী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ)। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ্।

৩। শরহে বোখারী—কিরমানী—শামছুদ্দীন মোহাম্মদ ইউছুফ (মৃঃ ৭৮৬ হিঃ)। ইহা একটি উত্তম শরাহ্। হালে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। শরহে বোখারী—বদরুদ্দীন জরকাশী (মৃঃ ৪৯৪ হিঃ)। ইহার নাম 'আত্‌তান্‌কীহ'।

৫। শরহে বোখারী—হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)। ইহার নাম 'ফাতহুল বারী', ইহা বোখারী শরীফের একটি প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান শরাহ্। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। শরহে বোখারী—বদরুদ্দীন আইনী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)। ইহার নাম 'উমদাতুল কারী', ইহাও বোখারীর একটি প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান শরাহ্। ইহাও প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। শরহে বোখারী—জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) ইহার নাম 'তাওশীহ'। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ্।

৮। শরহে বোখারী—কাস্তালানী (মৃঃ ৯২৩ হিঃ)। ইহার নাম 'ইরশাদুছছারী'। ইহা মধ্যম কলেবরের একটি উত্তম শরাহ্। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। শরহে বোখারী—সৈয়দ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (মৃঃ ৯৬৮ হিঃ)। ইহার নাম 'ফয়জুল বারী'।

১০। শরহে বোখারী—শায়খ ইয়াকুব ছরফী কাশ্মীরী (মৃঃ ৯৭৮ হিঃ)। ইহার নাম জানা যায় নাই।

১১। শরহে বোখারী—শায়খ নূরুল হক ইবনে শায়খ দেহলবী (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ)। ইহার নাম 'তাইছীরুল কারী'। ফারছী ভাষায় ইহা একটি বিরাট ও উত্তম শরাহ্। ইহা ১৮৮৭ ইং লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। শরহে বোখারী—শায়খুল ইসলাম দেহলবী (মৃঃ অনুমান ১১৮০ হিঃ)। তিনি শায়খ দেহ্‌লবীর ৬ষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ। ইহা ফারছী ভাষায় লিখিত। 'তাইছীরুল কারী'র হাশিয়ায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। —Indias Contribution

১৩। শরহে বোখারী—শায়খ নূরুদ্দীন আহমদাবাদী (মৃঃ ১১৫৫ হিঃ)। ইহার নাম 'নূরুল কারী' (نور القارى)

১৪। শরহে বোখারী—মাওলানা আহমদ আলী ছাহারানপুরী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ)। ইহা বোখারীর অতি প্রচলিত শরাহ্। বোখারীর হাশিয়ায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। শরহে বোখারী—ছৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ)। শাহ ছাহেব বোখারী শরীফ পড়াইবার কালে যে সকল 'তাকরীর' করিয়াছেন তাঁহার শাগরেদ মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী সে সকলকে একত্র করিয়া 'ফয়জুল বারী' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মুসাবিদা তিনি একবার শাহ ছাহেবকে দেখাইয়া তাঁহার দ্বারা তাছহীহ্ করাইয়াছেন। ইহা বোখারীর একটি উত্তম শরাহ্। ইহা চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

## ছহীহ্ মোছলেম

ইমাম মোছলেম তিন লক্ষ হাদীছ হইতে বাছাই করিয়া মাত্র চারি হাজার হাদীছ (তাকরার বাদ) তাঁহার এ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং পনর বৎসর ইহার যাচাই কার্যে ব্যয় করেন। কোন কোন মোহাদ্দেছ (যথা—আবু আলী নিশাপুরী) বোখারী শরীফের স্থলে মোছলেমের এ কিতাবকেই ছেহার মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছেন। আর কেহ ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেনঃ বিশুদ্ধতায় বোখারী শরীফই প্রথম এবং হাদীছের বিন্যাসে মোছলেম শরীফ প্রথম। মোছলেম শরীফে হাদীছের বিন্যাস সত্যই অভূতপূর্ব। ইমাম মোছলেম প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত হাদীছের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া প্রথমে হাদীছসমূহের তুলনামূলক মান নির্ধারণ করিয়াছেন, অতঃপর প্রতিটি হাদীছকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বোখারী শরীফের যেরূপ আলোচনা-সমালোচনা হইয়াছে মোছলেম শরীফেরও প্রায় সেইরূপ আলোচনা-সমালোচনা হইয়াছে। ইহার শরাহ্র সংখ্যাও অনেক। নীচে আমরা উহার কতিপয় প্রসিদ্ধ শরাহ্র নাম উল্লেখ করিলামঃ

**মোছলেমের শরাহ্ঃ**

১। শরহে মোছলেম—শরফুদ্দীন নাওয়াবী (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ)। ইহার নাম 'আল মিন্হাজ'। ইহা মোছলেম শরীফের একটি প্রসিদ্ধ ও উত্তম শরাহ্। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

২। শরহে মোছলেম—ঈসা ইবনে মাছউদ জাওয়াবী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ)। ইহার নাম 'ইক্‌মাল' (?)

৩। শরহে মোছলেম—মোহাম্মদ ইবনে খেল্‌ফাহ্ মালেকী (মৃঃ ৮২৮ হিঃ)। ইহার নাম 'ইকমালুল মু'লিম', (اكمال المعلم) ইহা চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। শরহে মোছলেম—কাস্তালানী (মৃঃ ৯২৩ হিঃ)। ইহার নাম 'আল ইব্‌তেহাজ'। ইহা অতি বিরাট শরাহ্; ৮ খণ্ডে অর্ধেক সমাপ্ত হইয়াছে।

৫। শরহে মোছলেম (ফারছী)—শায়খ নূরুল হক ইবনে শায়খ দেহলবী (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ)। ডক্টর ইছহাক ছাহেব (এম, এ, পি, এইচ, ডি) ইহাকে তাঁহার প্রপৌত্র হাফেজ ফখরুদ্দীন দেহলবীর কিতাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। শরহে মোছলেম—মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১১২২ হিঃ)। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে।

৭। শরহে মোছলেম—শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১২৯ হিঃ)

৮। শরহে মোছলেম—ছৈয়দ মোরতাজা হাছান বিল্‌গিরামী (মৃঃ ১২০৫ হিঃ) ইহার নামও 'আল ইবতেহাজ'।

৯। শরহে মোছলেম—মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ)। ইহার নাম 'ফতহুল মুলহিম'। ইহা একটি বিস্তৃত ও উত্তম শরাহ্। ইহার প্রথমে একটি অতি মূল্যবান ভূমিকা রহিয়াছে।

## ছুনানে নাছায়ী

ইমাম নাছায়ী প্রথমে 'ছুনানে কুব্‌রা' নামে এক বিরাট কিতাব সংকলন করেন। কিন্তু উহার সমস্ত হাদীছ 'ছহীহ' ছিল না। অতঃপর উহা হইতে কেবল ছহীহ হাদীছ বাছাই করিয়া 'আল

মুজতানা' বা 'আল মুজ্‌তাবা' নামে এই কিতাব লেখেন। ইহা সাধারণতঃ 'ছুনানে নাছায়ী' নামেই প্রসিদ্ধ। বাব (অধ্যায়) রচনায় ইহা 'বোখারী' এবং বিষয় বিন্যাসে ইহা 'মোছলেমের' বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। বিশুদ্ধতায় ইহা ছেহাহ্‌ ছেত্তার তৃতীয় স্থানে আছে বলিয়া অনেক মোহাদ্দেছের অভিমত। ইহাতে মোট ৪৪৮২টি হাদীছ রহিয়াছে। ইহার অনেক শরাহ্‌ও রহিয়াছে।

**নাছায়ীর শরাহ ঃ**

১। শরহে নাছায়ী—ইবনুল মুলাক্কেন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)।

২। শরহে নাছায়ী—জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ্‌।

৩। শরহে নাছায়ী—শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১২৯ হিঃ)। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ্‌। ইহা দিল্লীর আনছারী প্রেস হইতে নাছায়ীর হাশিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে।

—Indias Contribution

৪। হাশিয়ায়ে নাছায়ী—শামছুল ওলামা নজীর আহ্‌মদ দেহলবী (        ) ইহার নাম 'হাশিয়ায়ে জাদীদাহ্‌' ইহাও হাশিয়ায়ে সিন্ধীর সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

## ছুনানে আবু দাঊদ

ইমাম আবু দাঊদ (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) ৫ লক্ষ হাদীছ হইতে বাছাই করিয়া তাঁহার এই কিতাব সংকলন করিয়াছেন। ইহাতে 'ছহীহ', 'হাছান' এবং কিছু তন্নিম্ন পর্যায়ের হাদীছও রহিয়াছে। তবে তিনি ইহাতে এমন কোন হাদীছকে স্থান দেন নাই যাহাকে ফেকাহ্‌র ইমামগণ আমলের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এছাড়া কোন হাদীছে কোনরূপ ছনদগত ত্রুটি থাকিলে তিনি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। ছুনানসমূহের মধ্যে ইহা একটি ব্যাপক ও বিস্তারিত কিতাব। ইমাম আবু দাঊদ তাঁহার এই কিতাব সংকলন করিয়া ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলকে দেখাইলে তিনি ইহার প্রশংসা করেন। ইহাতে প্রায় পাঁচ হাজার (৪৮০০) হাদীছ রহিয়াছে। ইহার বহু শরাহ্‌ হইয়াছে।

**আবু দাঊদের শরাহ্‌ ঃ**

১। শরহে আবু দাঊদ—খাত্তাবী (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ)। ইহার নাম 'মাআলিমুছ্‌ছুনান'। (معالم السنن)

২। শরহে আবু দাঊদ—কুতবুদ্দীন আবু বকর ইয়ামানী (মৃঃ ৬৫২ হিঃ)। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত।

৩। শরহে আবু দাঊদ—ইবনুল মুলাক্কেন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)।

৪। শরহে আবু দাঊদ—আবু জুরআ ইরাকী (মৃঃ ৮২৬ হিঃ)। ইহা প্রথমাংশের শরাহ; ৭ খণ্ডে সমাপ্ত।

৫। শরহে আবু দাঊদ—শায়খ শিহাবুদ্দীন রামলী (মৃঃ ৮৪৮ হিঃ)।

৬। শরহে আবু দাঊদ—শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১২৯ হিঃ)। ইহার নাম 'ফতহুল্‌ ওয়াদুদ'।

৭। শরহে আবু দাঊদ—মাওলানা শামছুল হক ডয়ানবী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ)। ইহার নাম 'গায়াতুল্‌ মাক্‌ছুদ'। ইহা আবু দাঊদের একটি উত্তম ও বিস্তারিত শরাহ্‌। ইহার এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। শরহে আবু দাঊদ— মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আজীমাবাদী। ইহার নাম 'আওনুল্‌ মা'বুদ'।

৯। শরহে আবু দাউদ—মাওলানা খলীল আহমদ ছাহারানপুরী (মৃঃ ১৩৪৬ হিঃ)। ইহার নাম 'বজ্লুল্ মাজ্হুদ।' ইহা আবু দাউদের একটি বিরাট ও উত্তম শরাহ্। ইহা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

## জামেয়ে তিরমিজী

ইহা 'ছুনানে তিরমিজী' নামেও প্রসিদ্ধ। ব্যাপকতায় ইহা বোখারীর, বিন্যাসে মোছলেমের এবং আহ্কাম বর্ণনায় আবু দাউদের স্থান অধিকার করিয়াছে। এছাড়া ইহাতে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহও রহিয়াছেঃ

(ক) ইহাতে 'তাক্রার' প্রায়ই নাই। ইহার বর্ণনা প্রাঞ্জল ও সংক্ষেপ।

(খ) ইহাতে আবশ্যকমত ফকীহদের মাজহাবের প্রতিও ইংগিত করা হইয়াছে এবং কীরূপে হাদীছ হইতে ফেকাহ গৃহীত হয় তাহার নিয়মও বাতলানো হইয়াছে।

(গ) ইহাতে হাদীছসমূহকে 'ছহীহ', 'হাছান,' 'জঈফ' 'গরীব' ও 'মোআল্লাল' প্রভৃতি স্তর ও রকমে ভাগ করা হইয়াছে এবং কোন্‌টি কোন্ স্তর বা রকমের হাদীছ তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) ইহাতে রাবীদের নাম, লকব, কুনিয়াত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইহাতে মোট ৩৮১২টি হাদীছ রহিয়াছে। ইহারও বহু শরাহ্ হইয়াছে।

**তিরমিজীর শরাহ্ঃ**

১। শরহে তিরমিজী—শায়খ ইবনুল আরবী (মৃঃ ৫৪৬ হিঃ)। ইহার নাম 'আরেজাতুল আহ্ওয়াজী'।

২। শরহে তিরমিজী—হাফেজ মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ (মৃঃ ৭৩৪ হিঃ)। ইহাতে তিনি ১০ খণ্ডে তিরমিজীর মাত্র দুই তৃতীয়াংশের শরাহ্ করিয়াছেন; বাকী অংশ হাফেজ জায়নুদ্দীন ইরাকী পূর্ণ করিয়াছেন।

৩। শরহে তিরমিজী—ইবনুল মুলাক্কেন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)।

৪। শরহে তিরমিজী—জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)।

৫। শরহে তিরমিজী—শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১২৯ হিঃ)।

৬। শরহে তিরমিজী—মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী (মৃঃ ১৩৫১ হিঃ)। ইহার নাম 'তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াজী।'

৭। শরহে তিরমিজী—মাওলানা আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৫১ হিঃ)। ইহার নাম 'আল্ আরফুশ্ শাজী'। ইহাতে তাঁহার তাকরীর (বক্তৃতা) জমা হইয়াছে।

## ছুনানে ইবনে মাজাহ্

মোতাকাদ্দেমীনগণ ইহাকে 'ছেহাহ্ ছেত্তা'র শামিল করিতেন না। আবুল ফজল ইবনে তাহির মাকদেছীই (মৃঃ ৬০০ হিঃ) প্রথমে ইহাকে 'ছেহাহ্ ছেত্তা'র শামিল করেন। অতঃপর ইহা ছেহাহ্ ছেত্তার একটি কিতাব হিসাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু ইহার পরিবর্তে কেহ 'মোআত্তা'কে আর কেহ 'ছুনানে দারেমী'কেই ছেহাহ্ ছেত্তার শামিল করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন। ইহাতে মোট ৪৩৩৮টি হাদীছ রহিয়াছে। ইহার ৩০টি হাদীছ সম্পর্কে ইমাম জাহ্বী 'জঈফ' বলিয়া মন্তব্য

করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নে জাওজীর মতে ইহাতে ১৩টি 'মাওজু' হাদীছ রহিয়াছে। হাফেজ ইব্‌নে হাজার ইহার খণ্ডন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ফজীলতে কাজবীন সম্পর্কীয় একটি মাত্র হাদীছ ব্যতীত ইহাতে কোন 'মাওজু' হাদীছ নাই। ইহার অনেক শরাহ রহিয়াছে।

**ইব্‌নে মাজাহ্‌র শরাহ্‌ঃ**

১। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—আলাউদ্দীন মোগলতায়ী (মৃঃ ৭৬২ হিঃ)। ইহা একটি বিস্তারিত শরাহ্।

২। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—ইবনুল্ মুলাক্কেন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)।

৩। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—কামালুদ্দীন দামীরী (মৃঃ ৮০৮ হিঃ)। ইহার নাম 'দীবাজাহ্'। ইহা অসমাপ্ত রহিয়াছে।

৪। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—ইব্রাহীম ইবনে মোহাম্মদ হালাবী (মৃঃ ৮৪১ হিঃ)।

৫। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—জালালুদ্দীন ছুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। ইহার নাম 'মিছবাহুজ্ জুজাজাহ্' (مصباح الزجاجة)

৬। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১২৯ হিঃ)।

৭। শরহে ইব্‌নে মাজাহ্—শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলবী (মৃঃ ১২৯২ হিঃ)। ইহার নাম 'ইন্‌জাহুল্ হাজাহ্ (انجاح الحاجة)। ইহা 'ইব্‌নে মাজাহ্‌র' একটি উত্তম শরাহ্। ইহা হিন্দুস্তানে ইব্‌নে মাজাহ্‌র হাশিয়ায় ছাপা হইয়াছে।

## হাদীছ গ্রহণে

## ইমাম বোখারী ও মোছলেমের শর্তাবলী

হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীগণকে সাধারণতঃ পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে; ১ম শ্রেণী—যাহাদের হেফজ বা লেখার দ্বারা হাদীছ রক্ষা করার ক্ষমতা (জব্‌ত) অত্যধিক এবং আপন শায়খ বা ওস্তাদের সহিত মোলাজামাত (সম্পর্ক) ঘনিষ্ঠতর ছিল।

২য় শ্রেণী—যাহাদের হাদীছ রক্ষা করার ক্ষমতা অত্যধিক বটে, কিন্তু শায়খের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর নহে।

৩য় শ্রেণী—যাহাদের হাদীছ রক্ষা করার ক্ষমতা অত্যধিক নহে। কিন্তু শায়খের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

৪র্থ শ্রেণী—যাহাদের হাদীছ রক্ষা করার ক্ষমতাও অত্যধিক নহে এবং শায়খের সহিত সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর নহে।

৫ম শ্রেণী—যাহাদের মধ্যে এই দুই গুণও স্বল্প, অধিকন্তু অন্যান্য ত্রুটিও রহিয়াছে।

ইমাম বোখারী সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর রাবীদের হাদীছই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীছ কোথাও কোথাও শুধু প্রথম শ্রেণীর হাদীছের পোষকতার জন্যই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইমাম মোছলেম প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীছ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর রাবীদের হাদীছ উহাদের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী বা মোছলেমের 'শরায়েত' বলিতে ইহাই বুঝায়।

## তৃতীয় যুগের

## কতিপয় প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ

১। আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম ছন্‌আনী (মৃঃ ২১১ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার একটি 'মোছান্নাফ' রহিয়াছে।

২। আছাদ ইবনে মূছা মারওয়ানী (মৃঃ ২১২ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার কিতাব রহিয়াছে।

৩। ইছমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে ইমাম আবু হানীফা (মৃঃ ২১২ হিঃ)। তিনি 'বাক্কা'র কাজী ছিলেন। হাদীছে তাঁহার কিতাব রহিয়াছে।

৪। আবু উবায়দ কাছেম ইবনে ছাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ)। 'কিতাবুল্ আম্‌ওয়াল' নামক গ্রন্থে তিনি রাজস্ব সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীছ একত্র করিয়াছেন। ইহা একখানি অতুলনীয় কিতাব। ইহা হালে মিছর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। আবু জা'ফর মোহাম্মদ ইবনে ছাব্বাহ 'বাজ্‌জার' (মৃঃ ২২৭ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার একটি 'ছুনান' রহিয়াছে।

৬। নোয়াইম ইবনে হাম্মাদ খোজায়ী (মৃঃ ২২৮ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার কিতাব রহিয়াছে।

৭। মুছাদ্‌দাদ্ ইবনে মুছারহাদ্ বছরী (মৃঃ ২২৮ হিঃ)। তিনি হাদীছে কিতাব লিখিয়াছেন।

৮। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে মুঈন (মৃঃ ২৩৩ হিঃ)। তিনি 'জার্‌হ-তা'দীল' ও হাদীছের একজন অপ্রতি-দ্বন্দ্বী 'ইমাম' ও 'হুজ্জাত' ছিলেন। লোকে তাঁহার নিকট হইতে ১২ লক্ষ হাদীছ লিখিয়া লইয়াছে।

৯। আলী 'ইব্‌নুল্ মাদীনী' (মৃঃ ২৩৪ হিঃ)। তিনি হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। বোখারী তাঁহার 'আল জামেউছ্‌ছহীহ' সমালোচনার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন।

১০। আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (মৃঃ ২৩৫ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার একটি 'মুছান্নাফ' রহিয়াছে। তিনি ইমাম বোখারী ও মোছলেমের ওস্তাদ ছিলেন।

১১। ছাঈদ ইবনে মানছুর (মৃঃ ২৩৫ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার একটি 'মোছান্নাফ' রহিয়াছে।

১২। ইমাম ইছ্‌হাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্ (اسحاق بن راهويه) (মৃঃ ২৩৮ হিঃ)। তিনি ইমাম বোখারীর ওস্তাদ এবং হাদীছের একজন ইমাম। এক লক্ষ হাদীছ তাঁহার মুখস্থ ছিল। হাদীছে তাঁহার একটি 'মোছনাদ' রহিয়াছে। ইব্রাহীম ইবনে আবু তালেব বলেনঃ তিনি তাঁহার এই 'মোছনাদ' আমাদের একবার মুখস্থ এবং একবার দেখিয়া পড়াইয়াছিলেন।

১৩। ছাহ্‌নূন—আবদুছ ছালাম তনূখী (মৃঃ ২৪০ হিঃ)। 'মুদাওওয়ানাহ' (المدونة) তাঁহার ফেকাহর কিতাব হইলেও তাহাতে বহু হাদীছ রহিয়াছে।

১৪। আবদ ইবনে হোমাইদ (মৃঃ ২৪৯ হিঃ)। 'মোছনাদে কবীর' নামে হাদীছে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

১৫। বুন্দার—আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার বছরী (মৃঃ ২৫২ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার কিতাব রহিয়াছে।

১৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান (মৃঃ ২৫৫ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার একখানি 'মোছ-নাদ' রহিয়াছে।

১৭। আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ দারেমী ছমরকন্দী (মৃঃ ২৫৫ হিঃ)। 'ছুনান' তাঁহার কিতাব। ইহা সাধারণতঃ 'মোছনাদ' নামেই প্রসিদ্ধ। অনেকে ছুনানে ইব্নে মাজাহ্র স্থলে ইহাকে ছেহাহ্ ছেত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে;

১৮। আবু জা'ফর আহমদ ইবনে ছানান কাত্তান ওয়াছেতী (মৃঃ ২৫৮ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

১৯। ইব্নে হান্জার—আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হান্জার জুরজানী (মৃঃ ২৫৮ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

২০। ইয়াকুব ইবনে শায়বা (মৃঃ ২৬২ হিঃ)। তাঁহার 'মোছনাদে কবীর' একটি উত্তম কিতাব। কিন্তু ইহা অসমাপ্ত।

২১। মোহাম্মদ ইবনে মাহ্দী (মৃঃ ২৭২ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

২২। বাকী ইবনে মাখ্লাদ কোরতবী (কর্ডোভা মৃঃ ২৭৬ হিঃ)। 'মোছনাদে কবীর' তাঁহার কিতাব। ইহাতে তিন শতের অধিক ছাহাবীর হাদীছ একত্র করা হইয়াছে।

২৩। আহ্মদ ইবনে হাজেম (মৃঃ ২৭৬ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার একটি 'মোছনাদ' রহিয়াছে।

২৪। ইব্রাহীম ইবনে ইছমাঈল তুছী (মৃঃ ২৮০ হিঃ) 'মোছনাদে আম্বরী' তাঁহার কিতাব।

—মিফ্তাহ

২৫। হাফেজ আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ বূনী (মৃঃ ২৮০ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

—দুওয়ালে ইছলাম

২৬। ইব্রাহীম ইব্নুল আছকারী (মৃঃ ২৮২ হিঃ)। 'মোছনাদে আবু হুরায়রা' তাঁহার কিতাবের নাম। ইহাতে কেবল হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ একত্র করা হইয়াছে।

২৭। মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ রাজা (رجاء) সিন্ধী (মৃঃ ২৮৬ হিঃ)। তাঁহার একটি 'ছহীহ' কিতাব রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। —তারীখে হাদীছ?

২৮। আহ্মদ ইবনে আমর শায়বানী (মৃঃ ২৮৭ হিঃ)। তাঁহার কিতাব 'আল্ মোছনাদ'-এ প্রায় ৫০ হাজার হাদীছ রহিয়াছে বলিয়া খাওলী তাঁহার 'মিফ্তাহে' উল্লেখ করিয়াছেন।

২৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদ ইস্পাহানী (মৃঃ ২৯১ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৩০। আবু মুসলিম কাশী (মৃঃ ২৯১ হিঃ) 'ছুনান' তাঁহার কিতাব। —দুওয়ালে ইসলাম

৩১। আবু বকর আহ্মদ ইবনে আমর 'বাজ্জার' (মৃঃ ২৯২ হিঃ)। 'মোছনাদে বাজ্জার' তাঁহার কিতাব।

৩২। মোহাম্মদ ইবনে নাছর মারওয়াজী (মৃঃ ২৯৪ হিঃ)। 'কিতাবে মোহাম্মদ ইবনে নাছর' নামে তাঁহার কিতাব প্রসিদ্ধ।

৩৩। ইব্রাহীম ইবনে মা'কাল নাছাফী (মৃঃ ২৯৫ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৩৪। কাজী ইউছুফ ইবনে ইমাম আবু ইউছুফ (মৃঃ ২৯৭ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'ছুনান'।

—দুওয়ালে ইছলাম

৩৫। ইব্রাহীম ইবনে ইউছুফ হান্জাবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৩৬। হাছান ইবনে ছুফ্ইয়ান (মৃঃ ৩০৩ হিঃ)। 'মোছনাদে কবীর' তাঁহার কিতাব।

৩৭। ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৩০৭ হিঃ)। 'আল মোন্তাকা' তাঁহার কিতাব। শায়খ দেহলবী ইহাকে একটি ছহীহ কিতাব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

৩৮। আবু ইয়া'লা মুছেলী (মৃঃ ৩০৭ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৩৯। ইব্‌নে জরীর তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ)। 'তাহ্‌জীবুল আছার' হাদীছে তাঁহার অভিনব ও উত্তম কিতাব বলিয়া আবদুল আজীজ খাওলী মন্তব্য করিয়াছেন।

৪০। আবু হাফ্‌ছ ওমর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে বাহর (মৃঃ ৩১১ হিঃ) 'আছ্‌ছহীহ্‌' তাঁহার কিতাব। —দুওয়ালে ইছলাম

৪১। ইব্‌নে খোজাইমা মোহাম্মদ ইবনে ইছহাক (মৃঃ ৩১১ হিঃ) 'আছ্‌ছহীহ্‌' তাঁহার কিতাব।

৪২। মোহাম্মদ ইবনে ইছহাক (মৃঃ ৩১৩ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৪৩। আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন্ ইছহাক ইস্পাহানী (৩১৬ হিঃ)। 'আছ্‌ছহীহ্‌' তাঁহার কিতাব।

৪৪। আবু জা'ফর তাহাবী মিছরী (৩২১ হিঃ)। 'শরহে মাআনীল্ আছার' (شرح معانى الآثار) ও 'শরহে মুশ্‌কিলুল আছার'(شرح مشكل الآثار) তাঁহার দুইটি অতি মূল্যবান কিতাব।

৪৫। কাছেম ইবনে আছবাগ আন্দালুছী (মৃঃ ৩৪০ হিঃ)। 'আল্ মোন্তাকা' তাঁহার কিতাব।

৪৬। ইব্‌নে ছাফ্‌ফান ছাঈদ ইবনে ওছমান্ বছরী (৩৫৩ হিঃ)। 'ছহীহ্ মোন্তাকা' তাঁহার কিতাব।

৪৭। আবু হাতেম ইব্‌নে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)। 'আছ্‌ছহীহ্‌' তাঁহার কিতাব।

৪৮। তবরানী ছোলাইমান ইবনে আহ্‌মদ (মৃঃ ৩৬০ হিঃ)। 'মোজামে কবীর', 'মোজামে ছগীর' ও 'মোজামে আওছাত' তাঁহার কিতাব। 'মোজামে কবীরে' প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হাদীছ রহিয়াছে।

৪৯। হাছান ইবনে মোহাম্মদ মাছেরজাছ (ماسرجس) খোরাছানী (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ)। 'মোছনাদে কবীর' নামে ৭০ খণ্ডে তাঁহার একটি হাদীছের কিতাব রহিয়াছে বলিয়া জাহবী উল্লেখ করিয়াছেন। —দুওয়ালে ইছলাম

৫০। আবু ইছহাক ইবনে নাছর রাজী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)। 'মোছ্‌নাদ' তাঁহার কিতাব।

৫১। দারাকুতনী—আবুল হাছান আলী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)। 'ছুনানে কুবরা' প্রভৃতি হাদীছে তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে।

৫২। ইব্‌নে শাহীন—আবু হাফ্‌ছ ওমর (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)। 'মোছনাদ' 'মো'জাম' 'তারগীব' প্রভৃতি তাঁহার কিতাব।

৫৩। খাত্তাবী—আবু ছোলাইমান আহমদ ইবনে মোহাম্মদ বুস্তী (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ)। 'মাআলে-মুছ্‌ছুনান' (معالم السنن) তাঁহার কিতাবের নাম।

৫৪। ইব্‌নে জুমাই—মোহাম্মদ ইবনে আহ্‌মদ (মৃঃ ৪০২ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৫৫। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫ হিঃ)। 'মুস্তাদরাক' তাঁহার কিতাব। ইহা তিনি বোখারী ও মোছলেমের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিয়াছেন।

৫৬। খাওয়ারেজমী (মৃঃ ৪২৫ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৫৭। আবু নোয়াইম ইস্পাহানী (মৃঃ ৪৩০ হিঃ)। 'হিল্‌য়াতুল আওলিয়া' প্রভৃতি তাঁহার কিতাব।

৫৮। বায়হাকী—আবু বকর খোরাছানী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ)। 'ছুনানে কুবরা', 'শোআবুল ঈমান' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব। উভয় কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৯। ইবনে হাজম—আবু মোহাম্মদ আলী জাহেরী আন্দালুছী (স্পেনী মৃঃ ৪৬৫ হিঃ)। 'জামেয়ে ছহীহ' ও 'মাহাল্লা' তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

৬০। জাঞ্জানী—ছা'দ ইবনে আলী (মৃঃ ৪৭১ হিঃ)। 'মোছনাদ' তাঁহার কিতাব।

৬১। হোমাইদী—মোহাম্মদ ইবনে নছর (মৃঃ ৪৮৮ হিঃ)। তিনি 'আল জামউ বাইনাছ্‌ছহী-হাইন' কিতাবে বোখারী ও মোছলিমের হাদীছসমূহ তাকরার বাদ একত্রিত করিয়াছেন।

৬২। আবুল ওয়ালীদ ছোলাইমান বাজী আন্দালুছী (মৃঃ ৪৭৪ হিঃ)। 'আল-মোন্তাকা' তাঁহার কিতাব।

৬৩। হাকিম তিরমিজী—আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ (মৃঃ ৫০৫ হিঃ)। 'নাওয়াদেরুল উছুল' তাঁহার কিতাব।

৬৪। হাফেজ আবু মোহাম্মদ হাছান ইবনে আহমদ ছমরকন্দী হানাফী (মৃঃ ৪৯১ হিঃ)। 'বাহরুল আছানীদ' (بحر الا سانيد من صحاح المسانيد) তাঁহার কিতাব। আবদুল আজীজ খাওলী বলেনঃ 'ইহাতে এক লক্ষ হাদীছের সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহা অতি বিরাট ও উত্তম কিতাব। ইহার ন্যায় কিতাব এ যাবৎ লেখা হয় নাই।'

এছাড়া এ যুগে আরো বহু মোহাদ্দেছ বহু কিতাব লেখেন।

## চতুর্থ যুগ

এ যুগ হিজরী ৫ম শতাব্দীর পর হইতে আরম্ভ হইয়া এ যাবৎ চলিতেছে। এ যুগে হাদীছের মোতাবেক আমলকরণ, হাদীছ শিক্ষাকরণ ও শিক্ষাদান এবং হাদীছের লিখন পূর্বের ন্যায়ই চলিতে আছে, কিন্তু হেফজকরণ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তৃতীয় যুগ পর্যন্তই সমস্ত হাদীছ রাবীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হেফাজতের উদ্দেশ্যে ছনদ সহকারে হাদীছ মুখস্থ রাখার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব, এ যুগের লোকেরা পূর্ববর্তীদের কিতাবের আলোচনা-সমালোচনার প্রতিই মনোনিবেশ করেন। কেহ কাহারো কোন কিতাবের ছনদ বিচার করেন, কেহ উহার সংক্ষেপ করেন, আর কেহ উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। কেহ বা বিভিন্ন কিতাবের হাদীছসমূহ একত্র করিয়া হাদীছের বিশ্বকোষ রচনা করেন, আর কেহ বিভিন্ন কিতাব হইতে হাদীছ নির্বাচন করিয়া সংকলন তৈয়ার করেন। কেহ হাদীছের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা করেন এবং কেহ হাদীছ সংশ্লিষ্ট অপরাপর এল্‌মের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি মনোযোগ দেন। এক কথায় লিখনের ধারা মূল হাদীছ সংকলন হইতে এদিকে মোড় পরিবর্তন করে এবং হাদীছ সম্পর্কীয় বহু শাখা এল্‌মের সৃষ্টি করে।

**ছহীহাইনের একত্রকরণঃ**

অনেকে তাকরার বাদ দিয়া ছহীহাইন অর্থাৎ, বোখারী ও মোছলেম শরীফের হাদীছসমূহকে একত্রিত করিয়াছেন, যথা—

১। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ জাওজাকী (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ)।

২। ইব্‌নুল ফারাত—ইছমাঈল ইবনে আহ্‌মদ (মৃঃ ৪১৪ হিঃ)।

৩। বার্কানী—আহ্‌মদ খাওয়ারেজমী (মৃঃ ৪৩৫ হিঃ)।

৪। মোহাম্মদ ইবনে আবু নছর হোমাইদী (মৃঃ ৪৮৮ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'আল জামউ বাইনাছ্‌ছহীহাইন'। ইহা অতি প্রসিদ্ধ কিতাব।

৫। মুহীউছ্‌ছুন্নাহ্ বাগাবী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ)।

৬। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল হক ইশ্‌বেলী (মৃঃ ৫৮২ হিঃ)।

৭। ইব্‌নে আবিল হুজ্জাহ্—আহমদ ইবনে মোহাম্মদ কোরতবী (কর্ডোভা) (মৃঃ ৬৪২ হিঃ)।

**ছেহাহ ছেত্তার একত্রকরণঃ**

ছেহাহ্ ছেত্তা অর্থাৎ, বোখারী, মোছলেম, আবু দাঊদ, তিরমিজী ও মোআত্তা-এর হাদীছ-সমূহকে তাক্‌রার বাদ দিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক একত্র করিয়াছেন; যথা—

১। 'রজীন'—আবুল হাছান আহ্মদ ইবনে মুআবিয়া আবদারী (মৃঃ ৫৩৫ অথবা ৫২৫ হিঃ)। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন 'তাজ্‌রীদুছ্ ছেহাহ্'। ইহাতে তিনি এমন কতক হাদীছকেও স্থান দিয়াছেন যাহা এ সকল কিতাবে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু তাঁহার কিতাবের তারতীব (বিন্যাস)-ও উত্তম নহে। ইহাকে উত্তমরূপে তারতীব দিয়াছেন মাজ্‌দুদ্দীন ইব্‌নুল আছীর জজরী মুছেলী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ) এবং তাহার নাম করিয়াছেন 'জামেউল উছুল' (جامع الاصول من حديث الرسول) [ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে ইহার একটি হস্তলিখিত কপি বিদ্যমান আছে।] কিন্তু ইহাতে অনেক হাদীছের একাধিক জায়গায় তাক্‌রার রহিয়াছে। এছাড়া তিনি কোনো কোনো হাদীছের সহিত তাঁহার ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণকেও জুড়িয়া দিয়াছেন। ফলে কিতাব বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। এ কারণে অনেকে ইহার সংক্ষেপ করার প্রয়াস পাইয়াছেন। যথা—

(ক) মোহাম্মদ মারওজী (مروزى) (মৃঃ ৬৮২ হিঃ)।

(খ) কাজী হিবাতুল্লাহ্ বারেজী (মৃঃ ৭১৮ হিঃ)। বারেজী একদিকে যেমন, জজরীর ব্যাখ্যা ও ব্যাকরণকে বাদ দিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি রজীন কর্তৃক সংযোজিত ছেহাহ্ ছেত্তার বাহিরের হাদীছসমূকেও ছাঁটাই করিয়াছেন। কিন্তু হাদীছের রাবীদের নাম এবং মূল কিতাবের হাওয়ালা (বরাত) পূর্ববৎ কিতাবের হাশিয়াতেই (মার্জিনে) রাখিয়া দিয়াছেন—যাহাতে পাঠকগণ অনেক সময় ভুলে পতিত হইতে বাধ্য না হয়। বারেজীর এ কিতাবের নাম 'তাজ্‌রীদুল উছুল'—(تجريد الاصول) ইহার কপি কোথাও বিদ্যমান আছে কিনা আমার জানা নাই।

(গ) ইবনুদ্ দীবা শায়বানী (ইবনুর রবী নহে)। আবদুর রহমান ইবনে আলী (মৃঃ ৯৪৪ হিঃ)। তিনি 'জামেউল উছুল'কে উত্তমরূপে সাজাইয়া নাম দিয়াছেন 'তাইছীরুল উছুল'—

(تيسير الوصول الى جامع الاصول)

ইহাতে তিনি প্রত্যেক হাদীছের প্রথম দিকে রাবী ছাহাবীর নাম এবং শেষের দিকে মূল কিতাবের বরাত জুড়িয়া দিয়াছেন। অবশ্য কোনো কোনো হাদীছের অত্যাবশ্যক ব্যাখ্যাকেও পূর্ববৎ বহাল রাখিয়াছেন। এছাড়া তিনি রজীনের অতিরিক্ত হাদীছসমূহকেও বাদ না দিয়া রজীনের নামেই উহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা একটি অতি উত্তম কিতাব। ইহাতে ছেহাহ্ ছেত্তার সমস্ত হাদীছই এক সঙ্গে পাওয়া যায়। অবশ্য অধ্যায়ের তারতীব বর্ণানুক্রমিক হওয়ায় বিষয় তালাশে কিছুটা অসুবিধা ঘটে। (মিছরের ছালাফিয়া (سلفية) প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।)

আমি ইহার প্রথম দুই খণ্ডের হাদীছসমূহ গুনিয়া দেখিয়াছি। ইহাতে রজীনের ৬৫টি হাদীছসহ মোট ২৮৪১টি হাদীছ রহিয়াছে। এ অনুপাতে হিসাব করিলে পূর্ণ চারি খণ্ড কিতাবে পৌণে ছয় হাজারের মত হাদীছ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২। ইবনুল খারাত—আবদুল হক ইশ্‌বেলী (ইশবেলিয়া মৃঃ ৫৮২ হিঃ)। ইনিও ছেহাহ্ ছেত্তার হাদীছসমূহকে তাক্‌রার বাদ দিয়া এক কিতাবে একত্র করিয়াছেন।

৩। কুতবুদ্দীন নহরওয়ালী সিন্ধী, মক্কী (মৃঃ ৯৯০ হিঃ)। তাঁহার 'জামেউছ্ ছেহাহ্' একটি উত্তম কিতাব বলিয়া খাওলী মত প্রকাশ করিয়াছেন। —মিফ্‌তাহ-১১০ পৃঃ

৪। হাফেজ জিয়াউদ্দীন মাক্‌দেছী (৭৪৩ হিঃ)। তিনি তিরমিজী ব্যতীত বাকী পাঁচ কিতাবের মোত্তাফাকাহ্ (একমতে বর্ণিত) হাদীছসমূহকে একত্র করিয়া নাম দিয়াছেন 'আল্ মুয়াফিকাত'।

৫। শায়খ মানছুর আলী নাছীফ মিছরী। তিনি হাল জমানার লোক। তিনি 'ইব্‌নে মাজাহ্'কে বাদ দিয়া অপর পাঁচ কিতাবের হাদীছসমূহকে ফেকাহর তারতীব অনুসারে সাজাইয়াছেন এবং নাম

দিয়াছেন 'আত্তাজুল জামে' (التاج الجامع الاصول) ইহা মিছরের হালাবিলা লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিষয় অনুসারে হাদীছ তালাশ করিতে বেশ সুবিধা হয়।

**সাধারণ জামে':**

অনেকে আবার বিভিন্ন কিতাবের হাদীছসমূহকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করিয়া হাদীছের বিশ্বকোষ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সকল কিতাবকে সাধারণতঃ 'জামে' বা 'জাওয়ামে' বলা হইয়া থাকে। নীচে এরূপ কতিপয় প্রসিদ্ধ জামে'র নাম দেওয়া গেলঃ

১। 'বাহ্রুল্ আছানীদ'—আবু মোহাম্মদ হাছান ইবনে আহমদ ছমরকন্দী (মৃঃ ৪৯১ হিঃ)। তাঁহার কিতাবে তিনি এক লক্ষ হাদীছের সমাবেশ করিয়াছেন বলিয়া আবদুল আজীজ খাওলী উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহাকেই হাদীছের সর্ববৃহৎ কিতাব বলা যাইবে। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে কিনা তাহা আমার জানা নাই।

২। 'জামেউল্ মাছানীদ' (جامع المسانيد والالقاب) —ইব্নুল জাওজী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ)। ইহাতে তিনি ছহীহাইনের সহিত তিরমিজী ও মোছনাদে আহ্মদের হাদীছকে একত্র করিয়াছেন। আহ্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ মক্কী (মৃঃ ৯৬৪ হিঃ) ইহাকে উত্তমরূপে সাজাইয়াছেন।

৩। 'জামেউল মাছানীদ'—ইবনে কাছীর—হাফেজ ইছ্মাঈল ইবনে কাছীর দেমাশ্কী (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ)। ইহাতে তিনি ছেহাহ্ ছেত্তার হাদীছের সহিত মোছনাদে আহমদ, মোছনাদে আবু ইয়ালা, মোছনাদে বাজ্জার ও তবরানীর তিনটি মো'জামের হাদীছকে একত্র করিয়াছেন।

৪। 'মাজ্মাউজ্ জাওয়ায়েদ' (مجمع الزوائد) —নূরুদ্দীন আবুল হাছান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে ছোলাইমান হায়ছমী (৮০৭ হিঃ)। ইহাতে তিনি ইবনুল আছীরের 'জামেউল উছুলের' সহিত মোছনাদে আহমদ, মোছনাদে আবু ইয়ালা, মোছনাদে বাজ্জার ও তবরানীর তিনটি মো'জাম অর্থাৎ, মোট ১২টি কিতাবের হাদীছকে একত্র করিয়াছেন। ইহা দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। 'তাছ্হীলুল-উছুল' (تسهيل الوصول الى جامع الاصول) —মাজ্দুদ্দীন ফিরোজাবাদী (মৃঃ ৮১৭ হিঃ)। ইহাতে তিনি জজরীর 'জামেউল উছুল'কে উত্তমরূপে সাজাইয়া উহার সহিত আরো কতিপয় কিতাবের হাদীছকে একত্র করিয়াছেন।

৬। 'ইত্হাফুল খেয়ারাহ্' (اتحاف الخيرة) —আহমদ ইবনে আবু বকর বুছীরী (মৃঃ ৮৪০ হিঃ)। ইহাতে ছেহাহ্ ছেত্তার হাদীছের সহিত মোছনাদে তায়ালছী, মোছনাদে হোমাইদী, মোছনাদে মোহাম্মদ, মোছনাদে ইবনে আবু আমর, মোছ্নাদে ইছ্হাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ, মোছনাদে ইব্নে আবু শায়বা, মোছনাদে আহ্মদ ইবনে মুনীর, মোছনাদে আব্দ ইবনে হোমাইদ, মোছনাদে হারেছ ইবনে আবু ওছামা, মোছনাদে আবু ইয়ালা—মোট ১৬টি কিতাবের হাদীছ একত্র করা হইয়াছে। ইহা একশত 'বাব' বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

৭। 'জামউল্ জাওয়ামে' (جمع الجوامع) —জালালুদ্দীন ছুয়ুতী মিছরী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। ইহাতে তিনি সমস্ত হাদীছকে একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি এন্তেকাল করেন। শায়খ আলী মোত্তাকী জৌনপুরী মক্কী (মৃঃ ৯৫৫ হিঃ) 'জামউল জাওয়ামে'কে উত্তমরূপে সাজাইয়া 'কান্জুল্ উম্মাল' (كنز العمال) নাম করিয়াছেন। 'কান্জুল উম্মাল'কে সংক্ষেপ করিয়া নাম করিয়াছেন 'মোন্তাখাবে কানজুল উম্মাল'। ইহাতে মোট ৩০ হাজার হাদীছ রহিয়াছে, মোত্তাকীর উভয় কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। 'জামউল ফাওয়ায়েদ' (جمع الفوائد) —মোহাম্মদ ইবনে ছোলাইমান ইব্‌নুল ফাছী (মৃঃ ১০৯৪ হিঃ)। ইহাতে 'মাজ্‌মাউজ জাওয়ায়েদের' হাদীছের সহিত ইবনে মাজাহ্‌ ও ছুনানে দারেমীর হাদীছসমূহকে একত্র করা হইয়াছে। এ হিসাবে ইহা ১৪টি কিতাবের সমষ্টি। ইহা অতি ক্ষুদ্র লিখো অক্ষরে মাত্র এক জিলদে হিন্দুস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, হাদীছের এ জাতীয় সমষ্টিগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে। ছহীহ্‌ কিতাবসমূহ হইতে যে সকল হাদীছ গৃহীত হইয়াছে কেবল সে সকল হাদীছই ছহীহ্‌। অপরাপর কিতাব বিশেষ করিয়া মোছনাদসমূহ হইতে যে সকল হাদীছ গৃহীত হইয়াছে সে সকল হাদীছ বিচারসাপেক্ষ। মোহাদ্দেছগণের বিচারে যে যে হাদীছ ছহীহ্‌ বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কেবল সে সে হাদীছই গ্রহণযোগ্য। মোছনাদসমূহের মধ্যে এক মোছনাদে আহমদই নির্ভরযোগ্য কিতাব।

**সংকলন ঃ**

কেহ কেহ হাদীছের মূল কিতাব হইতে আবশ্যক হাদীছ নির্বাচন করিয়া সংকলন (ইন্তেখাব) তৈয়ার করিয়াছেন। কতিপয় মশ্‌হুর সংকলনের নাম নীচে দেওয়া গেল ঃ

১। মাছাবীহুছ্‌ছুন্নাহ্‌—মুহীউছ্‌ছুন্নাহ্‌ বাগাবী (মৃঃ ৫১৬ হিঃ)। ইহাতে তিনি মোট ৪৪৩৪টি হাদীছ সংকলন করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রত্যেক অধ্যায়কে দুইটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া প্রথম পরিচ্ছেদে বোখারী ও মোছলেমের এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'হেছান' নামে অপরাপর কিতাবের হাদীছসমূহকে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক হাদীছের প্রথম দিকে বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম এবং শেষের দিকে মূল কিতাবের বরাত না দেওয়ায় পরবর্তী লোকগণ ইহার বিরূপ সমালোচনা করিতে থাকেন। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে খতীব তাবরেজী মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ প্রত্যেক হাদীছের প্রথম দিকে বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম এবং শেষের দিকে মূল কিতাবের বরাত জুড়িয়া দেন। অধিকন্তু তিনি প্রায় সকল অধ্যায়ের শেষ ভাগেই তৃতীয় একটি পরিচ্ছেদ (ফছল) বাড়াইয়া উহাতে অধ্যায় সংশ্লিষ্ট আরো বহু হাদীছের সমাবেশ করেন। অতঃপর ইহার নাম করেন 'মেশকাতুল্‌ মাছাবীহ' (ইহাই আমাদের আলোচ্য কিতাব)। উভয় কিতাব প্রকাশিত।

২। মাশারেকুল আনওয়ার—শায়খ হাছান ছাগানী লাহোরী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ)। ইহাতে তিনি 'ছহীহাইন' হইতে মোট ২২৪৬টি শুধু রছূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর কাওলী হাদীছকে নির্বাচন করিয়াছেন। ইহার তারতীব এক নূতন ধরনের বর্ণানুক্রমিক। ইহা হাদীছের একটি অতি মূল্যবান ও মকবুল কিতাব। ইহা বহু শতাব্দীব্যাপী বিভাগপূর্ব ভারত ও অন্যান্য দেশের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। ইহার বহু শরাহ্‌ রহিয়াছে। ছৈয়দ আহ্‌মদ শহীদের খলীফা মাওলানা খুর্‌রম আলী বালহুরী ইহার উর্দু তরজমা ও সংক্ষিপ্ত শরাহ্‌ লেখেন। মাওলানা আবদুল হালীম চিশ্‌তী ইহাকে ছুনানের তারতীব অনুসারে সাজাইয়া বালহুরীর তরজমা ও শরাহ্‌সহ হালে করাচী হইতে প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। 'আল লু'লুউ ওয়াল মারজান' (اللؤلؤ والمرجان فيما يتفق عليه الشيخان) —ওস্তাদ মোহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী মিছরী। ইহাতে কেবল ছহীহাইনের 'মোত্তাফাক আলাইহে' হাদীছ-সমূহ একত্র করা হইয়াছে। ইহা মিছরের হালাবিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এছাড়া আহ্‌কাম সম্পর্কীয় কিতাবসমূহও আসলে এ জাতীয় সংকলনই। পরবর্তী অধ্যায়ে এ জাতীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম দেওয়া গেল।

**আহ্কাম বিষয়ক হাদীছসমূহের একত্রকরণ ঃ**

অনেকে আবার শুধু আহ্কামের হাদীছসমূহকে একত্র করিয়াছেন। যথা—

১। ইবনুল খারাত—আবু মোহাম্মদ আবদুল হক ইশ্‌বেলী (মৃঃ ৫৮১ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'আহ্কামে কুবরা' ও 'আহ্কামে ছুগ্‌রা'।

২। হাফেজ আবদুল গনী মাক্‌দেছী (মৃঃ ৬০০ হিঃ)। 'উমদাতুল আহ্কাম' তাঁহার কিতাবের নাম। ইহাতে তিনি 'ছহীহাইনের' আহ্কাম বিষয়ক হাদীছসমূহ একত্র করিয়াছেন। ইবনে দাকীকুল ঈদ ইহার এক সংক্ষিপ্ত শরাহ্ করিয়াছেন। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। ইবনে শাদ্দাদ হালাবী (মৃঃ ৬৩৬ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'দালায়েলুল আহ্কাম'।

৪। শায়খুল ইছলাম মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (মৃঃ ৬৫২ হিঃ)। (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দাদা।) তাঁহার কিতাবের নাম 'মোন্তাকাল আখবার' (منتقى الاخبار)। ইহাতে তিনি ছেহাহ্ ছেত্তাহ্ এবং মোছনাদে আহমদের আহ্কাম সম্পর্কীয় হাদীছসমূহকে একত্র করিয়াছেন। ইহা একটি উত্তম কিতাব। কাজী শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ) 'নায়লুল আওতার' (نيل الاوطار) নামে ইহার এক বিস্তারিত শরাহ্ করিয়াছেন।

৫। শায়খ মুহেব্ব্ তাবারী (মৃঃ ৬৯৪ হিঃ)। 'আহ্কামে কুবরা,' 'আহ্কামে ছুগরা' ও 'আহ্কামে উছতা' নামে তাঁহার তিনটি কিতাব রহিয়াছে।

৬। ইব্‌নে দাকীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'আল ইলমাম'— (الالمام فى احاديث الاحكام) তিনি নিজে ইহার এক শরাহ্ও করিয়াছেন।

৭। ইবনে কাছীর—ইমাদুদ্দীন (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'আহ্কামে ছুগরা'।

৮। শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কোদামাহ্ হাম্বলী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ)। তাঁহার 'আল মোহার্‌রার'— (المحرر) একটি উত্তম কিতাব। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। জায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'তাক্‌রীবুল আছানীদ'— (تقريب الاسانيد)। তাঁহার পুত্র আবু জুরআ (ابوزرعه) ইরাকী ইহার এক শরাহ্ করিয়াছেন। ৮ জিলদে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'বুলুগুল মারাম'। ইহাতে ১৪০০ শত হাদীছ রহিয়াছে। ইহার বহু শরাহ্ হইয়াছে। ইছমাঈল ছাগানী লাহোরী কৃত 'ছুবুলুছ ছালাম' (سبل السلام) ইহার একটি উত্তম শরাহ্।

১১। জহীর আহ্ছান শাওক্ নিমুবী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'আছারুছছুনান' (آثار السنن)। ইহা কিতাবুছ্ছালাত পর্যন্ত মাত্র। ইহাতে হানাফী মাজহাব সংক্রান্ত হাদীছসমূহের সমাবেশ করা হইয়াছে।

১২। মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী থানবী। তাঁহার কিতাবের নাম 'এ'লাউছ্ছুনান'— (احياء السنن - اعلاء السنن)। মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর আদেশক্রমে ইহাতে তিনি হানাফী মাজহাব সম্পর্কীয় হাদীছসমূহ একত্র করিয়াছেন এবং তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা ২০ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট কিতাব। পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩। মাওলানা জাফরুদ্দীন রেজাবী। তাঁহার কিতাবের নাম 'জামেয়ে রেজাবী'— (جامع رجوى)। ইহাতেও কেবল হানাফী মাজহাব বিষয়ক হাদীছসমূহই একত্র করা হইয়াছে। ইহা দুই জিলদে সমাপ্ত।

১৪। মুফতী ছৈয়দ আমীমুল এহ্ছান (হেড মৌলবী ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা)। তাঁহার কিতাবের নাম 'ফেক্হুছছুনানে ওয়াল আছার' (فقه السنن والآثار)। ইহাতেও শুধু হানাফী মাজহাব সম্পর্কীয় হাদীছসমূহের সমাবেশ করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা একটি উত্তম কিতাব। ইহা এক জিলদে প্রকাশিত হইয়াছে।

## চতুর্থ যুগের

## কতিপয় প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ

১। মহীউছ্ছুন্নাহ্ বাগাবী—আবু মোহাম্মদ হোছাইন ইবনে মাছউদ (মৃঃ ৫১৬ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। যথা—'মো'জাম,' 'শরহে ছুন্নাহ্,' 'মাছাবীহুছ্ ছুন্নাহ্ (মেশকাত শরীফ ইহারই সংশোধিত আকার), 'আল জামউ বাইনাছ ছহীহাইন' (الجمع بين الصحيحين) প্রভৃতি।

২। রজীন—আবুল হোছাইন ইবনে মুআবিয়া আবদারী ইমামুল হারামাইন (মৃঃ ৫৩৫ হিঃ)। ইনিই প্রথম ছেহাহ্ ছেত্তাকে একত্র করিয়াছেন। 'জামেউল উছুল' ইহারই সংশোধিত সংস্করণ।

৩। মাজরী—আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে আলী (মৃঃ ৫৩৬ হিঃ)। 'শরহে মোছলেম' প্রভৃতি তাঁহার কিতাব।

৪। ইবনুল আরবী—কাজী আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ মালেকী (৫৫৩ হিঃ)। 'আহ্-কামুল কোরআন' ও 'আরেজাতুল আহ্ওয়াজী' (শরহে তিরমিজী) তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ কিতাব।

৫। কাজী ইয়াজ—আবুল ফজল ইবনে আমর ছবতী মালেকী (মৃঃ ৫৪৪ হিঃ)। ছীরাতুন্নবী সম্পর্কে 'শাফা' নামে তাঁহার একটি অতি মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। 'মাশারেকুল আন্ওয়ার' তাঁহার অপর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। ইহাতে তিনি মোআত্তা ও ছহীহাইনের হাদীছসমূহ একত্র করিয়া উহার শরাহ্ করিয়াছেন।

৬। ফিরদাউছ দায়লামী হামদানী (মৃঃ ৫৫৮ হিঃ)। 'মোছনাদে ফিরদাউছ' তাঁহার একটি মূল কিতাব।

৭। ইবনুল আছাকের—আবুল কাছেম ইবনে হাছান (মৃঃ ৫৭১ হিঃ)। 'মো'জাম' তাঁহার একটি মূল কিতাব। এছাড়া 'আরবাঈন' ও 'মোয়াফেকাত' (موافقات) নামে হাদীছে তাঁহার আরো দুইটি কিতাব রহিয়াছে। 'তারীখে দেমাশ্ক' তাঁহার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কিতাব।

৮। ইব্নে জাওজী—আবুল ফরজ আবদুর রহমান বাগদাদী হাম্বলী (মৃঃ ৫৭৭ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৯। ইবনুল খারাত—আবদুল হক ইশ্বেলী (মৃঃ ৫৮১ হিঃ)। 'আল আহ্কাম' প্রভৃতি তাঁহার কিতাব।

১০। ছুহাইলী—আবুল কাছেম আবদুর রহমান মালেকী (মৃঃ ৫৮১ হিঃ)। 'রাওজুল আনাফ' শরহে—ছীরাতে ইবনে হিশাম তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

১১। আবদুল গনী মাকদেছী হাম্বলী (মৃঃ ৬০০ হিঃ)। হাদীছে 'উমদাতুল আহ্কাম'—(عمدة الاحكام) এবং রেজালে 'আল কামাল' তাঁহার দুইটি মূল্যবান কিতাব।

১২। ইবনুল আছীর—মাজদুদ্দীন মোবারক বিন মোহাম্মদ জজরী (৬০৬ হিঃ)। প্রসিদ্ধ 'জামে-উল উছুল' তাঁহারই কিতাব। তাঁহার 'নেহায়া' হাদীছের অভিধান সম্পর্কে একটি মূল্যবান কিতাব।

১৩। ইবনুল আছীর—ইজ্জুদ্দীন আবুল হোছাইন আলী ইবনে মোহাম্মদ জজ্‌রী (মৃঃ ৬৩০ হিঃ)। ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে 'উছদুল গাবাহ্' (اسد الغابة) এবং ইতিহাস সম্পর্কে 'আল কামেল' তাঁহার দুইটি জগদ্বিখ্যাত কিতাব। (প্রকাশিত)

১৪। ইবনুছ ছালাহ্—তকীউদ্দীন ইবনে ওছমান (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ)। উছুলে হাদীছ সম্পর্কে তাঁহার 'আল মোকাদ্দমা' অতি মূল্যবান কিতাব। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। মাজদুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ)। 'আনছাবুল মোহাদ্দেছীন' তাঁহার রেজালের কিতাব।

১৬। শায়খ হাছান ছাগানী লাহোরী হানাফী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ)। 'মাশারেকুল আনওয়ার' এবং 'শরহে বোখারী' প্রভৃতি তাঁহার অনেক মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

১৭। শায়খুল ইছলাম ইবনে তাইমিয়া ঃ মাজদুদ্দীন আবদুছ্ছালাম হাররানী (৬৫২ হিঃ)। প্রসিদ্ধ ইমাম তকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া তাঁহারই পৌত্র। 'মোন্তাকাল আখবার' তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

১৮। আল মুনজেরী—আবদুল আজীম ইবনে আবদুল করীম (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ)। 'আত্‌তারগীব ওয়াততারহীব' ও 'মোখতাছারে আবু দাঊদ' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

১৯। ইবনে ছাইয়্যেদুন্‌নাছ—আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ (মৃঃ ৬৫৯ হিঃ)।—(عيون الاثر) 'উয়ুনুল আছর' ও 'শরহে তিরমিজী' প্রভৃতি তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে।

২০। তূরে পেশ্‌তী—শিহাবুদ্দীন ফজলুল্লাহ্ (মৃঃ ৬৬০ হিঃ)। 'শরহে মাছাবীহ্' প্রভৃতি তাঁহার কিতাব।

২১। ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুছ ছালাম 'শায়খুল ইসলাম' (মৃঃ ৬৬০ হিঃ)।

২২। নাওয়াবী—মুহীউদ্দীন আবু জাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে শরফুদ্দীন (৬৭৬ হিঃ)। তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে যথা—'শরহে মোছলেম', 'কিতাবুল আজকার', 'কিতাবুর রিয়াজ' প্রভৃতি।

২৩। ইবনে দাকীকুল ঈদ—আবুল ফাত্‌হ তকীউদ্দীন মোহাম্মদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ)। 'শরহে উমদাতুল আহ্‌কাম' প্রভৃতি তাঁহার কিতাব।

২৪। দামইয়াতী আবু মোহাম্মদ (মৃঃ ৭০৭ হিঃ)। 'মো'জাম' প্রভৃতি তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে।

২৫। ইমাম ইবনে তাইমিয়া—তকীউদ্দীন ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুছ ছালাম হার্‌রানী (মৃঃ ৭২৮ হিঃ)। 'মিন্‌হাজুছ্ছুন্নাহ্' প্রভৃতি তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

২৬। কুতবুদ্দীন হালাবী হানাফী (মৃঃ ৭৪০ হিঃ)। 'শহরে বোখারী' প্রভৃতি তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে।

২৭। খতীব তাবরিজী—ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ (৮ শতকের শেষ)। 'মেশকাত' তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

২৮। মেজ্জী—আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন ইউছুফ (মৃঃ ৭৪২ হিঃ)। রেজাল শাস্ত্রে 'তাহ্-জীবুল কামাল' তাঁহার কিতাব।

২৯। হাফেজ জিয়াউদ্দীন মাক্‌দেছী (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ)। 'মোয়াফেকাত' নামে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

৩০। তীবী—শরফুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে হাছান (মৃঃ ৭৪৩ হিঃ)। তিনি মেশকাত প্রণেতা খতীব তাবরিজীর উস্তাদ এবং 'মেশকাতের' প্রথম ব্যাখ্যাকার।

৩১। ইবনে কুদামাহ—মোহাম্মদ ইবনে আহমদ হাম্বলী (মৃঃ ৭৪৪ হিঃ)। 'আল মুহার্‌রার', 'আল মুগনী' তাঁহার দুইটি মূল্যবান কিতাব।

৩২। জাহবী—শামছুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)। ইনি রেজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম। তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। রেজালের প্রসিদ্ধ কিতাব 'তাযকেরাতুল হোফ্‌ফাজ', 'মীজানুল ইতেদাল', 'তাজরীদু আছমাইছ ছাহাবা' এবং ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'দুওয়ালুল ইসলাম' তাঁহারই কিতাব।

৩৩। ইবনুল কাইয়্যেম—শামছুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ (মৃঃ ৭৫১ হিঃ)। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার শাগরিদ। 'এলামুল মুয়াক্কেয়ীন' 'এহ্‌কামুল আহ্‌কাম' 'জাদুল মাআদ' (زاد المعاد) প্রভৃতি তাঁহার মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৩৪। তকীউদ্দীন ছুবকী (মৃঃ ৭৫৬ হিঃ)। ইনি মিছরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 'শিফাউছ ছাকাম' (شفاء السقام) প্রভৃতি তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৩৫। হাফেজ জামালুদ্দীন জায়লায়ী হামদানী (মৃঃ ৭৬২ হিঃ)। 'নছবুর রায়াহ্'—
(نصب الراية فى تخريج احاديث الهداية) তাঁহারই কিতাব।

৩৬। শায়খ আলাউদ্দীন মোগলতায়ী হানাফী (মৃঃ ৭৬২ হিঃ)। 'শরহে ইবনে মাজাহ্' প্রভৃতি তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৩৭। আলাউদ্দীন মারদীনী হানাফী (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ)। 'আল জওহারুন্ নাকী' (الجوهر النقى) তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কিতাব।

৩৮। কিরমানী—শামছুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে ইউছুফ (মৃঃ ৭৮৬ হিঃ)। তাঁহার বোখারীর শরাহ্ একটি প্রসিদ্ধ কিতাব (প্রকাশিত)।

৩৯। ইব্‌নে রজব হাম্বলী (ابن رجب) —জায়নুদ্দীন (মৃঃ ৭৯৫ হিঃ)। 'শরহে বোখারী' 'শরহে তিরমিজী' 'শরহে আরবাঈনে নাওয়াবী' প্রভৃতি তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৪০। জায়নুদ্দীন ইরাকী—আবদুর রহীম ইবনে ছোলাইমান শাফেয়ী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ)। 'আলফিয়াহ্,' 'তাখরীজে আহাদীছে এহ্‌য়াউল উলুম' প্রভৃতি তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে।

৪১। নূরুদ্দীন হায়ছমী (মৃঃ ৮০৭ হিঃ)। 'মাজমাউজ জাওয়ায়েদ' তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কিতাব।

৪২। দামীরী—কামালুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে মূছা (মৃঃ ৮০৮ হিঃ)। 'শরহে ইবনে মাজাহ্' এবং জীববিজ্ঞানের বিখ্যাত কিতাব 'হায়াতুল হায়ওয়ান' তাঁহারই কিতাব।

৪৩। নূরুদ্দীন শিরাজী (মৃঃ ৮১৬ হিঃ)। ইনি ছৈয়দ শরীফ জুরজানীর শাগরিদ ছিলেন। তিনি ইরান হইতে হাদীছ লইয়া হিন্দুস্থানে আগমন করেন।

৪৪। ফিরোজাবাদী—মাজদুদ্দীন আবু তাহের মোহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব (মৃঃ ৮১৭ হিঃ)। হাদীছে 'আল আহাদীছুজ জঈফাহ্' এবং 'লোগাতে কামূছ' প্রভৃতি তাঁহার বহু বিখ্যাত কিতাব রহিয়াছে।

৪৫। হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী—আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন শাফেয়ী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)। হাদীছ ও রেজাল শাস্ত্রে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। বোখারীর শরাহ্ 'ফাত্‌হুল বারী' (فتح البارى) তাঁহার অমর কীর্তি। 'বুলুগুল মারাম' 'তাহ্‌জীবুত তাহ্‌জীব,' 'লেছানুল মীজান', 'নোখবাতুল ফিক্‌র' প্রভৃতি তাঁহার হাদীছ ও রেজালের কিতাব।

৪৬। আইনী—হাফেজ বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহ্‌মদ হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)। তাঁহার

বোখারীর শরাহ্ 'উমদাতুল কারী' (عمدة القارى) অতি মূল্যবান কিতাব। এছাড়া 'মুগনীল-আখইয়ার' প্রভৃতি তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৪৭। তকীউদ্দীন শোমান্নী (شمنى) আবুল আব্বাছ হানাফী (মৃঃ ৮৭২ হিঃ)।

৪৮। কাছেম ইবনে কুত্লুবাগা হানাফী (মৃঃ ৮৭৯ হিঃ)। 'শরহে মাফাতীহ্', (شرح مفاتيح) 'শরহে ফাতহুল মুগীছ' প্রভৃতি তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে।

৪৯। ছাখাবী—শামছুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আলী (মৃঃ ৯০২ হিঃ)। 'আল্কওলুল বাদী,' 'আল মাকাছেদুল হাছানাহ্' প্রভৃতি তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৫০। ছুয়ুতী—জালালুদ্দীন শাফেয়ী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। হাদীছ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। হাদীছের 'জামউল জাওয়ামে' তাঁহারই কিতাব।

৫১। কাস্তালানী—শিহাবুদ্দীন শাফেয়ী (মৃঃ ৯২২ হিঃ)। বোখারীর শরাহ 'আল ইরশাদুছ্ছারী' (الارشاد السارى) এবং ছীরাতের 'আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া' (المواهب اللدنية) তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

৫২। ইবনে হাজার মক্কী—আবুল আব্বাছ আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ (মৃঃ ৯৪৫ হিঃ)। 'জাওয়াজির' (الزواجر) প্রভৃতি তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৫৩। শায়খ আলী মোত্তাকী বোরহানপুরী মক্কী (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ)। হাদীছ, কোরআন সম্পর্কে তাঁহার শতাধিক কিতাব রহিয়াছে। হাদীছের বিখ্যাত কিতাব 'কান্জুল উম্মাল' (كنز العمال) তাঁহারই অমর কীর্তি।

৫৪। শায়খ মোহাম্মদ তাহির পাট্নী গুজরাটী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ)। 'মাজমাউল বেহার'—(مجمع البحار) নামে হাদীছের অভিধান সম্পর্কে তাঁহার একটি বিরাট ও মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। এছাড়া 'মাওজু' হাদীছ সম্পর্কে 'আল মাওজুআত' ও 'কানূনুল মাওজুআত' নামে তাঁহার আরো দুইটি কিতাব রহিয়াছে। রেজাল শাস্ত্রে তাঁহার 'আল মুগ্নী (المغنى) একটি সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান কিতাব।

৫৫। মোল্লা আলী কারী—নূরুদ্দীন আলী ইবনে ছুলতান মোহাম্মদ হারাবী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)। হাদীছে মেশকাত শরীফের শরাহ্ 'মেরকাত' (مرقات) এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার আরো বহু কিতাব রহিয়াছে।

৫৬। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী—শায়খ আহ্মদ সারহিন্দী (মৃঃ ১০৩৫ হিঃ)। 'আরবাঈন' নামে হাদীছে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে। এছাড়া তাঁহার মিশনের ভিত্তিই ছিল হাদীছের উপর।

৫৭। মোনাবী—শামছুদ্দীন মোহাম্মদ আবদুর রউফ (মৃঃ ১০৩৫ হিঃ)। 'আল্ আত্হাফুছ ছানিয়া' তাঁহার হাদীছের কিতাব।

৫৮। আজীজী—আলী ইবনে আহ্মদ (মৃঃ ১০৪৩ হিঃ)। 'আছ্ছিরাজুল্ মুনীর' নামে তিনি ছুয়ুতীর 'জামেয়ে ছগীরের' এক শরাহ্ করিয়াছেন।

৫৯। শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ)। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার এক শতকের মত কিতাব রহিয়াছে। মেশ্কাত শরীফের শরাহ্ 'লুম্আত', 'আশেয়্যাতুল লুম্আত' (اشعة اللمعات) তাঁহারই কিতাব। ছীরাতে তাঁহার 'মাদারেজুন নুবুওত' 'শরহে ছিফরুছ ছাআদাত' (سفر السعادة) দুইটি প্রসিদ্ধ কিতাব।

৬০। হাফেজ ফোর্‌রুখ শাহ্‌ ইবনে খাজিনুর রহ্‌মাত ইবনে ইমাম রব্বানী (মৃঃ ১০৭০ হিঃ)। ছনদসহ তাঁহার ৭০ হাজার হাদীছ মুখস্থ ছিল।

৬১। শায়খ মোহাম্মদ নূরুল হক ইবনে শায়খ আবদুল হক দেহলবী (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ)। তিনি 'তাইছীরুল কারী' নামে বোখারী শরীফের একটি শরাহ্‌ করেন। এছাড়া ভারত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার একটি মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৬২। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (মৃঃ ১১২৯ হিঃ)। তিনি বোখারী শরীফ ব্যতীত ছেহাহ্‌ ছেত্তার অপর পাঁচ কিতাব এবং মোছনাদে আহমদের শরাহ্‌ করিয়াছেন। —ওলামায়ে হিন্দ। কিন্তু মুফতী আমীমুল এহছান ছাহেব মোছনাদে আহমদের স্থলে মোছনাদে আবু হানীফার উল্লেখ করিয়াছেন।

৬৩। শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ)। তিনি ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। হাদীছে তাঁহার 'মোআত্তা-এ-মালেকের' আরবী শরাহ্‌ 'আল্‌ মুছাওয়া' (المسوى) ফারছী শরাহ্‌ 'আল মুছাফ্‌ফা' (المصفى) এবং বোখারী শরীফের 'শরহে তারাজেমে আবওয়াবে বোখারী' অতি মূল্যবান কিতাব। এছাড়া তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল্‌ বালেগাহ্‌'-এর শেষাংশও আসলে হাদীছেরই শরাহ্‌।

৬৪। ছৈয়দ মোরতাজা হোছাইন বিলগিরামী জাবীদী (মৃঃ ১২০৫ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার ১৭/১৮টি কিতাব রহিয়াছে। 'তাজরীদুল্‌-বোখারী' তাঁহারই কিতাব।

৬৫। শাহ্‌ আবদুল আজীজ দেহলবী (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ)। তিনি শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ দেহলবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। 'উজালায়ে নাফেয়াহ্‌', 'বুস্তানুল মোহাদ্দেছীন,' 'তা'লীকাতুল মুছাওয়া' ও 'আল্‌ মাওজুআত' তাঁহার হাদীছ সম্পর্কীয় কিতাব। মাওলানা আবদুল আহাদ কাছেমী 'উজালা'র আরবী অনুবাদ করিয়াছেন।

৬৬। কাজী মোহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী ইয়ামানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ)। তিনি এ যুগের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ। 'নায়লুল্‌ আওতার' (نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار) তাঁহার একটি মূল্যবান কিতাব।

৬৭। শায়খ আবেদ সিন্ধী (মৃঃ ১২৫৭ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার 'শরহে তাইছীরুল্‌ উছুল, 'শরহে বুলুগুল্‌ মারাম,' 'হছরুশ্‌ শারিদ' (حصر الشارد) প্রভৃতি অনেক মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৬৮। শাহ্‌ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবী (মৃঃ ১২৬২ হিঃ)। তিনি শাহ্‌ আবদুল আজীজ দেহলবীর দৌহিত্র ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

৬৯। শাহ্‌ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলবী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ)। ইবনে মাজাহ্‌র শরাহ্‌ 'ইন্‌জাহুল হাজাহ্‌' (انجاح الحاجة) তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। তিনি শাহ্‌ ইছহাকের শাগরিদ এবং মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গুহী ও দেওবন্দ 'দারুল উলুম'-এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাছেম ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের ওস্তাদ ছিলেন।

৭০। মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার বোখারী শরীফের একটি সুপ্রচলিত শরাহ্‌ রহিয়াছে। (বোখারীর হাশিয়ায় প্রকাশিত)

৭১। নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খাঁ (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ)। হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৭২। মিঞা ছাহেব—ছৈয়দ নজীর হোছাইন দেহলবী (মৃঃ ১৩২০ হিঃ)। তিনি এ যুগের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ওস্তাদ ছিলেন।

৭৩। মাওলানা শামছুল হক ডায়ানবী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ)। তাঁহার 'গায়াতুল মাকছুদ' নামে আবু দাঊদ শরীফের একটি উত্তম শরাহ্ রহিয়াছে।

৭৪। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী (১৩৪৬ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার আবু দাঊদ শরীফের শরাহ্ 'বজলুল মাজহুদ' একটি মূল্যবান কিতাব। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৭৫। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাছান দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ মোঃ ১৯২০ ইং)। তিনি এ যুগের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবং দেওবন্দ মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ ছিলেন।

৭৬। মাওলানা ছৈয়দ আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ)। তিনি এ যুগের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ছিলেন। বোখারী শরীফের শরাহ্ 'ফয়জুল বারী' (فيض البارى) এবং তিরমিজী শরীফের শরাহ্ 'আল আরফুশ্‌শাজী' (العرف الشذى) তাঁহারই তাক্‌রীরের (বক্তৃতার) সমষ্টি। উভয় কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে।

৭৭। মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ মোঃ ১৯৪৯ ইং)। মোছলেম শরীফের শরাহ্ 'ফত্‌হুল মুলহিম' তাঁহার প্রসিদ্ধ কিতাব।

৭৮। আল্লামা জাহিদুল কাওছারী ইস্তাম্বুলী মিছ্‌রী (মৃঃ ১৩৭৪ হিঃ)। তিনি এ যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি মোস্তফা কামাল কর্তৃক ইস্তাম্বুল হইতে নির্বাসিত হন এবং মিছরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৭৯। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ (ফয়জ আবাদী) মদনী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ)। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমের শায়খুল হাদীছ ছিলেন।

# চতুর্থ অধ্যায়

## হাদীছ জাল ও তার প্রতিকার

রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর ছাহাবীগণ রছূলুল্লাহ্‌র নামে হাদীছ জাল করিয়া বর্ণনা করা তো দূরের কথা, তাঁহাদের জানা হাদীছ বর্ণনা করিতেও ভয় করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাঁহাদিগকে তাঁহার রছূলের সাহচর্যের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাতিরে নিজেদের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া রছূলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারাই রছূলের নামে মিথ্যা হাদীছ গড়িয়া সেই দ্বীনের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করিয়া দিবেন ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

মোছলেম প্রভৃতি ছহীহ্ কিতাবে 'মোতাওয়াতের' হাদীছ রহিয়াছেঃ "যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে যেন তাহার স্থান দোজখে প্রস্তুত করিয়া লয়।" ইহাতে ছাহাবীগণ এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভুলক্রমে কোথাও মিথ্যা আরোপিত হওয়ার ভয়ে কোন কোন ছাহাবী রছূলুল্লাহ্‌র নাম করিয়া সহজে কোন কথাই বলিতে চাহিতেন না। সমস্ত 'রেজাল' ও 'তারীখের' কিতাব খুঁজিয়া কাহারো পক্ষে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত বাহির করা সম্ভবপর হইবে না যাহাতে কোন ছাহাবী রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। ছাহাবীগণ নিঃসঙ্কোচে একে অন্যের সমালোচনা করিয়াছেন; এমন কি, স্বয়ং খলীফা ও আমীর-ওমারাদের সমালোচনা করিতেও কখনো দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও কখনো একথা বলিয়া কাহারো সমালোচনা করিতে দেখা যায় নাই যে, অমুক ব্যক্তি (ছাহাবী) রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়াছেন; বরং দীর্ঘজীবী ছাহাবী হজরত আনাছ (যিনি ছাহাবীদের যুগের শেষের দিকে ৯৩ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছেন) বলেনঃ

"كنا لا نتهم بعضنا" — تدوين حديث صفحة ٤٣٧

'আমরা একে অন্যের প্রতি (মিথ্যার) সন্দেহ করিতাম না। অর্থাৎ, আমাদের কেহ্ এ ব্যাপারে সন্দেহের পাত্র ছিলেন না।' —তাদবীন ৪৩৭ পৃঃ। হজরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) অধিক হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে হজরত আবু হুরায়রার বহু সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কখনো তিনি একথা বলেন নাই যে, আবু হুরায়রা রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়াছেন। খলীফা হজরত আবু বকর ও ওমর (রাজিয়াল্লাহু আনহুমা) অনেক ছাহাবীর নিকট তাঁহার হাদীছ সম্পর্কে সাক্ষ্য তলব করিয়াছেন, কিন্তু কখনো এ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই যে, বর্ণনাকারী রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্দেহের বিষয়বস্তু ছিল দুইটিঃ ভুল বুঝা এবং ভুলিয়া যাওয়া; অর্থাৎ, বর্ণনাকারী রছূলুল্লাহ্‌র নিকট যাহা শুনিয়াছেন বা তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিয়াছেন তাহার মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না এবং বর্ণনার সময় পর্যন্ত হুবহু তাহা ইয়াদ রাখিতে পারিয়াছেন কি না—ইহা প্রমাণ করার জন্যই তাঁহারা অপর ব্যক্তির সাক্ষ্য তলব করিতেন, মিথ্যার সন্দেহে নহে। খলীফা হজরত ওমরের

নিকট ফাতেমা বিন্‌তে কায়েছ (রাঃ) যখন এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করিলেন যাহা তাঁহার মতে কোরআন ও ছুন্নাহ্‌র বিপরীত, তখন তিনি উহা শুধু এই বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিলেন যে—

"لانترك كتاب الله وسنة نبيه ﷺ بقول امرأة لاندرى أحفظت ام نسيت" ـ

'আমি এমন একটি মেয়েলোকের কথায় আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁহার নবীর ছুন্নাহ্‌কে বাদ দিতে পারি না যার সম্পর্কে আমার জানা নাই যে, সে রছূলুল্লাহ্‌র কথা ঠিকভাবে স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে কি ভুলিয়া গিয়াছে।'

হজরত আবু মূছা আশ্‌আরী (যিনি দীর্ঘদিন কুফার শাসনকর্তা ছিলেন এবং যিনি ছিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হজরত আলীর পক্ষে সালিস নিযুক্ত হইয়াছিলেন) একবার হজরত ওমরের বাড়ীতে গেলেন এবং বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া তিনবার ছালাম জানাইলেন। অন্দর হইতে প্রবেশের অনুমতিসূচক কোন উত্তর আসিল না, তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর হজরত ওমর তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হজরত আবু মূছা বলিলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্‌ (ছঃ) বলিয়াছেনঃ (অনুমতির প্রার্থনাসূচক) তিনবার ছালাম জানাইবার পরও যদি প্রবেশের অনুমতি না পাওয়া যায় তা হইলে বাড়ীতে প্রবেশ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে।' ইহা শুনিয়া হজরত ওমর তাঁহাকে বলিলেনঃ

"ان كان هذا شيئا حفظته من رسول الله ﷺ فبها و الا لاجعلنك عظة — جمع الفوائد صفحة ١٤٤

'ইহা যদি আপনি রছূলুল্লাহ্‌র নিকট শুনিয়া ঠিকভাবে স্মরণ রাখিয়া থাকেন তবে তো ভালো, নতুবা আমি আপনাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যাহা অন্যের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়।'

—জাম্‌উল ফাওয়ায়েদ ১৪৪ পৃঃ

অতঃপর হজরত আবু মূছা যখন ছাহাবী আবু ছাঈদ খুদরীকে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করিলেন তখন হজরত ওমর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেনঃ

"اما انى لم اتهمك ولكن خشيت ان يتقول الناس على النبى ﷺ " جمع الفوائد صفحة ١٤٤

'আবু মূছা! আমি আপনার প্রতি মিথ্যার সন্দেহ করি নাই। আমি এজন্য ইহা করিয়াছি—যাহাতে অপর (অ-ছাহাবী) লোকেরা রছূলুল্লাহ্‌ (ছঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ গড়ার সাহস না করে।' —জাম্‌উল ফাওয়ায়েদ ১৪৪ পৃঃ

হজরত ওমরের কার্যের তাৎপর্য এই যে, হাদীছ বর্ণনাকারী যে পর্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হয় যে, তিনি যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহা ঠিক ঠিক রছূলুল্লাহ্‌রই হাদীছ, সে পর্যন্ত তাহার পক্ষে উহার সহিত রছূলুল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করা জায়েজ নহে। এরূপ করা রছূলুল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করারই শামিল। এ কারণেই দেখা যায়, কোন কোন ছাহাবী হাদীছ জানা সত্ত্বেও উহার বর্ণনায় বিরত থাকিতেন। একবার হজরত আবদুল্লাহ্‌ তাঁহার পিতা জুবায়রকে (হুজুরের ফুফাত ভাই) বলিলেনঃ 'আব্বা! আপনি হুজুরের হাদীছ বর্ণনা করেন না কেন?' উত্তরে হজরত জুবায়র বলিলেনঃ 'বাবা! আমি যে হুজুরের খেদমতে ছিলাম না বা তাঁহার হাদীছ আমার জানা নাই তাহা নহে। ব্যাপার এই যে, আমি ভয় করি, ভুলে যেন তাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপিত হইয়া না যায়।' কেননা, তিনি বলিয়াছেনঃ 'যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে, সে যেন তাহার স্থান দোজখে তৈয়ার করিয়া লয়।'

হজরত আয়েশা ছিদ্দীকার নিকট যখন বলা হইল যে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেনঃ 'রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 'জীবিতদের ক্রন্দনের দরুন মৃত ব্যক্তির আজাব হইয়া থাকে।' তিনি (আয়েশা) ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু এই কথা বলিয়া প্রতিবাদ করিলেনঃ

"يغفر الله لابى عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسى او اخطأ انما مر رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها فقال انهم يبكون عليها وانها لتعذب فى قبرها" - متفق عليه

'আল্লাহ্ আবু আবদুর রহমানকে (ইব্‌নে ওমরকে) মাফ করুন। অবশ্য তিনি মিথ্যা বলিতেছেন না। তবে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা রছূলুল্লাহ্‌র কথা ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) একটি (সদ্য দাফনকৃত) ইহুদী মেয়েলোকের কবরের নিকট দিয়া যাইবার কালে বলিয়াছিলেন যে, মেয়েলোকটি কবরে আজাব ভোগ করিতেছে আর তাহার পরিবারের লোকেরা তাহার জন্য কাঁদিতেছে।' —মেশকাত, বোখারী ও মোছঃ

এক কথায় রছূলুল্লাহ্‌র ছাহাবীদের মধ্যে কেহ কখনো তাঁহার নামে হাদীছ জাল করেন নাই। জানা যায়, রছূলুল্লাহ্‌র জীবনে মাত্র এক ব্যক্তিই রছূলুল্লাহ্‌র নাম করিয়া একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল এবং রছূলুল্লাহ্ তাহাকে হত্যা করিতে অতঃপর আগুনে পোড়াইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেনঃ

"ان رجلا لبس حلة مثل حلة النبى ﷺ و اتى اهل بيت من المدينة فقال ان النبى ﷺ قال لى اى بيت شئت استطلعت فقالوا عهدنا برسول الله ﷺ لايأمر بالفواحش فاعدوا له بيتا وارسلوا الى رسول الله ﷺ فاخبروه فقال لابى بكرو عمر انطلقا اليه فان وجدتما حيا فاقتلاه ثم حرقاه بالنار" — جمع الفوائد صفحة ٢٧

'এক ব্যক্তি রছূলুল্লাহ্‌র লেবাছের ন্যায় লেবাছ পরিয়া মদীনার একটি বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, রছূলুল্লাহ্ আমাকে বলিয়াছেনঃ 'তুমি যে বাড়ীতে ইচ্ছা প্রবেশ করিয়া দেখিতে পার।' ইহা শুনিয়া তাহারা বলিলেনঃ 'আমরা রছূলুল্লাহ্‌র চরিত্র অবগত আছি; রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) কখনো এরূপ অনাচারের হুকুম দিতে পারেন না।' অতঃপর তাহারা তাহাকে একটা ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া রছূলুল্লাহ্‌র নিকট সংবাদ দেন। সংবাদ পাইয়া রছূলুল্লাহ (ছঃ) হজরত আবু বকর ও ওমরকে বলিলেনঃ 'তোমরা তাহার নিকট যাইয়া দেখ; জীবিত পাইলে হত্যা করিবে এবং লাশ আগুনে পোড়াইয়া দিবে।' অপর এক বর্ণনায় আছেঃ রছূলুল্লাহ্ (ছঃ) তাঁহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেনঃ "তোমরা যাইয়া সম্ভবতঃ তাহাকে জীবিত পাইবে না।" বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। তাঁহারা তথায় পৌঁছিবার পূর্বেই সাপের দংশনে সে জাহান্নামবাসী হইয়াছিল। —জামউল ফাওয়ায়েদ ২৭ পৃঃ

রছূলুল্লাহ (ছঃ)-এর আমলে তো নয়ই, রছূলুল্লাহ (ছঃ)-এর পর হজরত আবু বকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারূকের আমলেও কোন অ-ছাহাবী পর্যন্ত হাদীছ জাল করার দুঃসাহস করিতে পারে নাই। তাঁহারা এ সম্পর্কে এত কড়া নজর রাখিতেন যে, ছাহাবীগণ কর্তৃক হাদীছ জালের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও হাদীছ বর্ণনার পর মর্যাদাবান ছাহাবীদের নিকট পর্যন্ত তাঁহারা সাক্ষ্য তলব করিতেন। হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) নানীর পক্ষে নাতির মীরাছ লাভের হাদীছ বর্ণনা করিলে হজরত ছিদ্দীক তাঁহার নিকট সাক্ষ্য তলব করেন। এভাবে হজরত আবু মূছা আশ্‌আরী অনুমতির জন্য

ছালাম সংক্রান্ত হাদীছ বলিলে হজরত ওমর ফারূক তাঁহাকে প্রমাণ উপস্থিত করিবার নির্দেশ দেন। (ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।)

রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নামে হাদীছ জালের অপচেষ্টা প্রথমতঃ আরম্ভ হয় হজরত ওছমান গনীর আমলে ইসলামের পরম শত্রু ইহুদীদের দ্বারাই। ইহুদীরা প্রথমে কোরাইশদের সহিত মিলিত হইয়া ইসলামের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে অকৃতকার্য হইয়া তাহারা হাদীছ জাল করার এ ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করে। ইহার খোলাসা এই যে, দক্ষিণ আরবের ইয়ামাননিবাসী আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাবা নামক এক শিক্ষিত ধুরন্ধর ইহুদী হজরত ওছমান গনীর নিকট আসিয়া বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে এবং গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। সে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করে। (১) রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করিয়া ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করা। (২) মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা এবং (৩) ছাহাবীদের নামে দুর্নাম রটনা করিয়া ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বিনষ্ট করা। কেননা, পরবর্তী অ-ছাহাবী লোকদের পক্ষে ইসলাম লাভের একমাত্র মাধ্যম হইতেছেন ছাহাবীগণই; সুতরাং ছাহাবীগণের প্রতি আস্থাহীন করিতে পারিলে কাহারো পক্ষে ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কোন সূত্রই বাকী থাকিবে না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাবার দৃষ্টিতে ছিল খেলাফতের কেন্দ্র মদীনা হইতে দূরে অবস্থিত মুসলমান-দের প্রধান প্রধান সেনানিবাসঃ বছরা, কুফা ও মিছরই ছিল তার কার্যের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। কারণ, এ সকল স্থান একদিকে যেমন ছিল খলীফার দৃষ্টি হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তেমনই সে সকল স্থানের সৈন্যরা ছিল অধিকাংশই অ-ছাহাবী নও-মুসলমান তরুণ—যাহাদের পক্ষে রছূলুল্লাহ্‌র সাহচর্য লাভ করিয়া ইসলাম সম্পর্কে পরিপক্ক হওয়ার বা সরাসরিভাবে রছূলুল্লাহ্‌র নিকট হইতে হাদীছ লাভের কোন সুযোগ ঘটে নাই। এভাবে তাহার দৃষ্টিতে হজরত আলী মোরতাজাই ছিলেন উপযুক্ত পাত্র যাহার নাম করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ। কেননা, তিনি হইতেছেন রছূলুল্লাহ্‌র নিকট-আত্মীয় এবং হজরত ফাতেমা জাহ্‌রার স্বামী। আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাবা তাই মদীনা হইতে বছরা গমন করে এবং বলিতে থাকে যে, হযরত আলী মোরতাজা রছূলুল্লাহ্ -এর নিকট হইতে কোরআনের এল্‌ম ছাড়াও এক বিশেষ এল্‌মপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি হইতে-ছেন রছূলুল্লাহ্‌র ওছী; সুতরাং একমাত্র তিনিই হইতেছেন খেলাফতের হকদার। আবু বকর ও ওমর রছূলুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করিয়াছেন এবং ওছমান এ ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সে ইহাও বলিত যে, আবু বকর, ওমর ও ওছমানের প্রতি হজরত মোরতাজা নারাজ, কিন্তু কোন মছলাহাতে তিনি ইহা প্রকাশ করিতেছেন না। অবশেষে সে ইহাও বলিতে শুরু করিল যে, 'হজরত আলী মোরতাজাই স্বয়ং খোদা বা খোদার অবতার।'

হজরত আলী মোরতাজা মদীনা হইতে দূর বিধায় প্রথমতঃ তাঁহার এ সকল কথার কিছুই জানিতে পারেন নাই। আর সে ধুরন্ধরও ইহার গোপনীয়তার জন্য সকলের প্রতিই কড়া নির্দেশ দিয়া রখিয়াছিল। —তোহফায়ে ইছ্‌না আশারিয়া

বছরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের তাহার আচরণে সন্দেহ করিয়া তাহাকে বছরা ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। বছরা ত্যাগ করিয়া সে মুসলমানদের দ্বিতীয় সেনানিবাস কুফায় প্রবেশ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তরুণ সৈন্যগণকে হাত করিয়া লয়। অতঃপর সে কুফা হইতে বিতাড়িত হইয়া মিছর উপস্থিত হয় এবং মিছরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার

করিতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করে এবং তৃতীয় খলীফা হজরত ওছমান গনীকে শহীদ করাইতে সমর্থ হয়।

অবশেষে হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে আবদুল্লাহ্‌র ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইতে পারিয়া তাহার অনুচরদেরসহ তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারেন। ইমাম জাহ্‌বী বলেন ঃ "احسب ان عليا حرقه بالنار" — تدوين صفحة ٤٤٩

'আমি মনে করি, হজরত আলী (রাঃ) তাহাকে (আবদুল্লাহ ইবনে ছাবাকে) আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন।' —তাদবীন ৪৪৯ পৃঃ

আর ইহাই হইল হাদীছ জালকারীদের জন্য রছূলুল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। [ছাবায়ী ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য 'তারিখে তাবারী' এবং শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী (রঃ)-এর 'তোহ্‌ফায়ে ইছ্‌না আশারিয়া' দ্রষ্টব্য।]

হজরত আলী মোরতাজা ছাবায়ীদের নির্মূল করিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা যে হাদীছ জাল করার কু-আদর্শ স্থাপন করিল তাহার প্রতিকার সহজে সম্ভবপর হইল না। তাহাদের এই জঘন্য আদর্শ অনুসরণ করিয়া বনি উমাইয়াদের আমলে, অতঃপর আব্বাছীয়াদের আমলেও অনেকে হাদীছ জাল করিল। কেহ এইরূপে ইসলামকে ধ্বংস করার মানসে, কেহ তাহার রাজনৈতিক মতলব হাছিলের উদ্দেশ্যে, আর কেহ তাহার ধর্মীয় মতবাদের সাহায্যার্থে, কেহ বা আমীর-ওমারাদের সন্তুষ্টি বিধানের গরজে হাদীছ জাল করিল। এমন কি এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী ছুফীরাও জনসাধারণকে ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট করার খেয়ালে হাদীছ গড়িয়া লইল। ফলে ওছমানী খেলাফতের শেষের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া আব্বাছীয়াদের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শতাধিক বৎসরে বাজারে বহু জাল হাদীছ চালু হইয়া গেল।

তবে আমাদের মোহাদ্দেছগণের আপ্রাণ চেষ্টা ও তদবীরের ফলে শেষ পর্যন্ত এ অপচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায় এবং সমস্ত আসল ও জাল হাদীছ আলো-অন্ধকারের ন্যায় সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে। আজ দুনিয়ায় এমন কোন হাদীছ নাই যার সম্পর্কে বলা যায় না যে, উহা আসল কি নকল, ছহীহ কি গায়র ছহীহ। মোহাদ্দেছগণ আমাদের হাতে আসল-নকল পৃথক করার এমন এক কষ্টিপাথর দিয়া গিয়াছেন যদ্দ্বারা আমরা যখন ইচ্ছা কোন হাদীছকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

**জাল প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঃ**

হাদীছ জাল প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যথা— (১) জালকারীকে শাস্তি দেওয়া, (২) বর্ণনাকারীর নিকট সাক্ষ্য তলব করা, (৩) বর্ণনাকারীর নিকট হইতে হলফ গ্রহণ করা, (৪) হাদীছের ছনদ বর্ণনা করিতে বাধ্য করা এবং (৫) ছনদ পরীক্ষা করা। নীচে ইহার প্রত্যেকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

**(১) শাস্তিদান ঃ**

হাদীছ জাল প্রতিরোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে জালকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বোঝা যায়, এ ব্যবস্থা স্বয়ং রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-ই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। হজরত আলী মোরতাজা কর্তৃক ছাবায়ীদের আগুনে পোড়াইয়া মারাও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। এভাবে খেলাফতে রাশেদার পরও যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীছ জালের কথা প্রমাণিত হইয়াছে তখনই তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হারেস ইবনে ছাঈদ কাজ্জাবকে খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান

এবং গায়লান দেমাশ্‌কীকে খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক এ অপরাধেই কতল করিয়াছিলেন। অতঃপর খলীফা মানছুর আব্বাছী রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপকারী মোহাম্মদ ইবনে ছাঈদ মাছলুবকে এজন্যই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন। এভাবে বনি উমাইয়াদের গভর্ণর খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ কাছরী মিথ্যা হাদীছ রচনাকারী বয়ান ইবনে জুরাইককে এবং বছরার আব্বাছীয় গভর্ণর মোহাম্মদ ইবনে ছোলাইমান কুখ্যাত হাদীছ জালকারী আবদুল করীম ইবনে আবিল আওজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

**(২) সাক্ষ্য তলবঃ**

রছূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছকে ভেজালমুক্ত রাখার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনাকারীর নিকট হইতে সাক্ষ্য তলব করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। নানীর পক্ষে নাতির মীরাছ লাভ সংক্রান্ত হাদীছে তিনি হজরত মুগীরা ইবনে শো'বার নিকট সাক্ষ্য তলব করিয়াছিলেন।

অতঃপর হজরত ওমর ফারূকও ইহারই অনুসরণ করেন। ছালাম সম্পর্কীয় হাদীছে তাঁহার হজরত আবু মূছা আশ্‌আরীকে প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলা ইহার প্রামণ।

**(৩) হলফ গ্রহণঃ**

ছাবায়ীদের হাদীছ জালের অবস্থা দেখিয়া হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ) প্রমাণ অভাবে বর্ণনাকারীর নিকট হইতে হলফ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা পরবর্তী যুগে আর চালু ছিল না। কারণ, যে ব্যক্তি রছূলুল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা বলিতে পারে তাহার পক্ষে মিথ্যা হলফ করা দুঃসাধ্যের ব্যাপার কিছুই ছিল না।

**(৪) ছনদ বর্ণনাঃ**

হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ) একদিকে যেমন হাদীছ বর্ণনাকারীর নিকট হইতে হলফ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন অপরদিকে তিনি (অ-ছাহাবীদের) ছনদ ব্যতিরেকে হাদীছ বর্ণনা করিতেও নিষেধ করেন। 'শর্‌হে মাওয়াহিবে' রহিয়াছেঃ

انه امرطلبة الحديث ان لاينسخوا الحديث الا باسناده - (السير الحثيث)

شرح مواهب صفحة ٤٧٤ و تاريخ الحديث ٩٢

'হজরত আলী (রাঃ) হাদীছ শিক্ষার্থীগণকে ছনদ ব্যতীত হাদীছ না লিখিতে নির্দেশ দিয়াছেন।'
—তারীখুল হাদীছ ৯৩ পৃঃ

অতঃপর জনসাধারণ ছনদ ব্যতীত হাদীছ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতে থাকে, ফলে বলা ও লেখা উভয় ক্ষেত্রেই ছনদ বর্ণনা হাদীছের এক জরুরী অংগ হইয়া পড়ে এবং আলেমগণ ইহাকে দ্বীনের অংগ বলিয়াই অভিহিত করেন। যাবৎ না পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত হাদীছ কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়া যায় তাবৎ তাঁহারা ছনদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এখানে বোধ হয় একথা বলা অপ্রাসংগিক হইবে না যে, আমাদের আলেমগণ শুধু যে হাদীছের ব্যাপারেই ছনদ বর্ণনার কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নহে; বরং অভ্যস্ত হইয়া পড়ার দরুন সাধারণ ইতিহাসেও তাঁহারা পূর্ণ ছনদ বর্ণনা করিয়াছেন যার নজীর দুনিয়ার কোন জাতিই পেশ করিতে সক্ষম নহে। ইমাম ইব্‌নে হাজম সত্যই বলিয়াছেনঃ 'ছনদ আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ দান যাহা তিনি শুধু এই জাতিকেই দান করিয়াছেন।'

**(৫) ছনদ পরীক্ষা ঃ**

এ কথা সত্য যে, ছনদ প্রবর্তন দ্বারা বেপরোয়াভাবে হাদীছ জাল করার পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায় নাই। কারণ, যাহারা হাদীছ জাল করিতে পারে তাহাদের পক্ষে ছনদ জাল করা অসাধ্যের ব্যাপার কিছুই নহে। অতএব, এ পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার এবং জাল ও আসল হাদীছকে পৃথক করার জন্য আমাদের মনীষীবৃন্দ ছনদের 'জারহ ও তা'দীল' বা রাবীদের দোষ-গুণ বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং এ উদ্দেশ্যে 'আছমাউর রেজাল' নামে লক্ষ লক্ষ রাবীদের জীবনী সংগ্রহের এন্তেজাম করেন। ইহাতে তাঁহারা ছনদের প্রতিটি ব্যক্তি বা রারীর পূর্ণ জীবনী অর্থাৎ, তিনি কবে, কোথায়, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কবে, কোথায়, কত বয়সে এন্তেকাল করিয়াছেন? তাঁহার নাম, লকব* বা কুনিয়াত কি ছিল এবং তিনি কোন্‌টির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি কাহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাহাকে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার আদালত ও জব্‌ত কেমন ছিল ইত্যাদি আলোচনা করেন।

এক কথায় রাবীর জীবনের এমন কোন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর দিকও নাই, যে সম্পর্কে আমাদের মনীষীবৃন্দ অনুসন্ধান করেন নাই বা তাহার দোষ-গুণ জাহির করিয়া দেন নাই। ইহার ফলে একদিকে যেমন এক একটি জাল ও আসল হাদীছ পৃথক হইয়া পড়ে অপরদিকে জাল করার নূতন চেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া যায়। কারণ, ইহাতে দুষ্কৃতকারীদের হাতে-নাতে ধরা পড়ার এবং চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার আশংকা বর্তমান।

## জারহ্ ও তা'দীলকারী কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম

**ছাহাবীদের মধ্যে ঃ**

১। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) (মৃঃ ১৩ হিঃ)
২। হজরত ওমর ফারূক (রাঃ) (মৃঃ ২৩ হিঃ)
৩। হজরত ওছমান গনী (রাঃ) (মৃঃ ৩৫ হিঃ)
৪। হজরত আলী মোরতাজা (রাঃ) (মৃঃ ৪০ হিঃ)
৫। হজরত আয়েশা (রাঃ) (মৃঃ ৫৭ হিঃ)
৬। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) (মৃঃ ৬৮ হিঃ)

[ছাহাবীগণের জারহ্ ও তা'দীল করার স্বরূপ বোঝার জন্য দেরায়তগত পরীক্ষার ভূমিকা দেখুন।]

**তাবেয়ীনদের মধ্যে ঃ**

১। হজরত ছাঈদ ইবনে মুছাইয়াব (মৃঃ ৯৫ হিঃ)
২। হজরত আ'মাশ (মৃঃ ১৪৮ হিঃ)
৩। হজরত ইমাম আবু হানীফা (মৃঃ ১৫০ হিঃ)

তাঁহারা রাবীদের 'জারহ্-তা'দীল' করিয়াছিলেন। অথচ ঐ যুগে জঈফ রাবীর সংখ্যা খুব কমই ছিল।

**টীকা**

* লকব—স্থান, বংশ বা বৃত্তি প্রভৃতিগত নাম; যথা—মদনী, কোরাইশী, হালওয়ায়ী। কুনিয়াত—'অমুকের পিতা' বা 'অমুকের পুত্র'রূপ নাম। যথা আবু হানীফা (হানীফার পিতা), ইব্‌নে হাম্বল (হাম্বলের পুত্র)।

**তাবে'-তাবেয়ীনদের মধ্যে ঃ**

১। হজরত মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃঃ ১৫৩ হিঃ)
২। হিশাম দস্তওয়ায়ী (মৃঃ ১৫৪ হিঃ)
৩। ইমাম আওজায়ী (মৃঃ ১৫৬ হিঃ)
৪। ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ (মৃঃ ১৬০ হিঃ)
[ইনিই সর্বপ্রথম 'জারহ্ ও তা'দীল' সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন।]
৫। ইমাম ছুফ্ইয়ান ছওরী (মৃঃ ১৬১ হিঃ)
৬। হজরত হাম্মাদ ইবনে ছালামাহ (মৃঃ ১৬৭ হিঃ)
৭। ইমাম লাইছ ইবনে ছা'দ (মৃঃ ১৭৫ হিঃ)
৮। ইমাম মালেক (মৃঃ ১৭৯ হিঃ)
৯। ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (মৃঃ ১৮১ হিঃ)
১০। আবু ইছহাক ফাজারী (মৃঃ ১৮৫ হিঃ)
১১। মোহাম্মদ ইবনে ইমরান (মৃঃ ১৮৫ হিঃ)
১২। বিশ্‌র ইবনে মোফাজ্জাল (মৃঃ ১৮৬ হিঃ)
১৩। হুশাইম ইবনে বশীর (মৃঃ ১৮৮ হিঃ)
১৪। ইবনে উলাইয়াহ (ابن عليه) (মৃঃ ১৯৩ হিঃ)
১৫। ইবনে ওহাব (মৃঃ ১৯৭ হিঃ)
১৬। ইমাম ওয়াকী' ইবনে জার্‌রাহ (মৃঃ ১৯৭ হিঃ)
১৭। ইমাম ছুফ্ইয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ (মৃঃ ১৯৮ হিঃ)

এই তাবে'-তাবেয়ীনদের শেষ যুগেই এ সম্পর্কে নিয়মিতভাবে কিতাব লেখা আরম্ভ হয় এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে ছাঈদ কাত্তান (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) প্রথম এ বিষয়ে কিতাব লেখেন। তাঁহার অনুসরণ করেন আবদুর রহ্‌মান ইবনে মাহ্‌দী (মৃঃ ১৯৮ হিঃ), মোহাম্মদ ইবনে ছা'দ কাতেবে ওয়াকেদী (মৃঃ ২৩০ হিঃ), ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (মৃঃ ২৩৩ হিঃ), আলী ইবনে মাদীনী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) এবং ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ)। ইঁহারাই হইলেন এ বিষয়ের ইমাম ও অগ্রণী। অতঃপর যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা ইঁহাদের উপরই অধিকতর নির্ভর করিয়াছেন।

ইঁহারা ছাড়া এ যুগে বা পরবর্তী যুগে যাঁহারা রাবীদের 'জারহ্-তা'দীল' করিয়াছেন নীচে তাঁহাদের কতিপয় মশহূর ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল ঃ

১। আবু দাউদ তায়ালছী (মৃঃ ২০৪ হিঃ)
২। ইয়াজীদ ইবনে হারূন (মৃঃ ২০৬ হিঃ)
৩। আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম (মৃঃ ২১১ হিঃ)
৪। আবু আছিম জাহ্‌হাক (মৃঃ ২১২ হিঃ)
৫। ইব্‌নুল মাজুশূন (মৃঃ ২০৩ হিঃ)
৬। আবু খাইছামা জুহাইর ইবনে হরব (মৃঃ ২৩৪ হিঃ)
৭। আবু জা'ফর আবদুল্লাহ্ নবীল (জোরজাহ্) (—)
৮। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ নুমাইর (মৃঃ ২৩৪ হিঃ)
৯। আবু বকর ইবনে আবি শাইবাহ্ (মৃঃ ২৩৫ হিঃ)

১০। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর কাওয়ারীরী (মৃঃ ২৩৫ হিঃ)
১১। ইমাম ইছহাক (মৃঃ ২৩৭ হিঃ)
১২। হাফেজ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার মুছেলী (মৃঃ ২৪২ হিঃ)
১৩। আহমদ ইবনে ছালেহ (মৃঃ ২৪৮ হিঃ)
১৪। হারূন ইবনে আবদুল্লাহ্ হাম্মাল (মৃঃ ২৪৩ হিঃ)
১৫। ইছহাক কুছাজ (মৃঃ ২৫১ হিঃ)
১৬। ইমাম দারেমী (মৃঃ ২৫৫ হিঃ)
১৭। ইমাম বোখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ)
১৮। ইমাম মোছলিম (মৃঃ ২৬১ হিঃ)
১৯। আজালী (ইজলীর) (মৃঃ ২৬১ হিঃ)
২০। ইমাম আবু জুরআ রাজী (মৃঃ ২৬৪ হিঃ)
২১। ইমাম আবু দাউদ (মৃঃ ২৭৫ হিঃ)
২২। বাকী ইবনে মাখলাদ (মৃঃ ২৭৬ হিঃ)
২৩। আবু হাতেম রাজী (মৃঃ ২৭৭ হিঃ)
২৪। আবু জুরআ দেমাশ্কী (মৃঃ ২৮১ হিঃ)
২৫। আবদুর রহমান ইবনে ইউছুফ বাগদাদী (মৃঃ ২৮৩ হিঃ)
২৬। ইব্রাহীম ইবনে ইছহাক (মৃঃ ২৮৫ হিঃ)
২৭। মোহাম্মদ ইবনে আওজায়ী হাফেজে কর্ডোভা (মৃঃ ২৮৯ হিঃ)
২৮। আবু বকর ইবনে আবু আছেম (মৃঃ ২৮৭ হিঃ)
২৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইমাম আহমদ (মৃঃ ২৯০ হিঃ)
৩০। ছালেহ জুরজাহ (মৃঃ ২৯৩ হিঃ)
৩১। আবু বকর বাজ্জার (মৃঃ ২৯২ হিঃ)
৩২। মোহাম্মদ নাছর মারওয়া (মৃঃ ২৯৪ হিঃ)
৩৩। মোহাম্মদ ইবনে ওছমান ইবনে আবু শাইবাহ্ (মৃঃ ২৯৭ হিঃ)
৩৪। আবু বকর ফারইয়াবী (—)
৩৫। ইমাম নাছায়ী (মৃঃ ৩০৩ হিঃ)
৩৬। ছাজী (মৃঃ ৩০৭ হিঃ)
৩৭। আবু ইয়া'লা মুছেলী (মৃঃ ৩০৭ হিঃ)
৩৮। আবুল হাছান ছুফ্ইয়ান (—)
৩৯। ইব্নে খোজাইমা (মৃঃ ৩১১ হিঃ)
৪০। ইব্নে জারীর তাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ)
৪১। আবু জা'ফর তাহাবী (মৃঃ ৩২১ হিঃ)
৪২। আবুল বাশার দুওলাবী (মৃঃ ৩১১ হিঃ)
৪৩। আবু আরূবা হাররানী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ)
৪৪। আবুল হাছান আহমদ ইবনে ওমাইর (—)
৪৫। আবু জা'ফর ওকাইলী (মৃঃ ৩২২ হিঃ)

৪৬। ইবনে আবু হাতেম রাজী (মৃঃ ৩২৭ হিঃ)
৪৭। আহমদ ইবনে নাছার বাগদাদী (মৃঃ ৩২৩ হিঃ)
৪৮। আবু হাতিম ইবনে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)
৪৯। তবরানী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ)
৫০। আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী জুরজানী (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ)
৫১। আবু আলী হুছাইন ইবনে মোহাম্মদ নিশাপুরী (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ)
৫২। আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়ান (মৃঃ ৩৬৯ হিঃ)
৫৩। আবু বকর ইছমাঈলী (মৃঃ ৩৭১ হিঃ)
৫৪। আল হাকেম আবু আহমদ (মৃঃ ৩৭৮ হিঃ)
৫৫। ইমাম দারা কুত্নী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)
৫৬। ইবনে শাহীন (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)
৫৭। ইবনে মন্দাহ—আবু আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৩৯৫ হিঃ)
৫৮। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪০৫ হিঃ)
৫৯। আবু নছর কালাবাজী (মৃঃ ৩৯৮ হিঃ)
৬০। আবদুর রহমান ইবনে ফাতীছ (فطيس) (মৃঃ ৪০২ হিঃ)
৬১। আবদুল গনী ইবনে ছাঈদ (মৃঃ ৪০৯ হিঃ)
৬২। আবু বকর ইবনে মারদুইয়াহ্ (মৃঃ ৪১৬ হিঃ)
৬৩। মোহাম্মদ ইবনে আবুল ফাওয়ারেছ বাগদাদী (মৃঃ ৪১২ হিঃ)
৬৪। আবু বকর বেরকানী (মৃঃ ৪২৫ হিঃ)
৬৫। আবু হাকিম আব্দারী (—)
৬৬। খালাফ ইবনে মোহাম্মদ ওয়াছেতী (মৃঃ ৪০১ হিঃ)
৬৭। আবু মাছঊদ দেমাশ্কী (মৃঃ ৪০০ হিঃ)
৬৮। আবুল ফজল ফালাকী (মৃঃ ৪৩৮ হিঃ)
৬৯। হাছান ইবনে মোহাম্মদ খাল্লাল বাগদাদী (মৃঃ ৪৩৯ হিঃ)
৭০। আবু ইয়া'লা খলীলী (মৃঃ ৪৪৬ হিঃ)
৭১। ইমাম ইব্নে আবদুল বার (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)
৭২। ইবনে হাজ্ম জাহিরী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ)
৭৩। ইমাম বায়হাকী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ)
৭৪। খতীব বাগদাদী আবু বকর (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)
৭৫। ইবনে মা'কুলা (মৃঃ ৪৭৫ হিঃ)
৭৬। আবুল ওয়ালীদ বা'জী (মৃঃ ৪৭৪ হিঃ)
৭৭। আবু আবদুল্লাহ্ হোমাইদী (মৃঃ ৪৮৮ হিঃ)
৭৮। জুহলী (মৃঃ ৫০৭ হিঃ)
৭৯। আবুল ফজল ইবনে তাহের মাক্দেছী (মৃঃ ৫০৭ হিঃ)
৮০। মু'তামিন ইবনে আহ্মদ (মৃঃ ৫০৭ হিঃ)
৮১। শিরুইয়াহ দায়লামী (মৃঃ ৫২২ হিঃ)

৮২। ছাম্‌আনী (মৃঃ ৫৬২ হিঃ)
৮৩। আবু মূছা মাদীনী (মৃঃ ৫৮১ হিঃ)
৮৪। আবুল ফারজ ইব্‌নে জাওজী (মৃঃ ৫৭৭ হিঃ)
৮৫। ইব্‌নে আছাকের আবুল কাছিম (মৃঃ ৫৭১ হিঃ)
৮৬। ইব্‌নে বাশ্‌কুয়াল (মৃঃ ৫৭৮ হিঃ)
৮৭। আবু বকর হাজিমী (মৃঃ ৫৮৪ হিঃ)
৮৮। আবদুল গনী মাকদেছী (মৃঃ ৬০০ হিঃ)
৮৯। রোহাবী (رهاوى) (—)
৯০। ইব্‌নুল্‌ মোফাজ্জাল মাক্‌দেছী (মৃঃ ৬১৬ হিঃ)
৯১। আবুল হাছান—ইব্‌নে কাত্তান (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ)
৯২। ইবনুল্‌ আন্‌মাতী (মৃঃ ৬১৯ হিঃ)
৯৩। ইব্‌নে লোক্‌তাহ (মৃঃ ৬২৯ হিঃ)
৯৪। হাফেজ ইবনুছ ছালাহ (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ)
৯৫। আবদুল আজীম মুন্‌জেরী (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ)
৯৬। আবু আবদুল্লাহ্‌ বারজালী (মৃঃ ৬৩৬ হিঃ)
৯৭। ইব্‌নুল্‌ আবার (—)
৯৮। আবু শামাহ্‌ (মৃঃ ৬২৫ হিঃ)
৯৯। ইব্‌নে দুবাইছী (মৃঃ ৬৩৭ হিঃ)
১০০। ইব্‌নে নাজ্‌জার (মৃঃ ৬৪৩ হিঃ)
১০১। ইবনে দাকীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ)
১০২। শারফো মাদুমী (—)
১০৩। দেম্‌ইয়াতী—আবু মোহাম্মদ (মৃঃ ৭০৭ হিঃ)
১০৪। ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮ হিঃ)
১০৫। মেজ্‌জী—আবুল হাজ্জাজ (মৃঃ ৭৪২ হিঃ)
১০৬। ইব্‌নে ছাইয়েদুন-নাছ (মৃঃ ৭৫৯ হিঃ)
১০৭। আবু আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আইবক (—)
১০৮। ইমাম জাহবী—শামছুদ্দীন (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)
১০৯। শিহাব ইব্‌নে ফজলুল্লাহ্‌ (মৃঃ ৭৪৯ হিঃ)
১১০। আলাউদ্দীন মোগলতায়ী (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ)
১১১। আলাউদ্দীন তুরকেমানী (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ)
১১২। শারীফুল হোছানী দেমাশ্‌কী (—)
১১৩। জায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ)
১১৪। ওলীউদ্দীন ইরাকী (—)
১১৫। নূরুদ্দীন হায়ছামী (মৃঃ ৮০৭ হিঃ)
১১৬। বুরহানুদ্দীন হালাবী (—)
১১৭। ইবনে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)

১১৮। বদরুদ্দীন আইনী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)
১১৯। ইব্‌নে কুত্‌লুবাগা (মৃঃ ৮৭৯ হিঃ)
১২০। ইমাম ছাখাবী (মৃঃ ৯০২ হিঃ)

—মিফতাহ-১৪৭ পৃঃ

## জারহ্‌-তা'দীল সম্পর্কীয় কিতাব

'জারহ্‌-তা'দীল' বা 'আছমাউর রেজাল' সম্পর্কীয় কিতাব বিভিন্ন প্রকারের। সাধারণ কিতাবঃ যাহাতে ছাহাবী অ-ছাহাবী, ছেকাহ্‌ ও জঈফ সকল শ্রেণীর রাবীর সকল দিক আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষ কিতাবঃ যাহাতে শুধু এক শ্রেণীর রাবীর যথা—ছাহাবী, ছেকাহ্‌, জঈফ বা জালকারীদের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে অথবা রাবীদের জীবনের কোন একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে; যথা—রাবীদের শুধু জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। কোন কোন কিতাবে কেবল রাবীদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখেরই বিশেষ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অথবা কোন কোন কিতাবে শুধু রাবীদের নাম, লকব ও কুনিয়াতেরই বিশেষভাবে তাহ্‌কীক করা হইয়াছে। এছাড়া কোন কোন কিতাবে কেবল কোন কোন বিশেষ কিতাবের রাবীদেরই জারহ্‌-তা'দীল করা হইয়াছে।

**সাধারণ কিতাবঃ**

১। আত্‌তাবাকাতুল কুব্‌রা—মোহাম্মদ ইব্‌নে ছা'দ (মৃঃ ২৩০ হিঃ)। ইহা 'তাবাকাতে ইবনে ছা'দ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা এ বিষয়ের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম কিতাব। ইহা হালে প্রকাশিত হইয়াছে। জালালুদ্দীন ছুয়ুতী 'ইনজাজুল ওয়াদেল মোন্তাকা' নামক কিতাবে ইহার সংক্ষেপ করিয়াছেন।

২। কিতাবুত তাবাকাত—আলী ইবনুল মাদানী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ)

৩। কিতাবুত তাবাকাত—খলীফা 'ইবনে খাইয়াত' (মৃঃ ২৪০ হিঃ)

৪। তারীখে কবীর—ইমাম বোখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ)। ইহা বর্ণানুক্রমিক কিতাব। মোছলেম ইবনে কাছেম ইহার এক পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন। এছাড়া 'তারীখে আওছাত' এবং 'তারীখে ছগীর' নামে ইমাম বোখারীর আরো দুইটি কিতাব রহিয়াছে। 'আওছাত' সন অনুপাতে লেখা হইয়াছে। ইবনে আবু হাতিম (মৃঃ ৩২৭ হিঃ) এগুলির আলোচনা করিয়া এক বিরাট কিতাব লিখিয়াছেন।

৫। রুয়াতুল ই'তেবার—ইমাম মোছলেম (মৃঃ ২৬১ হিঃ)। ইহা একটি উত্তম কিতাব।

৬। কিতাবুত তারীখ—ইব্‌নে আবু খাইছমাহ্‌ (মৃঃ ২৭৯ হিঃ)। ইহা একটি মূল্যবান কিতাব।

৭। কিতাবুত তারীখ—ইব্‌নে খুর্‌রম হুছাইন ইবনে ইদ্‌রীছ (মৃঃ ৩০১ হিঃ)। ইহা বোখারীর 'তারীখে কবীরের' ন্যায় বর্ণানুক্রমিক কিতাব।

৮। আত্‌তাময়ীজ—ইমাম নাছায়ী (মৃঃ ৩০৩ হিঃ)।

৯। কিতাবুল জারহ্‌ ওয়াত্‌তা'দীল— (كتاب الجرح و التعديل) —ইব্‌নুল জারূদ (মৃঃ ৩০৭ হিঃ)।

১০। কিতাবুল জারহ্‌ ওয়াত্‌তা'দীল—ইব্‌নে আবু হাতিম রাজী (মৃঃ ৩২৭ হিঃ)। ইহা তাঁহার বোখারীর সমালোচনামূলক কিতাব ছাড়া অপর একটি কিতাব।

১১। কিতাবুল আওহাম ওয়াল ঈহাম—ইবনে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)। ইহা ১০ খণ্ডে সমাপ্ত।

১২। আল ইরশাদ—আবু ইয়া'লা খলীলী (মৃঃ ৪৪৬ হিঃ)।

১৩। মীজানুল ই'তেদাল—ইমাম জাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)। ইহা একটি মূল্যবান ও প্রসিদ্ধ কিতাব। এছাড়া এ বিষয়ে তাঁহার একটি তারীখও রহিয়াছে।

১৪। আত্তাকমীল (التكميل فى معرفة الثقات و الضعفاء والمجاهيل) —ইমাদুদ্দীন ইছমাঈল ইব্নে কাছীর (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ)। ইহাতে তিনি মেজ্জীর 'তাহজীব' ও জাহবীর 'মীজানের' সহিত আরো কিছু তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা এ বিষয়ের একটি উত্তম কিতাব।

১৫। আত্তাক্মেলাহ্ (التكملة فى اسماء الثقات و الضعفاء) —ঐ।

১৬। তাবাকাতুল মোহাদ্দেছীন—ইব্নে মুলাক্কেন—ওমর ইবনে আলী (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)। এছাড়া তাঁহার 'আল কামাল' নামেও একটি কিতাব রহিয়াছে।

১৭। তাহ্জীবুল কালাম—ইমাম মেজ্জী (মৃঃ ৭৪২ হিঃ)। ইহাতে তিনি আবদুল গনী মাকদেছীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-কামাল'কে উত্তমরূপে সাজাইয়াছেন।

১৮। আল্ মুগনী—শায়খ মোহাম্মদ তাহের পাট্নী সিন্ধী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ)। ইহা রাবীগণের নামের 'জব্ত'* বিষয়ক একটি উত্তম কিতাব বলিয়া শায়খ দেহলবী মত প্রকাশ করিয়াছেন।
—আখবারুল আখইয়ার

### ছাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কীয় কিতাব

ছাহাবীগণের জীবনী আলোচনার অর্থ তাঁহাদের মধ্যে কে হাদীছ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য এবং কে বিশ্বাসযোগ্য নহেন ইহার অনুসন্ধান করা নহে। কারণ, ছাহাবীগণ সকলেই যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন—তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনী আলোচনার অর্থ এই যে, তাঁহাদের কে, কবে, কোথায় মুসলমান হইয়াছেন এবং কতদিন রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সাহচর্য (ছোহবত) লাভ করিয়াছেন, অতঃপর কবে, কোথায় এন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কে কোথায় হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন প্রভৃতি জানা। এ সকল কথা জানা না থাকিলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, তিনি ছাহাবী ছিলেন কি তাবেয়ী এবং তাঁহার নিকট যে বা যাহারা হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন তাহার বা তাহাদের সে দাবী সত্য কি না। এসব কারণে অনেকেই ছাহাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

১। ইমাম বোখারী—(মৃঃ ২৫৬ হিঃ)। তিনি এ ব্যাপারে সকলের অগ্রণী।

২। হাফেজ বাগাবী—আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল আজীজ (মৃঃ ৩৩৩ হিঃ)।

৩। হাফেজ আবু বকর আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু দাউদ (মৃঃ ৩১৬ হিঃ)।

৪। ইবনুছ ছাকান—আবু আলী ছাঈদ ইবনে ওছমান বছরী (মৃঃ ৩৫৩ হিঃ)।

৫। ইবনে হিব্বান—আবু হাতেম মোহাম্মদ ইবনে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)।

৬। তবরানী—আবুল কাছেম ছোলাইমান ইবনে আহ্মদ (মৃঃ ৩৬০ হিঃ)।

৭। ইবনে শাহীন—ওমর ইবনে আহ্মদ আবু বকর (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)।

৮। আবু মানছুর বাওয়ারদী—

৯। ইবনে মান্দাহ—আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে ইছহাক (মৃঃ ৩৯৫ হিঃ)। আবু মূছা মাদীনী তাহার কিতাবের পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

১০। হাফেজ আবু নোয়াইম—আহ্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)।

টীকা

* জের জবরের উল্লেখ করিয়া নামের পঠনকে নির্ভুল করা।

১১। ইবনে আবদুল বার—আবু ওমর ইউছুফ কোরতবী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'আল ইস্‌তিয়াব' (الا ستيعاب) । ইবনে ফাতহুন প্রমুখ ইহার পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

১২। ইবনুল আছীর—ইজ্জুদ্দীন আবুল হোছাইন আলী ইবনে মোহাম্মদ জজরী (মৃঃ ৬৩০ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'উছদুল গাবাহ'। ইহা একটি বিরাট কিতাব। কিন্তু ইহাতে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে।

১৩। ইমাম জাহবী—শামছুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)। 'তাজরীদু আছমাইছ ছাহাবাহ' (تجريد اسماء الصحابة) তাঁহার কিতাবের নাম। ইহাতে 'উছদুল গাবাহ'র ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১৪। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)। ইহার নাম 'আল এছাবা' — (الاصابة فى تميز الصحابة) । ইহাই এ বিষয়ের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক কিতাব। ইস্‌তিয়াব' ও 'উছদুল গাবায়' যে সকল নাম বাদ পড়িয়াছে ইহাতে সেগুলির সমাবেশ করা হইয়াছে। জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। 'আইনুল এছাবা' নামে ইহার সংক্ষেপ করিয়াছেন।

### ছেকাহ্ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় কিতাব

শুধু ছেকাহ্ রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াও অনেকে অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। যথা—

১। কিতাবুছ ছেকাত—আজালী হাফেজ আহ্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ২৬১ হিঃ)।

২। কিতাবুছ্ ছেকাত—আবু হাতেম বুস্তী মোহাম্মদ ইবনে হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)।

৩। কিতাবুছ্ ছেকাত—ইবনে শাহীন—আবু হাফ্ছ ওমর ইবনে আহমদ শাহীন (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)।

৪। কিতাবুছ্ ছেকাত—জায়নুদ্দীন কাছেম ইবনে কুতলুবাগা (মৃঃ ৮৭৯ হিঃ)।

৫। তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ—ইব্‌নে দাব্বাগ (মৃঃ ৫৪৬ হিঃ)।

৬। তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ—ইব্‌নে মোফাজ্জল মাক্‌দেছী (মৃঃ ৬১৬ হিঃ)।

৭। তাজ্‌কেরাতুল হোফ্‌ফাজ—ইমাম জাহবী—শামছুদ্দীন (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)।

[ইহা অতি মশহুর কিতাব (প্রকাশিত)]

৮। তাবাকাতুল্ হোফ্‌ফাজ—হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)।

৯। তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ—জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)।

১০। তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ—তাকীউদ্দীন ইব্‌নে ফাহদ।

১১। তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ—মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ হাশেমী।

### জঈফ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় কিতাব

অনেকে আবার স্বতন্ত্র কিতাবে কেবল জঈফ রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

১। কিতাবুজ্ জুআফা—ইমাম বোখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ)।

২। কিতাবুজ্ জুআফা— (كتاب الضعفاء والمتروكين) —ইমাম নাছায়ী (মৃঃ ৩০৩ হিঃ)।

৩। কিতাবুজ্ জুআফা—উকাইলী মোহাম্মদ ইবনে আমর (মৃঃ ৩২২ হিঃ)।

৪। কিতাবুজ্ জুআফা—ইবনে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)। ইহা একটি বিরাট কিতাব।

৫। আল কামেল ইবনে আদী—আবু আহ্মদ (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ)। ইহা এ বিষয়ের সর্ববৃহৎ ও সর্বজনগ্রাহ্য কিতাব। পরবর্তী মোহাদ্দেছগণ ইহার উপরই অধিকতর নির্ভর করিয়াছেন। ইবনুর রুমিয়া আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইশ্‌বেলী (মৃঃ ৬৩৭ হিঃ) 'আল হাফিল' নামে ইহার এক বিরাট পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

৬। কিতাবুজ্ জুআফা—ইমাম দারা কুতনী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)।

৭। কিতাবুজ্ জুআফা—হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫ হিঃ)।

৮। কিতাবুজ্ জুআফা—ইমাম ইবনে জাওজী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ)। ইহা একটি বিরাট ও প্রসিদ্ধ কিতাব। হাফেজ জাহবী (৭৪৮ হিঃ) ইহার সংক্ষেপ করিয়াছেন ; অতঃপর ইহার পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন। এছাড়া হাফেজ আলাউদ্দীন মোগলতায়ীও (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) ইহার এক পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

৯। কিতাবুজ্ জুআফা—ইমাম হাছান ছাগানী লাহোরী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ)।

১০। মীজানুল ই'তেদাল—ইমাম জাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)। ইহা এ বিষয়ের একটি ব্যাপক ও মূল্যবান কিতাব। হাফেজ জায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ) 'জায়নুল মীজান' নামে দুই খণ্ডে ইহার এক পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) 'লেছানুল মীজান' নামে ইহার এক পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন এবং তাহার 'তাহ্‌রীরুল মীজান' ও 'তাক্‌বীমুল মীজান' নামক কিতাবদ্বয়ে ইহাকে সুন্দররূপে সাজাইয়াছেন। এছাড়া এ বিষয়ে আরো বহু কিতাব রহিয়াছে।

### মোদাল্লেছীন ও মোরছেলীনদের জীবনী আলোচনা

শুধু মুদাল্লেছীনদের জীবনী আলোচনা করিয়া স্বতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন অনেকেই। যথা—

১। ইমাম হোছাইন ইবনে আলী কারাবিছী (২৪৮ হিঃ)। ইনি ইমাম শাফেয়ীর শাগরিদ ছিলেন।

২। ইমাম নাছায়ী—আহ্‌মদ ইবনে শোয়াইব (মৃঃ ৩০৩ হিঃ)।

৩। ইমাম দারা কুত্‌নী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ)।

৪। ইমাম আলায়ী ( )। তাঁহার কিতাবের নাম 'জামেউত্‌তাহ্‌ছীল'।—(جامع التحصيل) হাফেজ জায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ) ইহার 'জায়ল' (পাদ পরিশিষ্ট) লিখিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র ওলীউদ্দীন ইরাকী, আলায়ীও তাঁহার পিতার কিতাবকে একত্র করিয়া এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন।

৫। ইমাম জাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)। তিনি ইহা পদ্যে লিখিয়াছেন। তাঁহার শাগরিদ আহমদ ইবনে ইব্রাহীম মাক্‌দেছী আলায়ীর কিতাব হইতে আরো কতক নাম সংগ্রহ্ করিয়া ইহার পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

৬। ইব্রাহীম ইবনে মোহাম্মদ হালাবী (মৃঃ ৮৪১ হিঃ)। তাঁহার কিতাবের নাম 'তাব্‌য়ীন' — (التبيين فى اسماء المدلسين) । ইহাতে তিনি পূর্ববর্তী নামসমূহের সহিত আরো ৩২টি নূতন নামের সমাবেশ করিয়াছেন।

৭। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)। তিনি ইহাদের সহিত আরো ৩৯ জনের জীবনী যোগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কিতাবে মোট ১৫২ জন মোদাল্লেছের নাম রহিয়াছে।

৮। জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)। এ বিষয়ে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রহিয়াছে।

'মোরছেলীন'দের সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন ইবনে আবু হাতেম রাজী (মৃঃ ৩২৭ হিঃ)। ইহা 'মারাছীলে আবি হাতেম' নামে প্রসিদ্ধ।

### হাদীছ জালকারীদের জীবনী আলোচনা

জঈফ ও মাতরূক রাবীদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে যদিও হাদীছ জালকারী মিথ্যুকদের প্রায় সকলের জীবনীই আলোচিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমাদের মোহাদ্দেছগণের অনেকে

সবতন্ত্রভাবে তাহাদের জীবনী আলোচনা করা সমীচীন মনে করিয়াছেন এবং পৃথক কিতাবে তাহাদের জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। নীচে এইরূপ দুইটি কিতাবের নাম দেওয়া গেল।

(ক) আল্ কাশ্‌ফুল হাছীছ (الكشف الحثيث فى من رمى بوضع الحديث) —হালাবী।

(খ) কানূনুল মাওজুআত—মোহাম্মদ ইবনে তাহের পাট্টনী সিন্ধী।

**রাবীদের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কীয় কিতাবঃ**

যে রাবী যাঁহার নিকট হাদীছ শুনিয়াছেন বলিয়া দাবী করা হইতেছে তিনি তাঁহার যুগ পাইয়াছিলেন কি না ইহা পরীক্ষা করার জন্য অনেকে বিশেষ তাহ্‌কীক করিয়া শুধু রাবীদের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কিতাব লিখিয়াছেন। যথা—

১। হাফেজ আবু ছোলাইমান মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ( ) । তিনি হিজরতের প্রথম সন হইতে ৩৩৮ সন পর্যন্ত সনক্রম হিসাবে এক কিতাব লেখেন এবং কোন্ কোন্ সনে কোন্ কোন্ শায়খ বা রাবী এন্তেকাল করিয়াছেন তাহার ফিরিস্তি দান করেন। হাফেজ আবু মোহাম্মদ ইবনে আবদুল আজীজ কাত্তানী (মৃঃ ৪৬৬ হিঃ) ইহার এক পরিশিষ্ট লেখেন। অতঃপর হিবাতুল্লাহ্ ইবনে আহ্‌মদ আফ্‌ফানী কাত্তানীর কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন এবং ৪৮৫ সন পর্যন্ত পৌঁছেন। আফ্‌ফানীর এ কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন আলী ইবনে মোফাজ্জাল মাকদেছী (মৃঃ ৬১১ হিঃ)। ইহাতে তিনি ৫৮১ সন পর্যন্ত মৃত সকল শায়খ বা রাবীর নাম যোগ করেন। অতঃপর ইবনুল মোফাজ্জালের এ কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন হাফেজ আবদুল আজীম মুন্‌জেরী (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ)। ইহার নাম 'তাক্‌মেলাহ্' (التكملة لوفيات النقلة) । মুনজেরীর কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন তাঁহার শাগরিদ ইজ্জুদ্দীন আহ্‌মদ ইবনে মোহাম্মদ। ইহাতে তিনি ৬৭৪ সন পর্যন্ত পৌঁছেন। অতঃপর ইজ্জুদ্দীনের কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন আহ্‌মদ ইবনে আইবক দেম্‌ইয়াতী এবং ৭৪৯ সন পর্যন্ত সকল হাদীছ বর্ণনাকারীর নাম ইহার সহিত যোগ করেন। আর আইবকের কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন হাফেজ জায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ)।

২। বারজালী—আবুল কাসেম মোহাম্মদ দেমাশ্‌কী (মৃঃ ৭৩৮ হিঃ)। ইহার পরিশিষ্ট লেখেন তকীউদ্দীন রাফে'। ইহাতে তিনি ৭৭৪ সন পর্যন্ত পৌঁছেন। তকীউদ্দীনের কিতাবের পরিশিষ্ট লেখেন অপর এক তকীউদ্দীন ইবনে হাজার।

৩। মোবারক ইবনে আহ্‌মদ আন্‌ছারী। তাঁহার কিতাব 'ওয়াফায়াতুশ শুয়ুখ'।

৪। হাব্বাল—ইব্রাহীম ইবনে ইছমাঈল (মৃঃ ৪৮২ হিঃ)। ('কিতাবুল ওয়াফায়াত'।)

**রাবীদের নাম, লকব ও কুনিয়াত সম্পর্কীয় কিতাবঃ***

এক নামের, এক লকবের বা এক কুনিয়াতের বিভিন্ন রাবী রহিয়াছেন। ইহা রাবীদের পরিচয়ের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধার ব্যাপার বটে। ইহাতে কোন 'জঈফ' রাবীকে নির্ভরযোগ্য (কবী) অথবা 'কবী'কে 'জঈফ', জাল রাবীকে আসল রাবী অথবা আসল রাবীকে জাল মনে করা যাইতে পারে। এ কারণে আমাদের একদল মনীষী যে রাবী তাহার নামের সহিত পরিচিত তাহার লকব বা কুনিয়াত কি এবং যিনি তাঁহার কুনিয়াত বা লকবের সহিত পরিচিত তাঁহার নাম কি তাহা অনুসন্ধান করিয়াছেন। যথা—

টীকা

* ডাকনাম, উপনাম বা উপাধিসূচক নামকে লকব বলে। পিতা বা পুত্রের সহিত সম্পর্কিত নাম যথা অমুকের বাপ, অমুকের পুত্র, ইহাকে কুনিয়াত বলে। 'কবী' জঈফের বিপরীত শব্দ। ইহার অর্থ সবল বা নির্ভরযোগ্য।

১। আলী ইবনে মাদীনী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ)
২। ইমাম নাছায়ী (মৃঃ ৩০৩ হিঃ)
৩। ইব্‌নে হিব্বান বুস্তী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ)
৪। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫ হিঃ)
৫। আবু বকর শিরাজী (মৃঃ ৪০৭ হিঃ)
৬। ইব্‌নে আবদুল বার (মৃঃ ৪০৭ হিঃ)
৭। আবুল ফজল (মৃঃ ৪৬৭ হিঃ)
[তাঁহার কিতাবের নাম 'মুন্তাহাল কামাল' (منتهى الكمال) ]
৮। ইবনে জওজী (মৃঃ ৫৭৭ হিঃ)
৯। হাফেজ জাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)
[তাঁহার কিতাবের নাম 'আল মোকতানা'।]
১০। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)

**বিশেষ বিশেষ কিতাবের**
**রাবীদের জীবনী আলোচনা ঃ**

অনেকে আবার বিশেষ বিশেষ কিতাবের রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন; যথা—

**বোখারী শরীফ ঃ**

বোখারী শরীফের ছনদসমূহে যে সকল রাবীর নাম রহিয়াছে তাঁহাদের জীবনী আলাচনা করিয়াছেন ঃ

১। আহ্‌মদ ইবনে মোহাম্মদ কালাবাজী (মৃঃ ৩৯৮ হিঃ)
২। মোহাম্মদ ইবনে দাঊদ কুরদী (মৃঃ ৯২৮ হিঃ)

**মোছলেম শরীফ ঃ**

মোছলেম শরীফের রারীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন ঃ

১। আহ্‌মদ ইবনে আলী ইস্পাহানী (মৃঃ ২৬৯ হিঃ)
২। ইব্‌নে মান্‌জু ওয়াইয়াহ্ (কানজুওয়াইহ্) (মৃঃ ৪২৮ হিঃ)

**মোআত্তা ঃ**

মোআত্তা-এ-মালেকের রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন ঃ

১। জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)

**মোছনাদে আহ্‌মদ ঃ**

ইহার রাবীগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন ঃ

১। আবু মূছা ইস্পাহানী (.... হিঃ)

**আবু দাউদ ঃ**

ইহার রাবীগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন ঃ

১। হোছাইন ইবনে মোহাম্মদ হিব্বানী (মৃঃ ৪৯৮ হিঃ)

**কিতাবুল আছার ঃ**

ইমাম আবু ইউছুফ ছাহেবের "কিতাবুল আছার"-এর রাবীদের জীবনী আলাচনা করিয়াছেন ঃ

১। মোহাম্মদ আবুল ওফা আফ্‌গানী .... হিঃ)

**কিতাবুল আছার ও কিতাবুল হুজাজ্ঃ**

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে হাছান শায়বানীর এ দুই কিতাবের রাবীদের জীবনী আলাচনা করিয়াছেনঃ

১। মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী (মৃঃ ১৩৪৪ হিঃ)

**কিতাবুল আছার ইমাম মোহাম্মদঃ**

ইহার রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেনঃ

১। মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী (.... হিঃ)

**শরহে মাআনীল্ আছারঃ**

ইমাম তাহাবীর এ কিতাবের রাবীগণের জীবনী আলোচনা করিয়াছেনঃ

১। হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী—মাহমুদ ইবনে আহমদ (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)

('কাশফুল আছতার' নামে ইহার সংক্ষেপ করিয়াছেন শায়খ ছাহেবুল এল্ম সিন্ধী। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।)

**মেশকাত শরীফঃ**

মেশকাত শরীফের রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন স্বয়ং উহার প্রণেতাঃ

১। আল্লামা খতীব তাব্‌রেজী (মৃঃ ৮০০ হিজরীর কাছাকাছি)

**ছহীহাইনঃ**

বোখারী ও মোছলেম শরীফের রাবীদের জীবনী একসাথে আলোচনা করিয়াছেনঃ

১। মোহাদ্দেছ হিবাতুল্লাহ্ লালাকানী (মৃঃ ৪১৮ হিঃ)

২। মোহাম্মদ তাহের মাকদেছী (মৃঃ ৫০৭ হিঃ)

**ছুনানে আরবা'আঃ**

ছুনানে আরবা'আ—আবু দাঊদ, নাছায়ী, তিরমিজী ও ইব্‌নে মাজাহ্—এ চারি কিতাবের রাবীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেনঃ

১। মোহাদ্দেছ আহ্‌মদ ইবনে মোহাম্মদ কুরদী (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ)

**মোআত্তাঃ**

মোআত্তা-এ মালেক, মোছনাদে আহ্‌মদ, মোছনাদে শাফেয়ী, ও মোছনাদে আবু হানীফা—এ চারি কিতাবের রাবীদের জীবনী এক সংগে আলোচনা করিয়াছেনঃ

১। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছ্‌কালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)

**ছেহাহ ছেত্তাঃ**

ছেহাহ ছেত্তার ছয় কিতাবের রাবীদের জীবনী এক সংগে আলোচনা করিয়াছেনঃ

১। আবু মোহাম্মদ আবদুল গনী মাক্‌দেছী (মৃঃ ৬০০ হিঃ)

[তাঁহার কিতাবের নাম 'আল কামাল']

২। জামালুদ্দীন ইউছুফ মেজ্‌জী (মৃঃ ৭৪২ হিঃ)

তিনি মাকদেছীর 'আল কামাল'কেই সুন্দররূপে সাজাইয়াছেন এবং নাম দিয়াছেন 'তাহ্‌জীবুল কামাল'। ইহা অতি উত্তম কিতাব। ৩৩ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। ইব্‌নুল মুলাক্কেন (মৃঃ ৮০৪ হিঃ)

তিনি মেজ্‌জীর 'তাহ্‌জীবের'ই সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন তাঁহার 'ইক্‌মালুত্ তাহ্-জীব' কিতাবে।

৪। জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (زوائد الرجال على تهذيب الكمال) (মৃঃ ৯১১ হিঃ)

তিনি 'তাহ্‌জীবুল্ কামালের' সহিত আরো কিছু তথ্য যোজনা করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন 'জাওয়ায়েদুর রেজাল'

৫। হাফেজ জাহবী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)

তাঁহার কিতাবের নাম 'আল কাশেফ'। ইহাতে তিনি মেজ্‌জীর তাহ্‌জীবকে সংক্ষেপ করিয়াছেন।

৬। হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছ্‌কালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ)

তিনি মেজ্‌জীর 'তাহ্‌জীবের' এবারতকে 'সংক্ষেপ করিয়া এবং বিষয়বস্তু বাড়াইয়া নাম রাখিয়াছেন 'তাহ্‌জীবুত্ তাহ্‌জীব'। অতঃপর ইহাকে সংক্ষেপ করিয়া নাম করিয়াছেন 'তাক্‌রীবুত্ তাহ্‌জীব'। এ উভয় কিতাবই প্রকাশিত হইয়াছে। জাহ্‌বীর 'মীজান' এবং ইব্‌নে হাজারের 'তাহ্‌জীব' এ বিষয়ের দুইটি প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট কিতাব।

এছাড়া এ বিষয়ে আরো অনেকে অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। হাফেজ আবুল্ মাহাছেন দেমাশ্‌কী (মৃঃ ৭৬৫ হিঃ) তাহার 'আত্ তাজকেরা' (التذكرة فى رجال العشرة) নামক কিতাবে এক সংগে দশ কিতাবের ছনদ আলোচনা করিয়াছেন। —মেফতাহুছ্ ছুন্নাহ্

এক কথায় আমাদের মনীষীবৃন্দ রাবীদের জীবনী সম্পর্কে এত অধিক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছেন যার নজীর দুনিয়ার কোন জাতিই পেশ করিতে সক্ষম নহে। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ডঃ স্প্রীংগার বলিয়াছেন, দুনিয়ার এমন কোন জাতি ছিল না এবং এখনো নাই যাহারা মুসলমানদের ন্যায় আছমাউর রেজালের মত একটি বিরাট শাস্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, যদ্দ্বারা পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনী জানা যাইতেছে। —মোকাদ্দমায়ে এছাবা

## জাল হাদীছ সংগ্রহ

বাছাই করিয়া ছহীহ হাদীছসমূহ সংগ্রহ করার পর জাল হাদীছ সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি আমাদের মনীষীবৃন্দ আসল ও নকল দুইটি জিনিসকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার এবং জনসাধারণকে নকল হাদীছের ধোঁকা হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নকল হাদীছসমূহ সংগ্রহ করারও পৃথকভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাকে হাদীছ জাল প্রতিকারের সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। নীচে এরূপ কতিপয় জাল হাদীছ সম্বলিত কিতাবের নাম দেওয়া গেল ঃ

১। 'আল্ মাওজুআত' (الموضوعات) —ইবনে জাওজী হাম্বলী (মৃঃ ৫৭৭ হিঃ)।

২। 'আদ্‌দুরুরুল মুল্‌তাকাত' (الدر الملتقط فى تبيين الغلط) —হাছান ছাগানী লাহোরী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ)।

৩। 'কিতাবুল আবাতীল' (كتاب الاباطيل) —জুজেজানী।

৪। 'আল্ মুগ্‌নী' (المغنى) —মুছেলী।

৫। 'আল্ লাআলিউল্ মাছনূআ' (اللالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة) —জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)।

৬। 'আদ্‌দুরারুল মুন্‌তাশেরাহ' (الدرر المنتشرة فى الاحاديث المشترة) —জালালুদ্দীন ছুয়ুতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ)।

৭। 'জায়লু লাআলিউল মাছনুআ' —'ঐ'

৮। 'আল্ মাওজুয়াত'—ইবনুল কিরাণী।

৯। 'আল মাকাছিদুল্ হাছানাহ্' (المقاصد الحسنة فى الاحاديث المشهورة على الالسنة) —ইমাম ছাখাবী (মৃঃ ৯০২ হিঃ)। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। 'আল মাছনু ফিল আহাদীছিল মাওজু'—মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ)।

১১। 'মাওজুআতে কবীর'— 'ঐ'

১২। 'তাজকিরাতুল মাওজুআত'—মোহাম্মদ তাহের পাট্টনী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ)। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩। 'তাম্‌য়ীজুত্ তাইয়েব' (تمييز الطيب من الخبيث) —শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১০৪৬ হিঃ)।

১৪। 'আল্ ফাওয়াএদুল মাজ্‌মূআহ্' (الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة) —ইমাম শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ)।

১৫। 'আল্ আছারুল মার্‌ফূআহ্' (الآثار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة) —মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী।

১৬। 'আল্ কালামুল মারফূ' (الكلام المرفوع فيما يتعلق بالحديث الموضوع) —মাওলানা আন্‌ওয়ারুল্লাহ হায়দরাবাদী।

## দেরায়াতগত পরীক্ষা

আমাদের মোহাদ্দেছগণ শুধু যে হাদীছের রেওয়ায়াত বা বর্ণনাগত পরীক্ষাই করিয়াছেন তাহা নহে; বরং তাঁহারা হাদীছের দেরায়াত (বা শব্দ ও অর্থ)-গত পরীক্ষাও যথাযথভাবে করিয়াছেন। রেওয়ায়াতগত পরীক্ষা অতি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া লোকেরা ইহা হইতে বিরত থাকিতে পারে এই আশংকায়ই তাঁহারা উহার প্রতি অধিক জোর দিয়াছেন। কারণ, রেওয়ায়াতগত পরীক্ষার জন্য হাজার হাজার রাবীর জীবনচরিত পুংখানুপুংখরূপে জানা আবশ্যক, যাহা সকলের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

দেরায়াতগত পরীক্ষার সূচনা স্বয়ং ছাহাবীদের আমলেই হয়। হজরত ওমর ফারূকের নিকট যখন ফাতেমা বিন্‌তে কায়ছ ইদ্দতকালীন খোরপোষ সম্পর্কীয় হাদীছটি বর্ণনা করেন তখন তিনি এই বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন যে, হাদীছটি কোরআন এবং অপর প্রসিদ্ধ হাদীছের খেলাফ। সম্ভবতঃ ফাতেমা উহা ঠিকভাবে ইয়াদ রাখিতে পারেন নাই। এভাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর যখন এ হাদীছটি বলিলেনঃ

"মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবারস্থ লোকের ক্রন্দনের দরুন কবরে তাহার আজাব হইয়া থাকে।" তখন হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেনঃ "তাহা হইতে পারে না। কোরআনে রহিয়াছেঃ একের গোনাহ্‌র বোঝা অন্যে বহন করে না।" সুতরাং রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর কথা আবদুল্লাহ্ বুঝিতে পারেন নাই। একবার হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিলেনঃ হুজুর বলিয়াছেনঃ 'আগুনে পাক করা জিনিস খাইলে ওজু নষ্ট হইয়া যায়।' ইহা শুনিয়া হজরত ইব্‌নে আব্বাছ বলিলেনঃ 'তাহা হইলে গরম পানি খাইলেও তো ওজু যাইবার কথা, অথচ তাহা কেহ বলে না; আপনি হয়তো হুজুরের কথা বুঝেন নাই অথবা তাহা ঠিকভাবে স্মরণ রাখিতে পারেন নাই সুতরাং ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। এভাবে ছাহাবী হজরত ছাবেত্ যখন মে'রাজ সম্পর্কীয় হাদীছে বলিলেনঃ "হুজুর বলিয়াছেনঃ

'আমি বোরাককে বায়তুল মাকদেছের কড়ার সহিত বাঁধিয়াছিলাম' তখন ছাহাবী হজরত হোজাইফা বলিলেন: 'কেন' বোরাকের পালাইবার ভয়ে? তাহা হইতে পারে না; সে রাত্রে সমস্ত জিনিসকেই হুজুরের হুকুমের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতএব, আপনি হুজুরের কথা ঠিকভাবে বুঝিতে পারেন নাই। অথবা স্মরণ রাখিতে পারেন নাই।" এ ধরনের আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে।

ছাহাবীগণের এ সূত্র ধরিয়া পরবর্তী মনীষীগণ ইহার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করিয়াছেন। নিম্নে ইবনে জাওজী ও মোল্লা আলী ক্বারী কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় নিয়ম বা ধারা উদ্ধৃত করা গেল:

১। যে হাদীছ ভাষাগত দোষে দুষ্ট তাহা হুজুরের হাদীছ নহে বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ, রছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছিলেন আরবী সাহিত্যে অদ্বিতীয় জ্ঞানী।

২। আকল বা বুদ্ধি সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীছ।

৩। যে হাদীছ শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট উছূল বা নীতির বিপরীত।

৪। যে হাদীছ বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত। যথা—'বেগুন সর্বরোগ নাশক' হাদীছ।

৫। যে হাদীছ কোরআনের স্পষ্ট অর্থের বিপরীত।

৬। যে হাদীছ অপর প্রসিদ্ধ হাদীছের বিপরীত।

৭। যে হাদীছ এজ্‌মায়ে উম্মতের খেলাফ।

৮। যে হাদীছে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

৯। যে হাদীছে সামান্য আমলের জন্য মহাপুরস্কারের ঘোষণা রহিয়াছে।

১০। যে হাদীছের অর্থ নেহাত হীন। যথা—'জবহে করা ব্যতীত কদু খাইও না।'

১১। যে হাদীছের রাবী এমন লোকের নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছেন যাঁহার সহিত রাবীর সাক্ষাৎ হয় নাই। অপর দিকে এ হাদীছ তাঁহার নিকট হইতে অপর কোন রাবীও বর্ণনা করেন নাই।

১২। যে হাদীছে এমন বিষয় রহিয়াছে যাহা অবগত হওয়া সকল মুসলমানের পক্ষে আবশ্যক, অথচ হাদীছটি এ (এক) রাবী ছাড়া অপর কেহ অবগত নহে।

১৩। যে হাদীছে এমন কথা রহিয়াছে যাহা বাস্তবে ঘটিলে বহু লোকই তাহা অবগত হইত, অথচ এ রাবী ছাড়া অপর কেহ তাহা অবগত নহে।

১৪। যে হাদীছের বর্ণনা অতিরঞ্জিত।

১৫। যে হাদীছের কথা নবীগণের কথার অনুরূপ নহে।

১৬। যে হাদীছের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭। যে হাদীছের কথা কোন চিকিৎসকের কথা হওয়াই অধিক সঙ্গত।

১৮। যে হাদীছের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—উজ ইবনে ওনক সম্পর্কীয় (তিন হাজার হাত বা অপর বর্ণনা, ৭০ হাত লম্বা ছিল) সংক্রান্ত হাদীছ।

১৯। খাজা খিজির সংক্রান্ত হাদীছসমূহ।

২০। কোরআনের বিশেষ বিশেষ ছূরার বিশেষ বিশেষ ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীছ।

ইহাতে দেখা গেল যে, আমাদের মোহাদ্দেছগণ হাদীছ বিচারের কত সূক্ষ্ম এবং কত যুক্তিগত ব্যবস্থা করিয়াছেন। —মাওজুআতে কবীর ও ফাহ্‌মে কোরআন

### ইমামগণের হাদীছ বাছাই

হাদীছের ইমামগণ রেওয়ায়াত ও দেরায়াতের এ সকল সূত্র অনুসারেই হাদীছ বাছাই করিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ* হাদীছ হইতে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া উহা হইতে মাত্র কয়েক হাজার হাদীছকে তাঁহাদের কিতাবের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইমাম মালেক (রঃ) প্রথমে এক লক্ষ হাদীছ বাছাই করিয়া দশ হাজার হাদীছ তাঁহার কিতাবে লেখেন; অতঃপর উহা হইতে বাছাই করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৭২০টি হাদীছকে অবশিষ্ট রাখেন। ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে মাত্র ৩০ (ত্রিশ) হাজার হাদীছকে তাঁহার কিতাবে স্থান দেন। এভাবে ইমাম বোখারী ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীছ হইতে বাছাই করিয়া মাত্র আড়াই হাজার (২৪৬০টি) হাদীছ তাঁহার 'জামেয়ে ছহীহ্'তে গ্রহণ করেন। ইমাম মোছলেম তিন লক্ষ হাদীছ হইতে ছাঁটিয়া মাত্র চারি হাজার হাদীছ তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম আবু দাউদ ৫ লক্ষ হাদীছ বাছাই করিয়া মাত্র পাঁচ হাজার হাদীছকে তাঁর ছুনানে গ্রহণ করেন। এ ভাবে ইমাম নাছায়ী, তিরমিজী এবং ইব্নে মাজাহ্ও লক্ষ লক্ষ রেওয়ায়াত হইতে বাছিয়া অতি অল্প সংখ্যক রেওয়ায়াতই তাঁহাদের কিতাবের জন্য ইন্তেখাব করিয়াছেন। ইমাম দারেমী এবং অন্যান্য ছহীহ্ কিতাবের রচয়িতাগণও এরূপ করিয়াছেন।

এতদ্সত্ত্বেও পরবর্তী হাদীছ সমালোচক (নাকেদীনে হাদীছ) ইমামগণ এ সকল কিতাবের এক এক হাদীছকে পুনরায় কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। সুতরাং কোনো হাদীছের ছহীহ হওয়ার অর্থ হইল মহা অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া উহার উত্তীর্ণ হওয়া।

সত্য কথা এই যে, আমাদের মোহাদ্দেছগণ আমাদের রছূলের হাদীছের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন অন্য কোন জাতি তাহাদের আল্লাহ্র কিতাবের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও ইহার শতাংশের একাংশ পর্যন্ত করিতে পারে নাই। প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদ ডঃ মার্গেলিউথ ঠিকই বলিয়াছেনঃ "হাদীছের জন্য মুসলমানরা যত ইচ্ছা গর্ব করিতে পারে; ইহা তাহাদের পক্ষে শোভা পায়।"

### হাদীছ রেওয়ায়তে বিশ্বস্ততার প্রমাণ

হাদীছের ইমামগণের পরীক্ষায় যে সকল হাদীছ 'ছহীহ্' বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে সে সকল হাদীছ যে সত্যই রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর হাদীছ ইহার বহু বাহ্যিক প্রমাণও রহিয়াছে। নিম্নে ইহার কতিপয়ের উল্লেখ করা গেলঃ

**১। মকাওকিছের নামে লিখিত পত্রঃ**

৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পর রছূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আরবের চতুর্দিকের রাজা-বাদশাহ্দের নিকট ইসলামের প্রতি 'দাওয়াত' দিয়া বহু 'দাওয়াতনামা' প্রেরণ করেন। এ সকল 'দাওয়াতনামা'র বিবরণ হাদীছ, ছীরাত ও তারীখের বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এসময় রছূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মিছরের কিব্তী বংশীয় খৃষ্টান শাসনকর্তা 'মকাওকিছ'-এর নিকটও একখানা দাওয়াতনামা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার

টীকা

* মোহাদ্দেছগণ একটি হাদীছের যতটি ছনদ রহিয়াছে তাহাকে তত হাদীছ বলিয়াই গণ্য করেন। সুতরাং লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাচাই করার অর্থ লক্ষ লক্ষ ছনদ পরীক্ষা করা।

বিবরণ প্রায় সমস্ত কিতাবেই রহিয়াছে। দাওয়াতনামাখানি ১৮৫০ সালে মিছরের এক গির্জা হইতে ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে বার্‌তেলমী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় তাহা রছূলে করীমের সেই আসল দাওয়াতনামা বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে। দাওয়াতনামাখানি বর্তমানে কনষ্টান্টিনোপলে রক্ষিত আছে। প্রাপ্ত দাওয়াতনামার বিবরণ এই—

"بسم الله الرحمٰن الرحيم ـ من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الا سلام فاسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم القبط ـ (يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًاوَّلَايَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ)" —— رسول اكرم ﷺ كى سياسى زندكى صفحة ١٣٦

'বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রছূল মোহাম্মদ বনাম কিব্‌তীদের নেতা মকাওকিছ। যে ব্যক্তি সত্যের অনুসরণ করিয়াছে তাহার প্রতি ছালাম। ইতঃপর—আমি আপনাকে ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে আহ্‌বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকিবেন। (ইহাতে) আল্লাহ্‌ আপনাকে দুই গুণ ছওয়াব দিবেন। যদি আপনি পশ্চাদপসরণ করেন তাহা হইলে আপনার উপর কিব্‌তীদের গোনাহ্‌ও বর্তাইবে। [হে গ্রন্থধারীগণ! আস, এমন একটি কথার দিকে যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আমরা যেন আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও উপাসনা না করি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি, পরন্তু আমাদের কেহ যেন আল্লাহ্‌ ব্যতীত একে অন্যকে প্রভু না বানায়। যদি তাহারা পশ্চাদপসরণ করে তা হইলে (হে মু'মিনগণ,) তোমরা বল এবং ঘোষণা কর, আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অনুগত।]'*

—রছূলে আক্‌রাম কী ছিয়াছী জিন্দেগী ১৩৬ পৃঃ

এখন দেখা যাইতেছে যে, পত্রের বিবরণ (এবারত) এবং হাদীছ ও ছীরাতের কিতাবের বিবরণের মধ্যে কোথাও কোন গরমিল নাই। উভয়ই হুবহু এক। একটি শব্দের মধ্যে যে সামান্য বেশ-কম পরিলক্ষিত হয় তাহাও অর্থের দিক দিয়া নহে, অর্থ একই, পত্রে রহিয়াছে 'দেআয়াহ্‌' আর কিতাবে রহিয়াছে 'দাইয়াহ্‌'।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, মোছলেম শরীফের এক হাদীছে আছেঃ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যখন কিছ্‌রা, কাইজার ও নাজ্জাশী প্রমুখের নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, তাঁহারা সীল-মোহর ব্যতীত কোন পত্র গ্রহণ করেন না। সুতরাং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সীল-মোহর করার জন্য একটি রূপার আংটি তৈয়ার করাইলেন যাহাতে 'মোহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ্‌' বাক্য খোদাই করা হইয়াছিল। বোখারীর বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, এই বাক্যটি তিন সারিতে (ছতরে) খোদাই করা হইয়াছিল। নীচের দিক হইতে প্রথম সারিতে 'মোহাম্মাদ' উহার উপর দ্বিতীয় সারিতে 'রাছূল' এবং উহার উপর তৃতীয় সারিতে 'আল্লাহ্‌' শব্দ।

টীকা

* বন্ধনীর মধ্যকার বাক্যসমূহ কোরআনের আয়াত। রছূলে করীম পত্রে উহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, মিছরে প্রাপ্ত পত্রে সীল-মোহরও রহিয়াছে এবং উহার রূপও হুবহু হাদীছে বর্ণিত রূপই। ইহা অপেক্ষা মোহাদ্দেছগণের হাদীছ রেওয়ায়তে বিশ্বস্ততার বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

**২। মুনজির ইবনে ছাওয়ার নামে লিখিত পত্রঃ**

ইব্‌নুল কাইয়্যেমের 'জাদুল্ মা'দ' এবং কাস্তালানীর 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' প্রভৃতি কিতাবে রহিয়াছে; নবী করীম (ছঃ) বাহ্‌রাইনের ইরানী শাসনকর্তা মুনজির ইবনে ছাওয়ার নিকট তাঁহার ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁহাকে পূর্বপদে বহাল রাখিয়া নিম্নলিখিতরূপ একখানা পত্র লিখিয়াছিলেনঃ

"بسم الله الرحمٰن الرحيم ـ من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى سلام عليك ـ فانى احمد الله اليك الذى لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله ـ اما بعد فانى اذكرك الله عزوجل فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى و من نصح لهم فقد نصح لى و ان رسلى قد اثنوا عليك خيرا و انى قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك و من اقام على يهودية او مجوسية فعليه الجزية" —— رسول اكرم ص كى سياسى زندگى صفحة ٢٥١

'বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রছুল মোহাম্মদ-এর পক্ষ হইতে মুন্‌জির ইবনে ছাওয়ার নামে। আপনার প্রতি ছালাম হউক। অতঃপর আমি আপনার নিকট আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই এবং আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহার রছুল। ইতঃপর —আমি আপনাকে আল্লাহ্ (আ'জ্জা ও জাল্লা)-এর নাম স্মরণ করাইয়া বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি ভাল কাজ করিবে সে নিজের জন্যই তাহা করিবে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রেরিত লোকজনের অনুগত থাকিবে এবং তাহাদের কথা মানিয়া চলিবে সে আমার অনুগত রহিল আর যে তাহাদের কল্যাণ কামনা করিবে সে আমার কল্যাণ কামনা করিল। জানিয়া রাখিবেন যে, আমার (পূর্ব) প্রেরিত দূতগণ আপনার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি আপনার কওম সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কবুল করিলাম। সুতরাং যাহারা যে সম্পদ লইয়া মুসলমান হইয়াছে তাহাদিগকে সে সম্পদসহই থাকিতে দিন। আমি অপরাধীদিগকে মাফ করিলাম আপনিও তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন। আর আপনি যতদিন ভালভাবে চলিবেন আমি আপনাকে আপনার পদ হইতে কখনও অপসারিত করিব না। আর যে ইহুদী আপন ইহুদী মতের উপর এবং যে মাজুছী (অগ্নিপূজক) আপন মাজুছী মতের উপর অবস্থান করিতে চাহিবে (সে তাহা করিতে পারিবে) তবে জিজিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।'

—রছূলে আকরাম কী ..... ১৫১ পৃঃ

হুজুরের প্রেরিত এই আসল পত্রখানিই ১৮৬২ সালে দামেশকে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ ও কিতাবের বিবরণের মধ্যে বাস্তবে কোন গরমিল নাই। এক জায়গায় যে সামান্য গরমিল দেখা যায় তাহা অর্থের দিক দিয়া নহে। অর্থ একই। পত্রে রহিয়াছে لا اله غيره আর কিতাবে রহিয়াছে لااله الا هو ।

**৩। নাজ্জাশীর নামে লিখিত পত্রঃ**

১৯৩৮ সালে দামেশকে নবী করীম (ছঃ) বনাম নাজ্জাশী (সম্ভবতঃ আছ্‌হেমার পরবর্তী নাজ্জাশী) একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। পত্রখানি ১৩১/২ ইঞ্চি লম্বা এবং ৯ ইঞ্চি চওড়া একটা

কোমল চামড়ায় (ঝিল্লিতে) ১৭ লাইনে লেখা। ইহার নীচে নবী করীমের সীল-মোহরও রহিয়াছে। ইহার বিবরণ নিম্নরূপঃ

"بسم الله الرحمٰن الرحيم ـ من محمد رسول الله الى النجاشى عظيم الحبشة ـ سلام على من اتبع الهدى ـ اما بعد فانى احمد اليك الله الذى لااله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن ـ واشهد ان عيسى بن مريم روح الله و كلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسىٰ من روحه ونفخه كما خلق آدم وانى ادعوك الى الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته و ان تتبعنى و توقن بالذى جاءنى فانى رسول الله و انى ادعوك وجنودك الى الله عزوجل و قد بلغت و نصحت فاقبلوا نصيحتى و السلام على من اتبع الهدى — رسول اكرم ص كى سياسى زندگى صفحة ١٢٤

এই পত্রখানির বিবরণ এবং 'ছীরাতে হালাবিয়াহ্' কিতাবের বিবরণ সম্পূর্ণ এক। ইহাতে কি আমাদের ছীরাত লেখক ও হাদীছ সংকলক মোহাদ্দেছগণের সাধুতা এবং হাদীছ রেওয়ায়তে তাঁহাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় না?

**৪। ইরান-সম্রাটের নামে লিখিত পত্রঃ**

রছুলে আকরাম (ছঃ) তৎকালীন ইরানের সম্রাট (কিছ্রা) খস্রু পারবেজের নামেও একখানি 'ইসলামের দাওয়াতনামা' প্রেরণ করিয়াছিলেন। রছুলে আক্রামের দূত আবদুল্লাহ্ ইবনে হোজাফা (রাঃ) উহা খস্রুর নিকট পৌঁছাইলে খস্রু রাগে উহা ফাঁড়িয়া ফেলেন। ইহা হাদীছ ও ছীরাতের কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

কুদ্রতের লীলা-খেলা—এই ফাঁড়া চিঠিখানিও ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে লেবাননের প্রাক্তন উজীর মিঃ হেন্রী লুজের ব্যক্তিগত পাঠাগারে পাওয়া গিয়াছে এবং বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় উহা হুজুরের সেই আসল চিঠি বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ৮×১৫ ইঞ্চি একটি অতি কোমল চামড়ায় তৎকালে আরবে প্রচলিত কুফার লিপি পদ্ধতিতে (কুফী রছ্মুল্ খতে) লেখা। ইহার নীচে হুজুরের সেই সীলমোহরও রহিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ ফাঁড়া। লাহোর হইতে প্রকাশিত ২১শে জুন ১৯৬৩ সালের 'কুহিস্তান' পত্রিকায় পূর্ণ বিবরণসহ ইহার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে।

রছুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ধরনের প্রায় আড়াই শত দাওয়াতনামা, সন্ধিপত্র ও নির্দেশনামা প্রভৃতির বিবরণ বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কালের গর্ভ হইতে এ সকলের আর কোনটা যে প্রকাশ পাইবে না আর আমাদের সমস্ত দ্বিধা-সন্দেহের অবসান ঘটাইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

**৫। ছহীফায়ে হাম্মামঃ**

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁহার শাগরিদ হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ্কে শতাধিক হাদীছ লেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা 'ছহীফায়ে হাম্মাম' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সমস্ত হাদীছকেই ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তাঁহার 'মোছনাদে' গ্রহণ করিয়াছেন। এই ছহীফার দুইটি প্রাচীন পাণ্ডু-লিপি অতি হালে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ডঃ হামীদুল্লাহ্র সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, ছহীফায়ে হাম্মামে যে হাদীছ যে ভাবে রহিয়াছে 'মোছনাদে' আহ্মদেও সে হাদীছ ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে। ইহার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আমাদের ইমামগণ হাদীছ রেওয়ায়তে অতুলনীয় বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন?

**৬। হেজাজের আগুন ঃ**

বোখারী ও মোছলেমে রহিয়াছে ঃ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ 'সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না যে পর্যন্ত না হেজাজ হইতে একটি আগুন জাহির হয় যাহা দ্বারা শামের অন্তর্গত বুছ্রার ছোট ছোট পর্বতমালা পর্যন্ত দেখা যাইবে।

কোরতবী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, ৬৫৪ হিঃ অর্থাৎ, হাদীছটি কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার সাড়ে তিন শতাধিক বৎসর পর মদীনার নিকটবর্তী এক স্থান হইতে এরূপ একটি আগুন জাহির হয় এবং সমগ্র দেশে আতংকের সৃষ্টি করে।

**৭। বাগদাদের পতন ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় ঃ**

এভাবে যে সকল হাদীছে তুর্কীদের হাতে বাগদাদের পতন এবং মুসলমানদের দ্বারা 'কনস্টান্টি-নোপল' বিজয়ের সংবাদ রহিয়াছে, হাদীছ লেখার বহু শতাব্দী পর (৬৫৬ হিজরীতে) হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদের পতন এবং ৮৫৯ হিঃ (১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে) ওছমানী তুর্কী দ্বিতীয় মোহাম্মদ খাঁ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল বিজয় দ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়া সে সকল হাদীছের সত্যতার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এ সকল হাদীছ বোখারী, মোছলেম, আবু দাঊদ ও নাছায়ীতে রহিয়াছে আর এ সকল কিতাব হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই লেখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যে সকল হাদীছে শেষ জমানার লোকের পিতা-মাতার প্রতি উপেক্ষা, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আগ্রহ, স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য এবং অযোগ্য লোকের ক্ষমতা দখল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, আজ কি সে সকল হাদীছের সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না?

—■—

দ্বিতীয় খণ্ড

# পাক-ভারতে এল্‌মে হাদীছ্‌

# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

□

### পাক-ভারতে এল্‌মে হাদীছ

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের এ পাক-ভারতে রছূলুল্লাহ্‌র উম্মতীগণ তাঁহার ছুন্নাহ্‌র হেফাজত ও প্রচারে কতখানি অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের সহিত আরবদের সম্পর্ক অতি পুরাতন। ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে এখানে যাতায়াত করিত বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। ইসলামী যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই (৪০ হিজরীর মধ্যেই) পাক-ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত মুসলিম প্রচারক ও মুজাহিদ বাহিনী পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। বনি-উমাইয়াদের আমলে খলীফা ওলীদের সময় (৮৬-৯৬ হিঃ মোঃ ৭০৫-১৪ ইং) ৯৩ হিঃ মোঃ ৭১১ ইং মোহাম্মদ ইবনে কাছেম কর্তৃক নিয়মিতভাবে সিন্ধু বিজিত হয় এবং উহা খোরাছান প্রদেশের অংশরূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পরিণত হয়।

মুজাহিদ বাহিনীর একদল লোক স্থায়ীভাবে সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করেন এবং দ্বীন ও এল্‌মে দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাদের অনেকেই ছিলেন তাবেয়ী ও তাবে'-তাবেয়ী। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, প্রথম শতাব্দীতেই এল্‌মে হাদীছ সিন্ধু পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; তবে এ সময়কার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সিন্ধু রীতিমত কেন্দ্রীয় শাসনেরই অধীন থাকে; অতঃপর কেন্দ্রীয় শাসনমুক্ত হইয়া ইহা কতক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে এ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যও ধ্বংস হইয়া যায় এবং তদস্থলে শিয়া মতাবলম্বী 'বাতেনী' সম্প্রদায়ের অধিকার স্থাপিত হয়। ফলে কিছু দিনের জন্য মুসলিম জগতের সহিত ইহার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে (৪১২ হিঃ) ছোলতান মাহ্‌মুদ গজনবী খাইবার গিরিপথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করিয়া গজনী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ভারতের সহিত মুসলিম জগতের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। অতঃপর সপ্তম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত এক এক করিয়া উপমহাদেশের সকল অংশই মুসলমানদের করতলগত হয় এবং দিল্লীতে উহার রাজধানী স্থাপিত হয়। এ সময় মধ্য এশিয়ার খোরাছান ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতে বহু মুসলমান সৈনিক, ব্যবসায়ী, আলেম ও মোহাদ্দেছ এদেশে আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস এখ্‌তেয়ার করেন। তখন হইতে এদেশে এলমে হাদীছের স্থায়ী চর্চা আরম্ভ হয়।

**পাক-ভারতে এল্‌মে হাদীছের যুগ বিভাগঃ**

পাক-ভারতে এল্‌মে হাদীছের ক্রমবিকাশ কালকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগ বা যুগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

**প্রথম যুগ**

এ যুগ প্রথম শতাব্দীর হিজরীর (৭ম খৃঃ) প্রথম হইতে ছোলতান মাহমুদ গজনবীর ভারত আক্রমণ পর্যন্ত (৩৯৩ হিঃ, ১০০৩ খৃঃ) প্রায় চারি শতাব্দীর যুগ। এ যুগের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, এ যুগে এল্মে হাদীছের শিক্ষা সিন্ধুতেই (দেবল, মানছুরাহ্ ও খোজ্দার প্রভৃতিতেই) সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধুর এ দিকের ভূভাগ তখনও ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

খলীফা হজরত ওমর ফারূকের আমলে (১৩-২৩ হিঃ) তৎকর্তৃক বাহ্রাইন ও ওমানে নিযুক্ত শানসকর্তা ছাহাবী হজরত ওছমান ইবনে আবুল আছ ছকফী তাঁহার ভ্রাতা আল্ হাকামকে সিন্ধুর বরুচ এবং অপর ভ্রাতা মুগীরাহ্ ইবনে আবুল আছ্কে দেবল অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁহারা শত্রুদের পরাস্ত করেন এবং ভারত সীমান্তে প্রথম ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন।

খলীফা হজরত ওছমান গনীর আমলে (২৩-৩৫ হিঃ) তৎকর্তৃক মাক্রানে নিযুক্ত শাসনকর্তা ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে মা'মার তামীমী সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করেন এবং তথাকার অধিবাসীদের করদানে বাধ্য করেন। তবে ভারতের আবহাওয়া অনুকূল নহে জানিয়া খলীফা ওছমান সৈন্যদের আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন।

খলীফা হজরত আলী মোরতাজার আমলে (৩৫-৪০ হিঃ) তাঁহার অনুমতিক্রমে ৩৯ হিজরীর একেবারে প্রথম দিকে হারেছ ইবনে মুর্‌রাহ্ আব্দী এক স্বেচ্ছা সৈনিক বাহিনী লইয়া ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধুর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ইসলামী রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ৪২ হিঃ উত্তর সিন্ধুর কিকান নামক স্থানে তিনি তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যসহ শত্রু হস্তে নিহত হন।

অবশেষে হজরত মুআবিয়ার আমলে (৪১-৬০) প্রথমে আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাওয়া আব্দী, পরে ছেনান ইবনে ছালামাহ্ হুজাইলী ভারত সীমান্ত আক্রমণ করেন। অতঃপর ৪৪ হিঃ তাবেয়ী মোহাল্লাব ইবনে আবু ছোফ্রাহ (১২ হাজার সৈন্যসহ) পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না পর্যন্ত অগ্রসর হন। —বালাজুরী-৪৩৮ পৃঃ

এ সকল অভিযান উপলক্ষে নিশ্চয় বহু ছাহাবী এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে আমরা যাঁহাদের নাম জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে। (তাঁহাদের নামের তালিকা পরে দেওয়া হইয়াছে।)

দ্বিতীয় শতাব্দীতে কতক আরবীয় তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ী এ দেশে আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করেন। অবশ্য বিখ্যাত তাবে'-তাবেয়ী আবু মা'শার নজীহ সিন্ধী (মৃঃ ১৭০ হিঃ) খাছ সিন্ধুবাসী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তবে তিনি আরবেই হাদীছ শিক্ষা করেন এবং আরবেই (বাগদাদেই) জীবন অতিবাহিত করেন।

## ছাহাবীগণের আগমন

**ফারূকী আমলেঃ**

১। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ওত্বান।
২। আশ্ ইয়াম ইবনে আমর তামীমী।
৩। ছোহার ইবনে আল্ আব্দী।

৪। ছোহাইল ইবনে আদী।

৫। হাকাম ইবনে আবু আ'ছ ছকফী।

**ওছমানী আমলেঃ**

৬। ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে মা'মার তামীমী।

৭। আবদুর রহমান ইবনে ছামুরাহ্ বছরী (মৃঃ ৫০ হিঃ)। তিনি ৩১ হিঃ সিস্তানের শাসনকর্তা-রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং সিন্ধুর বহু এলাকা স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন।

**তাবেয়ীনঃ**

৮। ছেনান ইবনে ছালামাহ্ ইবনে মোহাব্বাক হুজাইলী (মৃঃ ৫৩ হিঃ)। রেজাল শাস্ত্রকার ইব্নে ছা'আদ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী এবং ইবনে্ হাজার শেষ শ্রেণীর ছাহাবী বলিয়াছেন। তিনি হজরত মুআবিয়ার আমলে ইরাকের শাসনকর্তা জিয়াদ কর্তৃক সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া সিন্ধুর কিকান প্রভৃতি বহু স্থান ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দুই বৎসর উহা স্বীয় শাসনাধীনে রাখেন। ৫৩ হিঃ কোছদারে (বর্তমান বেলুচিস্তানের খোজদারে) শত্রু কর্তৃক তিনি নিহত হন।

৯। মোহাল্লাব ইবনে আবু ছোফ্রাহ্ (মৃঃ ৮৩ হিঃ)। তিনি হজরত মুআবিয়ার আমলে সিস্তান-এর শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইবনে ছামুরার আদেশে পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না আক্রমণ করেন।

১০। মূছা ইবনে ইয়াকুব ছকফী। তিনি সেনাপতি মোহাম্মদ ইবনে কাছেম কর্তৃক আলোরের কাজী (বিচারক) নিযুক্ত হন এবং তথায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। 'উচে' তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন যাবৎ হাদীছ-কোরআনের আলো জ্বালাইতে থাকেন।

১১। ইয়াজীদ ইবনে আবু কাব্শাহ্ দেমাশ্কী (মৃঃ ৯৭ হিঃ)। উমাইয়া খলীফা ছোলাইমান (৯৬-৯৮ হিঃ) মোহাম্মদ ইবনে কাছেমকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্থলে ইয়াজীদকে পাঠান। ইয়াজীদ ছাহাবী হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) ও শোরহাবীল ইবনে আওছ প্রমুখ হইতে বহু হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। —Indias Contribution

১২। আমর ইবনে মুছলিম বাহেলী (মৃঃ অনুঃ ১২৩ হিঃ)। তিনি ইয়া'লা বিন্ ওবাইদের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। খলীফা হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আমলে (৯৯-১০১ হিঃ) তিনি সিন্ধু এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘদিন ঐ পদে বহাল থাকেন।

১৩। মোফাজ্জাল ইবনে মোহাল্লাব ইবনে আবু ছোফরাহ্ (মৃঃ ১০২ হিঃ)। তিনি ছাহাবী হজরত নো'মান ইবনে বশীরের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। খোরাছানের শাসনকর্তা ইয়াজীদ ইবনে মোহাল্লাব (তাঁহার ভাই) খলীফা ইয়াজীদ ইবনে আবদুল মালেকের আমলে (১০১-৫ হিঃ) উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং রাজকীয় সৈন্যের হাতে পরাজিত হন। মোফাজ্জাল তাঁহার পরামর্শক্রমে ১০২ হিঃ কান্দাবিলের (পাঞ্জাবের) আমীর ওদ্দা ইবনে হামীদের নিকট আশ্রয়ের তালাশে আসেন।

১৪। আবু মূছা ইছরাঈল ইবনে মূছা বছরী (মৃঃ ১৫৫ হিঃ অনুঃ)। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী হজ-রত হাছান বছরী (মৃঃ ১১০ হিঃ) ও আবু মূছা আশ্জায়ী (মৃঃ ১৯৫ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে সিন্ধু আগমন করেন এবং সিন্ধুতে স্থায়ী বসবাস এখতেয়ার করেন।

১৫। আবু বকর রবী ইবনে ছবীহ্ বছরী (মৃঃ ১৬০ হিঃ)। তিনি হজরত হাছান বছরী প্রভৃতির নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অনেকের মতে তিনিই প্রথম হাদীছের কিতাব তাছনীফ করেন। তিনি

খলীফা মাহ্দীর আমলে (১৫৮-৬৯ হিঃ) এক নৌবাহিনীর সহিত সিন্ধু আগমন করেন এবং তথাকার এক দ্বীপে এন্তেকাল করেন।

১৬। আবু মা'শার নজীহ্ সিন্ধী (মৃঃ ১৭০ হিঃ)। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি হাদীছ শাস্ত্রে বিশেষতঃ মাগাজীতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি যুদ্ধবন্দী হিসাবে আরবে নীত হন এবং তথায় হজরত নাফে' (মৃঃ ১১৭ হিঃ) ও মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাইজী (মৃঃ ১০৮ হিঃ) প্রমুখ বিখ্যাত তাবেয়ীনগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর বাগদাদে স্থায়ী বসবাস এখ-তেয়ার করেন। তাঁহার নাতি-পোতাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় মোহাদ্দেছ হন। —Indias-24

১৭। আবু জা'ফর মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম দায়বলী (দেবলী মৃঃ ৩২২ হিঃ)। তিনিই প্রথম দায়বলী (দেবলী), যিনি হাদীছ শিক্ষার জন্য আরব গমন করেন এবং মোহাম্মদ ইবনে জাম্বুর মক্কী (মৃঃ ২৪৮ হিঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে ছবীহ্ প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং তথায় এন্তেকাল করেন।

১৮। আহ্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ দায়বলী (মৃঃ ৩৪৩ হিঃ)। তিনি এ যুগের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ। তিনি হাদীছ অন্বেষণে তৎকালীন হাদীছের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রঃ বছরা, কুফা, বাগদাদ, মক্কা, মিছর, দেমাশ্ক, বায়রুত, হাররান, তোস্তর, আস্কার প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন এবং বহু বড় বড় মোহাদ্দেছের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অবশেষে নিশাপুরে বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় এন্তেকাল করেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০৫ হিঃ) তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

১৯। আলী ইবনে মূছা দায়বলী। তিনি খালাফ দায়বলীর ওস্তাদ ছিলেন।

২০। ইব্রাহীম ইবনে মোহাম্মদ দায়বলী (মৃঃ ৩৪৫ হিঃ)। তিনি বাগদাদের হাফেজে হাদীছ মূছা ইবনে হারূন (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) ও মক্কার বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আলী ইবনে ছায়েল কবীর (মৃঃ ২৯১ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

২১। মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ দায়বলী ওর্রাক (মৃঃ ৩৪৬ হিঃ)। তিনি বছরার কাজী আবু খলীফা (মৃঃ ৩০৫ হিঃ) ও বাগদাদের মোহাদ্দেছ জা'ফর ইবনে মোহাম্মদ ফারয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) প্রমুখ বহু মনীষীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

২২। খালাফ ইবনে মোহাম্মদ দায়বলী (মৃঃ অনুঃ ৩৬০ হিঃ)। তিনি দেবলে শায়খ আলী ইবনে মূছা দেবলীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর বাগদাদে হাদীছ শিক্ষা দেন। আবুল হাছান আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ জুন্দী (মৃঃ ৩৯৬ হিঃ) তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

২৩। আবু বকর আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হারুন দেবলী (মৃঃ ৩৭০ হিঃ)। তিনি ২৭৫ হিঃ দেবলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে রায়, পরে বাগদাদে গমন করেন এবং তথাকার মোহাদ্দেছ জা'ফর ইবনে মোহাম্মদ ফারয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) ও আহ্মদ ইবনে শরীফ কুফীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। বাগদাদের বহু মোহাদ্দেছ তাঁহার শাগরিদী এখতেয়ার করেন।

২৪। আবুল আব্বাছ আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ মানছুরী। তিনি পারস্যের বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবুল আব্বাছ ইবনে আছ্রাম (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) এবং বছরার আবু রাওয়াক আহ্মাদুল হিজানী (মৃঃ ৩৩২ হিঃ) প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং হাদীছে তাঁহার গভীর জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিখ্যাত পর্যটক মাক্দেছী (মৃঃ ৩৭০ হিঃ) তাঁহাকে মানছুরায় হাদীছ শিক্ষা দিতে দেখেন।

২৫। আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর মানছুরী (মৃঃ ৩৯০ হিঃ)। তিনি হাছান ইবনে মোকার্‌রাম প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং হাকেম আবু আবদুল্লাহ্ তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। —Indias, 31-41 P.

## দ্বিতীয় যুগ

হিজরী ৫ম শতাব্দীর প্রথম হইতে (মাহমুদ গজনবীর ভারত আক্রমণ হইতে) ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইহা প্রায় চারি শতাব্দীর যুগ। এ যুগের প্রথম দিকে (৪১২-১৬ হিঃ) ছোলতান মাহমুদ গজনবী কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হইলে এল্‌মে হাদীছের আলো পাঞ্জাবে আসিয়া পৌঁছে এবং পাঞ্জাব হাদীছের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি সিন্ধুকে ইছমাঈলিয়া শিয়াদের কবল হইতে উদ্ধার করিলে সিন্ধুতেও হাদীছের পুনঃ চর্চা আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত এ যুগের মাঝামাঝি ছোলতান মোহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক দিল্লী বিজিত হইলে (৫৯০ হিঃ মোঃ ১১৯৩ ইং) তথায়ও হাদীছের আলো বিকীর্ণ হইতে থাকে। এ যুগেই প্রথমতঃ ভারতীয় মোহাদ্দেছগণ কর্তৃক হাদীছের কিতাব লেখা আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের লেখা কতিপয় কিতাব পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। অবশ্য এ যুগে ছুফীগণই বেশীর ভাগ হাদীছ আলোচনা করেন। এ যুগের কতিপয় মোহাদ্দেছের নাম নীচে দেওয়া গেল।

১। আল হাছান ইবনে হামীদ দেবলী (মৃঃ ৪০৭ হিঃ )। তিনি তাঁহার এক ব্যবসায় উপলক্ষে বাগ্‌দাদ গমন করেন এবং এক বিশেষ কারণে জ্ঞান অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি আলী ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ছাঈদ মুছেলী (মৃঃ ৩৫৯ হিঃ) মোহাদ্দেছ দালাজ (মৃঃ ৩৫১ হিঃ) ও মোহাম্মদ নাক্‌কাশ (মৃঃ ৩৫১ হিঃ) প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

২। আবুল কাছেম শোয়াইব ইবনে মোহাম্মদ দেবলী (মৃঃ ৪০৯ হিঃ)। তিনি মিছরে যাইয়া হাদীছের দরছ কায়েম করেন। মোহাদ্দেছ আবু ছাঈদ ইবনে ইউনুছ তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

৩। শায়খ ইছমাঈল লাহোরী (মৃঃ ৪৪৪ হিঃ)। তিনি ৩৯৫ হিঃ খোরাছান হইতে হাদীছ লইয়া লাহোর আগমন করেন এবং তথায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনিই প্রথমে পাঞ্জাবে হাদীছ চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁহার হাতে বহু লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

৪। জা'ফর ইবনে খাত্তাব কুছ্‌দারী (মৃঃ অনুঃ ৪৫০ হিঃ)। তিনি আবদুছ্ ছামাদ ইবনে মোহাম্মদ আছেমীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাফেজ আবুল ফতুহ আবদুল গাফের কাশগরী (মৃঃ ৪৭৪ হিঃ) তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি বলখে অবস্থান করেন এবং তথায় এন্তেকাল করেন।

৫। ছিবওয়াইহ্ ইবনে ইছমাঈল কুছদারী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ)। তিনি মোহাদ্দেছ আবুল কাছেম আলী ইবনে মোহাম্মদ হোছাইনী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইব্রাহীম মাকহুল ও রাজা ইবনে আবদুল ওহীদ ইস্পাহানীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি মক্কায় বসবাস এখতেয়ার করেন এবং তথায় হাদীছ শিক্ষা দেন।

৬। আলী ইবনে ওছমান হুজবেরী লাহোরী (মৃঃ ৪৬৫ হিঃ)। তিনি মোহাদ্দেছ আবুল ফজল মোহাম্মদ ইবনে হাছান খাতানী প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। 'কাশ্‌ফুল মাহজুব' নামে (তাছাওফে) তাঁহার এক মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তিনি লাহোরে এন্তেকাল করেন।

—India's, নোজহাহ্

৭। আবুল হাছান আলী ইবনে ওমর লাহোরী (মৃঃ ৫২৯ হিঃ)। তিনি আবু আলী মোজাফ্‌ফার ইবনে ইলয়াছ ছাঈদীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। —নোজহাহ্

৮। শায়খ আবুল কাছেম মাহ্‌মুদ ইবনে মোহাম্মদ লাহোরী (মৃঃ ৫৪০ হিঃ)। তিনি 'কিতাবুল আন্‌ছাব' প্রণেতা ছাম্‌আনীর পিতামহ আবুল মোজাফ্‌ফার ছাম্‌আনীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। আনছাব প্রণেতা নিজে তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৯। আবু মোহাম্মদ বখতিয়ার ইবনে আবদুল্লাহ্ ফাচ্ছাদ হিন্দী (মৃঃ ৫৪১ হিঃ)। তিনি ইরাক ও হেজাজে বহু মোহাদ্দেছের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি আরবে এন্তেকাল করেন।

১০। আবুল হাছান বখতিয়ার ইবনে আবদুল্লাহ্ ছূফী হিন্দী (মৃঃ ৫৪২ হিঃ)। তিনি বাগ্‌দাদ ও বছরায় বহু মোহাদ্দেছের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ছামআনী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়া ছিলেন।

১১। আবুল ফাত্‌হ আবদুছছামাদ ইবনে আবদুর রহমান লাহোরী (মৃঃ ৫৫০ হিঃ)। তিনি আবুল হাছান আলী ইবনে ওমর লাহোরী প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ছামআনী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। —নোজহাহ্-১/৩০৭ পৃঃ

১২। আমর ইবনে ছাঈদ লাহোরী (মৃঃ ৫৮১ হিঃ)। হাফেজ আবু মূছা মাদীনী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

১৩। ছৈয়দ মোরতাজা কুফী (মৃঃ ৫৮৯ হিঃ)। ছোলতান মোহাম্মদ ঘোরীর আমলে (৫৭০-৬০২ হিঃ) তিনি হিন্দুস্তান আগমন করেন এবং যোগ্যতা গুণে তাঁহার সেনাপতি পদ লাভ করেন।

১৪। ইমাম হাছান ছাগানী—রজীউদ্দীন আবুল ফাজায়েল হাছান ইবনে মোহাম্মদ ছাগানী লাহোরী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা করেন। অতঃপর মক্কা, আদন ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য মোহাদ্দেছের নিকট উহা (হাদীছ) পুনঃ শ্রবণ করেন। হাদীছের বিখ্যাত কিতাব 'মাশারিকুল্ আনওয়ার' তাঁহারই সংকলিত। ইহাতে তিনি বোখারী ও মোছলেম শরীফ হইতে ২২৭২টি রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর কাওলী হাদীছ জমা করিয়াছেন। বহু দিন যাবৎ ইহা এদেশের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। ইহার প্রায় শতের মত শরাহ্ লেখা হইয়াছে। ছৈয়দ শহীদ বেরেলবীর খলীফা মাওলানা খোররম আলী বলহুরী ইহার উর্দু তরজমা করিয়াছেন। হালে ছলীম চিশ্‌তী ইহাকে বিষয় অনুসারে সাজাইয়া বলহুরীর তরজমাসহ লাহোর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একটি অতি ছহীহ্ ও মূল্যবান কিতাব। এছাড়া হাদীছ, ফেকাহ্ ও অভিধানে তাঁহার আরো বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

তিনি ৫৭৭ হিঃ মোঃ ১১৮১ ইং লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা লাভের পর বাগ্‌দাদে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। খলীফা নাসের বিল্লাহ্ তাঁহাকে ছোলতান আলতামাসের আমলে (৬০৭-৩৩ হিঃ মোঃ ১২১০-৩৬ ইং) দিল্লীর দরবারে স্থায়ী দূত হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় বিশ বৎসর কাল এই পদে সমাসীন থাকেন এবং দিল্লীতে হাদীছ চর্চা করেন।

১৫। শায়খুল ইছলাম বাহাউদ্দীন 'জাকারিয়া মুলতানী' (মৃঃ ৬৬৬ হিঃ)। তিনি শায়খ কামালুদ্দীন ইয়ামানীর শাগরিদ ও শায়খ শেহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর খলীফা ছিলেন।

১৬। কাজী মিনহাজুছ্ ছিরাজ জুজেজানী (মৃঃ ৬৬৮ হিঃ)। তিনি খোরাছানে জন্মগ্রহণ করেন অতঃপর হিন্দুস্থান আগমন করেন। তিনি সম্রাটদের অধীনে বড় বড় সরকারী পদ লাভ করেন। তিনি যথাক্রমে উচের ফিরুজিয়া মাদ্রাছা ও দিল্লীর নাছিরিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতা ছোলতান মোহাম্মদ ঘোরীর আমলে (৫৭০-৬০২ হিঃ) সেনা বিভাগের বিচারক ছিলেন।

১৭। মাওলানা বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বলখী (মৃঃ ৬৮৭ হিঃ)। তিনি ইমাম ছাগানীর নিকট হাদীছ এবং হেদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মিরগীনানীর নিকট ফেকাহ্ শিক্ষা করেন। তিনি সম্রাট গিয়াছুদ্দীন বলবনের সময়ে (৬৬৪-৬৮৬ হিঃ) দিল্লী আগমন করেন এবং মাশারিকুল্ আনওয়ার শিক্ষা দিতে থাকেন।

১৮। মাওলানা কামালুদ্দীন জায়েদ—মোহাম্মদ ইবনে আহ্মদ মারিকেলী দেহলবী (মৃঃ ৬৮৪ হিঃ)। তিনি ইমাম ছাগানী ও তাঁহার শাগ্রিদ বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বলখীর নিকট হাদীছ এবং হেদায়া প্রণেতার নিকট ফেকাহ্ শিক্ষা করেন। অতঃপর দিল্লীতে দরছ কায়েম করেন।

১৯। মাওলানা রজীউদ্দীন বাদায়উনী (মৃঃ ৭০০ হিঃ)। তিনি মক্কা, মদীনা ও বাগদাদে যাইয়া হাদীছ শিক্ষা করেন এবং লাহোরে এন্তেকাল করেন। হাদীছে তাঁহার কিতাব রহিয়াছে।

২০। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্ ঢাকোবী। তিনি সম্রাট আলতামাসের সময় (৬০৭-৩৩ হিঃ মোঃ ১২১০-৩৬ ইং) দিল্লী হইতে সোনারগাঁও (ঢাকা) আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে তথায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারাই প্রথমে বাংলায় হাদীছ চর্চা আরম্ভ হয়। বিখ্যাত ওলী শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানীরী (বিহার) বাংলায় আসিয়া তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

২১। আবু হাফ্ছ ছেরাজুদ্দীন ওমর ইবনে ইছহাক হিন্দী (মৃঃ ৭০৩ হিঃ)। তিনি হাদীছ, ফেকাহ্ ও মোনাজারায় (তর্কশাস্ত্রে) একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শায়খ ওজীহুদ্দীন দেহলবী, শামছুদ্দীন দুলী (?), ছেরাজুদ্দীন ছকফী ও রুকনুদ্দীন বাদায়উনী প্রমুখের নিকট ফেকাহ্ এবং কুতবুদ্দীন কাস্তালানীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। মক্কা ও মদীনায় তিনি হাদীছ শিক্ষা দেন এবং মিছর যাইয়া আসকরের কাজী নিযুক্ত হন। হাদীছে তাঁহার 'লাওয়ামে' (اللوامع شرح الجوامع) নামে 'জাম্উল্ জাওয়ামে' ছুয়ুতীর এক শরাহ্ রহিয়াছে। আকায়েদের বিখ্যাত কিতাব 'শরহে আকীদাতুত তাহাবী' (شرح الطماويه فى العقيدة السلفيه) তাঁহারই রচিত।

—আখবারুল আখইয়ার, নোজ্হাহ্, India's

২২। শায়খ আলী ইবনে হামীদ নাগুরী। তিনি তাঁহার পিতা হামীদ নাগুরীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি একজন জবরদস্ত ওলী ও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

২৩। শায়খ ছফীউদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহীম আরমুবী (মৃঃ ৭১৫ হিঃ)। তিনি হিন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার নানার নিকট এল্ম শিক্ষা করেন। তিনি ইয়ামান, মক্কা ও মিছর পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে দামেশ্কে বসবাস এখতেয়ার করেন। তথায়ই তাঁহার সহিত ইমাম ইব্নে তাইমিয়ার সহিত মোনাজারা হয়। ইমাম জাহবী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

২৪। ছোলতানুল্ মাশায়েখ হজরত শায়খ নেজামুদ্দীন আওলিয়া (মৃঃ ৭২৫ হিঃ)। তিনি আরবী সাহিত্য, ফেকাহ্ ও উছুলে ফেকাহ্ প্রভৃতি এল্ম শায়খ আলাউদ্দীন উছুলী বাদায়উনী ও মাওলানা শামছুদ্দীন খাওয়ারেজমীর নিকট এবং হাদীছ মাওলানা কামালুদ্দীন জাহেদের নিকট শিক্ষা করেন। মাশারিকুল আন্ওয়ার তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রঃ) -এর খলীফা ছিলেন।

২৫। শায়খ মুহীউদ্দীন কাশানী দেহলবী (মৃঃ ৭১৯ হিঃ)। তিনি হজরত ছোলতানুল্ মাশায়েখের শাগরিদ ও মুরীদ ছিলেন। হাদীছ, তফছীর ও ফেকাহ্য় তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল।

২৬। শায়খ ফরীদুদ্দীন মাহমুদ নাগুরী (মৃঃ ৭২৫ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা আলী নাগুরীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। —নোজহাহ্

২৭। শায়খ নেজামুদ্দীন আল্লামী (মৃঃ ৭৩৫ হিঃ)। তিনি হজরত ছোলতানুল্ মাশায়েখের শাগরিদ ও মুরীদ ছিলেন। হাদীছে পাণ্ডিত্যের দরুন তিনি 'জুবদাতুল্ মোহাদ্দেসীন' নামে অভিহিত হন।

২৮। মাওলানা শামছুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আওধী (মৃঃ ৭৪৭ হিঃ)। তিনি ছোলতানুল্ মাশায়েখের শাগরিদ ও মুরীদ ছিলেন। হাদীছে মাশারিকুল আন্ওয়ারের তাঁহার এক শরাহ্ রহিয়াছে।

২৯। মাওলানা ফখরুদ্দীন জার্‌রাদী (মৃঃ ৭৪৮ হিঃ)। তিনি ছোলতানুল্ মাশায়েখের খলীফা ও আখি ছেরাজ বাঙ্গালীর ওস্তাদ ছিলেন। তিনি বাগদাদে হাদীছ শিক্ষা করেন।

৩০। হজরত আখি ছেরাজ বাঙ্গালী। তিনি হজরত ছোলতানুল মাশায়েখের খলীফা ও বিখ্যাত ওলীআল্লাহ্ শায়খ আলাউল হক পাণ্ডবীর পীর ছিলেন।

৩১। শায়খ নছীরুদ্দীন চেরাগে দেহলী (মৃঃ ৭৫৭ হিঃ)। তিনি মুহীউদ্দীন কাশানী ও শামছুদ্দীন আওধীর নিকট এল্‌মে জাহের এবং ছোলতানুল্ মাশায়েখের নিকট এল্‌মে বাতেন শিক্ষা করেন।

৩২। মাওলানা আবদুল আজীজ আরদেবিলী। তিনি ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়াহ্, প্রখ্যাত রেজাল শাস্ত্রকার ইউছুফ মেজ্জী ও ইমাম জাহবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। সম্রাট মোহাম্মদ তোগলক (৭২৫-৫২ হিঃ) তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করেন।

৩৩। মাখ্‌দুম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানীরী বিহারী (মৃঃ ৭৮২ হিঃ)। তিনি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্ ঢাকোবীর শাগরিদ ও শায়খ নজীবুদ্দীন ফিরদাউছীর খলীফা ছিলেন।

৩৪। শায়খ ওজীহুদ্দীন। তিনি চেরাগে দেহলীর মুরীদ ও বড় একজন মোহাদ্দেছ ছিলেন। তাঁহার 'মেফ্‌তাহুল্ জেনান' নামক কিতাবে তিনি মাশারিকুল আনওয়ার হইতে বহু হাদীছ নকল করিয়াছেন। (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইহা রক্ষিত আছে।)

৩৫। শায়খ মোজাফ্‌ফার বলখী (মৃঃ ৭৮৬ হিঃ)। হাদীছে তিনি মাশারিকুল আনওয়ারের এক শরাহ্ লেখেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক (৭৫২-৯০ হিঃ) কর্তৃক তিনি দিল্লীর 'কুশেকে লাল' মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি শায়খ মানীরীর খলীফা ছিলেন।

৩৬। ইফ্‌তেখারুদ্দীন বার্‌নী। হাদীছ, তফছীর, মান্তেক ও হিকমতে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল।

৩৭। শায়খ জামালুদ্দীন আচী। তিনি সব সময় 'মাছাবীহ্' ও 'মাশারিক' আলোচনা করিতেন।

৩৮। শায়খ জালালুদ্দীন হোছাইন ইবনে আহ্‌মদ বোখারী আচী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক তাঁহার মুরীদ ছিলেন।

৩৯। শায়খ জায়নুদ্দীন দিবী। তিনি মাখ্‌দুম ইয়াহ্ইয়া মানীরীকে মোছলেম শরীফ উপহার দিয়াছিলেন। —তারীখুল হাদীছ

৪০। শায়খ ইল্‌মুদ্দীন ছোলাইমান ইবনে আহ্‌মদ মুলতানী। তিনি সম্রাট গিয়াছুদ্দীন তোগলকের সময় দিল্লী আগমন করেন।

৪১। শায়খ আলী ইবনে শেহাব হামদানী। তিনি 'ফাজায়েলে আহ্‌লে বায়ত' সম্পর্কে 'মোছনাদে ফিরদাউছ' হইতে ৭০টি হাদীছ সংগ্রহ করিয়া এক কিতাব লেখেন।

—আখ্‌বারুল আখইয়ার, নোজহাহ্, India's

### তৃতীয় যুগ

এ যুগ নবম শতাব্দী হিজরীর প্রথম হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রায় সোয়া দুই

শতাব্দীর যুগ। এ যুগের প্রথম দিকে গুজরাটের আমীর প্রথম আহমদ শাহ্ (৮১৪-৪৪ হিঃ) কর্তৃক ভারত ও আরবের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ স্থাপন করা হইলে উভয় দেশের মধ্যে সরাসরিভাবে লোক গমনাগমনের অপূর্ব সুযোগ ঘটে। হাদীছ আকাঙ্ক্ষীরা আরব ও মিছর যাইয়া তথাকার মোহাদ্দেছদের নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করে।

নবম শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বহু হাদীছ শিক্ষার্থী আরব ও মিছরে যাইয়া হাফেজ ইবনে হাজার আছকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ), ইমাম ছাখাবী (মৃঃ ৯০২ হিঃ), শায়খুল ইছলাম (?) জাকারিয়া আন্ছারী (মৃঃ ৯২৫ হিঃ) ও বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইব্নে হাজার হাইছমী মক্কী (মৃঃ ৯৫৫ হিঃ) প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া হাদীছ দ্বারা দেশকে গুলজার করিয়া দেন। এ কারণে এ যুগকে ছাখাবী ও হাইছমীর শাগরিদগণের যুগও বলা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এ সময় ইরানে শিয়া-প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় বহু ছুন্নী আলেম ও মোহাদ্দেছ ভারতে হিজরত করেন, ফলে ভারতে হাদীছ চর্চা দ্বিগুণ জোরদার হইয়া উঠে।

**নীচে এ যুগের কতিপয় বিশিষ্ট মোহাদ্দেছের নাম দেওয়া গেলঃ**

১। মাওলানা নূরুদ্দীন সিরাজী—আবুল ফাত্হ নূরুদ্দীন আহ্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ শিরাজী। তিনি মজ্দুদ্দীন ফিরোজাবাদী (মৃঃ ৮১৭ হিঃ), মীর ছৈয়দ শরীফ জুরজানী (মৃঃ ৮২২ হিঃ), শামছুদ্দীন জজরী (মৃঃ ৮৩৩ হিঃ) ও বাবা ইউছুফ হারাবী প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি ইরান হইতে (সম্ভবতঃ আহ্মদ শাহর আমলের ৮১৪-৪৪ হিঃ) গুজরাটে আগমন করেন এবং ভারতবাসীদের হাদীছ শিক্ষা করার জন্য প্রেরণা দান করেন। এ কারণে তাঁহাকেও এ যুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে।

২। হাফেজ রুক্নুদ্দীন কুরাইশী জা'ফরাবাদী (মৃঃ ৮২০ হিঃ)। তিনি হাদীছের হাফেজ ছিলেন। এক লক্ষ হাদীছ তাঁহার মুখস্থ ছিল।

৩। ছৈয়দ মোহাম্মদ গীছুদরাজ—আবুল ফাত্হ ছদরুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ হোসাইন দেহলবী (মৃঃ ৮২৫ হিঃ)। তিনি শেখ শরফুদ্দীন কাত্হিলী (?), তাজুদ্দীন মোকাদ্দাম ও কাজী আবদুল মোক্তাদেরের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি দিল্লী হইতে গুজরাট ও দৌলতাবাদ হইয়া গুলবরগায় উপনীত হন এবং ফিরোজ শাহ বাহ্মনী (৮০০-২৫ হিঃ)-এর নিকট উচ্চ সম্মান লাভ করেন। হাদীছে তাঁহার (ছুফী মত অনুসারে) মাশারিকুল আনওয়ারের এক শরাহ্, মাশারিক-এর অনুবাদ, কিতাবুল আরবাইন (চল্লিশ হাদীছ) ও ছীরাতে নববী সম্পর্কে এক কিতাব রহিয়াছে।

৪। শায়খ বদরুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইস্কান্দারী দামামীনী (মৃঃ ৮২৭ হিঃ)। তিনি (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ) আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার দাদা বাহাউদ্দীন দামামীনী, মামা ইব্নে খাল্দুন (মৃঃ ৮০৮ হিঃ) এবং কায়রো ও মক্কার বড় বড় মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ ও অন্যান্য এল্ম শিক্ষা করেন। তিনি প্রথমে মিছরের 'আল্ আজ্হার' ও পরে ইয়ামানের জামে' জাবীদে শিক্ষাদান করেন। অতঃপর (৮২০ হিঃ মোঃ ১৪১৭ ইং) ছোলতান আহ্মদ শাহ্র আমলে গুজরাট আগমন করেন। তথা হইতে তিনি (ফিরোজ শাহ্ বাহ্মনীর সময় ৮০০-২৫ হিঃ) দাক্ষিণাত্যের গুলবরগায় আসেন এবং ৮২৭ হিঃ তথায় এন্তেকাল করেন।

হাদীছে 'মাছাবিহুল জামে' নামে বোখারী শরীফের, 'তা'লীকুল মাছাবীহ' নামে 'মাছাবীহুছ্ ছুন্নার' এক একটি শরাহ্ এবং 'ফাত্হুর রব্বানী' নামে অপর এক কিতাব রহিয়াছে। —ইণ্ডিঃ ৮৭ পৃঃ

৫। ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান হাশেমী (মৃঃ ৮৪৩ হিঃ)। তিনি মক্কায় ইব্‌নে হাজার আছকালানীর শাগরিদ ইবনে ফাহ্‌দের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং ৮৩০ হিঃ বোম্বাই-এর কাম্বে আগমন করেন। তথা হইতে গুলবরগায় আসেন এবং বেরারে এন্তেকাল করেন।

৬। হোছাইন ইবনে মুইজুদ্দীন বিহারী (মৃঃ ৮৪৪ হিঃ)। তিনি প্রথমে তাঁহার মামা শায়খ মোজাফ্‌ফার বলখী, পরে মক্কার পথে আদনে খতীব আদনীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার কিতাব 'আওরাদে দাহ্‌ ফছ্‌লী'তে বহু হাদীছ নকল করিয়াছেন।

৭। কাজী শেহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃঃ ৮৪৯ হিঃ)। তিনি দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে শায়খ মুইনুদ্দীন ইমরানী (মৃঃ অনুঃ ৮০৭ হিঃ), মাওলানা খাজেগী (মৃঃ ৮১৯ হিঃ) ও কাজী আবদুল মুকতাদিরের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি হজরত চেরাগে দেহলীর মুরীদ এবং এ যুগের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। 'মানাকিবুছ ছা'দাত' কিতাবে তিনি বিভিন্ন কিতাব হইতে বহু হাদীছ নকল করিয়াছেন। তফছীর ইত্যাদিতে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

৮। মাওলানা খাজেগী—শামছুদ্দীন খাজেগী ইবনে আহ্‌মদ কড়বী (মৃঃ ৮৭৮ হিঃ)। তিনি 'মাশারিক' হইতে ৪০টি হাদীছ সংগ্রহ করিয়া এক 'আরবাইন' লেখেন।

৯। খাজা ইমাদুদ্দীন ওরফে মাহমুদ গাওয়ান (মৃঃ ৮৮৬ হিঃ)। তিনি হাফেজ ইব্‌নে হাজার আছকালানীর নিকট কায়রোতে হাদীছ শিক্ষা করেন এবং হিন্দুস্তানে আসিয়া গুলবরগায় বাদশাহ হুমায়ুন শাহ্‌র দরবারে মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। অতঃপর মোহাম্মদ শাহ্‌ বাহ্‌মনির আদেশে ৮৮৬ হিঃ নিহত হন।

১০। শায়খ আবুল ফাত্‌হ ইবনে রাজী মক্কী মালবী (মৃঃ ৮৮৬ হিঃ)। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় ইমাম ছাখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর গুজরাটে আসিয়া মন্দুর রাজধানী মালবে ৩০ বৎসরকাল অবস্থান করেন। পরে মক্কায় যাইয়া এন্তেকাল করেন।

১১। শায়খ আহ্‌মদ লঙ্গর দরইয়া ইবনে হাছান মোজাফ্‌ফার বলখী (মৃঃ ৮৯১ হিঃ)। তিনি তাঁহার দাদা হজরত মোজাফ্‌ফার বলখীর আদেশে ছয় মাসে 'মাছাবীহুছ্‌ছুন্নাহ্‌' হেফজ করিয়াছিলেন। তিনি বিহারে মানীর শরীফের একজন বিখ্যাত ছুফী ছিলেন।

১২। শায়খ ওমর ইবনে মোহাম্মদ দেমাশ্‌কী খাম্বায়েতী (মৃঃ ৯০০ হিঃ)। তিনি দেমাশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে সারা বিন্‌তে জাম্‌আ (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) এবং মক্কায় ইমাম ছাখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর ব্যবসায় উপলক্ষে বোম্বাইর কাম্বে (খাম্বায়েতে) আসিয়া তথাকার কাজী (বিচারক) নিযুক্ত হন।

১৩। শায়খ আহ্‌মদ ইবনে ছালেহ (মৃঃ অনুঃ ৯০৬ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা ছালেহ মক্কী মালবে অবস্থানকালে তথায় (মালবে) জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর মক্কায় যাইয়া ইমাম ছাখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং ছোলতান গিয়াছুদ্দীন মালবীর সময় (৮৭৪-৯০৬ হিঃ) মালবে প্রত্যাবর্তন করেন। —আখবারুল আখইয়ার, নোজহাহ্‌ ও Indias' Contr.

১৪। মোহাক্কেক্‌ জালালুদ্দীন দাওয়ানী (মৃঃ ৯২৮ হিঃ)। তিনি ইরানের প্রসিদ্ধ মান্তেকী কুত্‌বুদ্দীন রাজী তাহ্‌তানীর শাগরিদ ছিলেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ্‌র আমলে তিনি দিল্লী আগমন করেন এবং হাওজে আলায়ীর উপর নির্মিত মাদ্রাছায় হাদীছ, তফছীর শিক্ষা দেন।

১৫। মাওলানা আবদুল আজীজ ইবনে মোহাম্মদ তুসী (মৃঃ ৯১০ হিঃ)। তিনি খোরাছানের তুসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইবনে হাজার আছকালানীর শাগরিদ আবদুল আজীজ আজহারী, মীর

আছীলুদ্দীন শিরাজী (মৃঃ ৮৮৩ হিঃ) ও ছখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্যে আসিয়া মাহ্‌মুদ গাওয়াঁনের শ্যালকের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৬। শায়খ আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ বারওয়াজী (বরুচী মৃঃ অনুঃ ৯১৫ হিঃ)। তিনি গুজরাটের বরুচে হাদীছ শিক্ষা দেন এবং প্রথম মাহ্‌মুদ শাহ্‌ গুজরাটীর জন্য 'হিছ্‌নে হাছীনে'র এক ফার্সী তরজমা করেন।

১৭। মালেকুল মোহাদ্দেছীন শায়খ ওজীহুদ্দীন মোহাম্মদ মালেকী (মৃঃ ৯১৯ হিঃ)। তিনি মিছরে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মক্কায় ইমাম ছাখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কিছু দিনের জন্য ইয়ামানের জায়লা মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। তথা হইতে গুজরাটে আসিয়া হাদীছের দরছ্‌ কায়েম করেন। ছোলতান প্রথম মাহমুদ (৮৬৩-৯১৭ হিঃ) তাঁহাকে মালেকুল মোহাদ্দেছীন (মোহাদ্দেছীন-সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী করেন।

১৮। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইজ্‌দান বখশ বাঙ্গালী শেরওয়ানী। তিনি একডালায় বসিয়া বোখারী শরীফ অনুলিপি করেন এবং তৎকালীন বাংলার বাদশাহ্‌ আলাউদ্দীনকে (৯০৫-২৭ হিঃ) উপহার দেন। ইহা এখনো পাটনার বাঁকিপুর লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে।

১৯। হোছাইন ইবনে আবদুল্লাহ্‌ কিরমানী (মৃঃ ৯৩০ হিঃ)। তিনি ছাখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং মক্কা হইতে বিজাপুরের কাবুল আসিয়া ৪ (চার) বৎসরকাল অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

২০। শায়খ জামালুদ্দীন ইবনে ওমর হাজ্‌রামী (মৃঃ ৯৩০ হিঃ)। তিনি মক্কায় ছাখাবীর নিকট এবং জাবীদে আবদুল লতীফ শিরাজী ও মোহাম্মদ ছায়েগের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর গুজরাটে আসিয়া দ্বিতীয় মোজাফ্‌ফার শাহ্‌র শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি মুন্‌জেরীর 'তারগীব তারহীবের' এক সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।

২১। ছৈয়দ রফীউদ্দীন ছুফুবী (মৃঃ ৯৫৪ হিঃ)। তিনি মোহাক্‌কেক জালালুদ্দীন দাওয়ানী (মৃঃ ৯২৮ হিঃ) এবং মক্কায় ছাখাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর ছোলতান প্রথম মাহমুদ শাহ্‌ গুজরাটির সময় (৮৬৩-৯১৭ হিঃ) গুজরাটে আগমন করেন। গুজরাট হইতে সিকান্দর লুদীর আমলে (৮৯৪-৯২৩) আগ্রায় আসিয়া বসবাস এখ্‌তেয়ার করেন এবং ৩৪ বৎসর যাবৎ লুদী কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাছায় হাদীছ তফছীর শিক্ষা দেন। তিনি ইরানের ছুফুবী রাজবংশের লোক ছিলেন।

২২। আবুল ফাত্‌হে থানেসরী (থানেশ্বরী মৃঃ ৯৬০ হিঃ)। সৈয়দ ছুফুবীর এন্তেকালের পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

২৩। মীর ছৈয়দ আবদুল আওয়াল জৌনপুরী (মৃঃ ৯৬৮ হিঃ)। তিনি প্রথমে তাঁহার দাদা ছৈয়দ আলাউদ্দীন হোছাইনীর নিকট এবং পরে আরবে যাইয়া তথাকার মোহাদ্দেছীনদের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর আহ্‌মদাবাদের গুজরাটে আসিয়া হাদীছের দরছ কায়েম করেন। আকবরী আমলে খান খানানের অনুরোধে ৯৬৬ হিঃ দিল্লী আগমন করেন এবং দুই বৎসর পর তথায় এন্তেকাল করেন। হাদীছে তিনি 'ফয়জুল বারী' নামে বোখারী শরীফের এক বিস্তৃত শরাহ্‌ এবং 'ছিফরুছ ছাআদাতে'র এক সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন।

২৪। শায়খ আবদুল মালেক গুজরাটি আব্বাছী (মৃঃ অনুঃ ৯৭০ হিঃ)। তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও

ছখাবীর শাগরিদ কুত্বুদ্দীন আব্বাছীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং আজীবন গুজরাটে হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি কোরআন ও বোখারী শরীফের হাফেজ ছিলেন।

২৫। মীর মোরতাজা শরীফী জুরজানী (মৃঃ ৯৭৪ হিঃ)। তিনি মক্কায় ইব্নে হাজার হাইছমীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ৯৭২ হিঃ তিনি দাক্ষিণাত্য হইয়া আগ্রায় উপনীত হন এবং আকবরী দরবারে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তিনি মীর ছৈয়দ শরীফের পৌত্র ছিলেন।

২৬। শায়খ আলী মোত্তাকী বোরহানপুরী (মৃঃ ৯৭৫ হিঃ)। তিনি ৮৮৫ হিঃ জৌনপুরের নিকট বোরহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় শায়খ বীজন ও তৎপুত্র শায়খ আবদুল হাকীম এবং মুলতানে শায়খ হুছামুদ্দীন মুলতানীর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য বোরহানপুরের কাজী (বিচারক) নিযুক্ত হন। ৯৪১ হিঃ তিনি গুজরাটে উপনীত হন এবং তথা হইতে মক্কায় যাইয়া স্থায়ী বসবাস এখতেয়ার করেন। মক্কায় তিনি ইমাম ছাখাবীর প্রপৌত্র মোহাম্মদ ছাখাবী, শায়খ আবুল হাছান বকরী (মৃঃ ৯৫২ হিঃ) ও ইবনে হাজার হাইছমীর নিকট হইতে পুনরায় হাদীছের সনদ হাছিল করেন।

ইছলামী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার শতাধিক কিতাব রহিয়াছে। হাদীছে তাঁহার (১) 'মানহাজুল ওম্মাল,' (২) ইকমালুল্ মানহাজ, (৩) গায়াতুল্ ওম্মাল, (৪) আল মুস্তাদরাক, (৫) কান্জুল ওম্মাল, (৬) ও মোন্তাখাবে কানজুল ওম্মাল প্রভৃতি দশটি অতি মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার 'কানজুল ওম্মাল'কে হাদীছের বিশ্বকোষ বলা চলে। ইহাতে তকরার বাদ মোট ৩২ (?) হাজার হাদীছ রহিয়াছে।

২৭। মাখদুম ভিকারী—নিজামুদ্দীন ইবনে ওমর কাকুরবী ভিকারী (মৃঃ ৯৮১ হিঃ)। তিনি ঝাঁসি ও লক্ষ্ণৌতে শায়খ ইব্রাহীম ইবনে মোহাম্মদ বাগ্দাদী ও জিয়াউদ্দীন মোহাদ্দেছ মদনীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি 'আল মিন্হাজ' নামে উছুলে হাদীছের এক কিতাব লিখেন।

২৮। খাজা মোবারক ইবনে আররাজানী বানারসী (মৃঃ ৯৮১ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা মাখদুম আররাজানীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। 'মাদারিজুল্ আখবার' নামে তিনি বাগাবীর মাছাবীর পুনঃ তারতীব দেন এবং এই একই নামে ছাগানীর মাশারিকুল্ আনওয়ারকে বিষয় অনুসারে সাজান। (বাঁকিপুর লাইব্রেরীতে ইহার কপি বিদ্যমান আছে।) তিনি শেরশাহ সুরীর আমলে (৯৪৬-৫২ হিঃ) তাঁহার মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

২৯। মোল্লা আলী তারেমী (মৃঃ ৯৮১ হিঃ)। তিনি মেশকাত শরীফের এক শারাহ্ লেখেন।

৩০। মীর কাঁলা মোহাদ্দেছ—(মোহাম্মদ ইবনে মাওলানা খাজা মৃঃ ৯৮৩ হিঃ)। তিনি শিরাজে মাওলানা জামালুদ্দীন মোহাদ্দেছের পুত্র মীরকশাহ্র নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন, অতঃপর মক্কায় হাদীছ শিক্ষা দেন। মক্কা হইতে তিনি ভারত আগমন করেন এবং যুবরাজ সলীমের (জাহাঙ্গীরের) গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন।

৩১। শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবনে ছা'দুল্লাহ্ সিন্ধী (মৃঃ ৯৮৪ হিঃ)। তিনি আলী মোত্তাকীর শাগরিদ এবং সিন্ধুর একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ছিলেন।

৩২। শায়খ জামালুদ্দীন মোহাম্মদ তাহের পাট্টনী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ)। তিনি ৯১৪ হিঃ উত্তর গুজরাটের পাট্টনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ওস্তাদুজ্জামান শায়খ মাত্হার ও শায়খ নাগুরীর নিকট আবশ্যক এল্ম হাছিল করেন। অতঃপর মক্কায় যাইয়া ছয় বৎসর-কাল ইবনে হাজার হাইছমী, আবুল হাছান বকরী—বিশেষ করিয়া শায়খ আলী মোত্তাকীর নিকট হাদীছের উচ্চ জ্ঞান

লাভ করেন। ৯৫০ হিঃ দেশে ফিরিয়া তিনি সমাজ সংস্কার ও হাদীছ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীছে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। হাদীছ অভিধানের বিখ্যাত কিতাব 'মাজমাউল বেহার', রেজালশাস্ত্রের 'আল্ মুগনী' ও 'আছমাউর রেজাল,' মাওজুআতের 'তাজকেরাতুল্ মাওজুআত' ও 'কানূনে মাওজুআত' তাঁহারই রচিত। তিনি এ যুগের একজন ইমামুল হাদীছ ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

৩৩। শায়খ আবদুল মু'তী হাজরামী (মৃঃ ৯৮৯ হিঃ)। তিনি ৯০৫ হিঃ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে বিখ্যাত মোহাদ্দেছ শায়খ জাকারিয়া আনছারীর নিকট স্বীয় পিতাসহ হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর ৯৬০ হিজরীর পূর্বে গুজরাট আগমন করেন এবং বোখারী শরীফ শিক্ষা দিতে থাকেন। 'রেজালে বোখারী' সম্পর্কে তাহার একটি অসমাপ্ত কিতাব রহিয়াছে।

৩৪। শায়খ আবদুন্ নবী গঙ্গুহী (মৃঃ ৯৯০ হিঃ)। তিনি স্বনামখ্যাত ছুফী আবদুল কুদ্দুছ গঙ্গুহীর (মৃঃ ৯৪৫ হিঃ) পৌত্র ছিলেন। তিনি আরবে ইবনে হাজার হাইছমীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং সম্রাট আকবরের শিক্ষক ও রাজ্যের 'ছদরুছ্ ছদুর' নিযুক্ত হন। তিনি ৯৮৬ হিঃ অর্থাৎ আকবরের ধর্মমত পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। তাঁহার রচনা—(ক) 'ছুনানুল হুদা ফী মোতাবায়াতিল্ মোস্তফা' (খ) 'ওজায়েফুল্ ইয়াওমে ওয়াল লায়লাহ্'।

৩৫। ছৈয়দ আবদুল্লাহ্ আইদরুছ তারেমী আহ্মদাবাদী (মৃঃ ৯৯০ হিঃ)। তিনি (দক্ষিণ আরবে) হাজরামাউতের তারেমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইবনে হাজার হাইছমী ও ছাখাবীর শাগরিদ ইবনুদ্ দীবার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ৯৫৮ হিঃ তিনি গুজরাটে (বর্তমান পাকিস্তানের) আহ্মদাবাদে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ছুফী ও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

৩৬। মাখ্দুমুল মুলক শায়খ আবদুল্লাহ্ আন্ছারী ছোলতানপুরী (মৃঃ ৯৫০ হিঃ)। তিনি বর্তমান কপুরতলার ছোলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আকবরপন্থী ওলামাদের উৎপীড়নে তিনি মক্কা পলায়ন করেন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া গুজরাটে বসবাস করেন। রচনা—(ক) 'শরহে শামায়েল' (খ) 'ইছমাতুল্ আম্বিয়া'।

৩৭। শায়খ শেহাবুদ্দীন আব্বাছী (মৃঃ ৯৯২ হিঃ)। তিনি ৯০৩ হিঃ মিছরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শায়খ জাকারিয়া আনছারীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর গুজরাটে আসিয়া বসবাস এখতেয়ার করেন। মাকদেছীর 'ওমদাতুল হাদীছ' ও নাবাবীর 'আরবাইন' তাঁহার মুখস্থ ছিল।

৩৮। আবুছ্ ছাআদাত মোহাম্মদ ফকীহী (মৃঃ ৯৯২ হিঃ)। তিনি ইবনে হাজার হাইছমী ও আবুল হাছান বকরীসহ মক্কা, হাজরামাউত ও জাবীদের প্রায় ৯০ জন শায়খের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর ৯৫৭ হিজরীর পূর্বে গুজরাটে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

৩৯। রাহমাতুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৩ হিঃ)। তিনি মক্কায় আলী মোত্তাকীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং মদীনায় হাদীছ শিক্ষা দেন। অতঃপর ৯৮২ হিঃ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় মক্কায় যাইয়া এন্তেকাল করেন। হিন্দুস্তান অবস্থানকালে আকবরের সমালোচক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়উনী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

৪০। শায়খ ওজীহুদ্দীন আলাবী গুজরাটী (মৃঃ ৯৯৮ হিঃ)। তিনি শায়খ ইমাদুদ্দীন তারেমী (মৃঃ ৯৪১ হিঃ) ও শায়খ গাওছ গোয়ালিয়ারীর নিকট এল্ম শিক্ষা করেন এবং আহ্মদাবাদে মাদ্রাছা কায়েম করিয়া ২৫ বৎসরকাল তথায় হাদীছ-তফছীর শিক্ষা দেন। হাদীছে তাঁহার 'শরহে নোখবা'র এক শরাহ্ রহিয়াছে।

৪১। শায়খ তৈয়ব সিন্ধী (মৃঃ ৯৯৯ হিঃ)। তিনি ছৈয়দ আবদুল আওয়াল হোছাইনী (মৃঃ ৯৬৮ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং বোরহানপুর ও বেরারের ইলিয়াছপুরে দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল হাদীছ শিক্ষা দেন। শায়খ জামালুদ্দীন বোরহানপুরী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি মেশকাত শরীফের এক 'তালীক' বা শরাহ্ লেখেন।

৪২। শায়খ ইব্রাহীম ইবনে দাঊদ মানিকপুরী (মৃঃ ১০০১ হিঃ)। তিনি এ যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর মোহাদ্দেছ ছিলেন।

৪৩। শায়খ ইয়াকুব ছর্‌ফী কাশ্মীরী (মৃঃ ১০০৩ হিঃ)। তিনি প্রথমে কাশ্মীর ও ছমরকন্দে মা'কুলাত ও ফেকাহ্, অতঃপর মক্কায় ইব্‌নে হাজার হাইছমীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হজরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে ছানী (মৃঃ ১০৩৪ হিঃ) তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছে তাঁহার রচনা—(ক) 'শরহে বোখারী শরীফ', (খ) 'রেছালায়ে আজকার', (গ) 'মাগাজীউন্ নবুওত'।

৪৪। শায়খ তাহের ইবনে ইউছুফ সিন্ধী (মৃঃ ১০০৪ হিঃ)। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শায়খ শেহাবুদ্দীন সিন্ধী এবং হাদীছ ছৈয়দ আবদুল আওয়াল হোছাইনীর নিকট লাভ করেন। হাদীছে তাঁহার এ সকল কিতাব রহিয়াছে—(ক) 'তাল্‌খীছে শরহে আছমাউর রেজাল বোখারী'—কিরমানী, (খ) 'শরহে বোখারী শরীফ', (গ) 'মুলতাকাতে জাম্‌উল্ জাওয়ামে'—ছুয়ুতী, (ঘ) 'রিয়াজুছ্ ছালেহীন'।

৪৫। মোহাদ্দেছ জহরনাথ কাশ্মীরী। তিনি হাইছমী ও মোল্লা আলী তারেমীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং কাশ্মীরে হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি একজন নও মুসলিম ছিলেন।

৪৬। মাওলানা ফরীদ বাঙ্গালী। তিনি আকবরের সমসাময়িক (৯৬৩-১০১৪ হিঃ) একজন বড় মোহাদ্দেছ ছিলেন। —তাজকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ

৪৭। শায়খ আলীমুদ্দীন মন্দুবী (সিন্ধু)। তিনি এ যুগের একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ছিলেন।

৪৮। শায়খ আহ্‌মদ ইবনে ইছমাঈল মন্দুবী। তিনি এ যুগের একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ছিলেন।

৪৯। মাওলানা মোহাম্মদ লাগেরী। তিনি লাগেরের মুফতী ও মোহাদ্দেছ ছিলেন।

৫০। হাজী মোহাম্মদ কাশ্মীরী (মৃঃ ১০০৬ হিঃ)। তিনি মক্কায় হাইছমী ও মদীনায় বিভিন্ন মোহাদ্দেছের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া হাদীছ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার ৮০টির মত কিতাব রহিয়াছে। হাদীছে তাঁহার নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ রহিয়াছে—(ক) 'শরহে শামায়িল', (খ) 'শরহে মাশারিকুল আনওয়ার', (গ) 'শরহে হিছনে হাছীন' ও (ঘ) 'খোলাছাতুল জামে' বা হাদীছ সংগ্রহ।

৫১। মাওলানা ওছমান ইবনে ঈসা সিন্ধী (মৃঃ ১০০৮ হিঃ)। তিনি সিন্ধুতে মাওলানা ওজীহুদ্দীন আলাবী (মৃঃ ৯৯৪ হিঃ), কাজী মোহাম্মদ মারভী ও শায়খ হোছাইন বাগ্‌দাদীর নিকট হাদীছ-তফছীর শিক্ষা করেন। অতঃপর বোরহানপুরে আসিয়া মোহাম্মদ শাহ্ ফারুকী (৯৭৪-৮৪ হিঃ মোঃ ১৫৬৬-৭৬ ইং) কর্তৃক তথাকার মাদ্রাছার অধ্যাপক ও রাজ্যের মুফতী নিযুক্ত হন। তিনি 'গায়াতুত্ তাওজীহ' নামে বোখারী শরীফের এক শরাহ্ লেখেন।

৫২। শায়খ মোনাওয়ার ইবনে আবদুল মজীদ লাহোরী (মৃঃ ১০১০ হিঃ)। তিনি লাহোরে শায়খ ছা'দুল্লাহ বনি-ইছরাঈলী (মৃঃ অনুঃ ১০০০ হিঃ) ও শায়খ ইছহাক কাকু (মৃঃ ৯৯৬ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ-তফছীর শিক্ষা করেন। ৯৮৫ হিঃ মোঃ ১৫৭৭ ইং সম্রাট আকবর কর্তৃক তিনি

মালবের 'ছদর' নিযুক্ত হন। কিন্তু আকবরের নূতন মতের বিরোধিতা করায় ৯৯৫ হিঃ মোঃ ১৫৮৭ ইং তিনি গোয়ালিয়ারের দুর্গে বন্দী হন। ৫ বৎসর পর আগ্রা দুর্গে নীত হন এবং কঠোর শাস্তির দরুন ১০১০ হিঃ মোঃ ১৬০২ ইং তথায় প্রাণ ত্যাগ করেন। হাদীছে তাঁহার 'মাশারিকুল আনওয়ার' ও 'হিছনে হাছীন'-এর এক একটি শরাহ্ রহিয়াছে। তিনি গোয়ালিয়ার জেলে বসিয়া একটি তফছীরও লিখিয়াছেন।

৫৩। শায়খ ইমাদুদ্দীন মোহাম্মদ আরেফ ও আবদুন নবী শাত্তারী (মৃঃ ১০৩০ হিঃ)। তিনি আগ্রার আবদুল্লাহ্ ছূফীর খলীফা ছিলেন। হাদীছে তাঁহার কিতাবঃ (ক) 'জরীয়াতুন্ নাজাত' 'শরহে মেশকাত', (খ) 'শরহে আছ্ছালাতু মিরাজুল মু'মিনীন,' (গ) 'শরহে খায়রুল আছমায়ে আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান', (ঘ) 'শরহে নোখ্বাতুল ফিকর,' (ঙ) 'লাওয়ামিউল আনওয়ার' (ছৈয়দগণের ফজীলত)।

৫৪। শায়খ ইছ্হাক ইবনে ওমর হিন্দী (মৃঃ ১০৩২ হিঃ)। তিনি আবদুল্লাহ ছোলতানপুরীর (মৃঃ ৯৯০ হিঃ) শাগরিদ ছিলেন। হাদীছে তাঁহার শামায়েলে তিরমিজীর এক শরাহ্ রহিয়াছে।

৫৫। ছৈয়দ আবদুল কাদের আইদরুছী আহ্মদাবাদী (মৃঃ ১০৩৭ হিঃ মোঃ ১৬২৭ ইং)। তিনি তাঁহার পিতা ছৈয়দ আবদুল্লাহ্ আইদরুছের নিকট সকল এল্ম শিক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু কিতাব লিখিয়াছেন। 'আন্নুরুছ্ ছাফের ফী আয়ানিল কারনিল আশের' তাঁহার এক বিখ্যাত কিতাব। এছাড়া হাদীছে তাঁহার নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ রহিয়াছে—(ক) 'আল কামহুল বারী-বে-খতমে ছহীহিল বোখারী', (খ) 'ইকদুল লাআল ফী ফাজায়িলিল আল', (গ) 'রেছালাহ্ ফী মানাকিবিল বোখারী,' (ঘ) 'আল কাওলুল জামে' ফী বয়ানিল এলমিন নাফে'। —আখবার, ইণ্ডিয়াস, তারীখুল হাদীছ প্রভৃতি।

## চতুর্থ যুগ

[ইমামে রব্বানী ও শায়খ দেহলবীর যুগ]

এ যুগ একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত অর্থাৎ, ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে ছানী শায়খ আহ্মদ সারহিন্দী ও শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী হইতে শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ মোঃ ১৭৬২ ইং) পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাব্দীর যুগ।

এ যুগে হাদীছ ওলামা ও ছূফীয়াদের মাদ্রাছা ও খান্কাহ হইতে জনসাধারণের অন্তঃপুরে যাইয়া পৌঁছিতে সমর্থ হয়। এ যুগে একদিকে যেমন ইমামে রব্বানী ও তাঁহার আওলাদ এবং অনুসারীগণ শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে হাদীছকে জনসাধারণের বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেন, অপর দিকে শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ মোঃ ১৬৪২ ইং) এবং তাঁহার বংশধর ও শাগরিদগণ তৎকালে বহুল প্রচারিত সরল ও রাজকীয় ফারছী ভাষায় হাদীছের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের তরজমা ও ব্যাখ্যার মারফতে উহাকে আরবী উচ্চ শিক্ষিতদের গবেষণার বস্তু হইতে নামাইয়া সাধারণ ফারছী শিক্ষিতদেরও বোধগম্য বিষয় করিয়া তোলেন।

ইমামে রব্বানীর পুত্র-পৌত্রাদির মধ্যে খাজা ছাঈদ 'খাজিনুর রহমত' (মৃঃ ১০৭০ হিঃ), খাজা মা'ছুম ওরওয়াতুল উছকা (মৃঃ ১০৮০ হিঃ), হাফেজ ফররোখ শাহ্ সারহিন্দী (মৃঃ ১১১২ হিঃ), খাজা আ'জম সারহিন্দী (মৃঃ ১১১৪ হিঃ), শাহ্ আবু ছাঈদ মুজাদ্দেদী দেহলবী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ) ও শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলবী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ)। অপর দিকে শায়খ দেহলবীর

বংশধরগণের মধ্যে শায়খ নূরুল হক দেহলবী (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ), শায়খ ছায়ফুল্লাহ দেহলবী, শায়খ মুহিববুল্লাহ দেহলবী, হাফেজ ফখরুদ্দীন দেহলবী (মৃঃ ১১৫০ হিঃ), শায়খুল ইছলাম দেহলবী (মৃঃ ১১৮০ হিঃ) ও শায়খ ছালামুল্লাহ্ দেহলবী রামপুরী (মৃঃ ১২২৯ হিঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এ যুগে নানাভাবে হাদীছের প্রভূত খেদমত করেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার শাগরিদ, দর-শাগরিদগণের মধ্যে খাজা হায়দার (মৃঃ ১০৫৭ হিঃ), খাজা খাওন্দ (মৃঃ ১০৮৫ হিঃ), বাবা দাউদ মেশকাতী (মৃঃ ১০৯৭ হিঃ), মীর ছৈয়দ আবদুল জলীল বিলগ্রামী (মৃঃ ১১৩৮ হিঃ), মীর ছৈয়দ মোবারক বিলগ্রামী (মৃঃ ১১১৫ হিঃ), শায়খ এনায়েতুল্লাহ কাশ্মীরী (মৃঃ ১১৮৫ হিঃ) ও মীর ছৈয়দ আজাদ বিলগ্রামী (মৃঃ ১২০০ হিঃ) প্রমুখের খেদমতও অবিস্মরণীয়।

## ইমামে রব্বানী

[মৃঃ ১০৩৪ হিঃ মোঃ ১৬২৪ ইং]

১। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আল্‌ফে ছানী আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ফারূকী সারহিন্দী (মৃঃ ১০৩৪ হিঃ মোঃ ১৬২৪ ইং)। তিনি ৯৭১ হিঃ মোঃ ১৫৬৪ ইং পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সারহিন্দ (সাহরান্দ) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতার নিকট লাভ করার পর তিনি প্রথমে সিয়ালকোটে, পরে কাশ্মীরে গমন করেন এবং মোল্লা কামালুদ্দীন কাশ্মীরী (মৃঃ ১০১৭ হিঃ) ও শায়খ ইয়াকুব ছরফী (মৃঃ ১০০৩ হিঃ)-এর নিকট হইতে হাদীছ, তফছীর ও মান্তেক-হিকমত প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি আবদুর রহমান ইবনে কাহ্‌ফের শাগরিদ কাজী বাহলুল বদখশীর নিকট হইতেও হাদীছের এজাজত লাভ করেন। 'তাছাওফে' তিনি হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ নক্‌শবন্দ-এর (মৃঃ ১০১২ হিঃ) খলীফা ছিলেন। তাঁহার বিরাট সংস্কারমূলক কার্যের দরুন দুনিয়া তাঁহাকে (প্রথম এক হাজার বৎসরের পর) দ্বিতীয় হাজারের জন্য 'মুজাদ্দেদ'রূপে মানিয়া লয়। তাঁহার সংস্কারকার্যের বিবরণ এখানে দেওয়া যেমন অপ্রাসঙ্গিক তেমন অসম্ভবও। তাঁহার সংস্কারকার্য না হইলে আকবরের এল্‌হাদের দরুন এ উপমহাদেশ হইতে ইসলাম তখনই বিদায় গ্রহণ করিত।

## শায়খ দেহলবী

[মৃঃ ১০৫২ হিঃ মোঃ ১৬৪২ ইং]

২। শায়খ আবদুল হক ইবনে ছায়ফুদ্দীন মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১০৫২ হিঃ মোঃ ১৬৪২ ইং)। তিনি ৯৫৪ হিঃ দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ ছূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষ আগা মোহাম্মদ তুর্ক বোখারা হইতে ভারতে আগমন করেন। তিনি ফারছী-আরবী, মা'কুলাত ও মানকুলাত প্রভৃতি যাবতীয় এল্‌ম তাঁহার পিতা ও দেশের কতিপয় বিশিষ্ট আলেমের নিকট শিক্ষা করেন। অতঃপর মক্কা শরীফ যাইয়া ৯৯৬-১০০০ হিঃ চারি বৎসরকাল শায়খ আলী মোত্তাকীর বিশিষ্ট শাগরিদ ও খলীফা শায়খ আবদুল ওহ্‌হাব মোত্তাকী বোরহানপুরী মক্কীর (মৃঃ ১০১০ হিঃ) নিকট হাদীছ ও তাছাওফের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। হাদীছ, তফ্‌ছীর ও তারীখ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার শতের মত কিতাব রহিয়াছে। —আব্‌জাদ। নীচে তাঁহার কতিপয় কিতাবের নাম দেওয়া গেল। (ক) 'আত্ তরীকুল কাইয়েম শরহে ছিফ্‌রুছ ছাআদাত।' (প্রকাশিত) (খ) 'লুমআতুত্ তানকীহ শরহে মেশকাতুল মাছাবীহ।' আরবীতে ইহা মেশকাত শরীফের একটি বিস্তারিত শরাহ।

(বাঁকিপুরে ইহার কপি বিদ্যমান আছে এবং ঢাকা মাদ্রাছায়ও আছে।) (গ) 'আশেআতুল্ লুম আত'। ইহা মেশকাত শরীফের ফারছী অনুবাদসহ সংক্ষিপ্ত অথচ অতি মূল্যবান শরাহ্। (মেশকাতের বঙ্গানুবাদে আমি ইহারই অনুসরণ করিয়াছি।) (ঘ) 'জামেউল বারাকাতুল মোন্তাখাব'। ইহাতে তিনি মেশকাত শরীফের প্রত্যেক অধ্যায়ের কতিপয় হাদীছ নির্বাচন করিয়া অতঃপর উহার এমনভাবে শরাহ্ করিয়াছেন যাহাতে সমস্ত অধ্যায়ের বিবরণ জানা যায়। (ইহার কপিও বাঁকিপুরে আছে।) (ঙ) 'মা ছাবাতা বিছ্ছুন্নাহ্'। ইহাতে মাস ও দিনের ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীছ জমা করা হইয়াছে। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। (চ) 'আল্ আরবাঈন ফী ওলুমিদ্দীন' (JAR.SB NO-21) (ছ) 'তরজমায়ে আরবাঈন'। ইহাতে শাসনকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে চল্লিশ হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উহার ফারছী অনুবাদ করিয়াছেন। (জ) 'কাশফুল এখ্তেবাস ফী আহ্কামিল লেবাস'। ইহাতে রছূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম-এর লেবাছ সম্পর্কীয় হাদীছসমূহ একত্র করা হইয়াছে। (ঝ) 'জিক্‌রে এজাজাতুল হাদীছ ফিল কাদীমে ওয়ালহাদীছ'। (ঞ) 'মাদারিজুন নবুওত', ফারছীতে রছূলুল্লাহ (ছঃ)-এর বিরাট জীবনী গ্রন্থ। (প্রকাশিত)

৩। মাওলানা মোহাম্মদ ইবনে ছিদ্দীক লাহোরী (মৃঃ অনুঃ ১০৪০ হিঃ)। তিনি 'নুজুমুল মেশকাত' নামে মেশকাত শরীফের এক শরাহ্ করেন। এছাড়া ইবনে হাজার মক্কীর 'আজ জাওয়াজের' কিতাবেরও তাঁহার এক শরাহ রহিয়াছে।

৪। শায়খ হাবীবুল্লাহ্ কন্নুজী (মৃঃ ১০৪১ হিঃ) তিনি 'রাওজাতুন্ নবী' নামে ছীরাতের এক কিতাব লিখিয়াছেন।

৫। শায়খ হোছানুল হোছাইনী লাহোরী (মৃঃ অনুঃ ১০৪৫ হিঃ)।

৬। খাজা হায়দর পত্‌লু ইবনে ফিরোজ কাশ্মীরী (মৃঃ ১০৫৭ হিঃ)। তিনি প্রথমে কাশ্মীরে বাবা জহুরনাথ কাশ্মীরীর এবং পরে দিল্লীতে শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

৭। খাজা ছাঈদ ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে খাজিনুর রহমত (মৃঃ ১০৭০ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা ইমামে রব্বানী ও আবদুর রহমান রুমীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হারামাইন রওনা হইবার পূর্ব পর্যন্ত (মৃঃ ১০৩৪ হিঃ) তিনি তাঁহার পিতার খানকায় হাদীছ-তফ্ছীর প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতে থাকেন। হাদীছে তাঁহার মেশকাত শরীফের এক শরাহ্ রহিয়াছে।

৮। শায়খ নূরুল হক দেহলবী ইবনে শায়খ আবদুল হক দেহলবী (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ)। তিনি হাদীছসহ যাবতীয় এল্ম তাঁহার পিতা শায়খ দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি পাক-ভারতীয় মোহাদ্দেছগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মোহাদ্দেছ। হাদীছে তাঁহার 'তাইছীরুল কারী' নামে বোখারী শরীফের এক বিস্তারিত ফারছী শরাহ্ এবং 'শামায়িলে তিরমিজী'র অপর এক শরাহ্ রহিয়াছে।

৯। মোল্লা ছোলাইমান আহ্মদাবাদী। তিনি শায়খ দেহলবীর শাগরিদ ছিলেন। আহ্মদাবাদে এখনও তাঁহার হাদীছের ছিল্‌ছিলা জারি রহিয়াছে। —তারীখুল হাদীছ

১০। শায়খ মোহাম্মদ হোছাইন খানী। তিনি শায়খ দেহলবীর শাগরিদ ছিলেন।

১১। খাজাহ্ মা'ছুম ইবনে ইমামে রব্বানী ওরফে ওরওয়াতুল ওছ্‌কা (মৃঃ ১০৮০ হিঃ)। তিনি হাদীছ প্রথমে দেশে তাঁহার পিতা এবং পরে হারামাইন অবস্থানকালে তথাকার মোহাদ্দেছগণের নিকট শিক্ষা করেন। তিনি ইমামে রব্বানীর দ্বিতীয় পুত্র এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের (মৃঃ ১১১৯ হিঃ) পীর ছিলেন। তাঁহার ৯ লক্ষ মুরীদ ছিল বলিয়া কথিত আছে।

১২। ছৈয়দ জা'ফর বদরে আলম আহ্‌মদাবাদী (মৃঃ ১০৮৫ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা ছৈয়দ জালালের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ৫৪ ঘন্টায় তিনি পূর্ণ কোরআন পাক লিখিতে পারিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে গভর্ণর পদ দিতে চাহিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। হাদীছে তাঁহার 'আল ফয়জুত তারী' নামে বোখারী শরীফের এক শরাহ্‌ এবং 'রওজাতুশ্‌শাহ' নামে অপর এক বিরাট কিতাব রহিয়াছে।

১৩। খাজা খাওন্দ মুঈনুদ্দীন ওরফে 'হজরতে ইঁশা' কাশ্মীরী (মৃঃ ১০৮৫ হিঃ)। তিনি হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ্‌ প্রভৃতি এল্‌ম শায়খ দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন।

১৪। বাবা দাউদ মেশ্‌কাতী (মৃঃ ১০৯৭ হিঃ)। তিনি হাদীছ খাজা হায়দর কাশ্মীরী ও তাছাওফ খাজা খাওন্দের নিকট শিক্ষা করেন। মেশকাত শরীফ তাঁহার মুখস্থ ছিল বলিয়া তাঁহাকে মেশকাতী বলা হয়।

১৫। শায়খ 'আবু ইউছুফ' ইয়াকুব বানানী লাহোরী (মৃঃ ১০৯৮ হিঃ)। তিনি দিল্লীর শাহ্‌জাহা-নিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক, শাহজাহানী আমলে (১০৩৭-৬৯ হিঃ) মীরে আদ্‌ল এবং আলমগীরের সময় (১০৬৯-১১১৯ হিঃ) 'নাজিরুল মাহাকেম' ছিলেন। হাদীছে তাঁহার তিনটি মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। (ক) 'আলখায়রুল জারী ফী শরহিল বোখারী'। (الخير الجارى فى شرح البخارى) (খ) 'আলমু'লিম ফী শরহিল মোছলেম'। (المعلم فى شرح المسلم) (গ) 'আল মুছাফ্‌ফা ফী শরহিল মোআত্তা'। (المصفى فى شرح الموطا)

১৬। মির্জা জান আওহাদুদ্দীন বারকী জলন্দরী (মৃঃ অনুঃ ১১০০ হিঃ)। তিনি 'নজমুদ্‌দুরারে ওয়াল মারজান' (نظم الدرر والمرجان) নামে ছীরাতুন্নবী সম্পর্কে এক কিতাব লিখিয়াছেন।

১৭। মাহবুবে আলম ইবনে জা'ফর বদ্‌রে আলম আহ্‌মদাবাদী (মৃঃ ১১১১ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা জা'ফর বদ্‌রে আলমের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং 'জিনাতুন নোকাত' নামে মেশকাত শরীফের এক শরাহ লিখেন। এছাড়া তিনি আরবী ও ফারছীতে কোরআন পাকের দুইটি তফছীরও লিখেন।

১৮। হাফেজ ফররোখ শাহ্‌ ইবনে খাজিনুর রহমত ইবনে ইমামে রব্বানী (মৃঃ ১১১২ হিঃ)। ছনদসহ তাঁহার ৭০ হাজার হাদীছ মুখস্থ ছিল।

১৯। মীর ছৈয়দ মোবারক বিলগ্রামী (মৃঃ ১১১৫ হিঃ)। তিনি শায়খ নূরুল হক দেহলবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের দরুন তিনি 'কুতবুল্‌ মোহাদ্দেছীন' উপাধিতে ভূষিত হন।

২০। মাওলানা নায়ীম ছিদ্দীকী জৌনপুরী (মৃঃ ১১২০ হিঃ)। তিনি তর্কশাস্ত্রে 'মোনাজারায়ে রশীদিয়া' (مناظرهٔ رشيديه) প্রণেতা মাওলানা আবদুর রশীদ জৌনপুরীর (মৃঃ ১০৮৩ হিঃ) শাগরিদ ছিলেন। হাদীছে তাঁহার মেশকাত শরীফের এক শরাহ্‌ রহিয়াছে।

২১। শায়খ ইনায়েতুল্লাহ কাশ্মীরী (মৃঃ ১১৮৫ হিঃ)। তিনি খাজা হায়দরের এক পুত্রের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং ৩৬ বৎসর যাবৎ কাশ্মীরে হাদীছ শিক্ষা দেন।

২২। শায়খ মুহিব্বুল্লাহ ইবনে নূরুল্লাহ ইবনে নূরুল হক দেহলবী (মৃঃ অনুঃ ১১২৫ হিঃ)। তিনি তাঁহার দাদা শায়খ নূরুল হক দেহলবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি 'মাম্বাউল এল্‌ম' নামে মোছলেম শরীফের এক শরাহ্‌ করেন। তাঁহার পুত্র হাফেজ ফখরুদ্দীন ইহাকে সাজাইয়া লিখেন, ফলে ইহা তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ হইয়া যায়।

২৩। শায়খ মোহাম্মদ আকরাম ইবনে আবদুর রহমান সিন্ধী (মৃঃ অনুঃ ১১৩০ হিঃ)। তিনি 'ইম আনুন্ নজর' নামে 'নোখবাতুল ফিকর'-এর এক বিস্তারিত শরাহ্ করেন। ইহা লক্ষ্ণৌর আবদুল হাই মরহুমের লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে।

২৪। মীর ছৈয়দ আবদুল জলীল বিলগ্রামী (মৃঃ ১১৩৮ হিঃ)। তিনি বিলগ্রামের মীর ছৈয়দ মোবারক, মীর ছা'দুল্লাহ্, মীর তোফায়ল এবং লক্ষ্ণৌর মাওলানা গোলাম নকশ্বন্দ প্রমুখ মনীষীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মোহাদ্দেছ মীর আজাদ বিলগ্রামী তাঁহার দৌহিত্র।

২৫। শায়খ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আমীন আব্বাছী ওরফে খুবুল্লাহ্ এলাহাবাদী (মৃঃ ১১৪৪ হিঃ)। তিনি তাঁহার চাচা বা মামা আফজাল ইবনে আবদুর রহমান এলাহাবাদীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছে তাঁহার এসকল কিতাব রহিয়াছেঃ (ক) 'ইনায়েতুল কারী শরহে ছোলাছিয়াতুল বোখারী'। (عنايت القارى شرح ثلاثيات البخارى) (খ) 'আরবাউন' (৪০ হাদীছ)। (গ) 'তাজ-কেরাতুল আছহাব'। (ঘ) 'মা'খাজুল ই'তেকাদ' (مأخذ الاعتقاد)। (ঙ) 'শরহে হাদীছে ছালাতুত্ তাছবীহ' (شرح حديث صلاة التسبيح)। (চ) 'তরজুমায়ে ওজায়েফুন নবী'।

২৬। মাওলানা আমীনুদ্দীন ইবনে মাহ্মুদ ওমরী জৌনপুরী (মৃঃ ১১৪৫ হিঃ)। তিনি মাওলানা আরশাদ ইবনে আবদুর রশীদ জৌনপুরীর ছাত্র ছিলেন। তিনি শায়খ দেহলবীর 'আশেআতুল লুমআত'কে সংক্ষেপ করিয়াছেন।

২৭। হাজী আফজাল সিয়ালকোটী (মৃঃ ১১৪৬ হিঃ)। তিনি খাজিনুর রহমতের পুত্র খাজা আবদুল আহাদ সারহিন্দীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। মির্জা মাজহার 'জানে জানান শহীদ' ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী তাঁহার নিকট হাদীছের এজাজত লাভ করেন। —কাওলুল জামীল

২৮। হাফেজ ফখরুদ্দীন আবদুছ ছামাদ ইবনে মুহিব্বুল্লাহ ইবনে নূরুল্লাহ ইবনে নূরুল হক দেহলবী (মৃঃ অনুঃ ১১৫০ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা মুহিব্বুল্লাহ্ দেহ্লবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং তাঁহার মোছলেম শরীফের শরাহ্ 'মাম্বাউল এল্ম' (منبع العلم) কে সাজাইয়া লিখেন।

২৯। মাওলানা নূরুদ্দীন ছালেহ আহ্মদাবাদী (মৃঃ ১১৫৫ হিঃ)। তিনি হাদীছে মাওলানা মাহবুবে আলম আহ্মদাবাদীর শাগরিদ ছিলেন। তিনি আহ্মদাবাদে 'হেদায়েত বখশ' নামে এক মাদ্রাছা স্থাপন করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার দেড় শতের মত কিতাব রহিয়াছে। হাদীছে তাঁহার 'নূরুল কারী' নামে বোখারী শরীফের এক শরাহ্ রহিয়াছে।

৩০। শায়খ ছিবগাতুল্লাহ্ রেজবী (মৃঃ ১১৫৭ হিঃ)।

৩১। শাহ্ ফাখির জায়ির এলাহাবাদী ইবনে শায়খ মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া এলাহাবাদী (মৃঃ ১১৬৪ হিঃ)। তিনি মদীনায় শায়খ হায়াত সিন্ধীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। কথিত আছে, শাহ্ ওলী-উল্লাহ্ দেহ্লবীর সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি একাধারে মোহাদ্দেছ, কবি ও দরবেশ ছিলেন। হাদীছে তাঁহার 'ইছবাতু রাফউল ইয়াদাইন' (اثبات رفع اليدين) ও 'ছিফরুছ্ ছাআদতের' পদ্যানুবাদ প্রসিদ্ধ।

৩২। শায়খুল ইছ্লাম ইবনে হাফেজ ফখ্রুদ্দীন দেহলবী (মৃঃ অনুঃ ১১৭৫ হিঃ)। তিনি তাঁহার পিতা হাফেজ ফখ্রুদ্দীন দেহ্লবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছে তাঁহার নিম্নলিখিত কিতাব-সমূহ রহিয়াছেঃ (ক) 'শরহে বোখারী' (ফারছী) ১৩০৫ হিঃ ইহা শায়খ নূরুল হক দেহলবীর 'তাই-ছীরুল কারীর' হাশিয়ার উপর লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) 'রেছালায়ে কাশ্ফুল গেতা'

(طرد الاوهام عن آثار الامام الهمام) ‘তারদুল-আওহাম’ (গ) (رسالهء كشف الغطا عما لزم للموطأ)
(Indias contri, তারীখুল হাদীছ, ওলামা কী শানদার মাজী)

## পঞ্চম যুগ

[ওলীউল্লাহী যুগ]

এ যুগের সূচনা হয় হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। এ যুগের প্রবর্তক হইতেছেন শাহ্ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ)। তিনি হারামাইন—মক্কা ও মদীনা হইতে হাদীছে উচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়া ১১৪৫ হিঃ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল শিক্ষা ও রচনার মাধ্যমে উহার প্রচার করিতে থাকেন। অসংখ্য মোহাদ্দেছ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা করিয়া দেশে ছড়াইয়া পড়েন এবং দেশকে হাদীছ দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া দেন।

তাঁহার পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৬০ বৎসরেরও অধিককাল হাদীছের শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবীর পর তাঁহার দৌহিত্র শাহ্ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবী (মৃঃ ১২৬২ হিঃ) স্বীয় পিতামহের স্থান অধিকার করেন এবং (মক্কায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত) ২০ বৎসরকাল দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দেন। শাহ্ ইছহাক দেহলবীর পর হাদীছ শিক্ষা আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদ মাওলানা আবদুল গনী মুজাদ্দেদী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ) ও মিঞা ছাহেব ছৈয়দ নজীর হোছাইন দেহলবী (মৃঃ ১৩২০ হিঃ) দিল্লীতে দুই বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং মাওলানা আলম আলী নগীনবী রামপুরে ও মৌলনা কারী আব্দুর রহমান পানিপথী পানিপথে হাদীছ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

শাহ্ আবদুল গনীর পর (বরং তাঁহার জীবনের শেষের দিকেই) হাদীছ শিক্ষা অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে। মাওলানা মাজহার নানুতবী (মৃঃ ১৩০২ হিঃ) সাহারনপুর জিলার সদরে ‘মাজাহেরে উলুম’ নামে এবং মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ ঐ জিলার) দেওবন্দে ‘দারুল উলুম’ নামে দুইটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এভাবে মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী (মৃঃ ১৩২৩ হিঃ ঐ জিলার) গঙ্গুহতে স্বীয় খানকায় এবং মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহল্লায় পৃথকভাবে হাদীছ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ক্রমে পাক-ভারতে হাদীছ শিক্ষার আরও বহু কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং পাক-ভারত হাদীছ শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

এক কথায় এ যুগকে পাক-ভারতে এল্‌মে হাদীছের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এ যুগে এল্‌মে হাদীছ অপরাপর বিষয়াবলীর উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং উচ্চ শিক্ষার মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত হয়।

এ যুগকে পর পর কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাইতে পারেঃ

### প্রথম স্তর

### শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী

[১১১৪-১১৭৬ হিঃ মোঃ ১৭০৩-১৭৬২ ইং]

শাহ্ ওলীউল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহিম দেহলবী ওমরী (১১১৪ হিঃ মোঃ ১৭০৩ ইং) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বৎসর বয়সে তিনি কোরআন হেফজ এবং ১৫ বৎসর বয়সে পূর্ণ শিক্ষা

সমাপ্ত করেন। ১৭ বৎসর বয়সে (তাঁহার পিতার নিকট হইতে) তাছাওফে খেলাফত লাভ করেন। হাদীছের মেশকাত শরীফ, শামায়িলে তিরমেজী ও বোখারী শরীফের কিয়দংশ তিনি তাঁহার পিতা শাহ্ আবদুর রহিম দেহলবী (মৃঃ ১১৩১ হিঃ)-এর নিকট এবং পূর্ণ মেশকাত ও হাদীছের অপর কয় কিতাব হাজী আফ্জাল সিয়ালকোটির নিকট শিক্ষা করেন। ১১৪৩ হিঃ মোঃ ১৭৩০ ইং তিনি হারামাইন (মক্কা ও মদীনা) গমন করেন এবং তথায় শেখ আবু তাহের কুরদি মদনী (মৃঃ ১১৪৫ হিঃ), শেখ ওয়াফদুল্লাহ মক্কী ও শেখ ওমর ইবনে আহ্মদ মক্কী প্রমুখ প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছে উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন। ১১৪৬ হিঃ, মোঃ ১৭৩৩ ইং তিনি হারামাইন হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লীতে তাঁহার পিতার রহীমিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ-কোরআন শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন।

পূর্ণ ৩০ বৎসরকাল কোরআন-হাদীছ শিক্ষাদান ও বিভিন্ন সংস্কারকার্যসম্পাদনের পর ৬৩ বৎসর বয়সে ১১৭৬ হিঃ মোঃ ১৭৬২ ইং তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন।

তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি দুনিয়ায় খুব কমই জন্মলাভ করিয়াছেন। তিনি একাধারে মুজতাহেদ, মুজাদ্দেদ, মুফাছ্ছের, মোহাদ্দেছ, ছুফী, দার্শনিক ও শরীয়ত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি শতের উপর ছোট-বড় মূল্যবান কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। (ত্রিশ-এর অধিক পাওয়া যায় না।) দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্' বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে একটি মহামূল্য অবদান। কোরআন বুঝিবার উপায় ও নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে তাঁহার 'আল ফাওজুল কাবীর' একটি অতুলনীয় কিতাব। 'ফাতহুর রাহমান' নামে তাঁহার কোরআন পাকের ফারছী অনুবাদ অনুবাদকদের জন্য পথপ্রদর্শক। ইজতেহাদ সম্পর্কে তাঁহার 'ইকদুল জীদ' অন্ধদের পক্ষে চক্ষু দানকারী। এক কথায় তাঁহার রচনাবলী হইতেছে অন্ধকারে আলোকস্তম্ভ। তাঁহার রচনাবলীর আলোচনা ব্যতীত এ যুগে কাহারও পক্ষে আল্লাহ্ ও রছূল প্রদর্শিত সত্য পথের সন্ধান লাভ করা সুকঠিন।

তিনি তাঁহার রচনায় কোন বিশেষ মাজহাব, তরীকা বা পন্থার প্রতি পক্ষপাত না করিয়া যেখানে যাহা হক মনে করিয়াছেন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। হাদীছ শিক্ষায় তাঁহার এ নীতি ছিল সুপ্রকট। তাঁহার হাদীছ শিক্ষার নীতি ওলামাদের নিকট এতই মকবূল (গ্রহণীয়) হইয়াছে যে, আজ পাক-ভারতে হাদীছ শিক্ষার এমন কোন ছিলছিলা নাই যাহা তাঁহাতে আসিয়া বর্তায় না। পাক-ভারত কেন, দুনিয়ার বহু হাদীছ শিক্ষার ছিলছিলাই তাঁহাতে আসিয়া বর্তায়।

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

১। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বলেগাহ্'। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৃষ্টি রহস্য, কর্মফলতত্ত্ব, শরীয়ততত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে হাদীছের ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে।

২। 'মুছাফ্ফা', ইহা মোয়াত্তা ইমাম মালেকের ফারছী শরাহ্। ইহাতে তিনি মাজহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন বিশেষ মাজহাবের প্রতি পক্ষপাত না করিয়া ইজতেহাদের ভিত্তিতে হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার এ কিতাব গভীরভাবে আলোচনা করিলে অনুসন্ধানী ব্যক্তিগণ আজও ইজতেহাদের পথ পাইতে পারেন বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। —প্রকাশিত

৩। 'মুছাওয়া', ইহা ইমাম মালেকের 'মোয়াত্তা'র আরবী শরাহ্। ইহাতে তিনি ইমাম মালেকের নিজস্ব অভিমতগুলিকে বাদ দিয়া আসল হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। —প্রকাশিত

৪। 'আরবায়ীন'। ইহাতে হজরত আলী (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত চল্লিশ হাদীছ সংগ্রহ করা হইয়াছে; ইহা মাওলানা খোররম আলী বালহুরী ও হাদী আলী লক্ষৌবীর শরাহ্‌সহ দিল্লীর মোস্তাফিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। 'ওয়াছীকাতুল্ আখ্ইয়ার', ইহাতে তিনি ইমাম নাওয়াবীর চেহ্‌ল হাদীছের শরাহ্ করিয়াছেন।

৬। 'আদ দুররুছ ছামীন' (الدر الثمين فى مبشرات النبى الامين) । ইহাতে তিনি রছূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর স্বপ্ন সম্পর্কীয় হাদীছসমূহ একত্রিত করিয়াছেন। —প্রকাশিত

৭। 'আল্ ফজলুল মুবীন' (الفضل المبين فى المسلسل من حديث النبى الامين) । ইহাতে কতক 'মোছালছাল' হাদীছ জমা করা হইয়াছে। —(প্রকাশিত)

৮। 'আল ইরশাদ' (الارشاد الى مهمات الاسناد)। ইহাতে তিনি তাঁহার হাদীছ লাভের ছনদ-সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

৯। 'তারাজিমুল বোখারী'। ইহাতে তিনি ছহীহ বোখারীতে অবলম্বিত নীতিসমূহের আলোচনা করিয়াছেন।

১০। 'শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বোখারী'। ইহাতে ছহীহ বোখারীর 'তরজুমাতুল বাব'-এর শরাহ্ করা হইয়াছে।

১১। 'আছারুল মোহাদ্দেছীন' (آثار المحدثين) । হায়দরাবাদের আছফিয়া লাইব্রেরীতে ইহার পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে।

১২। 'মাকতুবাত' (مكتوبات مع مناقب امام بخارى و ابن تيميه رح) । ইহাতে তিনি ইমাম বোখারী ও ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

—India's contribution-174P

**তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদগণঃ**

হাদীছে শাহ্ ছাহেবের বহু শাগরিদ রহিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল।

১। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ)। তিনি শায়খ জালালুদ্দীন কবিরুল আওলি-য়ার বংশধর এবং হজরত মির্জা জানে জানান দেহলবীর (মৃঃ ১২০৫ হিঃ) খলীফা ছিলেন। হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের দরুন শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্‌লবী তাঁহাকে 'বায়হাকীউল ওক্‌ত' (যুগের বায়হাকী) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার ন্যায় ইসলামিয়াতে সর্ববিষয়ে পারদর্শী লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার 'তফছীরে মাজহারী' ইহার সাক্ষ্য।

হাদীছে তাঁহার 'আল লুবাব' নামে একটি কিতাব রহিয়াছে। ইহাতে তিনি শামছুদ্দীন ছালেহীর (মৃঃ ৯৪২ হিঃ) 'ছুবুলুল হুদা' কিতাবের তৃতীয় খণ্ডকে সংক্ষেপ করিয়াছেন। 'মানারুল আহ্‌কাম' (منار الاحكام) নামে তাঁহার একটি অতি মূল্যবান কিতাব। (প্রকাশিত হয় নাই। العرف الشذى দ্রষ্টব্য)

২। শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ)। শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহ্‌লবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। (তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পরে আসিতেছে।)

৩। মাওলানা মোহাম্মদ আশেক ফুল্‌তী। তিনি শাহ্ ছাহেবের মামাত ভাই, সুহৃদ ও খলীফা ছিলেন। শাহ ছাহেবকে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' লেখার জন্য তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর ওস্তাদ ছিলেন। —খান্দানে আজীজিয়া-৩০ পৃঃ

৪। মাওলানা রফীউদ্দিন মোরাদাবাদী (মৃঃ ১২১৮ হিঃ)। ‘ছালউল কায়ীব’— (سلئو الكئيب بذكر الحبيب) ও ‘শরহে আরবায়ীন নাওয়াবী’ নামে হাদীছে তাঁহার দুইটি কিতাব রহিয়াছে।

৫। মাওলানা খায়রুদ্দীন ছুরতী (মৃঃ ১২০৬ হিঃ)। মাওলানা রফীউদ্দীন মোরাদাবাদী শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র পরে তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। —খান্দানে আজীজিয়া ৫৯ পৃঃ

৬। খাজা মোহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী। শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্‌লবীর প্রাথমিক ওস্তাদ।

৭। মাওলানা মুঈন ইবনে মোহাম্মদ আমীন সিন্ধী। ‘দেরাছাতুল লবীব’ (دراسات اللبيب) নামে তাঁহার একটি মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

৮। মাওলানা মোহাম্মদ ইবনে পীর মোহাম্মদ বিলগ্রামী এলাহাবাদী।

৯। ফকীহ্ নূর মোহাম্মদ বুঢানবী। শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর শ্বশুর। শাহ্ আবদুল আজীজ তাঁহার নিকট ফেকাহর উচ্চজ্ঞান লাভ করেন।

১০। মাওলানা মাখদুম লক্ষ্ণৌবী।

১১। মাওলানা জামালুদ্দীন রামপুরী।

১২। মাওলানা সৈয়দ মোরতাজা বিলগ্রামী জাবীদী (মৃঃ ১২০৫ হিঃ)। তিনি প্রথমে শাহ্ ছাহেবের নিকট, পরে ইয়ামানে তথাকার মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছে ১৭টি কিতাবসহ বহু বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। তিনি মিছরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

## দ্বিতীয় স্তর

## শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী

[১১৫৯—১২৩৯ হিঃ মোঃ ১৭৪৬—১৮২৪ ইং]

তিনি ১১৫৯ হিঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় ১৫ বৎসর বয়সেই হাদীছসহ সমস্ত এল্‌মে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ১৭ বৎসর বয়সে তাছাওফের ছনদ হাছিল করেন। তিনি হাদীছ ও অন্যান্য প্রায় সকল এল্‌মই তাহার পিতা ওলীউল্লাহ্ দেহ্‌লবীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। হাদীছ, তফ্‌ছীর, ফেকাহ্ উছুলে ফেকাহ্ এবং মান্তেক, হিকমত (—গ্রীক-বিজ্ঞান)-এর ন্যায় অংক, জ্যামিতি, ভূগোল ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল অতলস্পর্শী সমুদ্রতুল্য। তিনি তাঁহার পিতার এন্তেকালের পর হাদীছ ও ‘তাছাওফ’ শিক্ষাদানে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ৬০ বৎসরকাল অসংখ্য আল্লাহ্‌র বান্দাকে ইহা বিতরণ করেন। অনেকের মতে হাদীছের প্রচার তাঁহার পিতা অপেক্ষা তাঁহার দ্বারাই অধিক হইয়াছে। ৮১ বৎসর বয়সে ১২৩৯ হিঃ তিনি দিল্লীতে এন্তেকাল করেন।

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

১। ‘উজালায়ে নাফেয়াহ’। ইহা তাঁহার উছুলে হাদীছ সম্পর্কীয় একটি তথ্যপূর্ণ কিতাব। (মাওলানা আবদুল আহাদ কাছেমী ‘আল্ উলালাতুন্ নাজেআহ্’ (العلالة الناجعة) নামে ইহার আরবী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।)

২। ‘বুস্তানুল মোহাদ্দেছীন’। ইহাতে তিনি হাদীছের ৯৫টি প্রসিদ্ধ কিতাব ও উহাদের রচয়িতা-গণের পরিচয় দান করিয়াছেন।

৩। 'তা'লীকাতুন আলাল মুছাওয়া'। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতার মুছাওয়া গ্রন্থের পাদটীকা লিখিয়াছেন।

৪। 'আল্ মাওজুআত'। ইহা তাঁহার মাওজু হাদীছ সম্পর্কীয় কিতাব। (লক্ষ্ণৌর 'নুদওয়াতুল ওলামা'র লাইব্রেরীতে ইহার পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে।)

৫। 'মা য়াজেবু হেফ্‌জুহু লিন্নাজের' (مايجب حفظه للناظر) , এছাড়া 'তফ্‌ছীরে আজীজী' ও 'ফতওয়ায়ে আজীজী' তাঁহার আরো দুইটি মূল্যবান কিতাব।

**তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদগণঃ**

তাঁহার সমস্ত শাগরিদগণের ফিরিস্তি দান করা সম্ভবপর নহে। এখানে শুধু এমন কতক প্রসিদ্ধ লোকের নাম করা হইতেছে যাঁহারা কোথাও না কোথায় হাদীছ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

১। শাহ রফীউদ্দীন ইবনে ওলীউল্লাহ্ দেহলবী (মৃঃ ১২৪৯ হিঃ)। তিনি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবীর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি একজন গভীর জ্ঞানী লোক ছিলেন। যখন কোন বিষয় আলোচনা করিতেন শ্রোতাগণ মনে করিতেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা গভীর জ্ঞানী লোক কেহই নাই। তাঁহার কোরআন পাকের উর্দু তরজমা (শাব্দিক), 'মোকাদ্দমাতুল এলম' ও 'আত্ তাক্‌মীল' প্রভৃতি কিতাব সত্যই তাঁহার জ্ঞান গভীরতার পরিচায়ক। তিনি দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দেন।

শাহ্ আহ্‌মদ ছাঈদ মুজাদ্দেদী ও তাঁহার ভাই শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী, শাহ্ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবী, মাওলানা মোহাম্মদ শাকুর মাছ্‌লী শহরী ও স্বয়ং শাহ্ ছাহেবের পুত্র শাহ্ মাখছুছুল্লাহ্ দেহলবী (মৃঃ ১২৭৩ হিঃ)—ইঁহারা সকলেই শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর ন্যায় শাহ্ রফীউদ্দিন দেহলবীর নিকটও হাদীছ শিক্ষা করেন।

২। শাহ্ আবদুল কাদের দেহলবী (১২৪১ হিঃ)। শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র তৃতীয় পুত্র। তিনি ১১৬৭ হিঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোরআন পাকের উর্দু তরজমা একটি তুলনাহীন তরজমা। বিশেষজ্ঞগণের মতে কোরআন পাকের এরূপ বিশুদ্ধতম ও সফল তরজমা দ্বিতীয়খানি নাই। 'মুজে-হুল কোরআন' নামে তিনি উক্ত তরজমার যে পাদটীকা লিখিয়াছেন তাহাও অতি মূল্যবান। এ তর-জমা ও পাদটীকায় তিনি ১৮ বৎসরকাল ব্যয় করিয়াছেন। শিক্ষাদান অপেক্ষা তিনি এবাদতেই অধিক মশগুল থাকিতেন। তাঁহার শাগ্‌রিদগণের মধ্যে ফজলে হক খায়রাবাদী, শাহ্ মোহাম্মদ দেহ-লবী, মাওলানা ইমামুদ্দীন বখ্‌শী ও মাওলানা আবদুল হাই বুঢানবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। শাহ্ আবদুল গনী দেহলবী (মৃঃ ১২২৭ হিঃ)। শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ও শাহ্ ইছমাঈল শহীদের পিতা।

৪। শাহ্ ইছমাঈল শহীদ (মৃঃ ১২৪৬ হিঃ)। তিনি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবীর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শাহ্ আবদুল গনী দেহলবীর পুত্র। তিনি দিল্লীতে এবং জেহাদের ছফরে অনেককে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন। মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেব ছফরকালেই বেরেলবীতে তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। —তারাজিম। তিনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তাওহীদ সম্পর্কীয় কিতাব 'তাকবীয়াতুল ঈমান', তাছাওফ সম্পর্কীয় কিতাব 'আকাবাত' ও 'ছেরাতে মোস্তাকীম' । ইমামত বা খেলাফত সম্পর্কীয় কিতাব 'মান্‌ছাবে ইমামত' এবং উছুলে ফেকাহ্ সম্পর্কীয় 'রিছালাহ্' জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তিনি ১১৯৩ হিঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৬ হিঃ ছৈয়দ সাহেব বেরেলবীর সহিত শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে সীমান্তের বালাকোটে 'শাহাদত' লাভ করেন। হাদীছে তাঁহার দুইটি কিতাব রহিয়াছেঃ

(ক) 'তানবীরুল আইনাইন' (تنوير العينين فى اثبات رفع اليدين) । —তারাজিম ৯৩ পৃঃ। ১২৫৬ হিঃ ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। —খান্দানে আজীজিয়া

(খ) 'তান্‌কীদুল জওয়াব' (تنقيد الجواب در اثبات رفع يدين) ।

৫। শাহ্ মাখছুছুল্লাহ্ দেহলবী (মৃঃ ১২৭৩ হিঃ)। তিনি শাহ রফীউদ্দীন দেহলবীর পুত্র। হাদীছ, তফছীর প্রভৃতি এল্‌মে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি প্রথমে কিছু দিন এ সকল এল্‌ম শিক্ষাদানে রত থাকেন, পরে শিক্ষাদান ছাড়িয়া কেবল এবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদীর ভাই শাহ আবদুর রশিদ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। —তারাজিম

৬। মুফ্‌তী ছদরুদ্দীন খাঁ কাশ্মীরী দেহলবী (মৃঃ ১২৫৮ হিঃ)। তিনি দিল্লীতেই হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি দিল্লীর ছদরুছ ছুদুর ছিলেন। 'মোন্তাহাল মাকাল'—
(منتهى المقال فى حديث لاتشد الرحال) নামে হাদীছে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

৭। মাওলানা আবদুল হাই দেহলবী (মৃঃ ১২৪৩ হিঃ)। শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর জামাতা। তিনি আবদুল কাদের দেহলবীর নিকটও পড়িয়াছেন। তিনি ছৈয়দ শহীদ বেরেলবীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। মাওলানা আবদুল কায়উম বুঢানবী, ভূপালী (মৃঃ ১২৯৯ হিঃ) তাঁহারই পুত্র।

৮। মাওলানা হাছান আলী মোহাদ্দেছ লক্ষ্ণৌবী। তিনি লক্ষ্ণৌতে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন।

৯। মাওলানা হোছাইন আহমদ মলীহাবাদী (মৃঃ ১২৭৫ হিঃ)। তিনি লক্ষ্ণৌর নিকট মলীহা-বাদেই হাদীছ শিক্ষা দেন।

১০। শাহ্ রউফ আহ্‌মদ মুজাদ্দেদী (মৃঃ ১২৪৯ হিঃ)। তিনি হজরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানীর বংশধর ছিলেন। ভূপালে বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় হাদীছ শিক্ষা দেন। উর্দু ভাষায় 'তফছীরে রউফী' তাঁহারই রচিত।

১১। মাওলানা আবদুল খালেক দেহলবী।

১২। মাওলানা খোররম আলী বাল্‌হুরী (মৃঃ ১২৭১ হিঃ)। তিনি ছাগানীর মাশারিকুল আনওয়ার এবং শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবীর আরবায়ীনের উর্দু তরজমা করেন ও পাদটীকা লিখেন।

১৩। শাহ (খাজা) আবু ছাঈদ মুজাদ্দেদী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ)। শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদীর পিতা। তিনি ১১৯৬ হিঃ রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ফনুনাত তিনি মুফতী শরফুদ্দীন দেহলবীর নিকট এবং হাদীছের মোছলেম শরীফ শাহ্ রফীউদ্দীন দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন। অতঃপর শাহ্ ছাহেব হইতে ছেহাহ ছেত্তার এজাজত লাভ করেন। তিনি দিল্লী ও রামপুরে হাদীছ শিক্ষা দেন এবং টংকে এন্তেকাল করেন।

১৪। মাওলানা মোহাম্মদ শাকুর মাছলী শহরী (মৃঃ ১৩০০ হিঃ)। তিনি আ'জমগড়ের নিকট মাছলী শহরে হাদীছ শিক্ষা দেন।

১৫। মাওলানা জহুরুল হক কলন্দরী। তিনি পাটনায় ফুলবারী শরীফে হাদীছ শিক্ষা দেন।

১৬। মাওলানা ছৈয়দ আওলাদ হাছান কন্নুজী (মৃঃ ১২৫৭ হিঃ)। তিনি কন্নুজে হাদীছ শিক্ষা দেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করেন। হাদীছে তিনি 'রাহে জান্নাত' নামে একটি আরবায়ীনের উর্দু তরজমা করেন। নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খাঁ ভূপালী তাঁহার পুত্র।

১৭। মাওলানা করমুল্লা (করীমুল্লাহ্) মোহাদ্দেছ (মৃঃ ১২৫৮ হিঃ)। তিনি দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দেন। মাওলানা আবদুল আজীজ তাঁহার 'তফছীরে আজীজী' তাঁহারই জন্য লিখিয়াছিলেন।

১৮। মাওলানা ছালামতুল্লাহ্ বাদায়উনী। তিনি কানপুরে হাদীছ শিক্ষা দেন।

—India's 180P.

১৯। মাওলানা মুফতী রশীদুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃঃ ১২৪৯ হিঃ)। তিনি দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দেন। মাওলানা কাছেম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহীর ওস্তাদ মাওলানা মাম্‌লুক আলী নানুতবী তাঁহার একজন বিশিষ্ট ছাত্র।— شاندار ماضی ج ۲ صفحه ٤٩

২০। শাহ্ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবী (মৃঃ ১২৬২ হিঃ)। (তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পরে আসিবে।)

২১। শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াকুব দেহলবী (মৃঃ ১২৮৩ হিঃ মোঃ ১৮৬৬ ইং)। শাহ্ ইছহাক দেহলবীর ছোট ভাই। তিনি শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবীর এন্তেকালের পর স্বীয় ভ্রাতা শাহ্ ইছহাক ছাহেবের নিকটও হাদীছ শিক্ষা করেন ও ভ্রাতার সহিত দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দিতে থাকেন এবং তাঁহারই সহিত মক্কায় হিজরত করেন। ২৩ বৎসরকাল সেখানে হাদীছ শিক্ষা দেওয়ার পর সেখানেই এন্তেকাল করেন।

২২। মাওলানা আলে রছূল। তিনি মাওলানা আহ্মদ রেজা খাঁ বেরেলবীর ওস্তাদ ছিলেন।

২৩। মাওলানা ছৈয়দ কামরুদ্দীন হাছানী। তাঁহার জন্যই শাহ ছাহেব 'উজালায়ে নাফেয়া' কিতাবটি লিখেন।

২৪। শাহ গোলাম আলী দেহলবী। তিনি মির্জা মাজহার জানে জানানের খলীফা ছিলেন।

২৫। মাওলানা ছালামতুল্লাহ্ মোরাদাবাদী।

২৬। মাওলানা হায়দর আলী টংকী (মৃঃ ১২৭৭ হিঃ)।

২৭। মাওলানা আহ্মদুদ্দীন বাগাবী (মৃঃ ১২৮২ হিঃ)। তিনি পাঞ্জাবে হাদীছ প্রচার করিয়াছেন। —খান্দানে আজীজিয়া

২৮। মাওলানা গোলাম মুহীউদ্দিন বগবী (মৃঃ ১২৭৩ হিঃ)।

২৯। মুফ্‌তি ইলাহী বখশ ইবনে আল্লামা শায়খুল ইছলাম কান্দলবী (মৃঃ ১২০৯-এর পর)। 'শিয়ামুল হাবীব' নামে ছীরাতে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে। তিনিই মাওলানা রূমীর মস্‌নবীর শেষ খণ্ড লিখিয়া উহাকে পূর্ণ করিয়াছেন।

## তৃতীয় স্তর

### শাহ্ মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবী

[১১৭২—১২৬২ হিঃ মোঃ ১৭৫৮—১৮৪৬ ইং]

তাঁহার পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ আফজাল ফারূকী দেহলবী। তিনি ১১৭২ হিঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই স্বীয় পিতামহ শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী ও পিতামহের ভ্রাতৃদ্বয় শাহ্ আবদুল কাদের দেহলবী ও শাহ্ রফীউদ্দীন দেহলবীর নিকট হাদীছসহ যাবতীয় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতামহের জমানাতেই তিনি দিল্লীতে হাদীছের দরছ দিতে আরম্ভ করেন এবং পিতামহের এন্তেকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দিল্লীতে ২০ বৎসরকাল শিক্ষাদানের পর ১২৫৯ হিঃ তিনি মক্কায় হিজরত করেন এবং তথায় তিন বৎসর শিক্ষাদানের পর তথায়ই এন্তেকাল করেন।

**তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অনেক। এখানে মাত্র বিশিষ্ট কয়েক জনের নাম দেওয়া গেলঃ

১। নওয়াব কুতবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃঃ ১২৭৯ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার রচনা 'মাজাহেরে হক'। ইহা মেশকাত শরীফের উর্দু তরজমা ও সংক্ষিপ্ত শরাহ। শরায় মাওলানা অর্থে তিনি শাহ্ ছাহেব-কেই বুঝাইয়াছেন।

২। মুফ্তী ইনায়েত আহ্মদ কাকুরবী (মৃঃ ১২৮৩ হিঃ)। 'আল আহাদীছুল মোতাবারেকাহ' নামে হাদীছে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

৩। মাওলানা শাহ্ আহ্মদ ছাঈদ মুজাদ্দেদী ইবনে আবু ছাঈদ মুজাদ্দেদী।

৪। মাওলানা আলম আলী নগীনবী (মৃঃ ১২৯৫ হিঃ)।

৫। মাওলানা আবদুল গনী মুজাদ্দেদী ইবনে আবু ছাঈদ মুজাদ্দেদী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ)।

৬। মাওলানা শায়খ মোহাম্মদ থানবী (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ)।

হাদীছে তাঁহার 'আল কেছ্তাছ ফী আছারে আব্বাছ' নামকএকটি কিতাব রহিয়াছে।

৭। মাওলানা আহ্মদ আলী সাহারনপুরী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ)।

৮। মাওলানা আবদুল কায়উম বুঢানবী, ভূপালী (মৃঃ ১২৯৯ হিঃ)।

তিনি শাহ্ আবদুল হাই বুঢানবীর পুত্র এবং শাহ্ ইছহাক দেহলবীর খালাত ভাই ও জামাতা। তিনি দীর্ঘদিন ভূপালে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন। মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারনপুরী ভূপালে তাঁহার নিকট হাদীছের ছনদ লাভ করেন।

৯। কারী আবদুর রহমান পানিপথী (মৃঃ ১৩১৪ হিঃ)।

১০। মাওলানা ছৈয়দ নজীর হোছাইন ওরফে মিঞা সাহেব (মৃঃ ১৩২০ হিঃ)।

১১। শায়খ ইব্রাহীম নগর-নহছবী।

১২। মাওলানা ছোব্হান বখ্শ মুজাফ্ফরপুরী।

১৩। মাওলানা আলী আহ্মদ টোঁকি (টংকী)।

১৪। মাওলানা ফখরুদ্দীন দেহলবী 'ফখরে জাহাঁ'।

১৫। মাওলানা মোহাম্মদ ওরফে 'ঝাও' (রাজশাহী)।

## চতুর্থ স্তর

### (ক) মাওলানা আলম আলী নগীনবী মোরাদাবাদী

[মৃঃ ১২৯৫ হিঃ মোঃ ১৮৭৮ ইং]

মাওলানা আলম আলী নগীনবী ইবনে ছৈয়দ কেফায়েত আলী দিল্লীতে মাওলানা শাহ্ ইছহাক দেহলবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং রামপুরে হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি হাফেজ, হাকীম ও কারী ছিলেন এবং বহু বিখ্যাত আলেমের নিকট বহু বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন।

**তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগরিদ ঃ**

১। মাওলানা আলী আক্রাম আরাবী (আরা, বিহার)। ছৈয়দ বরকত আলী শাহ তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। ঢাকার জনাব শাহ্ আবদুছ্ ছালাম বরকতী—ছৈয়দ বরকত আলী শাহ্র পুত্র এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছার হেড মাওলানা মুফতী ছৈয়্যদ আমীমুল এহ্ছান বরকতী তাঁহার জামাতা।

২। মাওলানা ছৈয়দ হাছান শাহ্ রামপুরী। তাঁহার পুত্র মাওলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা মোনাওয়ার আলী রামপুরী মাওলানা মোহাম্মদ শাহ্র নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং রামপুরে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ শিক্ষা দেন। আলিয়া মাদ্রাছার হেড মাওলানা শামছুল ওলামা ছফীউল্লাহ্ সেরহদী ওরফে 'মোল্লা সাহেব' (মৃঃ ১৩৬৭ হিঃ মোঃ ১৯৪৭ ইং) ও অবসরপ্রাপ্ত হেড মাওলানা শামছুল ওলামা মাওলানা বেলায়েত হোছাইন সাহেব মাওলানা মোনাওয়ার আলী রামপুরীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। —তারীখুল হাদীছ

## (খ) শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী

[১২৩৫—১২৯৬ হিঃ মোঃ ১৮১৯—১৮৭৮ ইং]

'ওস্তাজুল্ আছাতেজা' (গুরুগণের গুরু) শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী ১২৩৫ হিঃ দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন (রামপুর নহে)। তিনি হজরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফে ছানীর পুত্র খাজা মা'ছুমের ৫ম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি হাদীছ প্রথমে আপন পিতা খাজা আবু ছাঈদ মুজাদ্দেদী, শাহ্ মাখছুছুল্লাহ্ ইবনে শাহ্ রফীউদ্দীন দেহলবী ও শাহ ইছ্‌হাক দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন। ১২৪৯ হিঃ হজ্জ উপলক্ষে তিনি তাঁহার পিতার সহিত হারামাইন (মক্কা ও মদীনা) গমন করেন এবং তথায় শায়খ আবেদ সিন্ধী মদনীর নিকট হইতেও 'এজাজত' লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিপাহী যুদ্ধ পর্যন্ত (১২৭৪ হিঃ মোঃ ১৮৫৭ ইং) তিনি দিল্লীতে হাদীছ শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি মক্কায় হিজরত করেন। তথায় ১৩ বৎসরকাল হাদীছ শিক্ষাদানের পর ১২৯৬ হিঃ তথায় এন্তেকাল করেন।

বলাবাহুল্য যে, শাহ্ গনীতে আসিয়াই হাদীছের মুজাদ্দেদীয়া ধারা ও ওলীউল্লাহী ধারা একত্রে মিশিয়া যায় এবং পরবর্তী দেওবন্দী ধারা তাঁহাতে যাইয়া বর্তায়।

হাদীছে তাঁহার 'ইন্‌জাহুল হাজাহ্' নামে ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফের একটি মূল্যবান শরাহ্ রহিয়াছে।

**তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদগণ ঃ**

শাহ্ আবদুল গনীর বহু শাগরিদ রহিয়াছে। নীচে কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগরিদের নাম দেওয়া গেল ঃ

১। মাওলানা কাছেম নানুতবী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ পূর্ণ পরিচয় পরে আসিবে)।

২। মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গুহী (মৃঃ ১৩২৩ হিঃ পূর্ণ পরিচয় পরে দেওয়া হইয়াছে)।

৩। মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (মৃঃ ১৩০২ হিঃ)। মাওলানা মামলুক আলী নানুতবীর পুত্র। তিনি মাওলানা কাছেম নানুতবীর আমলে 'দারুল উলুম' দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

৪। মাওলানা খিজির ইবনে ছোলাইমান হায়দরাবাদী।

৫। শায়খ মান্‌জুর আহ্‌মদ সিন্ধী।

৬। মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী।

৭। শায়খ হাবিবুর রহমান রুদলবী।

৮। মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন এলাহাবাদী।

৯। শায়খ মোহাম্মদ মা'ছুম মুজাদ্দেদী।

১০। মাওলানা মোহাম্মদ জা'ফরী।

১১। মাওলানা আলীমুদ্দীন বলখী।

১২। শায়খ মাহ্মুদ ছিব্গাতুল্লাহ।

১৩। শায়খ মোহাম্মদ মাজ্হার মুজাদ্দেদী।

১৪। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ওরফে মুহছেন তরহাটি ইয়ামানী।

তিনি 'আল ইয়ানিউল জনী' নামে এক কিতাবে শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী হইতে শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলবী পর্যন্ত হাদীছের ছনদ বর্ণনা করেন এবং মধ্যস্থ সকল মোহাদ্দেছের পরিচয় দান করেন। 'কাশ্ফুল আছ্তার'-এর হাশিয়ায় প্রকাশিত।

## (গ) মাওলানা আহ্মদ আলী সাহারনপুরী

[মৃঃ ১২৯৭ হিঃ মোঃ ১৮৮০ ইং]

মাওলানা আহ্মদ আলী ইবনে লুতফুল্লাহ্ আনছারী সাহারনপুরী বাল্যকাল অতিক্রম করার পর এল্ম শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৭/১৮ বৎসর বয়সের সময় প্রথম কোরআন পাক হেফজ করেন। অতঃপর দিল্লীতে মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী (মৃঃ ১২৬৩ হিঃ) ও মাওলানা ওছিউদ্দীন সাহারনপুরীর নিকট সমস্ত ফনুনাত এবং মক্কা মোয়াজ্জামায় (১২৫৯-১২৬২ হিজরীর মধ্যে) মাওলানা শাহ্ ইছহাক দেহলবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। পরে ভূপালে শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর অপর দৌহিত্র মাওলানা আবদুল কায়উম ইবনে মাওলানা আবদুল হাই বুঢানবী (মৃঃ ১২৯৯ হিঃ) হইতেও উহার 'এজাজত' লাভ করেন।

তিনি প্রথমে কিছুদিন এল্ম শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর হাদীছ, তফছীর প্রভৃতি দ্বিনী এল্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে 'মাত্বায়ে আহ্মদী' নামে এক লিথুগ্রাফি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথা হইতে বহু হাদীছের কিতাব প্রকাশ করেন। ১২৭৪ হিঃ, মোঃ ১৮৫৭ খৃঃ সংঘটিত সিপাহী যুদ্ধের পর তিনি উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন এবং স্বীয় জন্মভূমি সাহারনপুরে যাইয়া ১২৮৩ হিঃ এক আরবী মাদ্রাছার (মাজাহেরে উলুম) ভিত্তি স্থাপন করেন। ১২৯৭ হিঃ তাঁহার এন্তেকাল মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাহাতে হাদীছ-তফছীর শিক্ষা দেন। —আওয়াজ-৪৫ পৃঃ

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

(ক) 'হাশিয়ায়ে বোখারী' বোখারী শরীফের বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যা। (খ) 'হাশিয়ায়ে তিরমিজী', দিল্লীর মোজতাবায়ী প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত। (গ) 'আদ্ দলীলুল কাবী'— **الدليل القوى في ترك القراة للمقتدى**

**শাগরিদগণ ঃ**

দিল্লী ও সাহারনপুরে এবং প্রেসের মাল খরিদ উপলক্ষে কলিকাতা অবস্থানকালে কলিকাতায় অনেকেই তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সকলের নাম জানিতে পারি নাই। যে কয়েকজনের নাম জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের পরিচয় নীচে দেওয়া গেল ঃ

১। মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ)। তিনি দিল্লীতে মাওলানা সাহারনপুরীর নিকট আবু দাউদ শরীফ অধ্যয়ন করিয়াছেন। —ছাওয়ানেহ্ কাছেমী—মানাজির ২৫৬ পৃঃ

২। মাওলানা ইনায়েত ইলাহী সাহারনপুরী (মৃঃ ১৩৪৭ হিঃ)। তিনি 'মাজাহেরে উলুমে' মাওলানা সাহারনপুরী ও মাওলানা মাজহার নানুতবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর তথায় প্রথমে উহার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে উহার অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। মাজাহেরে উলুমের বর্তমান শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া ছাহেব তাঁহার নিকট হইতে হাদীছের 'এজাজত' লাভ করেন। [কলিকাতার শাগরিদগণের নাম বাংলার বিবরণে আসিবে]

## (ঘ) মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী

[১২৬৪—১৩০৪ হিঃ মোঃ ১৮৪৮—১৮৮৬ ইং]

আবুল হাছানাত মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী ১২৬৪ হিঃ লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গী মহল্লার বিখ্যাত 'এল্‌মী খান্দানে' (কুত্‌বুদ্দীন শহীদ ছেহালবীর খানদানে*) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাবতীয় এল্‌মই তাঁহার পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লক্ষ্ণৌবীর নিকট শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা ১২৮৫ হিঃ আপন মৃত্যুকালে তাঁহাকে হাদীছের 'এজাজত' দান করেন। তাঁহার পিতা হাদীছ শাহ্‌ আবদুল আজীজ দেহলবীর শাগরিদ মির্জা হাছান আলী মোহাদ্দেছ লক্ষ্ণৌবী ও মাওলানা হোছাইন আহ্‌মদ মলীহাবাদীর নিকট শিক্ষা করেন। ১৭ বৎসর বয়সেই তিনি কোরআন হেফ্‌জসহ তৎকালের পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮ বৎসর বয়স হইতে তিনি শিক্ষাদান ও কিতাব রচনা করেন এবং মাত্র ২২ বৎসর সময়ে শতের মত কিতাব রচনা করিয়া ৩৯ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার ছোট-বড় এক শতের উপর (১০৯) মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

**হাদীছে তাঁহার রচনাঃ**

(ক) 'তা'লীকুল মুমাজ্‌জাদ'—মোয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদের শরাহ। (খ) 'জাজ্‌রুন নাছ আলা ইন্‌কারে আছারে ইব্‌নে আব্বাছ' (زجر الناس على انكار آثار ابن عباس) (গ) 'দাফিউল্‌ ওছ্‌ওয়াছ ফী আছারে ইব্‌নে আব্বাছ' (دافع الوسواس فى آثار ابن عباس)। (ঘ) 'আমামুল্‌ কালাম' (امام الكلام فيما يتعلق بقراة خلف الامام)। (ঙ) 'রিছালাহ্‌ ফিল্‌ আহাদীছিল্‌ মাওজুয়াহ্‌'।

—মোকাদ্দমায়ে শরহে বেকায়াহ

**তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদগণঃ**

১। মাওলানা জহীর আহ্‌ছান, 'শাওক' নিমুবী। আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী দেওবন্দীর সম-সাময়িক। হাদীছে তাঁহার 'আছারুছ্‌ ছুনান' নামে একটি কিতাব রহিয়াছে। ইহাতে হানাফী মাজ্‌হাব সম্পর্কীয় হাদীছ সংকলিত হইয়াছে। আল্লামা কাশ্মীরী ইহাকে একটি উত্তম কিতাব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

২। মাওলানা আবদুল হাদী আজীমাবাদী।

৩। মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন এলাহাবাদী।

৪। মাওলানা ইদ্রীছ ছাহ্‌ছারামী বিহারী।

৫। মাওলানা আবদুল গফুর রমজানপুরী।

৬। মাওলানা আবদুল করীম পাঞ্জাবী।

**টীকা**

* মোল্লা কুতবুদ্দীন শহীদ শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ দেহলবীর পিতা শাহ আবদুর রহীম দেহলবীর সমসাময়িক ছিলেন। পাক-ভারতে প্রচলিত দরছে নেজামিয়ার আসল উদ্ভাবক তিনিই। তাঁহার পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মোল্লা নেজামুদ্দীন কর্তৃক উহা বহুল প্রচারিত হয়। ফলে উহা তাঁহার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। (পাক-ভারতের দরছে নেজামিয়া এবং বাগদাদের দরছে নেজামিয়া এক নহে। উহার উদ্ভাবক ছিলেন নেজামুল মুলক তুছী।) বলাবাহুল্য যে, তৎকালে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ এই দুইটি কেন্দ্রই পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ এল্‌মী কেন্দ্র ছিল। দিল্লী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ্‌ ওলী-উল্লাহর পিতা শাহ্‌ আবদুর রহীম দেহলবী এবং লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই মোল্লা কুত্‌বুদ্দীন ছেহালবী। দিল্লী কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল হাদীছ-তফ্‌ছীর প্রভৃতি 'মানকুলাত' শিক্ষাদান; আর লক্ষ্ণৌ কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল মান্তেক-হিক্‌মত প্রভৃতি 'মা'কুলাত' শিক্ষাদান। এই দুই শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে বহুদিন যাবৎ এল্‌মী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল।

৭। মাওলানা হাফীজুল্লাহ।

৮। মাওলানা আবদুল হাই (হুগলী নিবাসী)। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় লাভ করেন। পরে উহার হেড মৌলবী হন।

৯। মাওলানা আবদুল ওহ্হাব বিহারী (মৃঃ ১৩৩৬ হিঃ মোঃ ১৯১৭ ইং)। তিনি কানপুর ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মাদ্রাছায় অধ্যাপনার পর ১৯০৯ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১০। মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী (মৃঃ ১৩৪৪ হিঃ)।

১১। মাওলানা আবদুল আজীজ আজমগড়ী।

১২। মাওলানা বদীউজ্জামান লক্ষ্ণৌবী।

১৩। মাওলানা ওহীদুজ্জামান লক্ষ্ণৌবী।

১৪। মাওলানা আবদুল আহাদ এলাহাবাদী।

১৫। মাওলানা হায়দর খাঁ মলীহাবাদী।

১৬। মাওলানা আবদুল গনী বিহারী।

১৭। মাওলানা ফিদা হোছাইন বিহারী।

১৮। মাওলানা আবদুল আজীজ ফিরিঙ্গী মহল্লী।

১৯। মাওলানা ছৈয়্যদ আমীন নছীরাবাদী।

২০। মাওলানা লুতফুর রহমান আজীমাবাদী।

## (ঙ) 'মিঞা ছাহেব' ছৈয়দ নজীর হোছাইন

[১২২০—১৩২০ হিঃ মোঃ ১৮০৫—১৯০২ ইং]

ছৈয়দ নজীর হোছাইন ওরফে 'মিঞা ছাহেব' ১২২০ হিঃ মোঙ্গের জিলার (বিহারে) বল্‌থুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল অতিক্রম করার পর এল্‌ম শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। নোহ্, ছরফ, উছুলে ফেকাহ্ এবং মান্তেক, হিকমত ও হায়্যাত (খগোল) প্রভৃতি এল্‌ম তিনি মাওলানা আহ্মদ আলী চড়য়াকোটী, মাওলানা আবদুল খালেক দেহ্লবী (তাঁহার শ্বশুর), মাওলানা জালালুদ্দীন হারাবী ও মাওলানা কারামত আলী ইছরাইলী প্রমুখ প্রসিদ্ধ আলেমগণের নিকট শিক্ষা করেন। হাদীছ তিনি মাওলানা আবদুল খালেক ছাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ছহীহ বোখারী ও মোছলিম শরীফ তিনি হজরত শাহ্ ইছহাক ছাহেবের নিকটও শিক্ষা করেন। তিনি দিল্লীর আওরঙ্গাবাদী মসজিদে হাদীছ-তফ্ছীর শিক্ষাদান আরম্ভ করেন এবং পূর্ণ ৬০ বৎসরকাল হাদীছ-তফ্ছীর শিক্ষাদানের পর একশত বৎসর বয়সে ১৩২০ হিঃ মোঃ ১৯০২ খৃঃ দিল্লীতে এন্তেকাল করেন। তিনি সমগ্র আহ্লে হাদীছ জামাআতের শীর্ষস্থানীয় এবং 'ওস্তাদুল্ কুল্' (সকলের শিক্ষাগুরু) ছিলেন।

**তাঁহার শাগরিদগণঃ**

'মিঞা ছাহেবের' নিকট অসংখ্য লোক হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন। মাওলানা মুজাফ্ফর ছাহেব 'আল হায়াত বাদাল মামাত' কিতাবে পাঁচশত জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

নিম্নে ইহাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেওয়া গেলঃ

১। মাওলানা হাফেজ আবু মোহাম্মদ ইব্রাহিম আরাবী। আরা জিলার আহ্‌মাদিয়া মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা।

২। শাহ্ আইনুল হক (ফুলওয়ারী) বিহারী।

৩। মাওলানা শামছুল হক ডয়ানবী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ)। (পরিচয় পরে আসিতেছে।)

৪। মাওলানা আবদুল আজীজ রহীমাবাদী।

৫। হাফেজ আবদুল্লাহ্ গাজীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ মোঃ ১৯১৮ ইং)। তিনি হাদীছের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন। আরা আহ্‌মাদিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ এবং দিল্লীতে তফছীর শিক্ষা দিয়াছেন।

৬। মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী (মৃঃ ১৩৫৩ হিঃ)। (পরিচয় পরে আসিতেছে)।

৭। মাওলানা হাফেজ আবদুল মান্নান ওজীরাবাদী (মৃঃ ১৩৩৪ হিঃ)। তিনি হাদীছের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার দ্বারা পাঞ্জাবে হাদীছের বহুল প্রচার হয়।

৮। ছৈয়দ আবদুল্লাহ্ গজনবী (মৃঃ ১২৯৮ হিঃ)। তিনি একজন বিশিষ্ট ওলীআল্লাহ্ ছিলেন। বেদআতের বিরুদ্ধাচরণের দরুন আফগানিস্তান হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি পাঞ্জাবে আগমন করেন এবং তথায় অমৃতসরে বসবাস এখতেয়ার করেন।

৯। মাওলানা গোলাম রছুল গুজ্‌রানাওলাবী (মৃঃ ১২৯১ হিঃ)। তিনি হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন।

১০। মাওলানা আবদুল জাব্বার ছাহেব। তিনি মাওলানা আবদুল্লাহ্ গজনবীর পুত্র এবং বিশিষ্ট আলেম ছিলেন।

১১। মাওলানা ছৈয়দ আমীর হাছান মোহাদ্দেছ ছাহ্‌ছওয়ানী (মৃঃ ১২৯২ হিঃ)।

১২। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী খাঁ (মৃঃ ১২৯৬ বাং)। (পরিচয় পরে আসিতেছে।)

১৩। মাওলানা মোহাম্মদ বশীর মোহাদ্দেছ ছাহ্‌ছাওয়ানী (মৃঃ ১৩২৬ হিঃ)। (পরিচয় পরে আসিতেছে।)

১৪। মাওলানা নওয়াব ওহীদুজ্‌জামান খাঁ ছাহেব। তিনি ছেহাহ্ ছেত্তার ছয়খানা হাদীছের কিতাবেরই উর্দুতে তরজমা করিয়াছেন। কোরআনেরও তিনি তরজমা করিয়াছেন এবং 'তবভীবুল কোরআন' (تبويب القرآن) নামে কোরআন মজীদের একখানা বিষয়-সূচীও লেখিয়াছেন।

১৫। মাওলানা মোহাম্মদ তাহের ছাহেব সিলেটী। তিনি একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ছিলেন।

১৬। মাওলানা আহ্‌মদুল্লাহ্ প্রতাবগড়ী দেহলবী। তিনি হাদীছের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ ছিলেন। দিল্লীর দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাছায় দীর্ঘ দিন হাদীছের অধ্যাপনা করেন।

১৭। শামছুল ওলামা মাওলানা নজীর আহ্‌মদ দেহলবী।

১৮। ফাতেহে কাদিয়ান আবুল ওফা মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (মৃঃ ১৯৪৮ ইং)। তিনি বিখ্যাত মুনাজের এবং বহু কেতাবের মোছান্নেফ ছিলেন। দেওবন্দের বিখ্যাত দারুল উলুমেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯। মাওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটী বর্দ্ধমানী। তাঁহার বিরাট লাইব্রেরী তাঁহার এন্তেকালের পর কলিকাতার (বর্তমান ঢাকার) আলিয়া মাদ্রাছায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

২০। মাওলানা ছাআদাত হোছাইন (মৃঃ ১৩৬১ হিঃ)। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলেন।

২১। মাওলানা ইব্রাহিম মীর সিয়ালকোটী (মৃঃ ১৩৭৮ হিঃ)।

২২। মাওলানা মোহাম্মদ ছাঈদ বেনারসী (মৃঃ ১৩২২ হিঃ মোঃ ১৯০৪ ইং)।

২৩। ছৈয়দ নজিরুদ্দীন আহ্‌মদ জা'ফরী বেনারসী (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ মোঃ ১৯৩৪ ইং)।

২৪। মাওলানা বদীউজ্জামান হায়দরাবাদী।

২৫। মাওলানা আবু ইয়াহ্‌ইয়া শাহ্‌জাহানপুরী।

২৬। মাওলানা মোহাম্মদ ইবনে হাশেম সামরুদী।

২৭। হাফেজ ওবাইদুর রহমান ওমরপুরী দেহলবী।

২৮। মাওলানা আবদুল হালীম 'শরর' লক্ষ্ণৌবী (মৃঃ ১৩৪৫ হিঃ)।

## পঞ্চম স্তর

### (ক) মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবী

[১২৪৮—১২৯৭ হিঃ মোঃ ১৮৩২—১৮৭৯ ইং]

মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ইবনে শায়খ আজাদ নানুতবী ১২৪৮ হিঃ সাহারনপুর জিলার নানুতায় জন্মগ্রহণ করেন। আরবী, ফারছী, ফেকাহ্‌, উছুলে ফেকাহ্‌ এবং মান্তেক-হিক্‌মত প্রভৃতি বিষয় তিনি দিল্লীতে মাওলানা মাম্‌লুক আলী নানুতবীর নিকট এবং (বোখারী ব্যতীত) হাদীছ তিনি মাওলানা আবদুল গনী মুজাদ্দেদীর নিকট শিক্ষা করেন। বোখারী শরীফ তিনি মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর নিকট অধ্যয়ন করেন। —ছাওয়ানেহ্‌ কাছেমী। 'এল্‌মে তাছাওফ' তিনি হজরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (মৃঃ ১৩১৭ হিঃ) হইতে লাভ করেন। তিনি 'মাতবায়ে আহমদী' বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তথায় কিতাব সংশোধনের (তছ্‌হীহ্‌-এর) কাজ করেন। অতঃপর (শায়খুল হিন্দ) মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাছান দেওবন্দীর পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী (মৃঃ ১৩২২ হিঃ), ছৈয়দ আবেদ হোছাইন দেওবন্দী, মাওলানা ফজলুর রহমান দেওবন্দী ও শায়খ নেহাল আহ্‌মদ দেওবন্দী প্রমুখ মনীষীগণের সহযোগে তিনি ১৮৬৬ ইং সাহারনপুরের দেওবন্দে 'দারুল উলুম' মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন (দারুল উলুম ও মাজাহেরে উলুমের ইতিহাস অধ্যায়ের শেষের দিকে দেখুন)। তিনি একাধারে ছুফী, দার্শনিক, তার্কিক ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। তিনি মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে ১২৯৭ হিঃ দেওবন্দে এন্তেকাল করেন।

**তাঁহার রচনা ঃ**

মাওলানা আহ্‌মদ আলী সাহারনপুরী স্বীয় বোখারী শরীফের শরাহ্‌র শেষাংশ তাঁহারই দ্বারা রচনা করান। এতদ্ব্যতীত ইসলামী দর্শন ও তর্কশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার আরও কতিপয় মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

**তাঁহার প্রসিদ্ধ শাগরিদগণ ঃ**

১। মাওলানা আহ্‌মদ হাছান আমরুহী।

২। মাওলানা মানছুর আলী।

৩। মাওলানা ফখরুল হাছান গঙ্গুহী।

৪। হাকীম মাওলানা রহীমুল্লাহ্‌ বিজনৌরী।

৫। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাছান দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ)। (পূর্ণ পরিচয় পরে আসিবে।)

## (খ) মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী

[১২৪৯—১৩০২ হিঃ মোঃ ১৮৩৩—১৮৮৪ ইং]

মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী দিল্লী কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মাওলানা মাম্‌লুক আলী নানুতবীর পুত্র। সমস্ত ফনুনাত তিনি মাওলানা কাছেম নানুতবী সহকারে আপন পিতার নিকট এবং হাদীছ মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদীর নিকট শিক্ষা করেন। 'তাছাওফ' তিনি হজরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী হইতে লাভ করেন। তিনি একজন জবরদস্ত ওলী ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ১৫০ টাকা বেতনে আজমীরের ডেপুটি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা কাছেম নানুতবীর আহ্বানে তিনি উহা ত্যাগ করিয়া মাত্র ২৫ টাকা বেতনে দারুল উলুমের 'ছদরুল মোদাররেছীনের' পদ এখতেয়ার করেন। তিনিই দারুল উলুমের প্রথম 'ছদ্‌রুল মোদাররেছীন' (প্রধান শিক্ষক) ও শায়খুল হাদীছ। মৃত্যু পর্যন্ত ১৯ বৎসরকাল তিনি এই পদে সমাসীন থাকেন।

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার সময় দারুল উলুম হইতে ১৫১ ব্যক্তি হাদীছ শিক্ষার ছনদ লইয়া বাহির হন। ইহাদের কেহ কেহ মাওলানা কাছেম নানুতবীর নিকটও হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন। নীচে ইহাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল ঃ

১। মাওলানা আবদুল হক পুরকাজবী।
২। মাওলানা আবদুল্লাহ্ আন্‌ছারী আম্বেঠবী।
৩। মাওলানা ফতহে মোহাম্মদ থানবী।
৪। মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাছান দেওবন্দী (শায়খুল হিন্দ)।
৫। মাওলানা আহ্‌মদ হাছান আমরুহী।
৬। মাওলানা ফখরুল হাছান গঙ্গুহী।
৭। মাওলানা হাকীম মানছুর আলী খাঁ মুরাদাবাদী।
৮। মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান ওছমানী দেওবন্দী। (দেওবন্দের প্রধান ও প্রথম মুফতী)
৯। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (হাকীমুল উম্মত)।
১০। মাওলানা হাফেজ আহ্‌মদ (কাছেম নানুতবীর পুত্র ও দারুল উলুমের ৫ম মোহ্‌তামেম)।
১১। মাওলানা হাবীবুর রহমান ওছমানী। (দেওবন্দের ৬ষ্ঠ মোহ্‌তামেম)।
১২। মাওলানা নাজের হাছান দেওবন্দী।
১৩। মাওলানা কাজী জামালুদ্দীন ফতিয়াবাদী।
১৪। মাওলানা মোহাম্মদ ফাজেল ফুলতী।
১৫। মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ ইছহাক ফোর্‌রখাবাদী।
১৬। মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীক দেওবন্দী।
১৭। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া দেওবন্দী।

—ফতওয়ায়ে দারুল উলুমের ভূমিকা ও তারিখে দেওবন্দ-১৪৪ পৃঃ

## (গ) মাওলানা মাজহার নানুতবী

[মৃঃ ১৩০২ হিঃ মোঃ ১৮৮৪ ইং]

মাওলানা মাজহার ইবনে শায়খ লুত্ফে আলী নানুতবী সাহারনপুরী 'ফনুনাত' ও হাদীছ মাওলানা রশীদুদ্দীন খাঁ দেহলবীর শাগরিদ ও দিল্লী কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মাওলানা মামলুক আলী নানুতবীর নিকট শিক্ষা করেন। মাওলানা আহ্মদ আলী সাহারনপুরীর পর তিনি মাজাহেরে উলুম-এর প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আজীবন তথায় হাদীছ-তফছীর শিক্ষা দেন। তিনিই মাওলানা আহ্মদ আলী কর্তৃক স্থাপিত আরবী মাদ্রাছাকে কাজী মহল্লা হইতে বর্তমানে অবস্থিত মুফ্তী মহল্লায় স্থানান্তরিত করেন এবং 'মাজাহেরে উলুম' নামে নাম করেন।

—মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী প্রমুখাৎ বর্ণিত

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার শাগরিদ অনেক। তাঁহাদের মধ্যে ইহারা হইলেন বিখ্যাত ঃ

১। মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারনপুরী (মৃঃ ১৩৪৬ হিঃ)।

২। মাওলানা ইনায়েত ইলাহী সাহারনপুরী (মৃঃ ১৩৪৭ হিঃ)। তিনি সমস্ত 'ফনুনাত' 'মাজাহেরে উলুম' মাদ্রাছার শিক্ষকদের নিকট এবং হাদীছ তথায় মাওলানা আহ্মদ আলী সাহারনপুরী ও মাওলানা মাজহার নানুতবীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি প্রথমে 'মাজাহেরে উলুম' মাদ্রাছার অধ্যাপক এবং পরে উহার প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

## (ঘ) মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী

[১২৪৪—১৩২৩ হিঃ মোঃ ১৮২৮—১৯০৫ ইং]

মাওলানা রশীদ আহ্মদ ইবনে হেদায়েতুল্লাহ্ আনছারী গঙ্গুহী ১২৪৪ হিঃ সাহারনপুর জিলার গঙ্গুহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী, ফারছী, ফেকাহ্ ও মান্তেক-হিক্মত প্রভৃতি 'ফনুনাত' অধুনালুপ্ত 'দিল্লী কলেজে'র অধ্যাপক মাওলানা মামলুক আলী নানুতবীর (মৃঃ ১২৬০ হিঃ মোঃ ১৮৪৪ খৃঃ) নিকট এবং হাদীছ শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী ও তাঁহার ভ্রাতা শাহ্ আহ্মদ ছাঈদ মুজাদ্দেদীর নিকট শিক্ষা করেন। তাছাওফ তিনি হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কীর (মৃঃ ১৩১৭ হিঃ) নিকট হইতে লাভ করেন। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ তাঁহার গঙ্গুহস্থিত খানকায় হাদীছ ও তাছাওফ শিক্ষা দেন। মাওলানা কাছেম নানুতবীর এন্তেকালের পর ১২৯৭ হিঃ তিনি দেওবন্দের 'দারুল উলুম' মাদ্রাছার পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ করেন। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি গঙ্গুহ্তে এন্তেকাল করেন। তিনি এ স্তরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

**হাদীছে তাঁহার কিতাব ঃ**

(ক) 'লামেউদ্ দারারী' (لامع الدرارى على جامع البخارى) । ইহা তাঁহার বোখারী শরীফ পড়াইবার কালের (তাক্রীর) বা বক্তৃতার সমষ্টি। তাঁহার শাগরিদ মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্দলবী ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার (কান্দলবীর) পুত্র মাওলানা জাকারিয়া কান্দলবী ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন। হালে ইহার দুই খণ্ড সাহারনপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) 'আল্ কাওকাবুদ্ দুররী' (الكوكب الدرى على جامع الترمذى) । ইহা তাঁহার তিরমিজী সম্পর্কীয় 'তাকরীর'। ইহাও মাওলানা কান্দলবী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

**তাঁহার হাদীছের শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন এমন লোকের সংখ্যা তিন শতেরও অধিক বলিয়া তাঁহার জীবনীগ্রন্থ 'তাজকিরাতুর রশীদে' উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে কেবল কতক প্রসিদ্ধ লোকের নাম দেওয়া গেল ঃ

১। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান মোরাদাবাদী। গঙ্গুহীর খলীফা ও ভূপালের আরাবীয়াহ্ মাদ্রাছার অধ্যক্ষ।

২। মাওলানা কাদের আলী। তাঁহার খলীফা ও দিল্লী মাদ্রাছার অধ্যাপক।

৩। মাওলানা ছা'দুল্লাহ্। কাশ্মীরের কাজী।

৪। মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী (মৃঃ ১৩৫৫ হিঃ মোঃ ১৯৩৬ ইং)।

তিনি "মা'কুলাত" মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদী এবং হাদীছ মাওলানা গঙ্গুহীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি যথাক্রমে আলীগড়ে মিণ্ডু মাদ্রাছার, দিল্লীতে আমীনিয়া মাদ্রাছার, আরার হানাফিয়াহ মাদ্রাছার, জৌনপুরে.... মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২০ হইতে ১৯২৭ ইং পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে তাঁহার বহু শাগরিদ রহিয়াছে।

৫। মাওলানা ছায়দুদ্দীন রামপুরী। তিনি ভূপালের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলেন।

৬। মোল্লা আবদুর রাজ্জাক। তিনি আফগানিস্তানের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

৭। মাওলানা হাফেজ আহ্মদ দেওবন্দী। কাছেম নানুতবীর পুত্র। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাছার অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা কারী তৈয়ব দেওবন্দী তাঁহারই পুত্র। তিনি মাওলানা ইয়াকুব নানুতবীরও ছাত্র।

৮। মাওলানা হাবীবুর রহমান দেওবন্দী। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাছার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ইয়াকুব নানুতবীরও ছাত্র।

৯। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্দলবী মুজাফ্ফরনগরী (১২৮৭-১৩৩৪ হিঃ)। তিনিই মাওলানা গঙ্গুহীর সর্বশেষ হাদীছের ছাত্র। তিনি সাহারনপুর 'মাজাহেরে উলুম' মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলেন। মাজাহেরে উলুমের বর্তমান শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া কান্দলবী তাঁহারই পুত্র। বিশ্ব-বিখ্যাত তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলয়াছ কান্দলবী তাঁহার ছোট ভাই ও ছাত্র। জামাআতের বর্তমান পরিচালক মাওলানা ইউছুফ কান্দলবী মাওলানা ইলয়াছ ছাহেবেরই পুত্র।

## ষষ্ঠ স্তর

### (ক) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মুদুল হাছান দেওবন্দী

[১২৬৮—১৩৩৯ হিঃ মোঃ ১৮৫১—১৯২০ ইং]

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী ১২৬৮ হিজরীতে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী 'দারুল উলুম' প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সমস্ত 'ফনুনাত' দেওবন্দে মোল্লা মাহ্মুদ দেওবন্দী ও মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (মৃঃ ১৩০২ হিঃ) প্রমুখ মনীষীগণের নিকট এবং প্রায় হাদীছ মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবীর নিকট শিক্ষা করেন। অতঃপর মাওলানা আবদুল গনী মুজাদ্দেদী (মক্কায়), কারী আবদুর রহমান

পানিপাত্তী (পানিপথী), মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী, মাওলানা আহ্মদ আলী সাহারনপুরী ও মাওলানা মাজ্হার নানুতবীর নিকট হইতে উহার 'এজাজত' লাভ করেন। মাজ্হার নানুতবীর নিকট তিনি কিছু হাদীছ পড়িয়াছিলেন বলিয়াও কেহ কেহ বলেন। মাওলানা কাছেম নানুতবীর পর তিনি 'দারুল উলুম' দেওবন্দের 'শায়খুল হাদীছ' নিযুক্ত হন এবং জীবনের শেষ অবধি এই পদে বহাল থাকেন। তাঁহার দ্বারাই দারুল উলুমের নাম দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে বৃটিশ কর্তৃক বন্দী হইয়া তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল মালটায় নির্যাতন ভোগ করেন। মুক্তি লাভের পর তিনি ১৯২০ ইং দেওবন্দে এন্তেকাল করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার কতিপয় মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার কোরআন পাকের তরজমা একটি সুচিন্তিত ও প্রামাণ্য তরজমা।

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার নিকট যাঁহারা হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। এখানে কেবল কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল ঃ

১। ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী ওরফে 'মিঞা ছাহেব' (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ)। তিনি আজীবন দেওবন্দে হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন।

২। মাওলানা হাবীবুর রহ্মান ওছ্মানী (মৃঃ ১৩৪৯ হিঃ মোঃ ১৯৩০ ইং)। তিনি দেওবন্দের প্রধান অধ্যক্ষ (মোহ্তামেম) ছিলেন। মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী তাঁহার ছোট ভাই। তিনি গঙ্গুহীর নিকটও হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি ইয়াকুব নানুতবীরও ছাত্র।

৩। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ মোঃ ১৯৩৩ ইং)।

৪। মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ মোঃ ১৯৪৯ ইং)।

৫। মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্ সিন্ধী (মৃঃ ১৩৬৮ হিঃ মোঃ ১৯৪৮ ইং)।

স্বাধীন চিন্তানায়ক, ওলীউল্লাহী দর্শনের বিশেষজ্ঞ এবং আজাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার কতিপয় মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার 'আত্ তামহীদ'—

(التمهيد فى ائمة التجديد) একটি মূল্যবান কিতাব।

৬। মাওলানা মুফ্তী কিফায়েতুল্লাহ শাজাহানপুরী দেহলবী (মৃঃ ১৩৭৪ হিঃ মোঃ ১৯৫৪ ইং)। (পূর্ণ পরিচয় পরে আসিবে।)

৭। মাওলানা মোহাম্মদ মিঞা ওরফে মানছুর আনছারী। বৃটিশ কর্তৃক তিনি আফগানিস্তানে নির্বাসিত হন এবং তথায় শায়খুল হিন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৮। মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীক ফয়েজআবাদী, মুহাজিরে মদনী। মাওলানা হোছাইন আহমদ মদনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি মাওলানা গঙ্গুহীর খলীফা ছিলেন।

৯। মাওলানা ছৈয়দ আহ্মদ ফয়েজআবাদী মুহাজিরে মদনী। মাওলানা মদনীর অপর ভ্রাতা। তিনি মদীনা শরীফে 'মাদ্রাছাতুশ্ শারীয়াহ্' নামে এক বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। মাওলানা মদনীর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছৈয়দ মাহ্মুদের পুত্র ছৈয়দ হাবীবুর রহমান বর্তমানে উহার পরিচালক।

১০। মাওলানা হোছাইন আহ্মদ মদনী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ মোঃ ১৯৫৭ ইং)।

১১। মাওলানা এ'জাজ আলী মুরাদাবাদী দেওবন্দী (১৩০১-১৩৭৪ হিঃ)। তিনি শাহ্জাহানপুর, মীরাঠ ও দেওবন্দে শিক্ষালাভ করেন। ভাগলপুর ও শাহ্জাহানপুরে শিক্ষকতা করার পর তিনি দেওবন্দ মাদ্রাছার শিক্ষকতার পদ লাভ করেন।

তিনি তথাকার 'শায়খুল আদব' (আরবী সাহিত্য বিভাগের প্রধান) ও মুফতী ছিলেন। হাদীছে তাঁহার নিম্নলিখিত কিতাব রহিয়াছেঃ

(ক) 'হাশিয়ায়ে ইব্নে মাজাহ্'—ইব্নে মাজাহ্র ব্যাখ্যা।

(খ) 'তালীকে তিরমিজী'—তিরমিজী শরীফের ব্যাখ্যা।

(গ) 'তরজমায়ে জাওয়াজির'—ইব্নে হাজার হাইছমী মক্কীর জাওয়াজির কিতাবের অনুবাদ।

এতদ্ব্যতীত আরবী সাহিত্য ও ফেকাহ্ সম্পর্কে তাঁহার বহু মূল্যবান রচনা রহিয়াছে।

—হায়াতে এ'জাজ

১২। মাওলানা ছাঈদ সন্দ্বিপী ইছলামাবাদী (মৃঃ ১৩৭৫ হিঃ)।

১৩। মাওলানা জিয়াউল হক ছাহেব (রঃ)। তিনি দিল্লীর 'মাদ্রাছায়ে আবদুর রবে'র প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। —হায়াতে আনওয়ার-২৭ পৃঃ

১৪। মাওলানা আবদুল আজীজ পাঞ্জাবী। হাদীছে তিনি 'নিব্রাছুছ্ছারী' নামে বোখারীর 'আত্রাফ' সম্পর্কে এক কিতাব লিখেন।

১৫। মাওলানা মোরতাজা হাছান চাঁদপুরী। দেওবন্দের অধ্যাপক।

১৬। মাওলানা মোহাম্মদ জরগামুদ্দীন ছাহেব (রঃ)। ফয়েজআবাদ 'হানাফিয়াহ' মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান অধ্যাপক। —হায়াতে আনওয়ার-২৭৪ পৃঃ

১৭। মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী। তিনি কিছুদিন হাটহাজারী মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছরূপে কাজ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক।

১৮। মাওলানা ছৈয়দ ফখরুদ্দীন মোরাদাবাদী। তিনি প্রথমে মোরাদাবাদের 'জামেয়ায়ে-কাছেমিয়া'র 'শায়খুল হাদীছ' ছিলেন। বর্তমানে দেওবন্দ মাদ্রাছার 'শায়খুল হাদীছ'।

১৯। মাওলানা মোহাম্মদ ছমীর ছাহেব। দেওবন্দ মাদ্রাছার অধ্যাপক।

২০। আহ্মদ আলী ছাহেব। লাহোর আঞ্জুমানে খোদ্দামুদ্দীনের পরিচালক।

২১। মাওলানা ওজাইরে গোল ছাহেব। তিনি বহু দিন দেওবন্দ মাদ্রাছার এবং কিছুদিন নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শায়খুল হিন্দের খেদমতের জন্য তাঁহার সহিত স্বেচ্ছায় মালটায় কারাবরণ করিয়াছিলেন।

২২। মাওলানা মোহাম্মদ ছাদেক ছাহেব। (করাচী) থাড্ডা 'মাদ্রাছায়ে আরাবিয়ার' প্রতিষ্ঠাতা।

—তাজাল্লিয়াতে ওছমানী, ওলামায়ে হক

২৩। মাওলানা আয়নুদ্দীন ছাহেব। তিনি দিল্লী 'আমীনিয়া' মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা।

—হায়াতে আন্ওয়ার

২৪। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ছাহ্ছারামী (মৃঃ ১৩৫০ হিঃ)। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার হেড্ মাওলানা ছিলেন। বাংলা ও বিহারে তাঁহার বহু শাগরিদ রহিয়াছে।

২৫। মাওলানা ছহুল ভাগলপুরী (মৃঃ ১৩৬৮ হিঃ মোঃ ১৯৪৮ ইং)। তিনি কলিকাতা আলিয়া ও সিলেট আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক; পাটনা শামছুল হুদা মাদ্রাছার অধ্যক্ষ ও দেওবন্দ মাদ্রাছায় স্বল্পকালের মুফতী ছিলেন।

## (খ) মাওলানা খলীল আহ্‌মদ সাহারনপুরী

[১২৬৯—১৩৪৬ হিঃ মোঃ ১৮৫২—১৯২৭ ইং]

মাওলানা খলীল আহ্‌মদ ইবনে শাহ্ মজীদ আলী ১২৬৯ হিঃ সাহারনপুরের আম্বোঠায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাবতীয় প্রাথমিক এল্‌ম 'মাজাহেরে উলুমে'র বিভিন্ন ওস্তাদ এবং হাদীছ মাওলানা মাজহার নানুতবীর নিকট, অতঃপর ভূপালে মাওলানা আবদুল কায়উম বুঢানবীর নিকট শিক্ষা করেন। (মাওলানা গঙ্গুহীর নিকট নহে।) ১৩৪৪ হিঃ পর্যন্ত তিনি 'শায়খুল হাদীছ'রূপে 'মাজাহেরে উলুমে' হাদীছ শিক্ষা দেন এবং সেই বৎসরের শেষের দিকে মক্কায় হিজরত করেন। ১৩৪৬ হিঃ তিনি তথায় এন্তেকাল করেন। তিনি মাওলানা গঙ্গুহীর প্রধান খলীফা ছিলেন। তিনি কিছুদিন দারুল উলুমেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

**হাদীছে তাঁহার রচনাঃ**

(ক) 'বজলুল্ মাজ্‌হুদ'—আবু দাঊদ শরীফের মূল্যবান ও বিখ্যাত শরাহ্। (৪ খণ্ডে প্রকাশিত)

(খ) 'তান্‌শীতুল্ আজান'—জুম্‌আর দ্বিতীয় আজানের স্থান সম্পর্কীয় রিছালাহ্। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার আরও কতিপয় কিতাব রহিয়াছে।

**তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগরিদঃ**

তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা বহু। অনেক লোক দেওবন্দে শায়খুল হিন্দের নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়া 'ছনদ' লাভের জন্য তাঁহার নিকট সাহারনপুর গিয়াছেন। অনুরূপভাবে অনেকে তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়া আবার 'শায়খুল হিন্দ' হইতে ছনদ লাভের জন্য দেওবন্দ আসিয়াছেন। এ কারণে বহু লোককে উভয়ের শাগরিদ হিসাবে দেখা যায়।

১। মাওলানা আবদুল লতীফ সাহারনপুরী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ)। তিনি যথাক্রমে 'মাজাহেরে উলুমে'র অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে থাকিয়া আজীবন হাদীছ-কোরআনের খেদমত করিয়াছেন।

২। মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী। খটক, আকুড়া মাদ্রাছায় মোহাদ্দেছ ছিলেন। তিনি মাওলানা থানবীর একজন বিশিষ্ট খলীফা।

৩। মাওলানা আশেকে এলাহী মীরাঠী। তিনি 'তাজ্‌কিরাতুর রশীদ' নামে মাওলানা গঙ্গুহীর এবং 'তাজকিরাতুল খলীল' নামে মাওলানা সাহারনপুরীর জীবনীগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৫। মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী।

৬। মাওলানা কিফায়েতুল্লাহ্ গঙ্গুহী। দিল্লী ফত্‌হেপুরী মাদ্রাছার অধ্যাপক।

৭। মাওলানা জাকারিয়া কদ্দুছী। মাজাহেরে উলুমের অধ্যাপক।

৮। মাওলানা মানছুর আহ্‌মদ সাহারনপুরী। মাজাহেরে উলুমের অধ্যাপক।

৯। মাওলানা আছআদুল্লাহ্ রামপুরী। মাজাহেরে উলুমের অধ্যাপক।

১০। মাওলানা জাকারিয়া কান্দলবী। (তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পরে আসিবে।)

## (গ) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

[১২৮০—১৩৬২ হিঃ মোঃ ১৮৬৩—১৯৪৩ ইং]

হাকীমুল উম্মত, হাফেজ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ১২৮০ হিঃ মোজাফ্‌ফরনগর জিলার থানাভুনে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি থানাভুনে মাঃ ফত্‌হে মোহাম্মদ থানবীর নিকট শিক্ষা করার পর ১২৯৫ হিঃ দেওবন্দের দারুল উলুমে প্রবেশ

করেন এবং ৭ বৎসরকাল তথায় ফনুনাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। হাদীছ তিনি 'দারুল উলুম-এ মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (মৃঃ ১৩০২ হিঃ), মোল্লা মোহাম্মদ মাহ্মুদ দেওবন্দী ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মুদুল হাছান দেওবন্দীর নিকট শিক্ষা করেন। 'তাছাওফ্' তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী ও তাঁহার খলীফা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহীর নিকট হইতে হাছিল করেন।

দীর্ঘ দিন তিনি কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ ছিলেন। অতঃপর থানাভুনের 'খানকায়ে ইমদাদিয়া'য় তাছাওফ শিক্ষাদান ও কিতাব রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছোট-বড় পাঁচ শতের অধিক কিতাব রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যদের দ্বারা তাঁহার যে সকল 'মাল্ফুজাত' (উক্তি) ও ওয়াজ সংকলিত হইয়াছে উহার সংখ্যাও পাঁচ শতের মত। তাঁহার স্বরচিত কিতাবসমূহের মধ্যে 'তফ্ছীরে বয়ানুল কোরআন' একটি বিশিষ্ট কিতাব। তাঁহার হাজার হাজার মুরীদ ও বহু খলীফা রহিয়াছে। তাছাওফের তিনি বহু সংস্কার সাধন করিয়াছেন। ১৩৬২ হিঃ ৮২ বৎসর বয়সে তিনি থানাভুনে এন্তেকাল করেন।

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

১। 'জামেউল আছার'। ২। 'তাবেউল আছার'। ৩। 'হিফ্জে আরবায়ীন'। ৪। 'আল মিছ্কুজ্ জাকী'। ৫। 'ইত্ফাওল ফেতান' (اطفاء الفتن) প্রভৃতি।

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

১। মাওলানা ইছ্হাক বর্ধমানী (মৃঃ ১৩৪৭ হিঃ) (পরিচয় পরে আসিবে।)

২। মাওলানা মোহাম্মদ রশীদ কানপুরী (মৃঃ অনুঃ ১৩৩৫ হিঃ মোঃ ১৯১৬ ইং)। তিনি প্রথমে 'জামেউল উলুম' এবং পরে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলেন।

৩। মাওলানা আহ্মদ আলী ফত্হেপুরী। হজরত থানবীর আদেশে 'বেহেশ্তী জেওর' প্রথম পাঁচ খণ্ড তিনিই রচনা করেন।

৪। মাওলানা ছাদেকুল ইয়াকীন কুরছবী।

৫। মাওলানা ফজলে হক বারাবাঁকী।

৬। মাওলানা শাহ্ লুৎফুর রছূল বারাবাঁকী। তিনি হজরত থানবীর কিতাব 'কাছ্দুছ্ ছাবীল-এর 'তাছহীল' (সহজ) করেন।

৭। মাওলানা হাকীম মোস্তফা বিজনৌরী। তিনি হজরত থানবীর 'আল ইন্তেবাহাতুল মুফীদাহ্' কিতাবের এক বিস্তারিত শরাহ্ করেন। এছাড়া তাঁহার আরও বহু কিতাব রহিয়াছে।

৮। মাওলানা ইছহাক কানপুরী। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন।

৯। মাওলানা মাজহারুল হক রামুবী। তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

১০। মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী। (পরিচয় পরে আসিবে।)

## সপ্তম স্তর

### (ক) মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক বর্ধমানী

[১২৮৩—১৩৪৭ হিঃ মোঃ ১৮৬৬—১৯২৮ ইং]

শামছুল ওলামা হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক বর্ধমানী ১২৮৩ হিজরী পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জিলার কইথন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মৌলবী মমতাজ

হোছাইন বর্ধমানী, মাওলানা মোহাম্মদ মঙ্গলকোটী ও মাওলানা মুমাইয়েজুল হক বর্ধমানীর নিকট লাভ করেন। হাদীছ তিনি কানপুর 'জামেউল্ উলুম' মাদ্রাছায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পরই তিনি জামেউল উলুমের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন তথায় হাদীছ ও তফ্ছীর শিক্ষা দেন। ১৩২৮ হিঃ মোঃ ১৯১০ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯২০ সালে তথা হইতে ঢাকা ইছলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে বদলী হন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করার পর জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইছলামিয়াত বিভাগে হাদীছ, তফছীর শিক্ষা দেন। তিনি ঢাকা ইছলামিয়া মাদ্রাছায়ও কিছুকাল হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতায় এক মটর দুর্ঘটনায় এন্তেকাল করেন এবং স্বীয় গ্রাম কইথনে সমাধিস্থ হন। তাঁহার কানপুরের শাগরিদ-গণের মধ্যে মাওলানা জফর আহমদ ওছমানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (বাংলার শাগরিদ-গণের নাম বাংলার আলোচনায় দেওয়া হইবে।)

## (খ) মাওলানা ছৈয়দ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী

[১২৯২—১৩৫২ হিঃ মোঃ ১৮৭৫—১৯৩৩ ইং]

মাওলানা ছৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ১২৯২ হিজরী কাশ্মীরের লাওলাবে এক প্রসিদ্ধ ছৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী-ফারছীসহ সমস্ত ফনুনাতের প্রাথমিক কিতাব তিনি কাশ্মীরে তাঁহার পিতা ছৈয়দ মোআজ্জাম কাশ্মীরী, মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ কাশ্মীরী এবং হাজারায় (সীমান্তে) তথাকার ওলামাদের নিকট শিক্ষা করেন। ১৩১০ সালে তিনি দেওবন্দ আগমন করেন এবং তথাকার ওলামাদের নিকট সর্ববিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন। হাদীছ তিনি 'শায়খুল হিন্দ' মাওলানা মাহ্মুদুল হাছান ও মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারনপুরী প্রমুখের নিকট দেওবন্দেই শিক্ষা করেন। 'এল্মে বাতেন' ও হাদীছের 'এজাজত' তিনি মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহী হইতে লাভ করেন।

১২/১৩ বৎসরকাল তিনি দিল্লী আমীনিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ-তফ্ছীর শিক্ষা দেন। অতঃপর ১৩২৭ হিঃ তিনি দেওবন্দের অধ্যাপক হইয়া আসেন। শায়খুল হিন্দের মক্কা শরীফ রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১৩৩৩ হিঃ 'দারুল উলুমে'র প্রধান অধ্যাপক ও 'শায়খুল হাদীছ' নিযুক্ত হন এবং ১৩৪৫ হিঃ পর্যন্ত তথায় হাদীছের 'দরছ' দেন। অতঃপর মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী, মুফ্তী আজীজুর রহমান ওছমানী, মাওলানা হিফ্জুর রহমান সিহারবী প্রমুখসহ তিনি বোম্বাই প্রদেশের ডাবিলে যাইয়া 'জামেয়ায়ে ইছলামিয়াহ্' নামে এক নূতন মাদ্রাছা কায়েম করেন এবং ১৩৫১ হিঃ পর্যন্ত তথায় হাদীছ শিক্ষা দিতে থাকেন। ৩৬ বৎসর শিক্ষাদানের পর ১৩৫২ হিজরীর প্রথম দিকে তিনি ৬০ বৎসর বয়সে দেওবন্দে এন্তেকাল করেন।

মাওলানা কাশ্মীরী একজন আসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার যে কিতাব দেখিতেন বিশ বৎসর পরেও উহার কোন্ বিষয় কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ লাইনে আছে তাহা বলিতে পারিতেন। —হায়াতে আনওয়ার-২৭০ পৃঃ

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

১। 'ফাছলুল্ খিতাব' (আরবী)।

২। 'খাতেমাতুল্ খিতাব' (ফারছী)।

৩। 'নাইলুল্ ফারকাদাইন'।

৪। 'বাছতুল্ ইয়াদাইন্'।

৫। 'ফয়জুল্ বারী' বোখারী শরীফের উপর তাঁহার 'তাক্‌রীর' বা বক্তৃতার সমষ্টি। মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা বোখারী শরীফের একটি উত্তম শরাহ্। —৪ খণ্ডে প্রকাশিত

৬। 'আল আরফুশ্ শাজী' তিরমিজী শরীফের উপর তাঁহার বক্তৃতার সমষ্টি। মাওলানা মোহাম্মদ চেরাগ গুজরাটী ইহা সংগ্রহ ও সম্পাদন করিয়াছেন। —প্রকাশিত

৭। 'আন্ওয়ারুল মাহ্মুদ' আবু দাউদ শরীফের উপর তাঁহার ও শায়খুল হিন্দের বক্তৃতার সমষ্টি। মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীক নজীবাবাদী ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। —প্রকাশিত

৮। 'শরহে ছহীহ্ মোছলেম'। মোছলেম শরীফের উপর তাঁহার বক্তৃতার সমষ্টি। মাওলানা মানাজির আহ্ছান গিলানী ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। —অপ্রকাশিত

৯। 'হাশিয়ায়ে ইবনে মাজাহ্। স্বরচিত। —অপ্রকাশিত

এতদ্ব্যতীত 'রদ্দে কাদিয়ানী' প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার আরও বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

—হায়াতে আন্ওয়ার-১৭৮ পৃঃ

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার শাগরিদদের সংখ্যা অনেক। পাক-ভারত, আফগানিস্তান, ইরান ও তুর্কিস্তান প্রভৃতি নানা দেশে তাঁহার শাগরিদ ছড়াইয়া রহিয়াছে। এখানে শুধু তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ পাক-ভারতীয় শাগরিদের নাম দেওয়া গেল ঃ

১। মাওলানা হিফজুর রহ্মান সিহারবী। দেওবন্দ ও ডাবিলের সাবেক অধ্যাপক, 'জমিয়তে-ওলামায়ে হিন্দের প্রধান সম্পাদক ও ভারতীয় লোকসভার সদস্য। 'কাছাছুল কোরআন' তাঁহার একটি মূল্যবান কিতাব।

২। মাওলানা তৈয়ব ছাহেব দেওবন্দী। মাওলানা হাফেজ আহ্মদ দেওবন্দীর পুত্র ও মাওলানা কাছেম নানুতবীর পৌত্র। বর্তমানে দেওবন্দ দারুল উলুমের প্রধান পরিচালক (মোহ্তামেমে আলা)।

৩। মাওলানা আতীকুর রহমান ছাহেব। দিল্লী 'নুদওয়াতুল ওলামা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

৪। মাওলানা হাবিবুর রহমান ছাহেব। আ'জমগড় মেওনাথ ভজন মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ।

৫। মাওলানা মোহাম্মদ মূছা মিঞা সমলকী (দক্ষিণ আফ্রিকা)। 'মজলিসে এলমী'র প্রতিষ্ঠাতা। এই মজলিসে এলমীই শাহ্ ছাহেবের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছে।

৬। মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী। শাহ্ ছাহেবের বোখারী শরীফের শরাহ্ 'ফয়জুল বারীর সম্পাদক ও 'তরজমানুছ্ ছুন্নাহ্' নামক বিরাট হাদীছ গ্রন্থ প্রণেতা। বর্তমানে মক্কার মুহাজির।

৭। মাওলানা মানাজির আহ্ছান গিলানী (মৃঃ ১৩৭৫ হিঃ)। তিনি হায়দরাবাদ ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াত বিভাগের অধ্যক্ষ এবং একজন নামজাদা লেখক ও গ্রন্থকার ছিলেন। 'হিন্দুস্তান কা নেজামে তা'লীম', 'তাদবীনে হাদীছ', 'ইমাম আবু হানীফাহ্ কী ছিয়াছী জিন্দেগী', 'ছাওয়ানেহে মাওলানা কাছেম নানুতবী' ও 'নিজামে মলুক ও তাছাওফ' (?) প্রভৃতি তাঁহার বহু গ্রন্থ রহিয়াছে।

৮। মাওলানা ইদ্রীছ কান্দলবী। লাহোর 'জামেয়ায়ে আশ্‌রাফিয়া'র প্রধান পরিচালক। 'আত্‌ তালীকুচ্ছবীহ' নামে আরবীতে তাঁহার মিশ্‌কাত শরীফের এক শরাহ্‌ রহিয়াছে। —প্রকাশিত

৯। মুফ্‌তী মোহাম্মদ শফী। তিনি প্রথমে দেওবন্দ মাদ্রাছার অধ্যাপক ও প্রধান মুফতী ছিলেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের প্রধান মুফতী ও 'জমিয়তে ওলামায়ে ইছলামের' সভাপতি। ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং করাচীতে 'দারুল উলুম' নামে এক বিরাট আরবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। 'আল্‌ এজ্‌দিয়াদুছ ছনী'(الازدياد السنى على اليانع الجنى) নামে ছনদ সম্পর্কে তাঁহার একটি রেছালাহ্‌ রহিয়াছে। এছাড়াও তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

১০। মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীক ছাহেব নজীবাবাদী। 'আন্‌ওয়ারুল মাহ্‌মুদ'-এর সম্পাদক।

১১। মাওলানা ছাঈদ আহ্‌মদ আকবরাবাদী এম, এ,। বর্তমানে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যক্ষ। দিল্লীর নুদওয়াহ্‌ হইতে প্রকাশিত গবেষণা বিষয়ক সাময়িকী 'আল বুরহান'-এর সম্পাদক। 'ওহীয়ে ইলাহী' ও 'ফাহ্‌মে কোরআন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

১২। মাওলানা ইউছুফ বিন্নুরী। প্রথমে তিনি ডাবিল মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে করাচী ইছলামিয়া আরাবিয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ।

১৩। মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ সক্‌রুডবী। দিল্লী হোছাইন বখ্‌শ মাদ্রাছার শিক্ষক।

১৪। মাওলানা হামীদুদ্দীন ফয়জআবাদী। বর্তমানে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক।

১৫। মাওলানা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ নানুতবী। মধ্য ভারতের মুফ্‌তী।

১৬। মাওলানা মান্‌জুর আহ্‌মদ নো'মানী। প্রসিদ্ধ উর্দু সাময়িকী 'আল ফোরকান'-এর সম্পাদক।

১৭। মাওলানা আছগর আলী ছাহেব। দেওবন্দ মাদ্রাছার অধ্যাপক।

১৮। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব। দেওবন্দ মাদ্রাছার প্রাক্তন অধ্যাপক।

১৯। মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব ইছলামাবাদী। চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাছার বর্তমান অধ্যক্ষ।

২০। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব মরহুম। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

২১। মাওলানা মুফ্‌তী ফয়জুল্লাহ্‌ ছাহেব। হাটহাজারী মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও প্রধান পরিচালক। 'ফয়জুল কালাম' নামে হাদীছে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

২২। মাওলানা মোহাম্মদ মিঞা ছাহেব। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারী। তিনি প্রথমে আরা হানাফিয়াহ্‌ মাদ্রাছা প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। 'ওলামা কী শানদার মাজী, ও 'ওলামায়ে হক' প্রভৃতি তাঁহার বহু মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ রহিয়াছে।

২৩। মাওলানা আখ্‌তার হোছাইন ছাহেব। দেওবন্দ মাদ্রাছার অধ্যাপক।

২৪। মাওলানা ফয়েজুর রহমান ছাহেব। লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যাপক।

২৫। মাওলানা মোস্তফা হাছান আলাবী। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

২৬। মাওলানা হামেদ আন্‌ছারী গাজী। 'মদীনা' (বিজনৌর) ও 'জম্‌হুরিয়ত' (বোম্বাই) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকা সম্পাদক। মাওলানা মানছুর আনছারী গাজীর পুত্র। —হায়াতে আন্‌ওয়ার-২৯৫ পৃঃ

২৭। মাওলানা তাজুল্ ইছলাম ছাহেব। ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ ও প্রধান পরিচালক।

২৮। মাওলানা রিয়াছত আলী ছাহেব। পরিচালক 'হোছাইনিয়া আরাবিয়া' মাদ্রাছা, রানাপিং সিলেট।

২৯। মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব চাটগামী। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম' টাইটেল মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি পটিয়া জমীরিয়া মাদ্রাছার 'শায়খুল হাদীছ' ও প্রধান পরিচালক। —এ অধীনের ওস্তাদ

৩০। মাওলানা আত্হার আলী ছাহেব। কিশোরগঞ্জ 'জামেয়া এমদাদিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব-পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইছলামের প্রাক্তন সভাপতি। প্রাক্তন এম, এল, এ ও এম, পি, এ।

৩১। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ ছাহেব। ঢাকা—'জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া'র মোহাদ্দেছ। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর খলীফা।

৩২। মাওলানা শামছুল হক ছাহেব। 'জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া'র অধ্যক্ষ। তিনি বেশীর ভাগ মাওলানা মদনীর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

## (গ) মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী

[১৩০৫—১৩৬৯ হিঃ মোঃ ১৮৮৭—১৯৪৯ ইং]

শায়খুল ইছলাম মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী ১৩০৫ হিঃ এক সম্ভ্রান্ত শায়খ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী মাওলানা আজীজুর রহমান ওছমানী ও উহার প্রধান অধ্যক্ষ (ছদ্রে মোহ্তামেম) মাওলানা হাবিবুর রহমান ওছমানী তাঁহার বড় ভাই। তাঁহার পিতা স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন।

যাবতীয় এল্ম তিনি দেওবন্দেই শিক্ষা করেন। শায়খুল হিন্দ মরহুম তাঁহার হাদীছের বিশিষ্ট ওস্তাদ। তিনি দিল্লী ফত্হেপুর মাদ্রাছায়, ডাবিল ও দেওবন্দে ৪৫ বৎসরকাল প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তান আগমন করেন এবং করাচীতে বসতি স্থাপন করেন। ১৩৬৯ হিঃ তিনি ভাওয়ালপুরে এন্তেকাল করেন এবং করাচীতে সমাধিস্থ হন।

তিনি একাধারে মোহাদ্দেছ, মোফাছ্ছের, সুবক্তা, লেখক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। পাকিস্তান অর্জনে তাঁহার বিরাট দান রহিয়াছে। তিনি এ যুগে এল্মে হাদীছের এক বিরাট স্তম্ভ ছিলেন।

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

(ক) 'ফত্হুল্ মুল্হিম'—মোছলেম শরীফের বিরাট শরাহ্। ইহার ভূমিকা বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ। আল্লামা জাহিদুল্ কাওছারী ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) 'লাতায়িফুল্ হাদীছ'।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার কোরআন পাকের তফছীর একটি সুচিন্তিত ও প্রামাণ্য তফছীর।

**তাঁহার শাগরিদ ঃ**

তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা বহু। যাঁহারা মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর নিকট বোখারী শরীফ পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলই মাওলানা ওছমানীর নিকট মোছলেম শরীফ শিক্ষা করিয়াছেন। এছাড়া তাঁহার ফত্হেপুরের কিছুসংখ্যক পৃথক ছাত্রও রহিয়াছে। —তাজাল্লিয়াতে ওছমানী

## (ঘ) মুফ্তী কিফায়েতুল্লাহ্ দেহলবী

[১২৯২—১৩৭৩ হিঃ মোঃ ১৮৭৫—১৯৫৩ ইং]

মুফ্‌তী কিফায়েতুল্লাহ শাহজাহানপুরী দেহলবী ১২৯২ হিঃ শাহজাহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ দেওবন্দে শায়খুল হিন্দ মরহুম ও অন্যান্য ওস্তাদগণের নিকট শিক্ষা করেন। প্রথমে তিনি শাহজাহানপুর 'আইনুল্ এল্‌ম' মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন। মাওলানা এ'জাজ আলী দেওবন্দী প্রথমে এখানেই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৩২৭ হিঃ মাওলানা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর 'আমীনিয়াহ্' মাদ্রাছা ত্যাগ ও দেওবন্দে আগমনের পর তিনি তাঁহার স্থলে দিল্লী 'আমীনিয়াহ্' মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ ইং তিনি আরবে অনুষ্ঠিত 'মু'তামিরে আলমে ইছলামী' (মুসলিম বিশ্ব সম্মেলন)—এ-তে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ ইং 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দে'র সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি অবিভক্ত ভারতের প্রধান মুফ্‌তী ছিলেন।

**হাদীছে তাঁহার রচনা ঃ**

(ক) 'হাশিয়ায়ে তাহাবী শরীফ'। (খ) 'হাশিয়ায়ে মুছাওয়া'—শাহ্ ওলীউল্লাহ্। (গ) 'হাশিয়ায়ে হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্' (মিছরের মুনীরিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত হুজ্জাতুল্লাহ্‌র সহিত জনৈক হিন্দী আলেম কর্তৃক সম্পাদিত 'হাশিয়া' নামে যে হাশিয়াটি রহিয়াছে সম্ভবতঃ উহা তাঁহারই হাশিয়া)। —হায়াতে এ'জাজ

## (ঙ) মাওলানা হোছাইন আহ্মদ মদনী

[১২৯৬—১৩৭৭ হিঃ মোঃ ১৮৭৮—১৯৫৭ ইং]

শায়খুল ইছলাম মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী ১২৯৬ হিঃ ফয়েজাবাদ জিলার এক সম্ভ্রান্ত ছৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৩০৯ হিঃ দেওবন্দে প্রবেশ করেন এবং শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাছান দেওবন্দীর নিকট হাদীছের বোখারী শরীফ, তিরমিজী শরীফ, আবু দাঊদ শরীফ ও 'মোআত্তা'—ইমাম মালেক এবং মাওলানা আবদুল আলী ছাহেবের নিকট মোছলেম শরীফ, নাছায়ী শরীফ ও ইব্‌নে মাজাহ্ অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য এল্‌ম অন্যান্য ওস্তাদের নিকট শিক্ষা করেন। 'তাছাওফ' তিনি মাওলানা গঙ্গুহীর নিকট হাছিল করেন। ১৩১৬ হিঃ তাঁহার পিতা মাষ্টার ছৈয়দ হাবীবুল্লাহ সপরিবারে মদীনায় হিজরত করেন। মাওলানা মদনী (হিজরতের নিয়ত ব্যতিরেকে) তাঁহাদের সঙ্গী হন।

তিনি মোট ১৩ বৎসরকাল মদীনার মসজিদে নববীতে, ২ বৎসর (৩৮-৩৯ হিঃ) কলিকাতার কওমী মাদ্রাছায়, ৫ বৎসর (৪১-৪৬ হিঃ) সিলেটের কওমী মাদ্রাছায় এবং ৩১ বৎসর (৪৬-৭৭ হিঃ) দেওবন্দের 'দারুল উলুমে' হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি দারুল উলুমের প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছ ছিলেন। সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল হাদীছ শিক্ষা দেওয়ার পর ৮২ বৎসর বয়সে ১৩৭৭ হিঃ তিনি দেওবন্দে এন্তেকাল করেন।

তিনি একদিকে যেমন ছিলেন একজন মোহাদ্দেছ ও ছুফী অপর দিকে ছিলেন তেমন একজন মুজাহিদ ও রাজনীতিবিদ। এ যুগে তাঁহার নমুনা সত্যই বিরল। তিনি ছলফে ছালেহীনেরই নমুনা ছিলেন। ব্রিটিশের হাতে তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এক বিরাট অংশই জেলখানায় কাটিয়াছে।

**হাদীছে তাঁহার কিতাব ঃ**

(ক) তাক্‌রীরে বোখারী—ইহা তাঁহার বোখারী শিক্ষাদান কালের তাক্‌রীর (বক্তৃতা)। মাওলানা কফীলুদ্দীন আহ্‌মদ কিরানবী উহা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করিয়াছেন। (খ) তাক্‌রীরে বোখারী—ইহাও সেইরূপ তাক্‌রীর। মাওলানা ক্বারী ফখরুদ্দীন গয়াবী কর্তৃক উহা সংগৃহীত ও সম্পাদিত। (গ) তাক্‌রীরে বোখারী—ইহাও তাঁহার তাক্‌রীর। মাওলানা ওয়াজ্‌দী ভূপালী ইহার সংগ্রাহক ও সম্পাদক। —অপ্রকাশিত (ঘ) তাক্‌রীরে তিরমিজী —ঐ।

**তাঁহার শাগরিদ ঃ**

তাঁহার শাগরিদগণের নামের তালিকা প্রদানের জন্য এক স্বতন্ত্র কিতাবের প্রয়োজন। পাক-ভারত, চীন, আরব, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান প্রভৃতি সকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই তাঁহার শাগ-রিদান ছড়াইয়া রহিয়াছে। এক দেওবন্দেই প্রায় চারি হাজার ব্যক্তি (৩৮৫৬) তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন। এভাবে তাঁহার মুরীদানের সংখ্যাও অগণিত। কেবল খালীফার সংখ্যাই ১৬৭।

**নিম্নে তাঁহার কতিপয় শাগরিদের নাম দেওয়া গেল ঃ**

১। মাওলানা ছৈয়দ ফখরুল হাছান ছাহেব। দারুল উলুম দেওবন্দের ওস্তাদ ও হজরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরীর খলীফা।

২। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান বিহারী। দারুল উলুমের হাদীছ প্রভৃতির ওস্তাদ।

৩। মাওলানা আবদুল আহাদ ইবনে মাওলানা আবদুছ্ ছামী দেওবন্দী। দারুল উলুমের হাদীছের ওস্তাদ।

৪। মাওলানা মেরাজুল হক দেওবন্দী। দারুল উলুমের ফেকাহ্ প্রভৃতির ওস্তাদ।

৫। মাওলানা মোহাম্মদ নায়ীম দেওবন্দী। দারুল উলুমের ওস্তাদ।

৬। মাওলানা মোহাম্মদ নছীর ছাহেব। দারুল উলুমের ওস্তাদ।

৭। মাওলানা মোহাম্মদ ছালেম দেওবন্দী। মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব দেওবন্দীর পুত্র ও দারুল উলুমের ওস্তাদ।

৮। মাওলানা আন্‌জার শাহ্ কাশ্মীরী। আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর পুত্র ও দারুর উলুমের ওস্তাদ।

৯। মাওলানা মোহাম্মদ আছআদ মিঞা দেওবন্দী। মাওলানা মদনীর পুত্র ও দারুল উলুমের ওস্তাদ।

১০। মাওলানা মোহাম্মদ ওছমান দেওবন্দী। শায়খুল হিন্দের নাতী ও দারুল উলুমের ওস্তাদ।

১১। মাওলানা হামেদ মিঞা। মাওলানা এ’জাজ আলী ছাহেবের পুত্র ও দারুল উলুমের ওস্তাদ।

১২।মাওলানা কাজী ছাজ্জাদ হোছাইন করতপুরী। দিল্লী ফত্‌হেপুর মাদ্রাছার ছদরে মোদার্‌রেছ।

১৩। মাওলানা আবদুছ্ ছামী সরুনজী। ফত্‌হেপুর মাদ্রাছার ওস্তাদ।

১৪। মাওলানা মছীহুল্লাহ্ খাঁ। জালালাবাদে মেফতাহুল উলুম মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ ও প্রধান পরিচালক। হজরত থানবীর খলীফা।

১৫। মাওলানা আবদুল কায়উম আ'জমী। বায়তুল উলুম মাদ্রাছার ওস্তাদ।

১৬। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব। আকুড়া, খটক দারুল উলুম হক্কানিয়ার শায়খুল হাদীছ ও হজরত মদনীর খলীফা।

১৭। মাওলানা মোহাম্মদ ছরফরাজ খাঁ ছফদর হাজারবী।

১৮। মাওলানা লায়েক আলী ছন্তলী। মাদ্রাছায়ে আরাবিয়ার শায়খুল হাদীছ। আনন্দ—গুজরাট।

১৯। মাওলানা আবদুছ্ ছালাম ইবনে আবদুশ শাকুর লক্ষ্ণৌবী। লক্ষ্ণৌ দারুল মোবাল্লেগীন মাদ্রাছার ওস্তাদ।

২০। মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান নহটুরী। মাদ্রাছায়ে আরাবিয়ার ওস্তাদ ও মদনী দারুল এফতা-এর মুফতী।

২১। মাওলানা ছৈয়দ আবুল হাছান আলী নদবী। লক্ষ্ণৌ নুদ্ওয়াতুল ওলামা-এর সেক্রেটারী। বিখ্যাত আরবী-উর্দু সাহিত্যিক ও মোহাদ্দেছ।

২২। মাওলানা মোহাম্মদ শরীফ দেওবন্দী। ডাবীল জামেয়া-এর শায়খুল হাদীছ।

২৩। মাওলানা ছৈয়দ হামেদ মিঞা। 'জামেয়ায়ে মদীনা'-এর প্রধান শিক্ষক ও প্রধান পরিচালক। মাওলানা মদনীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

২৪। মাওলানা মিন্নতুল্লাহ্ ছাহেব। আমীরে শরীয়ত—বিহার।

২৫। মাওলানা ইহ্তেশামুল হক থানবী।

২৬। মাওলানা আবদুল আহাদ কাছেমী মুঙ্গেরী। 'জামেয়া এমদাদিয়া', কিশোরগঞ্জের সাবেক প্রধান শিক্ষক।

[বাঙ্গালী শাগরিদগণের নাম পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।]

## এই ৫ম যুগের অপর কতিপয় মোহাদ্দেছ

১। মাওলানা ছৈয়দ গোলাম আলী আজাদ বিল্গ্রামী (মৃঃ ১২০০ হিঃ)। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ছৈয়দ তোফাইল আহ্মদ বিল্গ্রামীর নিকট এবং হাদীছসহ উচ্চ শিক্ষা আপন নানা ছৈয়দ আবদুল জলীল বিলগ্রামীর নিকট লাভ করেন। অতঃপর তিনি মদীনায় শায়খ হায়াত সিন্ধী মদনী হইতে হাদীছের 'এজাজত' হাছিল করেন।

হাদীছে তাঁহার 'জুউদ্দারারী' (جوء الدرارى) নামে বোখারী শরীফের একটি আরবী শরাহ্ রহিয়াছে। (অসম্পন্ন) এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার 'ছাব্হাতুল মারজান' (سبحة المرجان فى آثار هندوستان) পাক-ভারত ইতিহাসের একটি অমূল্য গ্রন্থ।

২। মাওলানা খায়রুদ্দীন সুরতী (মৃঃ ১২০৬ হিঃ)। তিনি ফনুনাতের যাবতীয় এল্ম স্বদেশ বোম্বাই-এর সুরতেই শিক্ষা করেন। অতঃপর হজ্জ উপলক্ষে হেজাজে যাইয়া হাদীছ তথায় শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধীর নিকট অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে দেশে ফিরিয়া ৫০ বৎসরকাল সুরতে হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি এ যুগের একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ। হাদীছে তাঁহার বহু শাগরিদ রহিয়াছে।

৩। মাওলানা আবদুল বাছেত ইবনে রুস্তম আলী কন্নুজী (মৃঃ ১২২৩ হিঃ)। হাদীছে তাঁহার দুইটি কিতাব রহিয়াছে —(ক) 'নাজ্মুল লাআলী' (نظم اللآلى فى ثلاثيات البخارى) (খ) 'আল হাবলুল মাতীন' (الحبل المتين فى شرح اربعين) চল্লিশ হাদীছের শরাহ্।

৪। মাওলানা আলীমুদ্দীন কন্নুজী (মৃঃ ১২২৩ হিঃ)। তিনি আবদুল বাছেত কন্নুজীর শাগরিদ ছিলেন।

৫। মাওলানা আবদুল আলী 'বাহ্রুল উলুম' ফিরিঙ্গী মহল্লী (মৃঃ ১২২৫ হিঃ)। তিনি পাক-ভারতের প্রসিদ্ধ দরছে নেজামিয়া-এর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নেজামুদ্দীন ছেহালবীর পুত্র। দরছে নেজামিয়ার যাবতীয় বিষয় তিনি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা করেন, অতঃপর তাঁহার শাগরিদ মোল্লা কামালের নিকট সে সকলের পুনরালোচনা করেন। তিনি যথাক্রমে শাহজাহানপুর, বুহার (বর্ধমান) ও মাদ্রাজে শিক্ষাদান করেন। তিনি পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম। তাঁহার কিতাব 'আরকানে আর্বাআ' (اركان اربع) হাদীছে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি ৮৩ বৎসর বয়সে মাদ্রাজে এন্তেকাল করেন।

## মির্জা হাছান আলী লক্ষ্ণৌবী

[মৃঃ ১২২৬ হিঃ মোঃ ১৮১১ ইং]

৬। মির্জা হাছান আলী (ছগীর) মোহাদ্দেছ লক্ষ্ণৌর ইয়াহ্ইয়াগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হাদীছ শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবী ও শাহ্ রফীউদ্দীন দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন এবং আজীবন লক্ষ্ণৌতে হাদীছ শিক্ষা দেন। ফিরিঙ্গী মহল্লার আলেমগণ তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। হাদীছে তাঁহার বহু শাগরিদ রহিয়াছে। নীচে কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগরিদের নাম দেওয়া গেল ঃ

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

মাওলানা মোহাম্মদ আলী মলীহাবাদী। তিনি মলীহাবাদ ও টংকে হাদীছ শিক্ষা দেন।

মাওলানা আবুল খায়ের মুঈনুদ্দীন মাশ্হাদী।

মাওলানা খাদেম আলী ছন্দিলী।

মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ ছাঈদ ছাদেকপুরী।

মাওলানা ছৈয়দ আওলাদ হাছান কন্নুজী। পরে তিনি শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর খেদমতে পৌঁছেন।

মাওলানা হোছাইন আহ্মদ মলীহাবাদী। তিনিও পরে শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর খেদমতে পৌঁছেন।

শাহ্ আবদুর রাজ্জাক ফিরিঙ্গি মহল্লী।

মাওলানা মহীউদ্দীন কাকুরবী।

৭। শায়খ ছালামুল্লাহ্ রামপুরী (মৃঃ ১২২৯ হিঃ)। তিনি শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবীর ৭ম অধঃস্তন পুরুষ। শায়খ দেহলবীর বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষাদান বা কিতাব রচনার মাধ্যমে হাদীছের খেদমত করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের সর্বশেষ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। তিনি হজরত শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর সমসাময়িক ছিলেন। হাদীছে তাঁহার নিম্নলিখিত কিতাব-সমূহ রহিয়াছে—(ক) 'আল মোহাল্লা' মোআত্তা ইমাম মালেকের শরাহ্। (খ) 'রেছালায়ে উছুলে হাদীছ' (আরবী)। (গ) বোখারী শরীফের ফারছী তরজমা। (ঘ) 'তরজমায়ে শামায়েলে তিরমিজী'।

৮। মাওলানা আবু ইছহাক আজমগড়ী (মৃঃ ১২৩৪ হিঃ)। তিনি শাহ্ নাছের এলাহাবাদী ও শাহ্ ফাখের এলাহাবাদীর শাগরিদ ছিলেন। হাদীছে তাঁহার কিতাব হইল 'নূরুল আইনাইন'—(نور العينين فى اثبات رفع اليد بن) ।

৯। শায়খ ওলীউল্লাহ্ ফোর্রখাবাদী (মৃঃ ১২৪৯ হিঃ)। তাঁহার 'আল্ মাত্রুছ্ছাজ্জাজ'— (المطر الثجاج) নামে মোছলেম শরীফের একটি শরাহ্ রহিয়াছে।

১০। মাওলানা ইরতেজা আলী গোপামুবী (মৃঃ ১২৫১ হিঃ)। তিনি হায়দর আলী ছন্দিলীর শাগরিদ ছিলেন। 'মাদারিজুল ইছনাদ' তাঁহার হাদীছের কিতাব।

১১। শায়খ মোহাম্মদ আহ্ছান ওরফে 'হাফেজ দরাজ' পেশাওয়ারী (মৃঃ ১২৬৩ হিঃ)। তিনি প্রায় যাবতীয় এল্‌ম তাঁহার মাতার নিকট শিক্ষা করেন এবং সমগ্র জীবন উহার শিক্ষা ও রচনায় ব্যয় করেন। হাদীছে তাঁহার 'মানহুল বারী' (منح البارى) বোখারী শরীফের একটি মূল্যবান শরাহ্। —আন্ওয়ারুল বারীর ভূমিকা-২০১ পৃঃ

১২। মাওলানা ছাখাওয়াত আলী জৌনপুরী (মৃঃ ১২৭৪ হিঃ)। তিনি হাদীছসহ যাবতীয় এল্‌ম মাওলানা কুদরত আলী রুদ্‌লবী, মাওলানা আবদুল হাই দেহলবী, মাওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল শহীদ দেহলবী ও মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ আনামীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি আজীবন এল্‌ম শিক্ষায় রত ছিলেন। হজ্জ করিতে যাইয়া তিনি ১২৭৪ সনে মক্কা শরীফে এন্তেকাল করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। 'আল কাবীম' (القويم فى احاديث النبى الكريم) তাঁহার হাদীছের কিতাব। তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা বহু। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীও তাঁহার শাগরিদ।

১৩। মাওলানা আবদুল হালীম ফিরিঙ্গী মহল্লী (মৃঃ ১২৮৫ হিঃ)। তিনি ফিরিঙ্গী মহল্লার (লক্ষ্ণৌ) প্রসিদ্ধ এল্‌মী খান্দানে (কুতবুদ্দীন শহীদ ছেহালবীর খান্দান) ১২৩৯ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতা মোল্লা আমীনুল্লাহ্ ফিরিঙ্গী মহল্লীর নিকট এবং দরছে নেজামিয়ার উচ্চ শিক্ষা আপন চাচা মাওলানা মুফতী ইউছুফ লক্ষ্ণৌবী ও আপন নানা মুফতী জহুরুল্লা লক্ষ্ণৌবীর নিকট লাভ করেন। হাদীছ তিনি শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর শাগরিদ মির্জা হাছান আলী ছগীর মোহাদ্দেছ লক্ষ্ণৌবী ও মাওলানা হোছাইন আহমদ মলীহাবাদীর নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মক্কা মদীনার বহু মোহাদ্দেছ হইতে উহার 'এজাজত' লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন মাদ্রাছায় আজীবন হাদীছ-তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অনেক। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও স্বনামখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী তাঁহার শাগরিদ।

১৪। মুফ্তী মোহাম্মদ ইউছুফ ফিরিঙ্গী মহল্লী (১২২৩-১২৮৬ হিঃ)। তিনি ফিরিঙ্গী মহল্লার এল্‌মী খান্দানের মুফতী মোহাম্মদ আছগর ছাহেবের পুত্র। তিনি আজীবন শিক্ষাদান ও কিতাব রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হাদীছে তাঁহার বোখারী শরীফের একটি 'তা'লীকাত' রহিয়াছে।

১৫। ছৈয়দ আমীর হাছান ছাহ্ছাওয়ানী মোহাদ্দেছ (১২২৩-১২৯১ হিঃ)। তিনি মুফ্তী ছদরুদ্দীন খাঁ দেহলবী, শায়খ আবদুল হক বেনারসী, খাজা আবদুল গনী মুজাদ্দেদী ও মিঞা ছাহেব প্রমুখ বিখ্যাত মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ ও অন্যান্য এল্‌ম শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি সমগ্র জীবন হাদীছ-কোরআন শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন।

১৬। মাওলানা শাহ্ আবদুর রাজ্জাক ফিরিঙ্গী মহল্লী (১২৩৬-১৩০৩ হিঃ)। তিনি যাবতীয় ফনুনাত আপন খান্দানের আলেমদের নিকট শিক্ষা করেন এবং হাদীছ শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর শাগরিদ মির্জা হাছান আলী মোহাদ্দেছ ও মাওলানা হোছাইন আহ্মদ মলীহাবাদীর নিকট অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আদুল হাই লক্ষ্ণৌবীর পিতা মাওলানা আবদুল হালীম তাঁহার সমপাঠী

ছিলেন। তিনি আজীবন হাদীছ ও ফেকাহ্ শিক্ষাদানে ব্রতী থাকেন। মাওলানা আবদুল বাকী ফিরিঙ্গী মহল্লী তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি একজন বড় ওলীআল্লাহ্ ছিলেন।

## নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খাঁ

[১২৪৮—১৩০৭ হিঃ মোঃ ১৮৩২—১৮৯০ ইং]

১৭। নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খাঁ বেরেলবীর এক সম্ভ্রান্ত ছৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছৈয়দ আওলাদ হাছান কন্নুজী শাহ্ রফীউদ্দিন দেহলবীর শাগরিদ ও ছৈয়দ শহীদ বেরেলবীর খলীফা ছিলেন। তিনি (নওয়াব ছাহেব) ফনুনাত তাঁহার ভ্রাতা ছৈয়দ আহ্মদ হাছান আর্শী ও মৌলবী মোহাম্মদ হোছাইন শাহ্জাহানপুরী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমগণের নিকট শিক্ষা করেন এবং হাদীছের বোখারী শরীফের বেশীর ভাগ তিনি শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর শাগরিদ মুফতী ছদরুদ্দীন খাঁ দেহলবীর নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কাজী শাওকানী ইয়ামানীর শাগরিদ শায়খ আবদুল হক বেনারসী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমগণ হইতে উহার 'এজাজত' লাভ করেন।

ভূপালের বিধবা নওয়াব শাহজাহান বেগমের সহিত তাঁহার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হন এবং এলমে দ্বীনের প্রচার ও দ্বীনী কিতাবের প্রকাশে উহা ব্যয় করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দুই শতের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। হাদীছ সম্পর্কেও তাঁহার অনেক কিতাব রহিয়াছে। নিম্নে ইহার কতিপয়ের নাম দেওয়া গেল। (ক) 'আওনুল বারী' (عون البارى لحل ادلة البخارى) দুই খণ্ডে সমাপ্ত। (খ) 'আছ্ছিরাজুল ওহ্হাজ'—(السراج الوهاج فى شرح مختصر الصحيح لمسلم بن الحجاج) দুই খণ্ডে। (গ) 'ফত্হুল আল্লাম (فتح العلام فى شرح بلوغ المرام) (ঘ) 'মিন্হাজুল ওছুল' (منهج الوصول الى اصطلاح حديث الرسول) (ঙ) 'আর্রাহ্মাতুল মোহ্দাত্' (الرحمة المهداة الى من يريد زيادة العلم على المشكوٰة)।—প্রকাশিত (চ) 'নুজলুল আব্রার'(نزل الابرار بالعلم المأثور من الادعية و الاذكار) (ছ) 'ফত্হুল মুগীছ' (فتح المغيث بفقه الحديث)

১৮। মাওলানা বশীর ছাহ্ছাওয়ানী (মৃঃ ১৩২৬ হিঃ মোঃ ১৯০৮ ইং)।

তিনি হাদীছ হজরত মিঞা ছাহেব দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি শায়খ হোছাইন আরব ইয়ামানী, ভূপালী হইতে উহার এজাজত লাভ করেন। তিনি প্রথমে আগ্রার সেন্ট জেম্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, অতঃপর ভূপালের শিক্ষা ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন। ১৩০৭ সালে নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খাঁর এন্তেকালের পর তিনি দিল্লীর হাওজ্ওয়ালী মসজিদে হাদীছ-তফছীর শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ভূপালে অবস্থান কালেও তিনি এ ব্যাপারে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেন।

## মাওলানা শামছুল হক ডয়ানবী

[১২৭৩—১৩২৯ হিঃ মোঃ ১৮৫৬—১৯১১ ইং]

১৯। মাওলানা আবু তৈয়্যব শামছুল হক ডয়ানবী ইবনে শায়খ আমীর আলী পাটনার আজীমাবাদে ১২৭৩ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফনুনাত মাওলানা লুতফুল আলী (?) বিহারী, মাওলানা ফজলুল্লাহ্ লক্ষ্ণৌবী ও মাওলানা কাজী বশীরুদ্দীন কন্নুজী প্রমুখ আলেমগণের নিকট শিক্ষা করেন এবং হাদীছ মাওলানা ছৈয়দ নজীর হোছাইন ওরফে 'মিঞা ছাহেব' দেহলবী, কাজী

শায়খ হোছাইন আরব ইয়ামানী ভূপালী, আল্লামা আহ্মদ আবদুর রহমান ছেরাজ তায়েফী ও আল্লামা নো'মানী আফেন্দী বাগদাদী প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নিকট অধ্যয়ন করেন।

হাদীছে তাঁহার কিতাব—(ক) 'গায়াতুল মাকছুদ' (غاية المقصود شرح ابى داود) ১৯৮ পৃষ্ঠার এক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) 'আওনুল মা'বুদ' (عون المعبود شرح ابى داود) তাঁহার ভ্রাতা শরফুল হকের নামে প্রকাশিত। (গ) 'আত্তা'লীকুল মুগ্নী'— (التعليق المغنى على الدار قطنى) প্রভৃতি।

২০। মাওলানা হাফেজ আবদুল্লাহ গাজীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ)। তিনি হাদীছ মিঞা ছাহেব দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন এবং গাজীপুরের 'চশ্মায়ে রহমত' মাদ্রাছায় উহা শিক্ষাদান করেন। তিনি মিঞা ছাহেব মরহুমের একজন বিশিষ্ট শাগরিদ ও বড় মোহাদ্দেছ ছিলেন। তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অনেক। নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগরিদের নাম দেওয়া গেল।

মাওলানা ছাঈদ বেনারসী।

মাওলানা আবদুন্নূর হাজীপুরী।

মাওলানা শাহ্ আইনুল হক।

মাওলানা আবদুছ্ছালাম মোবারকপুরী।

মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী।

২১। মাওলানা শরফুদ্দীন পাঞ্জাবী দেহলবী। তিনি পাঞ্জাবের গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি হাদীছ মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ মুলতানীর নিকট শিক্ষা করেন এবং শায়খ হোছাইন আরব হইতে উহার 'এজাজত' লাভ করেন। তিনি প্রথমে দিল্লীর 'রিয়াজুল উলুম' মাদ্রাছায় মিঞা ছাহেবের স্থলে হাদীছ শিক্ষা দেন, অতঃপর 'মাদ্রাছায়ে ছাঈদিয়া' নামে দিল্লীতে এক নূতন মাদ্রাছা স্থাপন করেন। হাদীছে তাঁহার কতিপয় মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। যথা—(ক) 'তান্কীহুর রুওয়াত' (تنقيح الرواة فى تخريج احاديث المشكوة) । (খ) 'শরহে মোছনাদে ইমাম আহ্মদ'। ইহাতে তিনি মোছনাদকে বোখারী শরীফের রীতি অনুসারে বিষয় অনুপাতে সাজাইয়া পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা একটি বিরাট কাজ। ইহার প্রথম দিকে ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে। —তাজকেরায়ে ওলামায়ে হাদীছে হিন্দ-১৮১ পৃঃ

### ছৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ রামপুরী

[১৩৩৮ হিঃ মোঃ ১৯২০ ইং]

২২। ছৈয়দ মোহাম্মদ শাহ্ অনুমান ১২৫৫ হিঃ রামপুরের এক সম্মানিত ছৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীছ ও অপর যাবতীয় এল্ম তিনি তাঁহার পিতা ছৈয়দ হাছান শাহ্ রামপুরীর নিকট শিক্ষা করেন। মিঞা হাছান শাহ্ হজরত শাহ্ ইছ্হাক দেহলবীর শাগরিদ ছিলেন। মোহাম্মদ শাহ্ প্রথমে টংকের নওয়াবের মাদ্রাছায়, পরে নিজ বাড়ীতে পূর্ণ অর্ধশতাব্দীকাল হাদীছ শিক্ষা দেন। হাদীছের রামপুরী ছিলছিলা তাঁহার মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করে। তিনি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর খলীফা ছিলেন।

**তাঁহার শাগরিদ ঃ**

তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অনেক। নীচে তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ শাগরিদের নাম দেওয়া গেল ঃ

হাফেজ ওজীর মোহাদ্দেছ।

হাফেজ আবদুল ওহ্হাব খাঁ।

মিয়াঁ নেজাফত আলী।

মোল্লা আজীমুদ্দীন বাঙ্গালী।

মাওলানা মোহাম্মদ রেজা খাঁ (রাজা খাঁ)।

হাফেজ মোহাম্মদ ওমর খাঁ।

মাওলানা আবদুল করীম বেলায়েতী। তিনি দক্ষিণ হায়দরাবাদে শিক্ষাদান করেন।

মাওলানা মুজাহিদুদ্দীন সিলেটী।

মাওলানা আবদুল ওয়াজেদ বেলায়েতী।

মাওলানা কাজী-জাদা সুরতী।

মাওলানা শরাফতুল্লাহ।

ছৈয়দ হামেদ শাহ রামপুরী (ছৈয়দ ছাহেবের পুত্র)।

মাওলানা মোনাব্বার আলী। ইনি প্রথমে রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইছলামী বিভাগের মোহাদ্দেছ ছিলেন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছার অবসরপ্রাপ্ত হেড্ মাওলানা শামছুল ওলামা বেলায়েত হোছাইন ছাহেব তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। এছাড়া হাদীছে তাঁহার আরও বহু শাগরিদ রহিয়াছে। —তারাজেম-৫০৪ পৃঃ

## ছৈয়দ আবদুল হাই বেরেলবী

[১২৮৬—১৩৪১ হিঃ মোঃ ১৮৬৯—১৯২২ ইং]

২৩। ছৈয়দ আবদুল হাই বেরেলবী ১২৮৬ হিঃ বেরেলবীর এক সম্ভ্রান্ত ছৈয়দ বংশে (ছৈয়দ শহীদ বেরেলবীর বংশে) জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজীর মেডেল পর্যন্ত এবং উর্দু ও ফারছীর প্রাথমিক শিক্ষা তিনি বেরেলবীর শিক্ষকবৃন্দের নিকটই লাভ করেন। ফনুনাতের মধ্য-উচ্চ শিক্ষা তিনি লক্ষ্ণৌতে মাওলানা ছৈয়দ আমীর আলী মলীহাবাদী, মাওলানা আলতাফ হোছাইন ও মাওলানা নয়ীমুল্লাহ ফিরিঙ্গী মহল্লী এবং ভূপালের কাজী আবদুল হক, মাওলানা ছৈয়দ আহ্মদ দেওবন্দী ও শায়খ মোহাম্মদ আরব প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নিকট লাভ করেন। হাদীছ তিনি ভূপালে শায়খ হোছাইন ইবনে মুহছিন আরব ইয়ামানীর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী ও ক্বারী আবদুর রহমান পানীপাত্তী (পানিপথী) ও ছৈয়দ নজীর হোছাইন দেহলবী হইতে উহার 'এজাজত' লাভ করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির এক বৎসর পর ১৩১৩ হিঃ তিনি নুদ্ওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌর 'নাজেমে আ'লা' বা প্রধান পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন এবং প্রায় জীবনের শেষ অবধি উক্ত পদে নিয়োজিত থাকেন। মাওলানা, ছূফী, হাকীম ও ডাক্তার ছৈয়দ আবদুল আলী বি, এস সি; এম, বি, বি, এস ও মাওলানা ছৈয়দ আবুল হাছান আলী নদবী তাঁহার সুযোগ্য সন্তান।

ইতিহাস, ভূগোল, আরবী ও উর্দু সাহিত্য, তিব্ব ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার কিতাব 'নুজহাতুল খাওয়াতির' (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) এ উপমহাদেশের ওলামা, মাশায়েখ ও রাজা-বাদশাহ্দের ইতিহাস সম্পর্কে একটি অমূল্য কিতাব। আরবী ভাষায় লিখিত ও ৭ খণ্ডে সমাপ্ত। 'মাআরিফুল আওয়ারিফ'—

(معارف العوارف فى انواع العلوم والمعارف) নামক কিতাবে তিনি সমস্ত এল্মের ইতিহাস এবং পাক-ভারতে রচিত প্রায় সমস্ত কিতাবের নামের ফিরিস্তি দিয়াছেন। আরবীতে লিখিত।

**হাদীছে তাঁহার রচনাঃ**

(ক) 'তালখীছুল আখ্‌বার' (تلخيص الاخبار) । ইহাতে সমাজ, সভ্যতা, চরিত্র ও শাসন ইত্যাদি বিষয়ের হাদীছ সংগ্রহ করা হইয়াছে। (খ) 'মোন্তাহাল আফ্‌কার'— (منتهى الافكار فى شرح تلخيص الاخبار) তালখীছের শরাহ্‌। (গ) 'তা'লীকাতে আবি দাউদ' (تعليقات على سنن ابى داود) আবু দাউদ শরীফের শরাহ্‌। —অসমাপ্ত

## মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী

[১২৯৫—১৩৪৪ হিঃ মোঃ ১৮৭৮—১৯২৬ ইং]

২৪। মাওলানা কেয়ামুদ্দীন আবদুল বারী ১২৯৫ হিঃ মোঃ ১৮৭৮ খৃঃ ফিরিঙ্গী মহল্লার বিখ্যাত এল্‌মী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাবতীয় ফনুনাত আপন খান্দানের আলেমদের নিকট অধ্যয়ন করেন। হাদীছ প্রথমে মাওলানা আবদুল বাকী ফিরিঙ্গী মহল্লী অতঃপর আপন খালাত ভাই মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি ১৩১৩ হিঃ 'নেজামিয়া মাদ্রাছা' নামে ফিরিঙ্গী মহল্লায় একটি মাদ্রাছা স্থাপন করেন এবং ১৩৪৪ হিঃ পর্যন্ত তথায় হাদীছ-তফ্‌ছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার বিরাট দান রহিয়াছে। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রথম সভাপতি ছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ শিল্পপতি মাওলানা জামালুদ্দীন আবদুল ওহ্‌হাব ওরফে 'জামাল মিয়া' তাঁহার পুত্র।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার শতের মত মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। হাদীছেও তাঁহার ১৩/১৪টি কিতাব রহিয়াছে। নীচে কতিপয়ের নাম দেওয়া গেলঃ

**হাদীছে তাঁহার কিতাবঃ**

(ক) 'আল আছারুল মোহাম্মাদিয়াহ্‌'। (খ) 'আল আছারুল মোত্তাছেলাহ্‌'। (গ) 'আদ্‌ দুর্‌রাতুল -বাহেরাহ্‌' (الدرة الباهرة فى الاحاديث المتواتره) । (ঘ) 'আল ইরশাদ' (الارشاد فى الاسناد) (ঙ) 'আল হায়াকেলুল মা'নুবিয়াহ্‌' (الهياكل المعنوية فى الشمائل النبويه) । (চ) 'আল আরবায়ীনুজ জাজেরাহ্‌' (الاربعين الزاجرة فى الحوادث الحاضره) । (ছ) 'আছারুল ইমামাহ্‌' (اثار الامامه) । (জ) 'আল হাদীয়াতুত তাইয়্যেবাহ্‌' (الهدية الطيبة لصلة بن ابى شيبه)।

**তাঁহার শাগরিদগণঃ**

তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অনেক। নিম্নে তাঁহাদের কতিপয় মশ্‌হুর লোকের নাম দেওয়া গেলঃ

মাওলানা কুতুব মিয়া।

মাওলানা আদুল কাদের।

মাওলানা ছিব্‌গাতুল্লাহ্‌।

মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ্‌ মোহাম্মদ শফী। তিনি নেজামিয়ায় শিক্ষা সমাপ্ত করার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'মোল্লা' ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রথমে নেজামিয়ায়, কিছুদিন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, পুনঃ নেজামিয়ায়, অতঃপর কলিকাতা ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনার কাজ করেন।

মাওলানা হায়াতুল্লাহ্‌।

মাওলানা রুহুল্লাহ্‌।

খাজা লতীফুদ্দীন।

মাওলানা ছাম্ছাম্ আলী।

মাওলানা ইনায়েতুল্লাহ্ আনছারী ফিরিঙ্গী মহল্লী।

## মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ প্রতাবগড়ী

[১৩৬৩ হিঃ মোঃ ১৯৪৩ ইং]

২৫। মাওলানা আহ্মদুল্লাহ প্রতাপগড়ের মোবারকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা আমীরুল্লাহ্ একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ ফনুনাত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্ জৌনপুরী, মাওলানা জয়নাল আবেদীন জৌনপুরী, মাওলানা লুত্ফর রহ্মান বর্ধমানী, মাওলানা মুনীরুদ্দীন খাঁ, মাওলানা ইছহাক রামপুরী ও ডিপ্টী নজীর আহ্মদ দেহ্লবী প্রমুখ -এর নিকট শিক্ষা করেন। হাদীছ তিনি শায়খ হোছাইন আরব ইয়ামানী, মাওলানা ছালামতুল্লাহ্ জয়রাজপুরী, মাওলানা আবদুল কাইউম বুঢানবীর শাগরিদ মাওলানা আহ্মদ সিন্ধী ও মাওলানা কাজী আইউব ভূপালীর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং উহার 'এজাজত' মিঞা ছাহেব দেহলবী, মাওলানা শামছুল হক ডয়ানবী ও কাজী শায়খ মোহাম্মদ মাছ্লী শহ্রী এবং ১৩৪৫ হিঃ হজ্জের সফরে শায়খ আবদুল লতীফ নজ্দী হইতে লাভ করেন।

তিনি ২০ বৎসর যাবৎ দিল্লীতে আলীজান মসজিদে হাদীছ-তফছীর প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দেন। অতঃপর ১৩৩৯ হিঃ দিল্লীতে দারুল হাদীছ রহমানিয়া* স্থাপিত হইলে তিনি উহার শায়খলু হাদীছ-রূপে বরিত হন। হাদীছে তাঁহার 'আল বুরহানুল উজাব' (البرهان العجاب فى فرضية ام الكتاب) নামে একটি কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার শাগরিদের সংখ্যা অনেক।

টীকা

* **'দারুল-হাদীছ রহমানিয়া'**—১৩৩৯ হিঃ মোঃ ১৯২০ ইং দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারের সুসন্তান আলহাজ্জ শায়খ আবদুর রহমান ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলহাজ্জ শায়খ আতাউর রহমান কর্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত হন মাওলানা আবু তাহের বিহারী। অতঃপর উক্ত পদে নিয়োজিত হন মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ প্রতাবগড়ী। তিনি এই পদে ১৭/১৮ বৎসরকাল সমাসীন থাকেন। অতঃপর ইহার শায়খুল হাদীছরূপে বরিত হন তাঁহার সুযোগ্য শাগরিদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ রহমানী মোবারকপুরী। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে মাদ্রাছার পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা পরিবার পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং ১৯৪৮ সালে শায়খ আতাউর রহমান ছাহেবের মধ্যম পুত্র আলহাজ্জ শায়খ আবদুল ওহ্হাব দেহলবী করাচীতে এই নামেই একটি নূতন মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা আবদুল গাফ্ফার হাছান উমরপুরী রহমানী ইহার শায়খুল হাদীছ। মাদ্রাছাটি দিল্লীর রহমানিয়ার স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

রহমানিয়া মাদ্রাছা হইতে বহু যশস্বী আলেম বাহির হইয়া পাক-ভারত ও নজ্দ প্রভৃতি স্থানে কোরআন-হাদীছের খেদমতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নিম্নে ইহাদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা গেল।

১। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহ্মানী। আহমদুল্লাহ প্রতাবগড়ীর পর তিনি রহমানিয়ার শায়খুল হাদীছ নিয়োজিত হন। তিনি 'মেরআতুল মাফাতীহ' (مرعاة المفاتيح فى شرح مشكوة المصابيح) নামে মেশকাত শরীফের একটি শরাহ্ করিয়াছেন।

২। মাওলানা নজীর আহ্মদ রহমানী। তিনি প্রথমে রহমানিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে বেনারসের দারুল হাদীছ মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ।

৩। মাওলানা আবদুল জলীল রহমানী।

৪। মাওলানা ছা'দ ওক্কাছ রহমানী, অধ্যাপক বানিয়াগাছা মাদ্রাছা। +

## মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী
[১৩৫৩ হিঃ মোঃ ১৯৩৫ ইং]

২৬। মাওলানা আবুল উলা আবদুর রহমান মোবারকপুরী ইবনে মাওলানা হাফেজ আবদুর রহীম মোবারকপুরী প্রাথমিক এল্ম মাওলানা খোদা বখ্শ আজমগড়ী, মাওলানা হাজী মোহাম্মদ ছলীম ফরয়াবী ও মাওলানা আবদুর রহমান জয়রাজপুরী প্রমুখ আলেমগণের নিকট শিক্ষা করেন। হাদীছ তিনি মাওলানা হাফেজ আবদুল্লাহ্ গাজীপুরী, হজরত মিয়া ছাহেব ও শায়খ হোছাইন আরব ইয়ামানীর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং কাজী মোহাম্মদ মাছলী শহরী হইতে উহার 'এজাজত' লাভ করেন। তিনি আরা আহ্মদিয়া মাদ্রাছা, বলরামপুর মাদ্রাছা, গুণ্ডাহ্ মাদ্রাছা, কলুটোলা মাদ্রাছা ও মোবারকপুরে হাদীছ শিক্ষা দেন এবং মাওলানা শামছুল হক ডয়ানবীর 'আওনুল মা'বুদ' রচনায় সাহায্য করেন।

হাদীছ প্রভৃতি এল্মে তাঁহার ১৮/১৯টি ছোট-বড় কিতাব রহিয়াছে। নিম্নে তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম দেওয়া গেল।

(ক) 'তোহ্ফাতুল্ আহুজী (تحفة الا حوذى شرح جامع الترمذى)। (খ) 'শাফাউল গালাল' (شفاء الغلل فى شرح كتاب العلل)। (গ) 'এব্কারুল মেনান্' (ابكار المنن تنقيد آثار السنن)। (ঘ) 'তাহ্কীকুল কালাম' (تحقيق الكلام فى وجوب القرأة خلف الامام)

---

+ ৫। মাওলানা সুজাউদ্দীন রহমানী, রাজশাহী। তিনি দুই বৎসরকাল ঢাকার মাদ্রাছাতুল হাদীছের মোহাদ্দেছ ছিলেন। বর্তমানে রাজশাহীতে হাদীছের খেদমত করিতেছেন।

৬। মরহুম মাওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন মাদ্রাছায় হাদীছ-তফছীর শিক্ষা দিয়াছেন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনাকালে তিনি ১৯৬৩ ইং ইন্তেকাল করেন।

৭। মাওলানা আনিছুর রহমান রহমানী দেওবন্দী। হাদীছে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

৮। মাওলানা আবুল কাছেম রহমানী হুগলী। ঢাকা মাদ্রাছাতুল হাদীছের বর্তমান মোহাদ্দেছ।

৯। মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ ওরফে রুস্তম আলী রহমানী। তিনি আরামনগর টাইটেল মাদ্রাছার বর্তমান মোহাদ্দেছ।

১০। মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ খাঁ রহমানী। আরামনগর মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

১১। মাওলানা মোনতাছের আহ্মদ রহমানী। তিনি আরামনগর ও ঢাকা মাদ্রাছাতুল হাদীছে হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিয়াছেন। বর্তমানে তিনি রচনাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ঈমান, রোজা, হজ্জ ও জাকাত সম্পর্কে তাঁহার কতিপয় বাংলা রেছালা প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। মাওলানা আফ্তাব আহ্মদ রহমানী এম, এ। তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইছলামিয়াত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি হাফেজুল হাদীছ ইব্নে হাজার আছকালানীর হাদীছের খেদমত সম্পর্কে একটি থিসিস (গবেষণামূলক প্রবন্ধ) লিখিয়াছেন।

১৩। মাওলানা বেলায়েত হোছাইন রহমানী মরহুম। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মহিমাগঞ্জ মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন।

১৪। মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ রহমানী। আবদুল্লাহপুর কওমী মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

১৫। মাওলানা আবদুল গাফ্ফার হাছান রহমানী। করাচী রহমানিয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ।

১৬। মাওলানা জহুর আহ্মদ রহমানী। দারভাঙ্গা ছলফিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

—মাওলানা মোনতাছের আহমদ রহমানী প্রমুখাৎ বর্ণিত

**তাঁহার শাগরিদগণ ঃ**

তাঁহার বহু শাগরিদ রহিয়াছে। নিম্নে তাঁহাদের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল ঃ

মাওলানা আবদুছ্ ছালাম মোবারকপুরী।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুছ্ ছালাম মোবারকপুরী। দিল্লী রহমানিয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ।

মাওলানা নজীর আহ্মদ।

মাওলানা মোহাম্মদ বশীর।

মাওলানা আবদুছ ছামাদ মোবারকপুরী।

মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ্ বাঙ্গালী।

মাওলানা আবদুল জব্বার খণ্ডলবী।

মাওলানা শায়খ তকীউদ্দীন জিলানী মরাকুশী।

মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ্।

## বর্তমানের কতিপয় মোহাদ্দেছ

বর্তমানে পাক-ভারতে যাঁহারা হাদীছের খেদমতে রত আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত। নিম্নে তাঁহাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল ঃ

### মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী

মাওলানা জফর আহ্মদ ইবনে শায়খ লতীফ আহ্মদ ওছমানী ১৩১০ হিঃ মোঃ ১৮৯২ ইং দেওবন্দের দীওয়ান মহল্লার এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী শায়খ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দাদা শায়খ নেহাল আহ্মদ ওছমানী 'দারুল উলুম' প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি দেওবন্দে তথাকার ওস্তাদগণের নিকট এবং হাদীছ, তফ্ছীর 'জামেউল উলুম' কানপুরে (২৩-২৬) মাওলানা মোহাম্মদ ইছ্হাক বর্ধমানী ও মাওলানা রশীদ কানপুরীর নিকট শিক্ষা করেন। ১৩২৭ হিঃ তিনি 'মাজাহেরে উলুমে' যাইয়া মাওলানা আবদুল লতীফ সাহারনপুরী প্রমুখের নিকট 'ফনুনাতে' উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন।

তথায় মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারনপুরীর নিকট হইতে তিনি বোখারী শরীফ প্রভৃতির 'এজাজত' হাছেল করেন। ১৩২৯-৩৫ হিঃ পর্যন্ত সাত বৎসরকাল তিনি 'মাজাহেরে উলুমে' অধ্যাপনা করেন এবং ১৩৩৬-৫৯ হিঃ ২৪ বৎসরকাল থানাভুনে তাঁহার মামা মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর খেদমতে থাকিয়া ফতওয়া ও কিতাবাদি লেখার কাজ করেন। ১৩৬০-৬৮ হিঃ মোঃ ১৯৪১-৪৮ ইং পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেন। ১৯৪৯-৫৪ ইং পর্যন্ত তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছার হেড মাওলানা ছিলেন।

১৯৫৫ হইতে এ যাবৎ তিনি সিন্ধুর আশরাফাবাদ টাণ্ডুল্লাহ্ইয়ারে মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও মাওলানা ইহ্তেশামুল হক থানবী কর্তৃক পরিচালিত 'দারুল উলুম' মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছরূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার মামা মাওলানা থানবীর খলীফা। তাঁহার বহু মুরীদান রহিয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

**হাদীছে তাঁহার কিতাবঃ**

(ক) 'এ'লাউছ্ ছুনান' (اعلاء السنن)। ইহা ২০ খণ্ডে লিখিত একটি মূল্যবান কিতাব। ১১ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) 'ফাতেহাতুল্ কালাম' (فاتحة الكلام فى القراة خلف الامام)। (গ) 'শাক্কুল গাইন' (شق الغين عن حق رفع اليدين)। (ঘ) 'আল্ কাওলুল্-মাতীন'—(القول المتين فى الجهر و الاخفاء بامين)

## মাওলানা জাকারিয়া সাহারনপুরী

হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া কান্দলবী সাহারনপুরী ১৩১৫ হিঃ মুজাফ্ফরনগর জিলার কান্দালায় এক বিরাট এল্মী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁহার পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্দলবী ও তাঁহার পিতৃব্য (বিশ্ববিখ্যাত তব্লীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা) মাওলানা ইল্ইয়াছ কান্দলবীর নিকট লাভ করেন। 'ফনুনাতে' উচ্চ জ্ঞান তিনি মাজাহেরে উলুমে মাওলানা আবদুল লতীফ সাহারনপুরী প্রমুখের নিকট হাছিল করেন। হাদীছ তিনি তাঁহার পিতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্দলবী ও মাওলানা খলীল আহ্মদ সাহারনপুরীর নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৩৩৫ হিঃ তিনি 'মাজাহেরে উলুম' মাদ্রাছায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উহার 'শায়খুল হাদীছ'।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। এল্মে হাদীছে তাঁহার 'আওজাজুল্ মাছালিক' মোয়াত্তা ইমাম মালেকের একটি মূল্যবান শরাহ্। ইহা ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এছাড়া তিনি তাঁহার পিতা কর্তৃক সংগৃহীত মাওলানা গঙ্গুহীর তিরমিজীর 'তাক্রীর' (বক্তৃতা)-কে সম্পাদন করিয়া 'আল্ কাওকাবুদ দুর্রী' নামে এবং বোখারী শরীফের 'তাক্রীর'কে সম্পাদন করিয়া 'লামেউদ দারারী' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

## মাওলানা ছৈয়দ ফখরুদ্দীন মোরাদাবাদী

তিনি ১৩০৪ হিঃ আজমীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছের বোখারী শরীফ ও তিরমিজী শরীফ শায়খুল হিন্দ মরহুমের নিকট, আবু দাউদ ও মোআত্তা ইমাম মালেক আল্লামা কাশ্মীরীর নিকট এবং অন্যান্য কিতাব দেওবন্দের অন্যান্য ওস্তাদের নিকট শিক্ষা করেন। তিনি দীর্ঘ দিন মোরাদাবাদের 'জামেয়ায়ে কাছেমিয়া'র শায়খুল হাদীছ ছিলেন। বর্তমানে তিনি 'দারুল উলুম' দেওবন্দের শায়খুল হাদীছ।

হাদীছে তাঁহার নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ রহিয়াছেঃ

(ক) 'আল কাওলুল্ ফাছীহ্' (القول الفصيح فيما يتعلق بنضد ابواب الصحيح)। (খ) 'আল্ কাওলুন্ নাছীহ্ (القول النصيح فيما يتعلق بمقاصدتراجم الصحيح)। (গ) 'আছমায়ে ছাহাবা'। (ঘ) 'হাশিয়ায়ে নাছায়ী'। —আন্ওয়ারুল বারী ২/২৫৩-পৃঃ। (ঙ) 'ইজাহুল বোখারী'—তাঁহার শাগরিদ মাওলানা রিয়াছত আলী বিজনৌরী কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত।

## মাওলানা ইব্রাহীম বৈল্য়াবী

তিনি ১৩০৪ হিঃ বৈলয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ফনুনাত তিনি হাকীম জামীলুদ্দীন নগীনবী, মাওলানা ফারুক আহমদ চড়য়াকোটী ও মাওলানা আবদুল গাফ্ফার প্রমুখ আলেমবৃন্দের নিকট

এবং হাদীছ হজরত শায়খুল হিন্দ, মুফ্তী আজীজুর রহমান ওছমানী ও হাকীম মোহাম্মদ হাছান ছাহেবের নিকট শিক্ষা করেন। তিনি যথাক্রমে দেওবন্দের দারুল উলুমে, ডাবীলে, দিল্লীর ফত্হে-পুরীতে এবং দুই বৎসর কাল চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে হাদীছ শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি দারুল-উলুম' দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক (ছদরুল মোদাররেছীন)। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার কতিপয় কিতাব রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'শরহে তিরমিজী'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—আন্ওয়ারুল বারী-২/২৭৫ পৃঃ

## মাওলানা তৈয়ব দেওবন্দী

মাওলানা হাফেজ ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়ব দেওবন্দী ১৩১৫ হিঃ মোঃ ১৮৯৮ ইং দেওবন্দে জন্ম- গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা হাফেজ আহ্মদ দেওবন্দী দেওবন্দ মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবীর পুত্র ও দেওবন্দ মাদ্রাছার ৫ম প্রধান অধ্যক্ষ (মোহ্তামেমে আ'লা) ছিলেন। মাওলানা তৈয়ব দুই বৎসরে কেরাআতের সহিত কোরআন পাক হেফ্জ করেন এবং হাদীছসহ যাবতীয় এল্ম দেওবন্দে শিক্ষা করেন। আল্লামা কাশ্মীরী তাঁহার হাদীছের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ।

তিনি ১৩৩৩ হিঃ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই দারুল উলুমে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এবং ১৩৪৩ হিজরী তিনি উহার সহকারী অধ্যক্ষ (নায়েবে মোহ্তামেম) নিযুক্ত হন। ১৩৪৮ হিঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান ওছমানীর এন্তেকালের পর তিনি উহার অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। এ যাবৎ তিনি উক্ত পদে সমাসীন আছেন। তাঁহার আমলে দারুল উলুমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। তিনি এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও হাদীছের মেশকাত শরীফ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার কতিপয় মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে।

—তারিখে দেওবন্দ

## মুফ্তী মোহাম্মদ শফী দেওবন্দী

তিনি দেওবন্দের প্রথম যুগের ছাত্র মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াছীন দেওবন্দীর পুত্র। তিনি হাদীছ দেওবন্দে আল্লামা কাশ্মীরী ও শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী প্রমুখ মনীষীগণের নিকট শিক্ষা করেন। ১৩৫৯ হিঃ তিনি দেওবন্দের মুফ্তীর পদে নিযুক্ত হন এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং করাচীতে দারুল উলুম নামে এক বিরাট মাদ্রাছা স্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি উহার পরিচালক ও শায়খুল হাদীছ। তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবীর একজন বিশিষ্ট খলীফা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। বিখ্যাত 'ফতওয়ায়ে দারুল উলুম' তাঁহারই সম্পাদিত। ইহা চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

—মোকাদ্দমায়ে ফতওয়ায়ে দারুল উলুম প্রভৃতি

## মুফতী ছৈয়দ মাহ্দী হাছান শাহজাহানপুরী

তিনি হাদীছ প্রভৃতি এল্ম মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ছাহেবের নিকট শিক্ষা করেন। তিনি রান্ধীর ও সুরাতে প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ ফতওয়া ও কিতাব লেখার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। বর্তমানে তিনি 'দারুল উলুম' দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী। হাদীছে তাঁহার রচনাঃ

(ক) 'শরহে কিতাবুল আছার'—ইমাম মোহাম্মদ —৪ খণ্ডে সমাপ্ত। (খ) 'শরহে কিতাবুল হুজাজ'—ইমাম মোহাম্মদ। (গ) 'তা'লীকাতে তাহাবী শরীফ'।

### মাওলানা ইউছুফ কান্দলবী

তিনি তাব্‌লীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলইয়াছ কান্দলবীর পুত্র। তিনি ১৩৩৫ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফনুনাত 'মাজাহেরে উলুম' মাদ্রাছায় এবং হাদীছ আপন পিতার নিকট শিক্ষা করেন। ১৩৬৩ সালে তাঁহার পিতার এন্তেকালের পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'তাব্‌লীগ জামাআত' পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ইদানীং তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন।
হাদীছে তাঁহার রচনাঃ

(ক) 'আমানীউল আহ্‌বার'— (امانی الاحبار فی حل شرح معانی الآثار) । (খ) 'হায়াতুছ্ ছাহাবাহ্'—ছাহাবীগণের জীবনাদর্শ বিষয়ক কিতাব।

### মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী

মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী হজরত আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর একজন বিশিষ্ট হাদীছের শাগরিদ। তিনি আল্লামা কাশ্মীরীর বোখারী শরীফ শিক্ষাদান কালের তাক্‌রীরকে লিপিবদ্ধ করিয়া 'ফয়জুল বারী' (فيض البارى) নামে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি 'তরজুমানুছ্ ছুন্নাহ্' (ترجمان السنه) নামে হাদীছের এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখিতেছেন। ১৩৮০ হিঃ পর্যন্ত ইহার তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকা নানা মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহা উর্দু ভাষায় লিখিত।

মাওলানা মিরাঠী প্রথমে দেওবন্দের 'দারুল উলুম' অতঃপর ডাবীলের 'জামেয়া মাদ্রাছা'-এর মোদাররেছ ছিলেন। বর্তমানে তিনি মদীনা শরীফের মুহাজির।

### মাওলানা ইউছুফ বিন্‌নূরী

তিনি হাদীছ আল্লামা কাশ্মীরী প্রমুখ দেওবন্দের ওস্তাদগণের নিকট শিক্ষা করেন। তিনি আল্লামা কাশ্মীরী প্রমুখ কর্তৃক স্থাপিত 'জামেয়ায়ে ডাবীলে'র শায়খুল হাদীছ ছিলেন। বর্তমানে তিনি নিউ টাউন, করাচীর 'জামেয়ায়ে আরাবিয়া'র শায়খুল হাদীছ ও প্রধান পরিচালক।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। বর্তমানে তিনি তিরমিজী শরীফের এক শরাহ্ লিখিতেছেন। কোরআন-হাদীছ ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অগাধ জ্ঞান রহিয়াছে। তিনি আরবী মাতৃভাষার ন্যায় অনর্গল বলিতে পারেন।

### মাওলানা ইদ্রীছ কান্দলবী

তিনি হাদীছ মাওলানা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ দেওবন্দের ওস্তাদগণের নিকট শিক্ষা করেন। তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ-তফ্‌ছীর প্রভৃতি বিষয়ের ওস্তাদ ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং 'জামেয়ায়ে আশরাফিয়া' নামে লাহোরে এক বিরাট মাদ্রাছা স্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি উহার শায়খুল হাদীছ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। হাদীছে তাঁহার কিতাবঃ

(ক) 'আত্ তালিকুছ ছাবীহ' মেশকাত শরীফের শরাহ্। ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। (খ) 'মোকাদ্দমাতুল্ বোখারী'। (গ) 'মোকাদ্দমাতুল্ হাদীছ'। (ঘ) 'তোহ্ফাতুল-কারী'(تحفة القارى بحل مشكلات البخارى) । (ঙ) 'জেলাউল আইনাইন'— (جلاء العينين فى رفع اليدين)

### মাওলানা আবদুল ওফা আফ্গানী

তিনি দক্ষিণ হায়দরাবাদে 'এদারায়ে এহ্ইয়ায়ে মাআরিফে নো'মানিয়া'— (ادارة احياء المعارف النعمانية) নামক একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়া উহা হইতে ইমাম আ'জম আবু হানীফা নো'মান ইবনে ছাবেত কুফীর মাজহাব সম্পর্কীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ যাবৎ উহা হইতে নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(ক) 'আল্ আলেম ওয়াল্ মোতাআল্লেম' (العالم والمتعلم) —ইমাম আ'জম। (খ) 'কিতাবুল-আছার' (كتاب الاثار) —ইমাম আবু ইউছুফ। (হাদীছ) (গ) 'ইখ্তেলাফে আবি হানীফাতা ও ইব্নে আবি লায়লা' (اختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليلى للامام ابى يوسف رح) (ঘ) 'আর্‌রাদ্দু আলা ছিয়ারিল আওজায়ী' (الرد على سير الاوزاعى للامام ابى يوسف رح) (ঙ) 'আল্ জামেউল্ কবীর'—ইমাম মোহাম্মদ (الجامع الكبير للامام محمد رح) (চ) 'শরহুন্ নাফাকাত' (شرح النفقات للامام الخصاف رح) প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত তিনি কিতাবুল্ আছার—ইমাম মোহাম্মদ-এর একটি উত্তম শরাহ্ও করিয়াছেন। তিনি হায়দরাবাদ নেজামিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনাও করিয়া থাকেন।

### মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী

তিনি করাচী নিউ টাউনের 'জামেয়ায়ে আরাবিয়া'-এর অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি নাকি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। 'কিতাবুল্ আছার', 'মোছনাদে ইমাম আ'জম ও ইব্নে মাজাহ্' প্রভৃতির প্রথমে তাঁহার ভূমিকা হাদীছে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার রচিত 'ইমাম ইবনে মাজাহ্ আওর এল্মে হাদীছ' (امام ابن ماجه اور علم حديث) একটি তথ্যবহুল কিতাব।

### মাওলানা ছৈয়দ আবদুল্লাহ্ হায়দরাবাদী

তিনি মেশ্কাত শরীফের অনুরূপ একটি হাদীছের কিতাব সংকলন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি হানাফী মাজহাবের স্বপক্ষে বহু হাদীছের সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং উহার নাম করিয়াছেন 'মেছ্বাহুজ্ জুজাজাহ্' (مصباح الزجاجة) । ইহা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

—আন্ওয়ারুল বারী

### মাওলানা মানজুর নো'মানী

মাওলানা মানজুর নো'মানী মোরাদাবাদ জিলার ছম্ভলের অধিবাসী। তিনি হাদীছ দারুল উলুম দেওবন্দে আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও তথাকার অন্যান্য মোহাদ্দেছবৃন্দের নিকট শিক্ষা

করেন। তিনি মোরাদাবাদ হইতে 'আল্ ফুরকান' (الفرقان) নামে একটি উচ্চাঙ্গের এল্মী মাসিকী প্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি 'দারুল উলুম নুদ্ওয়াতুল ওলামা'র* শায়খুল হাদীছ।

## মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্ রহমানী

তিনি আ'জমগড়ের অধীন মোবারকপুরের অধিবাসী। তিনি রহমানিয়া মাদ্রাছায় মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ প্রতাবগড়ী প্রমুখের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন এবং প্রতাবগড়ীর পর তিনি উহার শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত হন। তিনি 'মেরকাতুল মাফাতীহ' (مرقاة المفاتيح فى شرح مشكوة المصابيح) নামে মেশকাত শরীফের এক শরাহ্ করেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উহার দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানের আহ্‌লে হাদীছ ওলামাগণের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

## মাওলানা ছৈয়দ আহ্মদ রাজা বিজনৌরী

তিনি ১৯০৭ ইং হিন্দুস্তানের বিজনৌরে এক সম্ভ্রান্ত ছৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি বিজনৌরের 'মাদ্রাছায়ে ফয়জে আম' ও 'মাদ্রাছায়ে আরাবিয়া কাদেরিয়া'য় লাভ করেন। হাদীছ তিনি দেওবন্দে মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনীর নিকট শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কর্ণালের তাবলীগ কলেজে ভর্তি হইয়া ইংরেজী ভাষা ও তাবলীগ বিষয় শিক্ষালাভ করেন। তৎপর তিনি ডাবীলে যাইয়া মাওলানা কাশ্মীরীর নিকট পুনঃ বোখারী শরীফ অধ্যয়ন করেন।

তিনি ৫/৬ বৎসরকাল ডাবীল মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন এবং কিছু দিন উহার নায়েবে মোহ্তামেম-এর পদেও সমাসীন ছিলেন। বর্তমানে তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাছার প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের প্রধান।

তিনি আল্লামা কাশ্মীরীর তাক্‌রীর অবলম্বনে 'আন্ওয়ারুল বারী' নামে উর্দুতে বোখারী শরীফের এক শরাহ্ লেখিয়াছেন। ইহার ভূমিকায় (মোকাদ্দমায়) তিনি প্রায় পাঁচ শত মোহাদ্দেছের জীবনী সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা

*** দারুল উলুম নুদ্ওয়াতুল ওলামা ঃ**

দেওবন্দের দ্বীন ও আলীগড়ের দুন্য়াকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নুদ্ওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী ও মুনসী মোহাম্মদ আত্হার আলী লক্ষ্ণৌবীর প্রচেষ্টায় নুদ্ওয়াতুল ওলামার অধীনে ১৩১৬ হিঃ মোঃ ১৮৯৮ ইং 'দারুল উলুম নুদ্ওয়াতুল ওলামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। (নুদ্ওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩১৩ হিঃ মোঃ ১৮৯৫ ইং।) প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ মাওলানা হায়দর হাছান খাঁ দীর্ঘ দিন ইহার শায়খুল হাদীছ ছিলেন। নুদ্ওয়ার বর্তমান প্রধান পরিচালক (নাজেম) ও মোহাদ্দেছ মাওলানা ছৈয়দ আবুল হাছান আলী নদবী ১৯২৯ ও ৩০ সালে তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

দারুল উলুম নুদ্ওয়া বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিককে জন্ম দিতে সমর্থ হইয়াছে। মাওলানা মাছউদ আলম নদবী, মাওলানা আবদুছ্ ছালাম নদবী, মাওলানা মুঈনুদ্দীন নদবী, মাওলানা আবদুল বারী নদবী, মাওলানা আবদুল কাইয়্যুম নদবী, মাওলানা আবুল হাছান আলী নদবী, মাওলানা ইমরান খাঁ নদবী, মাওলানা আবদুর রহমান কাশ্গড়ী নদবী, মাওলানা আবদুশশাকুর নদবী নুদ্ওয়ারই ফল।

## দারুল উলুম ও মাজাহেরে উলুম

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর ৮৩তম বৎসরটি (১২৮৩ হিঃ) এল্‌মে হাদীছের পক্ষে একটি অতীব শুভ বৎসর। এই বৎসরই শাহ্ ইছহাক দেহ্‌লবী ও মাওলানা মুজাদ্দেদীর কতিপয় শাগ্‌রিদ কর্তৃক সাহারনপুর সদরে 'মাজাহেরে উলুম' এবং উক্ত জিলার দেওবন্দে বিখ্যাত 'দারুল উলুম' মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাজাহেরে উলুমের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন মাওলানা আহ্‌মদ আলী সাহারনপুরী (মৃঃ ১২৯৭ হিঃ) 'মাদ্রাছায়ে আরাবিয়া' নামে কাজী মহল্লায়। কিছুকাল পর মাওলানা মাজ্‌হার নানুতবী (মৃঃ ১৩০২ হিঃ) উহাকে স্থানান্তরিত করেন বর্তমানে অবস্থিত মুফ্‌তী মহল্লায় এবং নাম-করণ করেন 'মাজাহেরে উলুম'।

'দারুল উলুম' স্থাপিত হয় মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী, মাওলানা ফজলুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী ও ছৈয়দ আবেদ হোছাইন প্রমুখ সুধীবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায়। এই মাদ্রাছাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা এই উপমহাদেশে এল্‌মে হাদীছের এক নবযুগের সূচনা করে। ইতিপূর্বে সাধারণতঃ কোন বিশিষ্ট আলেম ও ওস্তাদকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিত হাদীছ তথা এল্‌ম শিক্ষার কেন্দ্র তাঁহার বাসভবনে, খানকায় অথবা মসজিদে।

এই মাদ্রাছাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা একদিকে যেমন প্রবর্তিত হয় আলেমগণের সমবেতভাবে শিক্ষাদানের সুপ্রথা, অপর দিকে তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষাগার নির্মাণের স্থায়ী ব্যবস্থা। ইঁহাদের অনুকরণে আজ পাক-ভারতে এ ধরনের শত শত হাদীছ শিক্ষার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

দারুল উলুমের প্রথম পৃষ্ঠপোষক হন মাওলানা কাছেম নানুতবী। তাঁহার মৃত্যুর পর উহার পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ করেন মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী। মাওলানা গঙ্গুহীর এন্তেকালের পর উহার পৃষ্ঠপোষক হন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাছান দেওবন্দী, অতঃপর উহার পৃষ্ঠ-পোষক হন মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী।

এভাবে দারুল উলুমের প্রথম প্রধান অধ্যাপক (ছদ্‌রুল মোদার্‌রেছীন) ও শায়খুল হাদীছ (হাদীছ বিভাগের প্রধান) হন মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী। অতঃপর সাত বৎসরকাল এই পদে সমাসীন থাকেন মাওলানা ছৈয়দ আহমদ দেহ্‌লবী। মাওলানা ছৈয়দ আহমদ দেহ্‌লবীর ভূপাল গমনের পর (১৩০৮-১৩৩১) উহার প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছের পদ অলংকৃত করেন বিশ্ববিখ্যাত মোহাদ্দেছ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী (মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ)। ১৩৩৩ হিঃ শায়খুল হিন্দের মক্কা শরীফ গমন এবং মাল্টায় বন্দী হওয়ার পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার স্বনামখ্যাত শাগরিদ মাওলানা ছৈয়দ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (মৃঃ ১৩৫২ হিঃ)। ১৩৪৫ হিঃ মাওলানা কাশ্মীরী ডাবীল গমন করিলে উহার প্রধান অধ্যাপক ও শায়খুল হাদীছের পদে বরিত হন শায়খুল হিন্দের অন্যতম বিখ্যাত শাগরিদ মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ)। বর্তমানে অর্থাৎ, ১৩৭৭ হিজরীর পর হইতে উহার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন মাওলানা ইব্‌রাহীম বৈল্‌য়াবী এবং শায়খুল হাদীছের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মাওলানা ছৈয়দ ফখ্‌রুদ্দীন মোরাদাবাদী। ইঁহারা উভয়ই শায়খুল হিন্দের শাগরিদ।

মাজাহেরে উলুমের শায়খুল হাদীছের পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী, মাওলানা মাজহার নানুতবী ও মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী (মৃঃ ১৩৪৬ হিঃ) ও মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী। বর্তমানে উহার শায়খুল হাদীছ বিখ্যাত মোহাদ্দেছ মাওলানা জাকারিয়া কান্দলবী।

শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহ্লবীর হাদীছ শিক্ষাধারার উত্তরাধিকারীরূপে এ মাদ্রাছাদ্বয়ের বিশেষ করিয়া 'দারুল উলুম'-এর খেদমত অতি বিরাট। 'দারুল উলুম' এ যাবৎ (১৩৭৭ হিঃ) দেশ-বিদেশের প্রায় ৭ হাজার হাদীছ শিক্ষার্থীকে হাদীছে উচ্চজ্ঞান দান করিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মুদুল হাছান দেওবন্দী, আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা হোছাইন আহমদ মদনী ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানীর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত মোহাদ্দেছগণকে 'দারুল উলুম'ই জন্ম দিয়াছে।* 'দারুল উলুম' এ যুগে বিশ্বে হাদীছ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

**টীকা**

*** নিম্নলিখিত মোহাদ্দেছগণকেও**
**'দারুল উলুম'ই জন্ম দিয়াছেঃ**

(১) মাওলানা ফখরুল হাছান গঙ্গুহী (আবু দাউদ ও ইব্নে মাজাহ্র হাশিয়া লেখক)। (২) মাওলানা আহমদ হাছান আমরুহী (মোরাদাবাদ শাহী মাদ্রাছা ও আরাবিয়া মাদ্রাছা প্রভৃতির মোহাদ্দেছ)। (৩) মাওলানা আবদুল আলী দেহ্লবী (আবদুর রব মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ)। (৪) হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী। (৫) মাওলানা মুফতী কিফায়েতুল্লাহ্ দেহলবী। (৬) মুফতী আজীজুর রহমান ওছমানী দেওবন্দী (দারুল উলুমের প্রধান মুফতী ও মোহাদ্দেছ)। (৭) মাওলানা ছৈয়দ মোরতাজা হাছান চান্দপুরী (দারুল উলুমের মোহাদ্দেছ)। (৮) মাওলানা ইব্রাহীম আরাবী, মোহাদ্দেছ। (৯) মাওলানা হাফেজ আবদুর রহমান আমরুহী, মোহাদ্দেছ। (১০) মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছাহ্ছারামী (কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও হেড মাওলানা)। (১১) মাওলানা ছৈয়দ আহমদ মদনী (মদীনা শরীফের মাদ্রাছায়ে শরীয়ার প্রতিষ্ঠাতা)। (১২) মাওলানা ছাঈদ আহমদ চাটগামী (হাটহাজারী ও চারিয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ)। (১৩) মাওলানা ছানাউল্লা অমৃতসরী। (১৪) মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী (মাজাহেরে উলুমের শায়খুল হাদীছ)। (১৫) মাওলানা আবদুল আজীজ গুজ্রানওয়ালা (বোখারীর আত্রাফ 'নিব্রাছুছ ছারী'-এর লেখক)। (১৬) ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী (দেওবন্দের মোহাদ্দেছ)। (১৭) মাওলানা এ'জাজ আলী আম্রুহী (দারুল উলুমের আদীব ও মোহাদ্দেছ)। (১৮) মাওলানা ফখরুদ্দীন মোরাদাবাদী (দারুল উলুমের বর্তমান শায়খুল হাদীছ)। (১৯) মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী (দারুল উলুমের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক)। (২০) মাওলানা আবদুছছামী (দারুল উলুমের মোহাদ্দেছ)। (২১) মাওলানা মুফতী ছহুল ছাহেব (পাটনা শামছুলহুদা মাদ্রাছার অধ্যক্ষ)। (২২) মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী দেওবন্দী (দারুল উলুমের প্রধান মুফতী ও মোহাদ্দেছ)। (২৩) মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী (মুহাজির মদনী, তরজুমানুছ্ ছুন্নাহ্র লেখক)। (২৪) মাওলানা ইদ্রীছ কান্দলবী (দারুল উলুমের মোহাদ্দেছ ও মেশকাত শরীফের শরাহ্ লেখক)। (২৫) মাওলানা ছৈয়দ আবুল হাছান আলী নদবী (নুদ্ওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ)। (২৬) মাওলানা জমীরুদ্দীন মরহুম চাটগামী (হাটহাজারী মাদ্রাছার পৃষ্ঠপোষক)। (২৭) মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ মরহুম চাটগামী (হাটহাজারী মাদ্রাছার মোহ্তামেম) প্রমুখ। (বাঙ্গালী অপরাপর মোহাদ্দেছগণের নাম সম্মুখের অধ্যায়ে আসিবে।)

# বঙ্গে এল্‌মে হাদীছ

# দ্বিতীয় অধ্যায়

□

## বঙ্গে এলমে হাদীছ

বঙ্গে এলমে হাদীছ প্রথম কবে, কাহার মারফত পৌঁছিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের (৬০০ হিঃ মোঃ ১২০৩ ইং) বহু পূর্বেই যে ইছলাম, তৎসঙ্গে কোরআন হাদীছও এখানে পৌঁছিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, যে সকল পীর-আওলিয়া এখানে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব, ইরাক, ইরান ও খোরাছান প্রভৃতি পশ্চিমী দেশ হইতে আগত, সেখানে তখন এলমে হাদীছের বহুল প্রচার ছিল, আর তৎকালে পীর-আওলিয়াগণই বেশীর ভাগ হাদীছ চর্চা করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের কেহ হাদীছ জানিতেন না বা এখানে হাদীছ চর্চা করেন নাই এরূপ ধারণা করা তাহাদের প্রতি অবিচার বৈ আর কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গে শাহী আমল ও নওয়াবী আমলে যে সকল আলেম-ফাজেল বিভিন্ন রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন তাঁহাদের কেহও যে হাদীছ চর্চা করেন নাই এমন কথা বলাও সঙ্গত হইবে না। কেননা, তৎকালে সরকারী কর্ম-সময়ের বাহিরে সরকারী কর্মচারীগণের এবং ব্যবসায়ের ফাঁকে ফাঁকে ব্যবসায়ীগণের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার ছিল অতি সাধারণ। বিদ্যা চর্চার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা বা উহার জন্য পৃথক সময় নির্ধারণ করার ব্যাপার হইল নেহায়েত আধুনিক। এছাড়া ১৭৮১ হইতে ১৮৩৩ ইং পর্যন্ত তো কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায়ই দরছে নেজামিয়ার পাঠ্যরূপে হাদীছের মেশকাত শরীফ শিক্ষা দেওয়া হইত এবং তৎকালে মেশকাত শরীফ পর্যন্ত হাদীছ জানা কম কথা ছিল না। উহাতে ছেহাহ্ ছেত্তার প্রায় সমস্ত হাদীছই সঙ্কলিত হইয়াছে।

অবশ্য বঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে 'ছেহাহ্ ছেত্তা'র শিক্ষা আরম্ভ হয় বর্তমান শতাব্দী হিজরীর তৃতীয় দশক বা ইছায়ী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে, যখন ১৩২৬ হিঃ মোঃ ১৯০৮ ইং চট্টগ্রাম হাটহাজারীর মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় দাওরায়ে হাদীছ এবং ১৩২৭ হিঃ মোঃ ১৯০৯ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় টাইটেল ক্লাস খোলা হয়।

সুতরাং বাংলার হাদীছ শিক্ষার ক্রমবিকাশকালকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, হাটহাজারী ও আলিয়ার পূর্ব যুগ এবং ইহার পরযুগ।

### প্রথম যুগ

এ যুগে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সূচনা হইতে ১৯০৮ ইং হাটহাজারী ও ১৯০৯ ইং কলিকাতা মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষার ব্যবস্থা করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ যুগ। এ যুগের আওলিয়া ও আলেমদের জীবনী ও শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা লিখিত না হওয়ার কারণে সঠিকভাবে জানা যায় না, ইহাদের মধ্যে হাদীছ

অভিজ্ঞ কাহারা ছিলেন। অনুসন্ধানে যে স্বল্প কয়েকজন সম্পর্কে হাদীছ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে অথবা আনুষঙ্গিক কারণে [১] হাদীছ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে নিম্নে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া গেল।

## ১। হজরত শাহ্ জালাল তাবরেজী

[মৃঃ ৬৪২ হিঃ মোঃ ১২৪৪ ইং]

তিনি প্রথমে শাহ্ আবু ছাঈদ তাবরেজী পরে শায়খ শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর নিকট হইতে মা'রেফাতের খেলাফত লাভ করেন। তিনি হজরত শায়খ বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী ও শায়খ ফরীদ গঞ্জে-শকরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বহু দেশ সফর করিয়া অবশেষে দিল্লী এবং তথা হইতে বাংলায় আগমন করেন। তিনি বিরাট আল্লামা ও বুজুর্গ ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের পাণ্ডুয়ায় ১৫০ বৎসর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন।[২]

## ২। শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা

[মৃঃ ৭০০ হিঃ মোঃ ১৩০০ ইং]

আল্লামা শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ছোলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২২৮-১২৮১ ইং) -এর রাজত্বকালে বর্তমান রাশিয়ার বোখারা প্রদেশ হইতে পাক-ভারতের তদানীন্তন রাজধানী দিল্লী আগমন করেন এবং তথায় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার আলো বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ ও ফনুনাতের বিষয়সমূহে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। মা'রেফাতের এল্‌মেও ছিলেন তিনি একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ছোলতান তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং রাজ্যের নিরাপত্তা বিনষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাঁহাকে বাংলার সোনারগাঁয়ে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। পথিমধ্যে বিহারের (উত্তর কালের) প্রখ্যাত বুজুর্গ মাখ্‌দুম শায়খ শারফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া মানীরী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সোনার গাঁও সফরে তাঁহার সহযাত্রী হন। শায়খ তাওয়ামা ৬৬৮ হিঃ মোঃ ১২৭০ ইং সোনারগাঁয়ে উপনীত হন এবং তথায় একটি মাদ্রাছা ও খানকাহ্ স্থাপন করেন। জীবনের শেষাবধি তিনি তথায় হাদীছ, তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম ও মা'রেফাতের আলো বিস্তারে ব্রতী থাকেন। তিনি তাঁহার শাগ্‌রিদ মাখদুম মানীরীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আপন কন্যা বিবাহ দেন। মাখদুম মানীরী ওস্তাদের

টীকা

(১) যথা—কোন ব্যক্তির আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের অধিবাসী হওয়া যথায় তৎকালে হাদীছের বহুল প্রচার ছিল। ওলীআল্লাহ্ হওয়া। কেননা, তৎকালে ওলীআল্লাহ্‌রাই বেশীর ভাগ হাদীছ চর্চা করিতেন। কোন ব্যক্তির কোন প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছের শাগরিদ হওয়া, যথা—হজরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্, শাহ্ আবদুল আজীজ, শাহ্ ইছহাক দেহলবী প্রমুখগণের শাগরিদ হওয়া। কেননা, তাঁহাদের দরছে সাধারণতঃ হাদীছই শিক্ষা দেওয়া হইত।

(২) মাখদুম তাবরেজী যখন পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন তখন গৌড়ে শেষ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেন রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজসভা পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র এবং রাজা স্বয়ং তাঁহার নানা অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়া তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। মাখদুম পাণ্ডুয়ায় একটি মসজিদ প্রস্তুত, একখানি উদ্যান রচনা ও একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই খানকাহ্‌তে প্রতিদিন বহু দরিদ্র, দুস্থ, নিরন্ন ও পরিব্রাজক আহার পাইত। তিনি কিভাবে শত শত লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহার বহু অপূর্ব কাহিনী 'শেক শুভোদয়' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

খেদমতে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করিয়াছিলেন। ১৮০ পংক্তিযুক্ত 'মাছ্নবী বনামে হক' তাঁহার ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কীয় একটি কাব্য পুস্তক। —ছিল্‌ছিলায়ে ফিরদাউছিয়া-২৪০ পৃঃ

### ৩। আঁখি ছেরাজ বাঙ্গালী

[মৃঃ ৭৩০ হিঃ মোঃ ১৩২৯ ইং]

হজরত শাহ্ ওছমান ওরফে আঁখি ছেরাজ বাঙ্গালী ছোটকালেই লক্ষণাবতী হইতে হজরত খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়ার খেদমতে পৌঁছেন এবং তথা হইতে এল্‌মে বাতেনের খেলাফত লাভ করেন। অতঃপর হজরত খাজার আদেশে তিনি আল্লামা ফখরুদ্দীন জর্‌রাদীর নিকট এলমে জাহের হাছিল করেন। হজরত খাজা ছাহেবের হাদীছে 'মাশারিকুল আনওয়ার' মুখস্থ ছিল। তিনি তাঁহার খলীফাকে—যাহার উপর বাংলার হেদায়েতের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে—অন্ততঃ মাশারিক পড়িতে বলেন নাই, এমন ধারণা করা যায় না।

### ৪। হজরত আল্লামা আলাউল হক পাণ্ডুবী

[মৃঃ ৮০০ হিঃ মোঃ ১৩৯৭ ইং]

তিনি হজরত আঁখি ছেরাজ পাণ্ডুবীর খলীফা ও জবরদস্ত আল্লামা ছিলেন। তাঁহার লঙ্গরখানার ব্যয় তৎকালের গৌড়ের বাদশাহ্‌র বাবুর্চিখানার ব্যয় অপেক্ষা অধিক ছিল। বাদশাহ্ নিজের মান রক্ষার জন্য তাঁহাকে গৌড় ত্যাগ করিতে বলেন। আল্লামা সোনারগাঁয়ে আসিয়া ইহার ব্যয় দ্বিগুণ করিয়া দেন। তাঁহার হেদায়েতের আলোকে তৎকালের বাংলা উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছিল।

### ৫। হজরত নূর কুতুবুল আলম পাণ্ডুবী

[মৃঃ ৮১৩ হিঃ মোঃ ১৪১০ ইং]

তিনি হজরত আলাউল হক পাণ্ডুবীর পুত্র ও খলীফা ছিলেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু তাঁহার হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দীন নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

### ৬। হজরত শাহ্ জালাল মুজাররাদ ইয়ামানী

[মৃঃ ৮১৫ হিঃ মোঃ ১৪১২ ইং]

তিনি আরবের ইয়ামান হইতে সিলেট আগমন করেন এবং ৩৬০ জন সহচর আওলিয়াসহ পূর্ববঙ্গে দ্বীন ও এল্‌মে দ্বীন প্রচার করেন। তাঁহার মাজার সিলেট শহরে অবস্থিত। (তাঁহার জীবনী সম্পর্কে স্বতন্ত্র বই-পত্র রহিয়াছে।)

### ৭। ছৈয়দ আহ্‌মদ তন্নূরী ওরফে মীরান শাহ্

হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় হজরত বড় পীর ছাহেবের পুত্র ছৈয়দ আজাল্ল ছাহেব দিল্লী আগমন করেন। তথায় তাঁহার ঔরসেই ছৈয়দ আহ্‌মদ তন্নূরীর জন্ম হয়। বাগদাদে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর ছৈয়দ আজাল্ল বাগ্‌দাদ প্রত্যাবর্তন করেন এবং তদীয় পুত্র ছৈয়দ আহ্‌মদ বাংলার হেদায়েত উদ্দেশ্যে নোয়াখালীর কাঞ্চনপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি হজরত শাহ্ জালাল ইয়ামানীর সমসাময়িক ছিলেন।

### ৮। শাহ্ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী

[মৃঃ ৮৪৪ হিঃ মোঃ ১৪৪০ ইং]

তিনি হজরত শেহাবুদ্দীন ইমাম মক্কীর বংশধর। ইমাম মক্কী ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আপন পুত্র ফখরুদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফখরুদ্দীন মীরাঠে অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শেহাবুদ্দীন বাদশার হাতে শাহাদত বরণ করেন।

শেহাবুদ্দীনের শাহাদতের পর তাঁহার আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর গর্ভে দ্বিতীয় ফখরুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ফখরুদ্দীন আপন পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছদরুদ্দীন ছদরে আলমের প্রতি জৌনপুরের এবং সর্বকনিষ্ঠ বদরুদ্দীন বদরে আলমের প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের হেদায়েতের ভার অর্পণ করেন। বদরে আলম বহু দরবেশ-সহচরসহ চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং তথায় ইসলামের আলো বিস্তার করিতে থাকেন। তিনি এল্‌মে জাহের ও বাতেন উভয়ে কামেল ব্যক্তি ছিলেন। বর্ধমানের নওয়াব আব্দুল জব্বার মরহুম তাঁহার বংশধরগণের অন্তর্গত।

### ৯। হজরত খানজাহান আলী

[মৃঃ ৮৬৩ হিঃ মোঃ ১৪৫৮ ইং]

তিনি দক্ষিণ বাংলার খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন এবং খুলনার বাঘেরহাটে এন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিরাট ওলী ও আলেম ছিলেন।

### ১০। ছৈয়দ আলী বাগদাদী

[মৃঃ ৯১৩ হিঃ মোঃ ১৫০৭ ইং]

তিনি একশত জন সহচর-দরবেশসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তোগলক রাজত্বের শেষের দিকে (৮৩৮ হিঃ মোঃ ১৪৩৪ ইং) বাগ্‌দাদ হইতে ভারতে আগমন করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লী অবস্থান করেন এবং তথায় ছৈয়দ রাজত্ব আরম্ভ হইলে ছৈয়দ রাজবংশে এক বিবাহ করেন। রাজদরবার হইতে বাংলার ফরিদপুর জিলার ঢোল-সমুদ্র নামক স্থানে (গীর্দায়) ১২ হাজার বিঘা লা-খেরাজ জমিন প্রাপ্ত হইয়া তিনি বাংলায় আগমন করেন। দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচারের পর তিনি ঢাকার মীরপুরে এন্তেকাল করেন।

### ১১। শায়খ মোহাম্মদ ইবনে ইয়াজ্‌দান বখ্‌শ বাঙ্গালী

তিনি বাংলার কোন্ জিলার অধিবাসী ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। তিনি ঢাকার একডালায় (ঘোড়াশাল ষ্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে) বসিয়া পূর্ণ বোখারী শরীফ প্রতিলিপি করিয়াছিলেন এবং সোনারগাঁয়ের তৎকালীন শাসক আলাউদ্দীনকে উপহার দিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন ৯০৫-৯২৭ হিঃ মোঃ ১৪৯৯-১৫২০ ইং পর্যন্ত সোনারগাঁয়ের শাসক ছিলেন। পাটনার বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে উহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। —তারীখুল হাদীছ, মা'আরিফ হইতে

### ১২। শায়খ ফরীদ বাঙ্গালী

তিনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক একজন জবরদস্ত আলেম ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। আকবর ৯৬৩-১০১৪ হিঃ মোঃ ১৫৫৬-১৬০৫ ইং পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 'তাজ্‌কেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ' কিতাবে তাঁহাকে স্পষ্টভাবে মোহাদ্দেছ বলা হইয়াছে। —তাজকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ

### ১৩। শাহ্ নূরী বাঙ্গালী

তিনি ঢাকার অধিবাসী ছিলেন। 'কিবরীতে আহ্মার' (كبريت احمر) নামে তাছাওফে তাঁহার একটি কিতাব রহিয়াছে।

### ১৪। মাওলানা মাজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন শাহ্জাহানপুরী

তিনি শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্লবীর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ১৭৮১ ইং, মোঃ ১১৯৬ হিঃ কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা স্থাপিত হয়। মাদ্রাছা-সময়ের বাহিরে যে তিনি মেশকাত শরীফ ছাড়া হাদীছের অপর কোন কিতাব শিক্ষা দেন নাই তাহা বলা যায় না। কেননা, তৎকালে মাদ্রাছা-শিক্ষক কেন, অপরাপর সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত সরকারী কর্ম-সময়ের বাহিরে এল্‌মে দ্বীনের শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

### ১৫। মোল্লা আবদুল আলী বাহ্রুল উলুম

[মৃঃ ১২২৫ হিঃ মোঃ ১৮১০ ইং]

তিনি বর্ধমান জিলাধীন বুহারের ধনী উকীল মুনসী ছদরুদ্দীন ছাহেবের* অনুরোধে বুহারে কিছুদিন হাদীছ, তফছীর ও মা'কুলাত শিক্ষা দেন। (১৮২ পৃঃ দ্রঃ)

### ১৬। মাওলানা আমীনুল্লাহ্ আজীমাবাদী

[মৃঃ ১২৩৩ হিঃ মোঃ ১৮১৭ ইং]

তিনি আবদুল আজীজ দেহ্লবীর শাগরিদ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনার কাজ করেন এবং কলিকাতায়ই এন্তেকাল করেন। 'কাছিদায়ে উজমা' নামে তাঁহার রছূলে করীম (ছঃ)-এর তা'রীফে একটি কিতাব রহিয়াছে। —প্রকাশিত

### ১৭। মাওলানা কালীম ফারুকী সিলেটী

তিনি দিল্লীর হজরত মির্জা মাজ্হার জানে জানান (রঃ)-এর খলীফা এবং একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আর তৎকালের বুজুর্গরা প্রায় সকলই হাদীছ-অভিজ্ঞ হইতেন।

### ১৮। মাওলানা ইদ্রীস সিলেটী

তিনি মাওলানা কালীমের পৌত্র। তিনি তৎকালীন বাংলার ছদরুছছুদুর ছিলেন এবং 'জামউল জাওয়ামে'র এক শরাহ্ লিখিয়াছিলেন।

### ১৯। মাওলানা মাদীনুল্লাহ্ আজীমাবাদী

আমীনুল্লাহ্ আজীমাবাদীর পুত্র ও শাগরিদ। তিনি আজীবন আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলেন।

টীকা

* মুনসী ছাহেব মাওলানার জন্য মাসিক ৪০০ এবং তাঁহার সহকারী মাওলানা ইজারুল হক ফিরিঙ্গী মহল্লীর জন্য মাসিক ১০০ টাকা নির্ধারণ করেন এবং একশত ছাত্রের থাকা খাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয়ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। —নেজামে তা'লীম ও তরবিয়ত-২/২২ পৃঃ

## ২০। মাওলানা বুজুর্গ আলী

তিনি আবদুল আজীজ দেহলবীর শাগরিদ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক ছিলেন।

## ২১। মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুরী

[মৃঃ ১২৫৬ হিঃ মোঃ ১৮৪০ ইং]

তিনি ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরে শিবচর থানার অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে ১১৭৮ হিঃ মোঃ ১৭৬৪ ইং এক তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি মক্কা চলিয়া যান। তথায় তিনি হজরত শায়খ তাহের সম্ভলের নিকট হাদীছ, তফছীর ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের শিক্ষা এবং এল্‌মে মা'রেফাতের দীক্ষালাভ করেন। দীর্ঘকাল অবস্থানের পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি মক্কা-মদীনা গমন করেন এবং আরও কয়েক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। বাড়ী ফিরিয়া তিনি কোরআন-হাদীছের চর্চা ও মা'রেফাতের শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ১২২৭ বাং তিনি ফারায়েজী আন্দোলন নামে এক দ্বীনী আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং নামের মুছলমানদিগকে কামের মুছলমান করিতে চেষ্টা করেন। এজন্যই দক্ষিণ বাংলার মুছলমানগণকে সাঁড়াশে মুছলমান বলা হয়। তিনি বাহাদুরপুরে এন্তেকাল করেন। পীর মুহছেনুদ্দীন ওরফে দুদু মিঞা ছাহেব তাঁহার অধঃস্তন পুরুষ।

## ২২। মাওলানা আবদুল কাদের সিলেটী

মাওলানা ইদ্রীছ সিলেটীর পুত্র। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।*

## ২৩। কাজী গোলাম সুব্‌হান ভাগলপুরী

তিনি মাওলানা আবদুল আলী বাহ্‌রুল উলুমের শাগরিদ মাওলানা মুআজ্জেমুদ্দীন ছাহেবের শাগরিদ ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে বাংলার 'কাজিউলকোজাত' ছিলেন।

## ২৪। মাওলানা ইমামুদ্দীন হাজীপুরী

[মৃঃ ১২৭৪ হিঃ মোঃ ১৮৫৭ ইং]

তিনি শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর শাগরিদ ও হজরত ছৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবীর খলীফা ছিলেন। তিনি ছৈয়দ ছাহেবের সহিত পেশওয়ার জেহাদে যোগদান করেন। এবং ছৈয়দ ছাহেবের শাহাদতের পর রামপুর হইয়া নিজ জিলা নোয়াখালীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি জীবনের বাকী অংশ কোরআন-হাদীছের প্রচারে ব্যয় করেন। দ্বিতীয়বার হজ্জ করিতে যাইয়া ফিরিবার পথে তিনি আরব সাগরে ইন্তেকাল করেন।

টীকা

* যথা—

رساله در رد معقول رساله در رد فرقه وهابيه ـ الفوائد القادرية فى شرح العقائد النسفية ـ الجوامع القادريه در عقائد اهل سنت ـ الدرالازهر شرح الفقه الاكبر۔

### ২৫। মাওলানা ছুফী নূর মোহাম্মদ নেজামপুরী

[মৃঃ ১২৭৫ হিঃ মোঃ ১৮৫৮ ইং]

তিনি কলিকাতায় এল্‌ম শিক্ষা করেন এবং কলিকাতা এলাকা ও চট্টগ্রামে উহা প্রচার করেন। তিনি ছৈয়দ শহীদ বেরেলবীর খলীফা ও পেশওয়ার জেহাদে তাঁহার সহচর ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের নেজামপুরে এন্তেকাল করেন।

### ২৬। মাওলানা আবুল হাছান

[মৃঃ ১২৮২ হিঃ মোঃ ১৮৬৫ ইং

তিনি চট্টগ্রাম জিলার চানগাঁও এলাকার ফরিদর পাড়ায় ১৮০১ ইং এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুকীম মিঞাজী। তিনি ঢাকা মোহছিনিয়া, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে উলা পাস করিয়া হিন্দুস্থানে গমন করেন এবং তথায় ৭ বৎসর হাদীছ-তফছীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি একজন বিরাট আলেম ও জবরদস্ত ওলী ছিলেন। —তাজকেরায়ে আওলিয়ায়ে বাঙ্গাল

### ২৭। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী

[মৃঃ ১২৯০ হিঃ মোঃ ১৮৭৩ ইং]

তিনি ১২১৫ হিঃ মোঃ ১৮০০ ইং জৌনপুরের এক সম্ভ্রান্ত ছিদ্দিকী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীছ তিনি মাওলানা আহ্‌মদুল্লাহ আমানীর নিকট এবং অন্যান্য এল্‌ম মাওলানা সাখাওয়াত আলী জৌনপুরী, মাওলানা কুদরতুল্লাহ রুদলবী ও মাওলানা আহ্‌মদুল্লাহ্ চড়য়াকোটীর নিকট শিক্ষা করেন। মা'রেফাত তিনি হজরত ছৈয়দ শহীদ বেরেলবী হইতে লাভ করেন। ছৈয়দ শহীদের আদেশে তিনি বঙ্গে দ্বীন ও এল্‌মে দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁহার বোটে সব সময় শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। প্রায় একান্ন বৎসরকাল এই কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি উত্তর বঙ্গের রংপুরে এন্তেকাল করেন।

সত্য কথা এই যে, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, মাওলানা ইমামুদ্দীন, ছুফী নূর মোহাম্মদ ও মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের প্রচেষ্টা না হইলে শেষ যুগে বাংলা হইতে ইসলামের নাম পর্যন্ত মুছিয়া যাইত। হিন্দুয়ানী শির্‌ক ও কুফরী এবং নানারূপ বেদ'আত, বে-দ্বীনী হইতে ইসলামকে মুক্ত করার ব্যাপারে ইঁহাদের দান অতি বিরাট।

মাওলানা কারামত আলী ছাহেব বিভিন্ন বিষয়ে বহু কিতাব লিখিয়াছেন। ৪১টি কিতাবের নাম 'ছীরাতে কারামত আলী জৌনপুরী'তে উল্লেখ রহিয়াছে।*

টীকা

* (١) ذخیرۂ کرامت حصۂ اول (٢) مکاشفات رحمت (٣) رسالۂ فیض عام (٤) تزکیة العقائد (٥) حجت قاطعه (٦) نور الهدی (٧) کتاب استقامت (٨) زینة المصلی (٩) عقائد حقه حصۂ دوم (١٠) القول الثابت (١١) الدعوات المسنونة (١٢) قامع المبتد عین (١٣) حق الیقین (١٤) القول الا مین (١٥) بیعت نامه حصۂ سوم (١٦) مراد المریدین (١٧) القول الحق (١٨) مرأة الحق (١٩) اطمینان القلوب (٢٠) ملخص القول الامین ـ مستقل مطبوع (٢١) زاد التقوی (٢٢) رفیق السالکین (٢٣) مفتاح الجنة ـ بقیه کتب (٢٤) مخارج الحروف (٢٥) زینة القاری (٢٦) شرح جزری (٢٧) کوکب دری

### ২৮। হাফেজ জামালুদ্দীন আহমদ

[মৃঃ ১৩০৩ হিঃ মোঃ ১৮৮৫ ইং]

তিনি মুঙ্গের জিলার শেখপুরার অধিবাসী ছিলেন, পরে কলিকাতার সুন্দরিয়া পট্টিতে বসবাস এখ্তেয়ার করেন। তথায় তিনি এক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা পরবর্তীকালে তাঁহার নাম অনুসারে হাফেজ জামালুদ্দীনের মসজিদ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাঁহার মসজিদেই মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি একজন বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং সময়ের বেশীর ভাগ তিনি মসজিদের হুজরায় আল্লাহ্র এবাদতেই কাটাইতেন।

—তাজকেরায়ে আওলিয়ায়ে বাঙ্গাল

### ২৯। মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ সিলেটী, ঝিঙ্গাবাড়ি

তিনি 'মাজাহেরে হক' প্রণেতা মাওলানা কুতবুদ্দীন দেহ্লবীর (মৃঃ ১২৭৯ হিঃ) শাগরিদ ছিলেন।

### ৩০। মাওলানা আরজান আলী সিলেটী

তিনি মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ ছাহেবের সমসাময়িক ছিলেন।

### ৩১। মাওলানা নজীফ আলী, বাগবাড়ী সিলেট

তিনি হিজ্‌রী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের লোক ছিলেন।

### ৩২। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী খাঁ গাজী

[মৃঃ ১২৯৬ বাং মোঃ ১৮৮৯ ইং]

তিনি চব্বিশ পরগনা জিলার বশিরহাট মহকুমাধীন হাকিমপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম তোরাব খাঁ। তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১০/১২ বৎসর বয়সেই হজরত ছৈয়দ শহীদ বেরেলবী কর্তৃক প্রবর্তিত শিখ-ইংরাজ বিরোধী জেহাদে শরীক হওয়ার জন্য জেহাদী কাফেলার সহিত সীমান্তে চলিয়া যান এবং কাফেলার আলেমদের নিকট কতিপয় বিষয় শিক্ষা করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে লাহোরে জনৈক বিখ্যাত আলেমের নিকট ফনুনাতের বিষয়াবলী শিক্ষা করেন, তৎপর দিল্লীতে হজরত 'মিঞা ছাহেব' সৈছদ নজীর হোছাইন দেহলবীর নিকট ছেহাহ্ ছেত্তার ছয় কিতাব ছয় বৎসরে নেহাত তাহ্কীকের সহিত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জীবনের শেষাবধি চব্বিশ পরগনা, যশোর, খুলনা ও নদীয়া জিলায় দ্বীন ও এল্‌মে দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং ঈছাইয়ত ও শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে থাকেন।

---

(٢٨) نور على نور (٢٩) راحت قلوب (٣٠) قوة الايمـان (٣١) احقاق الحق (٣٢) تنوير القلوب (٣٣) تزكية النســوان (٣٤) نسيم الحـرمين (٣٥) كرامـة الحرمين فى ازالة شبهة الفريقين (٣٦) براهين قطعية فى مولود خير البرية (٣٧) قرة العيون (٣٨) رسالهء فيصله (٣٩) عكازة المؤمنين بطرد المعاندين (٤٠) فتح باب صبيان (٤١) ترجمه مشكوة جلد اول (٤٢) ترجمه شمائل ترمذى (٤٣) هداية الرافضين (٤٤) برهان الاخـوان (٤٥) شرح شاطبى (٤٦) مصباح الظلام (٤٧) رد البدعة (٤٨) قوت روح (٤٩) سبيل الرشاد (٥٠) رسـاله مـحمـوديـه وغيـره ۔ (٤١ تك كتـابـون كا ذكـر مولانـا عبد الباطن صاحب نے سيرت مولانا كرامت على ميں كيا هے اور بعد كى كتابوں كا نام تذكرۂ علمائے هند ميں مذكور هيں ۔ اول ٢٢ كتابوں كا علاوه دوسرى كتابوں ميں سے كسيكى طباعات هوئى يانهيں اسكا حال مجهكو معلوم نهيں)

তিনি ছেহাহ্ ছেত্তার এক একটি বিষয়ের সমস্ত হাদীছকে এক একটি হাদীছরূপে তারতীব দিয়া (সাজাইয়া) একটি অতি মূল্যবান কিতাব লিখিয়াছিলেন। কিতাবটির সন্ধান পরে পাওয়া যায় নাই। বিখ্যাত আলেম, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁহারই পুত্র।

### ৩৩। মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী

[মৃঃ ১৩১৬ হিঃ ১৮৯৮ ইং]

তিনি মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের বাংলা সফরকালে ১২৫০ হিঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবন বাংলায় ইসলাম ও কোরআন-হাদীছ প্রচারে ব্যয়িত হয়। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ও আরেফবিল্লাহ্ ছিলেন। ঢাকা চকবাজার মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার মাজার।

### ৩৪। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাই ছাহেব

তিনি হুগলী জিলার বাওনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর কলিকাতায় বসবাস এখ্তেয়ার করেন। তিনি প্রথম হইতে শেষ শিক্ষা পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় সমাপ্ত করেন। ১৮৭৫-৯১ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইব্নে হাজার আছকালানীর 'এছাবাহ্' (الاصابة فى احوال الصحابة) নামক কিতাব সংশোধন করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি একজন আবেদ, বিশিষ্ট আলেম ও মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবীর সমসাময়িক ছিলেন।

### ৩৫। মাওলানা মোহাম্মদ মংগলকোটী বর্ধমানী

[মৃঃ ১৩২৫ হিঃ মোঃ ১৯০৭ ইং]

তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তাঁহার পিতা মাওলানা ঝিল্লুর রহীম ছাহেবের নিকট এবং ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা বিহারে মাওলানা ছাআদত হোছাইন বিহারী এবং জৌনপুরে মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্ রামপুরীর নিকট লাভ করেন। হাদীছ তিনি ছৈয়দ নজীর হোছাইন ওরফে 'মিঞা ছাহেব' দেহলবীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। তিনি ঘরে বসিয়া তিব্বি ব্যবসা করিতেন এবং অবসর সময় এল্ম শিক্ষা দিতেন। মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী ও মাওলানা বেলায়েত হোছাইন বীরভূমির ন্যায় আলেমগণও তাঁহার শাগরিদ। তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর একাংশ কলিকাতা বর্তমানে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

### ৩৬। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ চাটগামী

[মৃঃ ১৩২৮ হিঃ মোঃ ১৯১০ ইং]

তিনি চট্টগ্রামের খরন্দীপে (হাওলায়) এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীছ প্রভৃতি এল্ম তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম যুগে মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট শিক্ষা করেন এবং এল্মে মা'অরেফাত হজরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী হইতে লাভ করেন। দেশে আসিয়া প্রথমে তিনি কিছুকাল চট্টগ্রাম শহরে টুপির ব্যবসা করেন।

অতঃপর মাওলানা আবদুল হামিদ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৩২০ হিঃ মোঃ ১৯০১ ইং তিনি হাটহাজারীতে 'মুঈনুল ইছলাম' নামে এক কওমী মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপন করেন। মাদ্রাছায় তিনি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন এবং ১৯০৮ ইং সালে তথায় ছেহাহ্ ছেত্তা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

## দ্বিতীয় যুগ

এ যুগ আরম্ভ হয় ১৯০৮ ইং হাটহাজারীর মুঈনুল ইছলামে এবং ১৯০৯ ইং কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতে। কলিকাতার নূতন আলিয়া মাদ্রাছা ও পশ্চিম বঙ্গের অপরাপর মাদ্রাছা ব্যতীত কেবল পাক-বাংলাতেই বর্তমানে ৫১টি মাদ্রাছায় (২৪টি সরকারী ও ২৭টি কওমী মাদ্রাছায়) হাদীছের 'ছেহাহ ছেত্তা' শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বর্তমান বৎসর (১৯৬৪ ইং) ২৩টি সরকারী মাদ্রাছা হইতে ৫২২ জন পরীক্ষার্থী হাদীছ কোর্স পাস করিয়া বাহির হইয়াছেন। কওমী মাদ্রাছা হইতেও ঐ পরিমাণ ছাত্র বাহির হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং এই বৎসরই প্রায় এক হাজার আলেম হাদীছের জ্ঞান লাভ করিয়া পাক-বাংলায় বাহির হইলেন।

### এ যুগের পরলোকগত মোহাদ্দেছীন

এ যুগের পরলোকগত মোহাদ্দেছগণের জীবনী সম্পর্কে সংবাদপত্রে আবেদন জানাইয়া, মাদ্রাছাসমূহে চিঠিপত্র লিখিয়া এবং বিশিষ্ট আলেমদের সহিত আলোচনা করিয়া যাঁহাদের নাম বা যে পরিমাণ বিবরণ জানিতে পারিয়াছি তাহা এখানে সন্নিবেশিত হইল।*

### ১। মাওলানা ছুফী গোলাম ছালমানী

[মৃঃ ১৩৩০ হিঃ মোঃ ১৯১২ ইং]

তিনি পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জিলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে হুগলী, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং কলিকাতায়ই মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

তিনি প্রথমে হুগলী মোহছিনিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় মোদাররেছ নিযুক্ত হন। ১৯১১ ইং তিনি হুগলী মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় সহকারী সুপারেন্টেনডেণ্ট পদ লাভ করেন। তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ছুফী ফতেহ আলী রাহেমাহুল্লাহ্‌র খলীফা ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতে ভালবাসিতেন এবং যশঃ ও খ্যাতি কখনও পছন্দ করিতেন না।

টীকা

* ইহার অধিক কাহারও নিকট কিছু জানা থাকিলে এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা—ঠিকানায় লিখকের নামে প্রেরণ করিলে শোকরিয়ার সহিত গ্রহণ করা হইবে এবং পরবর্তী এডিশনে ইনশাআল্লাহ্ প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে।

### ২। মাওলানা আবদুল্লাহ্ রায়পুরী

[মৃঃ ১৩৩২ হিঃ মোঃ ১৯১৩ ইং]

তিনি নোয়াখালী জিলার রায়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রহমত উল্লাহ পাটওয়ারী। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন মোহাদ্দেছীনগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন।

### ৩। মাওলানা ওজীহুল্লাহ সন্দ্বীপী

তিনি নোয়াখালী জিলার (বর্তমানে চট্টগ্রাম জিলার) সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেওবন্দে মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর সহিত হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা করেন এবং পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। শায়খুল হিন্দ মরহুম তাঁহার হাদীছের বিশিষ্ট ওস্তাদ। তিনি অল্প কিছু দিন নোয়াখালী আহমদিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করা ছাড়া সমগ্র জীবন ওয়াজ-নছীহত করিয়া কাটান। তিনি একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ও হাদীছ অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। ১৯২০ সালের কাছাকাছি তিনি এন্তেকাল করেন।

### ৪। মাওলানা আবদুল হামীদ

[মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ মোঃ ১৯১৯ ইং]

তিনি আনুমানিক ১২৮৬ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মাদার শাহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী রোস্তম আলী। তিনি চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাছা হইতে শেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা জুলফিকার আলী প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছা স্থাপন ব্যাপারে মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছাহেবের সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। আজীবন তিনি মাদ্রাছা ও কওমের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। মাদ্রাছার নিকটবর্তী ফতেহ্পুরে তাঁহার সমাধি।

### ৫। মাওলানা মোহাম্মদ হাছান ওরফে 'মোহাদ্দেছ ছাহেব'

[মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ মোঃ ১৯২০ ইং]

তিনি অনুমান ১৮৫০ ইং চট্টগ্রাম জিলার···· গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছসহ যাবতীয় এল্ম সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষা করেন। মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী তাঁহার হাদীছের বিশিষ্ট ওস্তাদ। তিনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় এল্মে দ্বীন শিক্ষা দেন। তিনি একজন বিরাট আলেম ও বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মৌলবী খলীলুর রহমান মরহুম একদা আমাকে বলিলেনঃ 'সকালে বখশির হাট হইতে ফিরিবার পথে আমি হজরত মোহাদ্দেছ ছাহেব মরহুমের মাজারের নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সালাম জানাইলাম। মাজার হইতে শব্দ হইলঃ 'লাড়কা বড়া বে-আদব হায়' তৎক্ষণাৎ আমি বসিয়া গেলাম এবং হুজুরের নিকট ক্ষমা চাহিলাম। তিনি চট্টগ্রামের প্রথম মোহাদ্দেছ বলিয়া কথিত এবং সাধারণতঃ 'মোহাদ্দেছ ছাহেব' নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ নাজের ছাহেব, ফখরে বাংলা মাওলানা আবদুল হামীদ ছাহেব ও মৌলবী খলীলুর রহমান ছাহেব (হাজীপাড়া) তাঁহার শাগরিদ ছিলেন। ১৯১৮ ইং একবার আমি তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি সাধারণতঃ বাংলা মিশাল উর্দুতেই কথা বলিতেন। তাঁহার মাজার চট্টগ্রাম কদম মোবারক মসজিদের নিকট অবস্থিত।

### ৬। মাওলানা হাফেজ আবদুল আওয়াল জৌনপুরী

[মৃঃ ১৩৩৯ হিঃ মোঃ ১৯২০ ইং]

তিনি হজরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর বাংলা সফরকালে ১২৮৩ হিঃ সন্দ্বীপে বোটের উপর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা মাওলানা মোছলেহুদ্দীন ও মাওলানা হামেদ ভবানীগঞ্জী, মাধ্যমিক শিক্ষা মাওলানা নেজামুদ্দীন ও মাওলানা আবদুল হাই লক্ষৌবীর নিকট এবং উচ্চ শিক্ষা মক্কা শরীফে ছৌলতীয়া মাদ্রাছার ওস্তাদগণের নিকট লাভ করেন। হাদীছ তিনি মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মক্কীর নিকট শিক্ষা করেন। তিনি একজন বিরাট আলেম ও বুজুর্গ ছিলেন। ৩৩ বৎসরকাল তিনি বঙ্গে কোরআন-হাদীছ তথা দ্বীন ও এলমে-দ্বীন প্রচারে ব্যয় করেন। তিনি ছোট বড় ১২১টি কিতাব লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০টি হাদীছ সম্পর্কীয়। ৮৮টি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৩৯ হিঃ তিনি কলিকাতার মানিকতলায় এন্তেকাল করেন। —ছীরাতে আবদুল আওয়াল

### ৭। শামছুল ওলামা লুৎফুর রহমান বর্ধমানী

[মৃঃ ১৯২০-২১ ইং]

তিনি বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। মঙ্গলকোটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন মাদ্রাছায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হেদায়েত উল্লাহ্ খান রামপুরী ও লুৎফুল্লাহ আলীগড়ীর নিকট ফনুনাত এবং মাওলানা ছৈয়দ নজীর হোছাইন দেহলবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

১৮৮২ ইং তিনি জৌনপুর ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় কিছুদিন কাজ করার পর তিনি ভূপালের শিক্ষা ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং মঙ্গলকোটের সন্নিকটে ঝলু নামক স্থানে এক মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ ইং তিনি পুনরায় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৭ ইং তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ইহার তিন বৎসর পর ইহলীলা ত্যাগ করেন।

ফারছী ভাষায় তিনি একজন সুসাহিত্যিক এবং মা'কুলাতে সুপণ্ডিত ছিলেন। 'জাওয়াহিরে মুজিয়াহ' নামে এক গ্রন্থে তাঁহার ফারছী রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শাফা-কিতাবের একাংশের শরাহ্ করিয়াছিলেন। এছাড়া তিনি ভূপাল থাকাকালে হজরত শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলবীর অসমাপ্ত তফছীরে 'ফতহুল আজীজ'-এর কিছুটা সমাপ্তি কার্য করিয়াছিলেন বলিয়াও শোনা যায়।

### ৮। মাওলানা বেলায়েত হোছাইন

[মৃঃ ১৩৪০ হিঃ মোঃ ১৯২১ ইং]

তিনি ১২৬৯ হিঃ বর্ধমান জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা খয়রাত হোছাইন ছাহেব তৎকালের ছদরে আমীন ছিলেন। তিনি তদীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় এবং রামপুরে মাওলানা খায়েরাবাদীর নিকট ফনুনাত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী কলিকাতায় জামালুদ্দীন ছাহেবের মসজিদে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার নিকট ছেহাহ্ ছেত্তা অধ্যয়ন করেন।

তিনি একজন নিষ্ঠাবান আলেম, ফকীহ ও মধুরভাষী ব্যক্তি ছিলেন। এল্‌মে বাতেনের খেলাফত তিনি শাহ্ মোরশেদ আলী আল কাদেরী হইতে লাভ করেন। শেষ বয়সে তিনি হজ্জ পালন করিতে যাইয়া ১৩৪০ হিঃ আরাফাত ময়দানে এন্তেকাল করেন।

### ৯। শামছুল ওলামা মুফতী আবদুল্লাহ টংকী

তিনি বিহারে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর টংকে যাইয়া বসবাস করেন। তিনি মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ীর নিকট ফনুনাত এবং মাওলানা ছৈয়দ নজীর হোছাইন ও মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

তিনি প্রথমে আলিয়া মাদ্রাছায় যোগদান করেন, অতঃপর কিছুদিন লাহোর সেন্ট্রাল কলেজের প্রিন্সিপাল ও পাঞ্জাব ইউনিভারসিটিতে লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করেন। ১৯১৭ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তথায় হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯২০ ইং তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ চলিয়া যান। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।

### ১০। শামছুল ওলামা নাজের হাছান

[মৃঃ ১৩৪২ হিঃ মোঃ ১৯২৩ ইং]

সাহারনপুর জিলার দেওবন্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দেওবন্দের দারুল উলুমে যাবতীয় এল্‌ম শিক্ষা করেন। মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী প্রমুখ বিশিষ্ট মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি প্রথমে মিরাঠের অন্দরকোট ইছলামিয়া মাদ্রাছায় অতঃপর ভূপাল ও লক্ষ্ণৌর নুদওয়াতুল ওলামায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯১৪ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় সহকারী প্রধান অধ্যাপক পদে এবং ১৯১৫ ইং সাময়িকভাবে প্রধান অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পর ১৯২০ ইং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইছলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মাদ্রাছা ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় স্থানেই তিনি হাদীছ শিক্ষা দেন। ঢাকার বংশাল হাজী বাড়ীর কবরস্তানে তিনি সমাধিস্থ আছেন।

### ১১। মাওলানা আবদুল হামীদ

[মৃঃ ১৩৪৬ হিঃ মোঃ ১৯২৭ ইং]

তিনি নোয়াখালী জিলার রায়পুর অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হাজী হাছান আলী। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ছেহাহ ছেত্তার কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। পুনরায় তিনি হিন্দুস্থান হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন।

### ১২। মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক বর্ধমানী

[মৃঃ ১৩৪৭ হিঃ মোঃ ১৯২৮ ইং]

তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌বীর খলীফা ও বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আদেশেই তিনি কানপুর জামেউল উলুমে শিক্ষকতা করার কালে তিন মাসে (৮৪ দিনে) হাফেজ আবদুল্লাহ্ ছাহেবের নিকট কোরআন-পাক হেফ্‌জ করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, কিতাবের বরাত দেওয়ার সময় তিনি উহার পৃষ্ঠা, কখনও লাইন পর্যন্ত বলিয়া দিতেন এবং কিতাব একবার উল্টাইয়াই প্রায় সেই জায়গা ধরিয়া দিতেন। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় —উভয় স্থানেই হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন। [তাঁহার অপরাপর অবস্থার জন্য ১৭৪ পৃষ্ঠা দেখুন]

## ১৩। মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম

[মৃঃ ১৩৪৯ হিঃ মোঃ ১৯৩০ ইং]

তিনি বরিশাল জিলার মঠবাড়িয়ার অন্তর্গত দেবীপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ শিক্ষা করেন এবং দেবীপুরে আনওয়ারুল উলুম নামে এক মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন।

## ১৪। মাওলানা ইব্রাহীম পেশওয়ারী

[মৃঃ ১৩৪৯ হিঃ মোঃ ১৯৩০ ইং]

তিনি আনুমানিক ১৮৫০ ইং মরদান জিলার হুটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশের বিখ্যাত আলেমগণের নিকট ফনুনাত এবং দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গঙ্গুহতে গমন করেন এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর নিকট পুনঃ হাদীছের ছনদ লাভ করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রথমে পাক-ভারতের নৈনিতালের অন্তর্গত দাড়ো মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ঢাকা আগমন করিয়া চকবাজার মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় তিনি হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ প্রমুখ বহু বড় বড় আলেম তাঁহার শাগরিদ। তিনি অনুমান ১৯৩০ ইং ঢাকায় এন্তেকাল করেন এবং খাজে দেওয়ান বড় মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে সমাধিস্থ হন।

## ১৫। মাওলানা আবদুর রহমান

[মৃঃ ১৩৩৭ বাং মোঃ ১৯৩০ ইং]

তিনি আনুমানিক ১২৮৫ বাং ময়মনসিংহ জিলার জাঙ্গালিয়া (পোঃ গুণারীতলা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। পুনরায় তিনি মাওলানা ছৈয়দ নজীর হোছাইন দেহ্‌লবীর নিকট হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। স্বদেশ ফিরিয়া তিনি তাব্‌লীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার ২।৩ খানা কিতাব রহিয়াছে।

## ১৬। মাওলানা আহ্‌মদ আলী দুর্গাপুরী

তিনি ১২৮৯ বাং সিলেট জিলার দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী রমজান আলী। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রাওয়ালপিণ্ডি হইতে সিলেট আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৩১৩ বাং হিন্দুস্থানের রামপুর গমন করেন এবং ১৩১৪ বাং মুরাদাবাদ মাদ্রাছায় মাওলানা হাফেজ আবদুর রহমান প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে পুনরায় হাদীছ-তফছীর ও ফনুনাতের ছনদ লাভ করেন। তথায় মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি দুর্গাপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, অতঃপর গাছবাড়ী ও খরিলহাট মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। পুনরায় ১৩৩৬ বাং তিনি গাছবাড়ী মাদ্রাছায় মোহাদ্দেছরূপে বরিত হন। ইহার অল্প কয়েক বৎসর পরই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

## ১৭। মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী

[মৃঃ ১৩৫৫ হিঃ মোঃ ১৯৩৬ ইং]

তিনি জৌনপুরের (হিন্দুস্তান) মানিকাঁলা মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। ফনুনাত তিনি মাওলানা আহ্মদ হাছান কানপুরী ও মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর নিকট এবং হাদীছ হজরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহীর নিকট অধ্যয়ন করেন।

তিনি প্রথমে ১২ বৎসর যাবৎ আ'জমগড় জিলার মিণ্ড মাদ্রাছার, অতঃপর যথাক্রমে দিল্লীর আমীনিয়া ও আরা জিলার হানাফিয়া মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। মাওলানা আবদুল আওয়াল জৌনপুরীর অনুরোধে তিনি কিছুকাল জৌনপুরের মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার হেড মাওলানা ও শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ ইং তথা হইতে অবসর গ্রহণ ও জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মা'কূল, মানকূল উভয় বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

## ১৮। হজরত মাওলানা জমীর উদ্দীন চাটগামী

[মৃঃ ১৩৫৯ হিঃ মোঃ ১৯৪০ ইং]

তিনি ১২৯৬ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন শুয়াবীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর নূরুদ্দীন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করেন এবং রাত্রে জনৈক পাঞ্জাবী ইমামের নিকট এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি দুইটি অভিনব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন শুনিয়া ইমাম ছাহেব তাঁহাকে গঙ্গুহ চলিয়া যাইতে বলেন। তদনুসারে তিনি বার্মা দেশ হইতে সোজা গঙ্গুহতে হজরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর খেদমতে উপনীত হন। হজরত গঙ্গুহী তাঁহাকে প্রথমে জাহেরী এল্‌ম সমাপ্ত করিতে বলেন। সুতরাং তিনি দেওবন্দের দারুল উলুমে উপস্থিত হইয়া ৬ বৎসর যাবৎ এল্‌মে জাহের অর্জন করেন। হাদীছ তিনি হজরত শায়খুল হিন্দ এবং ফেকাহ্ হজরত মুফ্তী আজীজুর রহমান ওছমানীর নিকট শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি গঙ্গুহতে যাইয়া হজরত গঙ্গুহীর নিকট তিন বৎসর-কাল এল্‌মে বাতেন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৩২২ হিঃ, মোঃ ১৯০৫ ইং তিনি হজরত গঙ্গুহী হইতে এল্‌মে বাতেনের খেলাফত লাভ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রথমে কিছুদিন ফটিকছড়ির বিবিরহাট মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর মুঈনুল ইছলাম হাটহাজারীর পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ করেন এবং হাটহাজারীতে স্থায়ীভাবে বসবাস এখতেয়ার করেন। মাদ্রাছায় তিনি রীতিমত হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ্ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। কিছুদিনের জন্য তিনি বার্মা বোতাতাং মসজিদে ইমামতিও করিয়াছিলেন।

তিনি একজন জবরদস্ত ফকীহ্, মোহাদ্দেছ ও মুর্শিদে কামেল ছিলেন। হাফেজ ফয়েজ আহমদ ইছলামাবাদী 'তাজকেরায়ে জমীর' নামে তাঁহার স্বতন্ত্র জীবনী লিখিয়াছেন। এ অধীন তাঁহার কম-নছীব খাদেম। খেদমতের সুযোগ পাইয়াও কিছু লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার বহু শাগরিদ ও মুরীদ রহিয়াছে।*

**টীকা**

* **তাঁহার বিশিষ্ট শাগরিদগণ:** ১। মাওলানা মুফ্তী ফয়জুল্লাহ ছাহেব মেখলী। ২। মাওলানা আহ্মদ হাছান, জিরী মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা। ৩। মাওলানা আবদুল ওহ্হাব ছাহেব, হাটহাজারী মাদ্রাছার প্রধান পরিচালক ও হজরত থানবীর খলীফা। ৪। মাওলানা আবদুল মজিদ মাদারশাহী। ৫। মাওলানা ইছমাঈল, ফতেহ্পুর মাদ্রাছার +

## ১৯। মাওলানা মোহাম্মদ তাহের সিলেটী

[মৃঃ ১৩৫৯ হিঃ মোঃ ১৯৪০ ইং]

মাওলানা মোহাম্মদ তাহের ইব্‌নে আবদুল মজিদ ১২৭৫ হিঃ সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন বাঁশবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া দুই বৎসরকাল কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের নিকট ফনুনাত, তৎপর দিল্লীতে মাওলানা নজীর হোছাইন ছাহেবের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি দিল্লীতে মিঞা ছাহেবের মাদ্রাছায় এক বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন, অতঃপর বর্ধমানের মাওলানা মূছা ছাহেবের মাদ্রাছায় ও কলিকাতা কুলুটোলা মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দেন।

**তাঁহার হাদীছের কিতাব ঃ**

(ক) ইব্‌নে মাজাহ্‌র হাশিয়া। ইহা নেজামী (এন্তেজামী) মাতবায় ইব্‌নে মাজাহ্‌র হাশিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছে। (খ) 'জু'আফায়ে ইব্‌নে মাজাহ্' রেজাল শাস্ত্রের কিতাব। —অপ্রকাশিত

## ২০। মাওলানা মোহাম্মদ আলী

**[মৃঃ ১৩৫৯ হিঃ মোঃ ১৯৪০ ইং]**

তিনি ময়মনসিংহ জিলার সরধনবাড়ী (পোঃ কাশীগঞ্জ) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জামতলী মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন। অতঃপর তিনি লাহোর ইউনিভারসিটি হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। এছাড়া তিনি এল্‌মে তিব্বও শিক্ষা করেন। শিক্ষা শেষ করিয়াই তিনি দিল্লীর দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং দিল্লীতেই এন্তেকাল করেন।

## ২১। মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্

[মৃঃ ১৩৬১ হিঃ মোঃ ১৯৪২ ইং]

মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ ইব্‌নে কাজী মুতীউল্লাহ্ মিয়াজী অনুঃ ১২৮৭ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানাধীন চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন এবং দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা মুহীরুল্লাহ মির্জাপুরী ও শায়খুল হিন্দ প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার হিন্দুস্তানের ওস্তাদ।

---

+ মোহতামেম। ৬। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব, শায়খুল হাদীছ হাটহাজারী মাদ্রাছা। ৭। মাওলানা ইছকান্দার ছাহেব, তাঁহার খলীফা। ৮। মাওলানা মোহাম্মদ আমীন ছাহেব, বাবুনগর মাদ্রাছার মোহতামেম। ৯। মাওলানা নূর আহমদ ছাহেব, নাজীরহাট মাদ্রাছার মোহতামেম। ১০। মাওলানা আবুল কাছেম, বরুড়া মাদ্রাছা।

**তাঁহার খলীফাগণ ঃ** মাওলানা ইছকান্দার ছাহেব, খরন্দীপী (রঃ)। ২। মাওলানা আজীজুল হক ছাহেব (রঃ), পটিয়া ৩। মাওলানা আহ্‌মদ ছাহেব, মোহরা-চট্টগ্রাম। ৪। মাওলানা আমজাদ ছাহেব, মাদারশাহ। ৫। মাওলানা মূছা ছাহেব, বাবুনগরী। ৬। মাওলানা হাফেজুর রহমান, ইছাপুরী। ৭। মাওলানা কারী ইব্রাহীম খলীল, চান্দপুরী। ৮। মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ, মেখলী। ৯। মাওলানা আবদুল কাইয়ুম ছাহেব, গহিরা। ১০ মাওলানা হাফেজুর রহমান, হাটহাজারী। ১১। মাওলানা ওবাইদুর রহমান ছাহেব, মাদারশাহ্। ১২। মাওলানা আবদুল জব্বার ছাহেব, মোমেনশাহী ১৩। মাওলানা মহীউদ্দীন ছাহেব, মোমেনশাহী। ১৪। মাওলানা আবদুল আজীজ ছাহেব, চান্দপুরী। ১৫। মাওলানা ছোলতান আহ্‌মদ ছাহেব, মেগলাম।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখের সহিত হাটহাজারী মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষাবধি মোহ্তামেমে আ'লারূপে উহার যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও সংস্কারক ছিলেন। চট্টগ্রামের লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন।

### ২২। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

[মৃঃ ১৩৬৪ হিঃ মোঃ ১৯৪৫ ইং]

তিনি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঠুটিয়ারচর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ ও ফনুনাতের বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করেন। হজরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে কাত্লাসেন ও কিশোরগঞ্জ ইছলামিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন।

### ২৩। মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্

[মৃঃ ১৩৬৪ হিঃ মোঃ ১৯৪৫ ইং]

তিনি নোয়াখালী জিলার রায়পুরার অধিবাসী ছিলেন, পিতার নাম মাওলানা আবদুল্লাহ্। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী হইতে এল্মে মা'রেফাত হাছিল করেন।

### ২৪। মাওলানা মোহাম্মদ ছহুল ওছমানী

তিনি ১২৯৩ হিঃ বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জিলার পুর্ণিয়া মহকুমায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মাওলানা আফজল হোছাইন। তিনি তদীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর যথাক্রমে কানপুর ও হায়দরাবাদ নেজামিয়া মাদ্রাছায় মাওলানা আহ্মদ আলী ও মাওলানা আবদুল ওহ্হাব প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট ফনুনাত এবং দেওবন্দ দারুল উলুমে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ ও হজরত গঙ্গুহীর নিকট মা'রেফাতের এল্ম হাছিল করেন।

তিনি প্রথমে যথাক্রমে শাহ্জাহানপুর ও ভাগলপুর মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষক এবং দেওবন্দ দারুল উলুমে প্রায় ৮ বৎসরকাল ছিনিয়র শিক্ষকরূপে কাজ করেন। ১৯১৫ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসর পর সিলেট মাদ্রাছায় বদলী হন। ১৯১৯ ইং তিনি পাটনার শামছুল হুদা মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৬ ইং অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে দেড় বৎসরকাল প্রধান মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তৎপর সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ ইং পদত্যাগ করিয়া তিনি স্বদেশ চলিয়া যান। ১৯৪৭ ইং বিহারের দাঙ্গার কারণে তিনি পুনরায় সিলেটে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, অতঃপর ১৯৪৮ ইং আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে জন্মভূমিতে চলিয়া যান এবং তথায় এন্তেকাল করেন।

হজরত গঙ্গুহীর মৃত্যুর পর তিনি শায়খুল হিন্দ (রঃ)-এর নিকট মা'রেফাতের তা'লীম ও খেলাফত হাছিল করেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া' (فتاوی محمودیه) । ২। 'রেছালায়ে রূহুত্ তাছাওফ' (رساله روح التصوف) । ৩। 'রেছালায়ে তা'লীমুল আনছাব' (رساله تعليم الانساب) ।

**২৫। হাফেজ মাওলানা জহুরুল হক ছাহেব**

**[মৃঃ ১৩৬৬ হিঃ মোঃ ১৯৪৬ ইং]**

তিনি অনুমান ১২৯৫ বাং মোঃ ১৮৮৯ ইং সিলেট জিলায় বারঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম শায়খ উমেদ রাজা। তিনি যথাক্রমে ১৯১১ ইং ও ১৯১৩ ইং ঢাকা মোহছিনিয়া মাদ্রাছা হইতে ছুয়াম ও উলা পাস করিয়া স্বগ্রামে দ্বীনী শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৩৪ হিঃ মোঃ ১৯১৫ ইং তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান গমন করেন এবং যথাক্রমে সাহারনপুর ও দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, শিব্বীর আহমদ ওছমানী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। এল্‌মে মা'রেফাতের খেলাফত তিনি ১৩৩৬ হিঃ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) হইতে লাভ করেন। হজরত থানবী (রঃ)-এর কলমে লিখিত খেলাফতনামা আমি দেখিয়াছি।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি প্রথমে সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে, অতঃপর স্বদেশ ফিরিয়া স্থানীয় মাদ্রাছায় ও ঢাকা বেগমবাজার কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পুনরায় তিনি স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা হইতে ছেহাহ্ ছেত্তা পর্যন্ত শিক্ষাদানে এবং সমাজ সংস্কার ও প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ বয়সে তিনি বার্ধক্য হেতু নির্জনবাস এখতেয়ার করেন এবং তথায় সাধারণ লোকদিগকে দৈনিক কিছু কিছু দ্বীনী কিতাব শিক্ষা দিতে থাকেন। এছাড়া সপ্তাহে একদিন মহফিল করিয়া তিনি ওয়াজ-নছীহত করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান, সত্যে অটল ও ছূফীপ্রকৃতির লোক ছিলেন।

আবু দাউদ শিক্ষাকালে তিনি আল্লামা কাশ্মীরীর তাকারীর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা ওবাইদুল হক ছাহেবের নিকট পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে।

**২৬। মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ বরাআত বলখী**

তিনি খোরাসানের অন্তর্গত বলখে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি তদানীন্তন ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আগমন করেন এবং তথাকার আলেমগণের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া হাদীছ, তফছীর পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট পুনঃ হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং আজীবন নবাব বাড়ীর মসজিদে ইমামতী করেন। প্রথমে তিনি প্রাইভেটভাবে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে হাদীছ-তফছীর শিক্ষা দিতে থাকেন। ঢাকা ইছলামিয়া মাদ্রাছা স্থাপিত হইলে তথায় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিয়মিতভাবে হাদীছ-তফছীরের শিক্ষা দেন।

তিনি নোয়াখালী জিলার রায়পুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ তোহা মক্কী ছাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পাঁচ পুত্র ও কয়েকজন কন্যা রাখিয়া ১৯৪৭ কিংবা ১৯৪৮ ইং ইহলীলা ত্যাগ করেন।

তাঁহার একটি বিরাট কুতুবখানা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর কুতুবখানা অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উহার অবশিষ্টাংশ লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। প্রায় কিতাবেই নানা

জায়গায় তাঁহার নোট রহিয়াছে। তিনি একজন ধৈর্যশীল, বিনয়ী ও জবরদস্ত মোহাক্কেক আলেম ছিলেন। ঢাকার মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান ছাহেব তাঁহার একজন শাগরিদ।

### ২৭। শামছুল ওলামা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছাহছারামী

[মৃঃ ১৩৭০ হিঃ মোঃ ১৯৫১ ইং]

তিনি ১৮৮৬ ইং শাহআবাদ জিলার ছাহছারামের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা'কুলাত তিনি মাওলানা আবদুল ওহ্হাব বিহারী, মাওলানা মুনীরুদ্দীন ও মাওলানা আহমদ হাছান কানপুরীর নিকট এবং এল্মে হাইয়াত (খগোল-বিদ্যা) মাওলানা লুৎফুল্লাহ্ আলীগড়ীর নিকট অধ্যয়ন করেন। হাদীছ তিনি দেওবন্দে হজরত শায়খুল হিন্দ মরহুমের নিকট শিক্ষা করেন। এলমে মা'রেফাত তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরীর নিকট হইতে লাভ করেন।

তিনি প্রথমে কিছুকাল সাহারনপুরের মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন, অতঃপর ১৯০৯ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার সহকারী শিক্ষক ও ১৯২৭ ইং উহার হেড মাওলানা পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪২ ইং তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও বিচক্ষণ আলেম ছিলেন। তাঁহার তিরমিজী শরীফের একটি হাশিয়া রহিয়াছে। —অপ্রকাশিত

### ২৮। মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ

[মৃঃ ১৩৭০ হিঃ মোঃ ১৯৫১ ইং]

মাওলানা আবুল আ'লা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ ছাহেব নোয়াখালী (বর্তমান চট্টগ্রাম) জিলার সন্দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯৯ ইং তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ১৯১৮ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায়ই শিক্ষক নিয়োজিত হন। ১৯৪৭ ইং উক্ত মাদ্রাছা ঢাকা স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং ১৯৫১ ইং ইহদুনিয়া ত্যাগ করেন।

### ২৯। মাওলানা আবদুছ ছামাদ ছাহেব

[মৃঃ ১৩৭১ হিঃ মোঃ ১৯৫২ ইং]

তিনি ১২৮৮ বাং মোঃ ১৮৮১ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন বানীগ্রাম মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মোহাম্মদ ছফদর। তিনি রায়পুর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং দিল্লী আবদুর রব মাদ্রাছায় বিভিন্ন ওস্তাদগণের নিকট ফনুনাত ও মাওলানা আবদুল আলী প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার বাতেনী এল্মের মুরশিদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যথাক্রমে চুরখাই, ফুলবাড়ী ও সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি গাছবাড়ী মাদ্রাছায় দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন।

### ৩০। মাওলানা নজীরুদ্দীন

[মৃঃ ১৩৭২ হিঃ মোঃ ১৯৫৩ ইং]

তিনি উড়িষ্যা প্রদেশের কটকের অধিবাসী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি বিহার শরীফের ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত মাওলানা মোবারক করীম ও মাওলানা ইব্রাহীম ছাহেবের নিকট এবং হাদীছ মাওলানা আছগর হোছাইন ছাহেবের নিকট শিক্ষা করেন।

১৯১৪ ইং তিনি ঢাকা দারুল উলুম মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষক, ১৯২০ ইং ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের সহকারী অধ্যাপক এবং ১৯২৭ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন। আলিয়া মাদ্রাছা ঢাকা স্থানান্তরিত হওয়ার সহিত তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং ১৯৫৩ ইং ঢাকায় এন্তেকাল করেন। মাদ্রাছায় তিনি বোখারী শরীফ শিক্ষা দিতেন।

### ৩১। মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব

[মৃঃ ১৩৭২ হিঃ মোঃ ১৯৫৩ ইং]

তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এল্‌মে তিব্বও শিক্ষা করেন। তিনি ১০ বৎসরকাল শর্ষিণা দারুছ্ছুন্নত মাদ্রাছার সুপারেন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন।

### ৩২। মাওলানা আবদুল আওয়াল

[মৃঃ ১৩৭৫ হিঃ ১৯৫৫ ইং]

তিনি কুমিল্লা জিলার লাকসামের অন্তর্গত দাড়াঁচ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মোহাম্মদ আশরাফ আলী। তিনি পশ্চিম গাঁয়ে মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাহেবের মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চট্টগ্রামের দারুল উলুম মাদ্রাছা হইতে উলা এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে টাইটেল প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া পাস করেন।

তিনি প্রথমে গাজীমুড়া মাদ্রাছায় ও চট্টগ্রামের দারুল উলুমে অধ্যাপনা করেন, অতঃপর শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছের পদে থাকিয়া দীর্ঘদিন হাদীছ শিক্ষা দেন। তিনি একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ও জবরদস্ত আলেম ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও দ্বিতীয় হন নাই। দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সেই এন্তেকাল করেন।

### ৩৩। মাওলানা ছাঈদ সাহেব সন্দ্বীপী

[মৃঃ ১৩৭৫ হিঃ মোঃ ১৯৫৫ ইং]

মাওলানা ছাঈদ ইবনে নূর বখ্‌স চৌধুরী নোয়াখালী (হালে চট্টগ্রাম) জিলার সন্দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে ফনুনাতের যাবতীয় বিষয় ও হাদীছ শিক্ষা করেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি প্রায় ৪০ বৎসরকাল হাটহাজারী মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ ছিলেন, অতঃপর ১৩৬৩ হিঃ চারিয়া মাদ্রাছার পরিচালক ও শায়খুল হাদীছের পদ গ্রহণ করেন। তিনি হজরত গঙ্গুহীর মুরীদ, শায়খুল হিন্দ মরহুমের খলীফা ও দেওবন্দ দারুল উলুমের মজলিসে-শুরার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি চারিবার হজ্জব্রত পালন করেন। তাঁহার বহু শাগরিদ ও মুরীদ রহিয়াছে। তিনি রাজশাহী হইতে ফিরিবার পথে সিরাজগঞ্জে এন্তেকাল করেন এবং চারিয়ায় সমাধিস্থ হন। তিনি একজন জবরদস্ত মোহাদ্দেছ ও বুজুর্গ আলেম ছিলেন।

### ৩৪। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব

[মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ মোঃ ১৯৫৭ ইং]

তিনি চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন প্রসিদ্ধ জিরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মুঈনুল ইছলাম হাটহাজারীতে শিক্ষা সমাপ্তির পর আপন ওস্তাদ মাওলানা হাবীবুল্লাহ ছাহেবের আদেশে তিনি দেওবন্দে গমন করেন এবং তথা হইতে পুনরায় কৃতিত্বের সহিত ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ লাভ করেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছার মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন এবং মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবীর হাটহাজারী ত্যাগের পর তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ পদে বরিত হন। জীবনের শেষাবধি তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন এবং ১৩৭৭ হিঃ মোঃ ১৯৫৭ ইং ইহদুনিয়া ত্যাগ করেন। তিনি একজন বুজুর্গ আলেম ও বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ছিলেন।

## ৩৫। মাওলানা ফজলুল করীম ছাহেব

[মৃঃ ১৩৭৮ হিঃ মোঃ ১৯৫৮ ইং]

নোয়াখালী জিলার রাজারামপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষালাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি দীর্ঘদিন নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন।

## ৩৬। হাকীম মাওলানা আবদুল লতীফ ছাহেব

[মৃঃ ১৩৭৮ হিঃ মোঃ ১৯৫৮ ইং]

তিনি কুমিল্লা জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মুজীবুর রহমান। তিনি এলাহাবাদ ইউনিভারসিটি হইতে ফাজেল পাস করেন এবং রামপুরে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রায় ১২ বৎসর কাল শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় আদব, তফছীর ও হাদীছ শিক্ষা দেন।

## ৩৭। মাওলানা আমীনুল্লাহ বাবুনগরী

[মৃঃ ১৩৭৯ হিঃ মোঃ ১৯৫৯ ইং]

তিনি ১৩১২ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মাওলানা ছুফী আজীজুর রহমান (হাটহাজারী মাদ্রাছার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা)। তিনি হাদীছসহ যাবতীয় এল্‌ম প্রথমে হাটহাজারী মাদ্রাছায় শিক্ষা করেন, অতঃপর দেওবন্দে যাইয়া উহার পুনঃ ছনদ লাভ করেন। হাটহাজারীতে মাওলানা ছাঈদ ছাহেব ও দেওবন্দে আল্লামা কাশ্মীরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবীর হাতে 'বয়ত' করেন এবং ৬ মাসকাল তাঁহার খেদমতে অবস্থান করেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি প্রথমে বিভিন্ন মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় ছদরে মোদার্‌রেছ ও পরে শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত হন। তিনি একজন জ্ঞানী, ফকীহ্ ও বুজুর্গ আলেম ছিলেন।

## ৩৮। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আজিজুল হক

[মৃঃ ১৩৮০ হিঃ মোঃ ১৯৬০ ইং]

তিনি ১৩২২ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন চরকানাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মাওলানা নূর আহ্মদ ছাহেব। তিনি জিরী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করিয়া সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছা হইতে উহার ছদন লাভ করেন। জিরীর মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ও মাজাহেরে উলুমের মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ১৩৪৫ হিঃ জিরী মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছী আরম্ভ করেন, অতঃপর ১৩৫৭ হিঃ পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। তিনি হজরত মাওলানা জমীরুদ্দীন মরহুমের বিশিষ্ট খলীফা ও একজন পীরে কামেল ছিলেন। তাঁহার বহু শাগরিদ ও মুরীদ রহিয়াছে। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষার ওয়াজ শুনিয়া বহু খোদা-বিমুখ মানুষ খোদা-ভক্ত হইয়াছে।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'আল এ'তেদাল' (الاعتدال) । ২। 'খায়রুজ্‌জাদ' (خير الزاد) । ৩। 'নে'মাল উরূজ' (نعم العروض) । ৪। 'মাকালাতে হেকমত' (مقالات حكمت) । ৫। 'এ'তেকাফে চেহেল রোজাহ্‌' (اعتكاف چهل روزه)

### ৩৯। মাওলানা মোস্তাফীজুর রহমান

[মৃঃ ১৩৮০ হিঃ মোঃ ১৯৬০ ইং]

তিনি ১৯১৯ ইং নোয়াখালী জিলার আবদুল্লাহ্‌পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি নোয়াখালী কারামতিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

১৯৪৩ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মাদ্রাছায় তিনি বিভিন্ন বিষয় ও হাদীছের তিরমিজী শরীফ শিক্ষা দেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা ছিলেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। জামালুদ্দীন আফগানী। ২। পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য। ৩। শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌। ৪। মুফতী আবদুহু। ৫। ছৈয়দ আহ্‌মদ শহীদ। ৬। মুসলিম জাহান। ৭। তাজরীদে বোখারীর বঙ্গানুবাদ।

### ৪০। মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক উল্লাহ

[মৃঃ ১৩৮১ হিঃ মোঃ ১৯৬১ ইং]

তিনি নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানাধীন মান্দারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে নোয়াখালী আহ্‌মদিয়া মাদ্রাছা হইতে উলা পাস করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন।

### ৪১। মাওলানা ছূফী ওছমান গনী

[মৃঃ ১৩৮২ হিঃ মোঃ ১৯৬২ ইং]

কুমিল্লা জিলার হাজীগঞ্জ থানাধীন চন্দনপুরায় ১৯০৬ ইং তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া যথাক্রমে কলিকাতা আলিয়া, কানপুর জামেউল উলুম ও রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ, তফছীর ও ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন। তিনি ১৯২০ ইং পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি হইতে আলেম পাস করেন এবং ১৯২৪ ইং রামপুর আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফারেগ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি প্রথমে ৬ বৎসর ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ১৯৩২ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দানের সুযোগলাভ করেন। তিনি একজন আবেদ ও ছূফী ব্যক্তি ছিলেন।

### ৪২। মাওলানা আলী আহমদ কদুরখিলী

[মৃঃ ১৩৮২ হিঃ মোঃ ১৯৬২ ইং]

চট্টগ্রাম জিলার বোয়ালখালী থানাধীন কদুরখীল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মুন্‌সী আবদুল লতীফ। তিনি জিরী মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি হইতে 'মৌলবী ফাজেল' পাস করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি প্রথমে যথাক্রমে জিরী, সরফভাটা, চারিয়া ও চট্টগ্রাম মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ ও বিভিন্ন এল্‌ম শিক্ষা দেন, অতঃপর পটিয়া জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় তিন বৎসরকাল হাদীছ শিক্ষা দানের পর তিনি ১৩৮২ হিঃ অল্প বয়সে এন্তেকাল করেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'ফুয়ূজুছ্‌ছাদাত' (فيوض السادات) ২। 'কাছীদায়ে বদউল আমালী' (قصيدهٔ بدء الامالى) ৩। 'হাদ্‌ইয়াতুল মুজতানী' (هدية المجتنى) ৪। 'আল্‌ এনকেশাফ' (الا نكشاف فى حل تفسير الكشاف) ৫। 'দরদে দিল পেশেনগুয়ী' (درد دل پشينگوئى) ৬। 'মুছাল্লছাতে কাতরাব' (مثلثات قطرب) ৭। 'হায়াতে আজীজ' (حيوة عزيز)।

### ৪৩। মাওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী

[মৃঃ ১৩৮৩ হিঃ মোঃ ১৯৬৩ ইং]

তিনি ১৯০২ কিংবা ১৯০৩ ইং ঢাকা জিলার কালীগঞ্জ থানাধীন বড়কয়ের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌সী আবদুল খালেক ভুঁইয়া। তিনি স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৬ ইং ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছায়, ১৯২০ ইং দিল্লী দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর এক বৎসরকাল মিরাঠের এক মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আহমদ উল্লাহ্‌ প্রতাপগড়ী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে দিল্লী দারুল হাদীছ মাদ্রাছায় এক বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ঢাকা জিলার বেরাইদ গ্রামে একটি মাদ্রাছা স্থাপন করেন। ১৯৩৬ ইং তিনি ঢাকার (বংশাল) জামে মসজিদে ইমাম ও খতীবরূপে যোগদান করেন। ১৯৪৮ ইং তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন।

### ৪৪। মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব

[মৃঃ ১৩৮৪ হিঃ মোঃ ১৯৬৪ ইং]

তিনি ১৮৮৬ ইং চট্টগ্রাম জিলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত জলদী গ্রামে এক প্রসিদ্ধ আলেম খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী আবদুল কাদের, চাচা মৌলবী খাদেম আহমদ ও অপর এক চাচাও আলেম ছিলেন। দুই তিন পুরুষ পূর্বে এই খান্দানে একজন ওলীআল্লাহ্‌ও গোজারিয়াছেন।

তিনি প্রাথমিক জ্ঞান আপন চাচা মৌলবী খাদেম আহমদের নিকট লাভ করার পর ১৯০৪ সালে চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং প্রত্যেক শ্রেণীতেই বৃত্তিলাভ

করিয়া ১৯১৩ ইং উলা পাস করেন। পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। এক বৎসর শিক্ষকতা করার পর ১৯১৪ ইং তিনি হাদীছে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ দারুল উলুম গমন করেন। তথায় তিনি আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নিকট হাদীছ-তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা করেন। তথাকার পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ঘড়ি ইত্যাদি বহু জিনিস এন্‌আমরূপে লাভ করেন।

দেওবন্দ হইতে ফিরিয়া তিনি পুনরায় চট্টগ্রাম দারুল উলুমে শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং একাদিক্রমে ৪৬ বৎসর তথায় সহকারী শিক্ষক, সুপারেন্টেণ্ডেন্ট ও প্রিন্সিপাল পদে বহাল থাকেন। ১৯৫৯ ইং তিনি দারুল উলুম হইতে পদত্যাগ করিয়া পটিয়া জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছ ও পৃষ্ঠপোষকের কার্যভার গ্রহণ করেন। আমি তাঁহার নিকট দারুল উলুমে মেশকাত শরীফ পড়িয়াছি।

তিনি হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট মুরীদ হন এবং হজরত মাওলানা জফর আহমদ থানবী হইতে খেলাফত লাভ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও নীরবপ্রকৃতির বুজুর্গ আলেম ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ৩রা অক্টোবর তাঁহার নিজ বাড়ীতে এন্তেকাল করেন।

### ৪৫। মাওলানা আলী আ'জম ছাহেব

[মৃঃ ১৩৮৪ হিঃ মোঃ ১৯৬৪ ইং]

তিনি ১৯১৯ ইং নোয়াখালী জিলার আজীজ ফাজিলপুর (দাগন ভুঁইয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী কারামত আলী। তিনি প্রথমে দাগন ভুঁইয়া মাদ্রাছায় জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৩৩ ইং 'মোমতা-জুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি দুই বৎসরকাল রিসার্চ করেন এবং ইমাম গাজ্জালীর দর্শন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেন।

অতঃপর তিনি বেসরকারী স্কুল ও কলিকাতা মাদ্রাছায় কিছুদিন অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪১ ইং স্কুল শিক্ষকরূপে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ ইং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকপদে নিয়োজিত হন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনাকালে তিনি ১৯৬৪ ইং সালের ২রা নভেম্বর হৃদরোগে এন্তেকাল করেন। মাদ্রাছায় তিনি হাদীছের ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফ শিক্ষা দিতেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'তা'লীমে দ্বীন' ২। 'আরবী তরজমা ও রচনা শিক্ষা' ৩। 'হজরত বড় পীর ছাহেবের জীবনী।'

### ৪৬। মাওলানা আফতাব উদ্দীন সাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার লাকসামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা করেন এবং মাওলানা গঙ্গুহীর নিকট মুরীদ হন।

### ৪৭। মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার মতলব থানাধীন এখলাছপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন, অতঃপর শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান প্রমুখ ওস্তাদগণ হইতে উহার পুনঃ ছনদ লাভ করেন।

**৪৮। মাওলানা ইমামুদ্দীন ছাহেব**

জেলওয়া, লাকসাম, কুমিল্লা। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা করেন।

**৪৯। মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল হক ছাহেব**

তিনি আনুমানিক ১৩১৯ বাং জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৩৯ ইং হাদীছে কামেল পাস করেন। তিনি নোয়াখালীর ওলামাবাজার হোছাইনিয়া মাদ্রাছার মোহ্তামেম ছিলেন।

**৫০। মাওলানা ফরজাম আলী ছাহেব**

তিনি সিলেট জিলার বরখসীর অধিবাসী ছিলেন। মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহীর নিকট তিনি হাদীছ্ শিক্ষা করেন।

**৫১। মাওলানা মুফতী বেলায়েত হোছাইন ছাহেব**

নোয়াখালী জিলার সুধারাম থানাধীন অশ্বদিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে আহ্মদিয়া মাদ্রাছা হইতে উলা পাস করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। হজরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছার একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ও মুফতী ছিলেন।

**৫২। মাওলানা মোফাজ্জালুর রহমান ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়ার অন্তর্গত সুখচরীর অধিবাসী ছিলেন।

**৫৩। মাওলানা মেহেরুল্লাহ ছাহেব**

তিনি কুমিল্লা জিলার চাঁদপুর মহকুমাধীন পাইকাদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

**৫৪। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মাওলানা গঙ্গুহীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

**৫৫। মাওলানা মোহাম্মদ করীম বখ্শ**

তিনি নোয়াখালী জিলার ভবনীগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন।

**৫৬। মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব**

তিনি কুমিল্লা জিলার পোমবাইশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয় ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ ছাহেব, মাওলানা ছাঈদ আহমদ ছাহেব, মুফতী ফয়জুল্লাহ ছাহেব প্রমুখ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ। তিনি বরুড়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

## শিক্ষাদানে রত মোহাদ্দেছগণ

যে সকল মোহাদ্দেছ বর্তমানে হাদীছ শিক্ষাদানে রত আছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী—বিশেষ করিয়া তাঁহারা হাদীছ কোথায় কাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন এবং কোথায় উহা শিক্ষা দিয়াছেন বা দিতেছেন—তাহা জানার জন্য প্রত্যেক মাদ্রাছায় পত্র দ্বারা আবেদন করিয়াছিলাম। পুনঃ পুনঃ তাকিদ করা সত্ত্বেও কয়েকটি মাদ্রাছার পক্ষ হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। যাঁহাদের পক্ষ হইতে উত্তর পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অনেকে আবার কোথায় হাদীছ শিক্ষা

করিয়াছেন ও কোথায় উহা শিক্ষা দিতেছেন—এই দুইটি বিশেষ কথা ছাড়া আর কিছুই জানান নাই। সুতরাং তাঁহাদের সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এছাড়া কাহারও বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্যও নহে। আমার উদ্দেশ্য শুধু প্রত্যেকের 'ছনদে হাদীছ' বর্ণনা করা।

যাঁহাদের সম্পর্কে আমি কোনরূপ মন্তব্য করিয়াছি তাঁহাদের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার কারণে অথবা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়ার কারণেই তাহা করিয়াছি এবং যাঁহাদের সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করি নাই তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় না থাকার কারণে অথবা অবগত না হওয়ার কারণেই করিতে পারি নাই, তাঁহাদের গুণের অভাবের কারণে নহে।

**(আ)**

**১। মাওলানা আইনুদ্দীন**

তিনি ১৯১২ ইং ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম ফজলে আলী। তিনি কিছুদিন মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত শিক্ষা করেন। হাদীছ তিনি ডাবিলে মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানীর নিকট, পুনরায় দেওবন্দ দারুল উলুমে মাওলানা হোছাইন আহ্‌মদ প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট শিক্ষা করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি যথাক্রমে আওলিয়াপাড়া ও দিপেশ্বর ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৩ ইং তিনি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষক পদে নিয়োজিত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**২। মাওলানা আখতারুজ্জামান**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অধিবাসী। তিনি প্রথমে জিরী অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ শিক্ষা করেন। স্বদেশ ফিরিয়া তিনি চারিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় প্রায় পাঁচ বৎসরকাল হাদীছ শিক্ষা দেন।

**৩। মাওলানা আজিজুল্লাহ**

তিনি ১৩০১ বাং নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত শামগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী ইমামুদ্দীন। তিনি দৌলতপুর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কৃতিত্বের সহিত ছুয়ম ও উলা পাস করেন, অতঃপর সাহারন-পুরে ফনুনাত ও দেওবন্দে হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ৭ বৎসরকাল লক্ষ্মীপুর ছিনিয়র মাদ্রাছায় তৎপর ১৯২৮ ইং হইতে কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় যথাক্রমে ছিনিয়র শিক্ষক ও সুপারেন্টেণ্ডেন্ট পদে কাজ করেন। ১৯৫৫ ইং হইতে তিনি তথাকার প্রিন্সিপাল।

**৪। মাওলানা আজীজুল হক**

মাওলানা আজীজুল হক ছাহেব ঢাকা জিলার বিক্রমপুর নিবাসী মরহুম হাজী এরশাদ আলী ছাহেবের পুত্র। তিনি প্রথমে ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় প্রথম শ্রেণী হইতে হাদীছে দাওরা পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। এখানে তিনি মাওলানা জফর আহ্‌মদ ওছমানী ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন, অতঃপর ডাবিল গমন করিয়া তথায় মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী প্রমুখ মোহাদ্দেছের নিকট পুনঃ হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রথমে ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার মোহাদ্দেছ। তিনি একজন বিজ্ঞআলেম ও বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ। আরবী ভাষায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে।

তিনি বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ করিতেছেন। ৪ খণ্ডে 'মাগাজী' পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে এবং দেশবাসীর নিকট খুব সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি হাদীছের মোছলেম শরীফ অধ্যয়নকালে মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানীর 'তকরীর' (বক্তৃতা) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহা এখন পাণ্ডু-লিপি আকারে তাঁহার নিকট বিদ্যমান আছে। এছাড়া তাঁহার আরও কয়েকটি কিতাব রহিয়াছে।

### ৫। মাওলানা আজীজুর রহমান 'ইজ্জতী'

মাওলানা আজিজুর রহমান ইব্নে আলহাজ্জ মৌলবী ফজলুর রহমান নোয়াখালী জিলার লক্ষীপুর থানাধীন শেরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে বৃত্তির সহিত ছুয়ম ও উলা পাস করেন এবং ১৯৩০ ইং হাদীছে 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী-লাভ করেন।

তিনি বহুদিন হইতে বগুড়া মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। তাঁহার লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে 'শামায়েলে তিরমিজীর বঙ্গানুবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

### ৬। মাওলানা আজীজুর রহমান

তিনি বাকেরগঞ্জ জিলার নেছারাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মুফীজুর রহমান। তিনি শর্ষিণা দারুছ ছুন্নাত জামেয়ায়ে ইছলামিয়া হইতে ফাজেল ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন। অতঃপর তিনি শর্ষিণা দারুছ ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার ভাইস প্রিন্সিপাল। তিনি শর্ষিণা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক 'তবলীগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং হিজবুল্লাহ্ জমা-আতের 'নাজেম' বা সেক্রেটারী। তিনি বাংলা ভাষায় বহু কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'হেদায়াতুল কোরআন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### ৭। মাওলানা মোহাম্মদ আজীমুদ্দীন

তিনি ১৩১১ বাং ময়মনসিংহ জিলার অমরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মোহাম্মদ নজীবুল্লাহ্। তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছা হইতে উলা পাস করিয়া মুরাদাবাদ হইতে ফনুনাত ও হাদীছে দাওরা পাস করেন। পুনরায় তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে হাদীছ -এর ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যথাক্রমে ময়মনসিংহ দারুল উলুম, মুক্তাগাছা, তারাকান্দি ও ইছলামপুর মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি সোহাগী কওমী মাদ্রাছায় হাদীছের ওস্তাদ।

### ৮। হাফেজ মাওলানা আতহার আলী

তিনি সিলেট জিলার অন্তর্গত গোঙ্গাদিয়া নামক গ্রামে এক দ্বীনদার পরিবারে ১৩০৯ হিঃ মোঃ ১৮৯১ ইং জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি মুরাদাবাদের কাছেমিয়া মাদ্রাছায় ও রামপুর ষ্টেটের আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হাদীছ তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

জাহেরী এলম হাছিল করিবার পর তিনি বাতেনী এল্ম লাভের জন্য হাকীমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তথায় একাধারে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া বাতেনী এল্মের খেলাফত লাভ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রথমে সিলেট ও কুমিল্লার বিভিন্ন মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন, অতঃপর মোমেনশাহী জিলার কিশোরগঞ্জ এলাকায় হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তথায় তিনি শহীদী মসজিদ নামে এক বিরাট মসজিদ ও ১৯৪৫ ইং সনে 'জামেয়া এমদাদিয়া' নামে এক বিরাট মাদ্রাছা কায়েম করেন। বর্তমানে তিনি উহার পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক।

তিনি দীর্ঘদিন পূর্বপাকিস্তান 'জমিয়তে ওলামা' ও 'নেজামে ইছলাম' পার্টির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ ইং তিনি প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একজন বিচক্ষণ আলেম ও হক্কানী পীর।

### ৯। মাওলানা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

তিনি চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানার অধিবাসী। তিনি প্রায় ৭ বৎসরকাল চারিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দেন।

### ১০। মাওলানা মোহাম্মদ আনীছুর রহমান হাশেমী

তিনি ময়মনসিংহ জিলার গফরগাঁও থানাধীন তল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী আবদুর রহমান। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে হাদীছ ও ফনুনাত শিক্ষা করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল।

### ১১। মাওলানা মোহাম্মদ আফলাতুন কায়ছার

তিনি ১৯২৯ ইং নোয়াখালী (হালে চট্টগ্রাম) জিলার সন্দ্বীপ থানাধীন মুছাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মতীউর রহমান। তিনি প্রথমে সন্দ্বীপ জিয়াউল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর ১৯৫৫ ইং পর্যন্ত পাঁচ বৎসরকাল দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ফখরুল হাছান মোরাদাবাদী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন।

### ১২। মাওলানা আবুতালেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাফেজ আশরাফ আলী। তিনি প্রথমে হাটহাজারী ও চারিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ ও ফনুনাত শিক্ষা করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বিগত ১০ বৎসর যাবৎ তিনি চারিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৩। মাওলানা আবদুল আওয়াল

তিনি ১৯৩৩ ইং কুমিল্লা জিলার বরুড়া থানাধীন মইশাইর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা আবুল খায়ের নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া হইতে ফাজেল এবং যথাক্রমে ফেনী ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কামেল হাদীছ ও কামেল ফেকাহ্ পাস করেন। মাওলানা দেলওয়ার হোছাইন, মাওলানা ওবাইদুল হক ও মাওলানা আবদুল মান্নান প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। কামেল পরীক্ষার পর গবেষণা বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি এক বৎসরকাল গবেষণা করেন। বর্তমানে তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। তাঁহার নিম্নলিখিত দুইখানা কিতাব রহিয়াছে।

১। 'আল এজ্আন' (الاذعان فى شرح الاتقان) (প্রকাশিত) ২। 'আওনুল ওয়াদুদ' (عون الودود فى تقرير ابى داود)

### ১৪। মাওলানা আবদুল আজীজ বখতপুরী

তিনি ১৩৩৬ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৫৯ হিঃ তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। ১৩৬১ হিঃ হইতে তিনি হাটহাজারী কওমী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন। তিনি মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব ছাহেবের খলীফা।

### ১৫। মাওলানা আবদুল আজীজ (ঝিঙ্গাবাড়ী)

তিনি অনুমান ১৯১৫ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন ঝিঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মোহাম্মদ লাল মিঞা। তিনি ঝিঙ্গাবাড়ী ও সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল পাস করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় কামেল কোর্স সমাপ্ত করেন এবং আসাম বোর্ড হইতে উহার পরীক্ষা দেন । পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা মাজেদ আলী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে আসাম প্রদেশের গৌড়িপুর মদীনাতুল উলুম মাদ্রাছায়, অতঃপর ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাছায় ১২/১৩ বৎসর হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৯৪৯ ইং তিনি সিলেট এবং ১৯৫৫ ইং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বর্তমানে হাদীছের আবু দাউদ শরীফ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৬। মাওলানা আবদুল আজীজ

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুল আজীজ ইব্‌নে আল্‌হাজ্জ মুন্‌সী মোহ্‌ছেন উদ্দীন মোল্লা খুলনা জিলার চালিতাবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শর্ষিণা দারুছ ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন। শর্ষিণার তৎকালীন মোহাদ্দেছগণ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি উক্ত মাদ্রাছায় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। কিমিয়ায়ে ছাআ'দতের বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্যের পরশ পাথর' নামে তাঁহার একখানা কিতাব রহিয়াছে।

### ১৭। মাওলানা ছৈয়দ আবদুল আহাদ কাছেমী

তিনি ১৯২১ ইং মুঙ্গের জিলার 'কসবা' নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত ছৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছৈয়দ ইমামুদ্দীন মরহুম। ১৯৩১ ইং তিনি পিতার কারবারের স্থান ঢাকায় আগমন করেন এবং দুই বৎসর ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি মাওলানা মোদ্দাছির সিলেটী ও প্রসিদ্ধ মান্তেকী মাওলানা হাছান রাজা সিলেটীর নিকট আপন ঘরে বসিয়া ফনুনাত শিক্ষা করেন এবং যথাক্রমে ১৯৩৪ ইং ও ১৯৩৬ ইং ঢাকা দারুল উলুম মাদ্রাছার মাধ্যমে সেন্ট্রাল পরীক্ষা দিয়া আলেম ও ফাজেল পাস করেন। অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দ যাইয়া তিনি তিন বৎসরকাল ফনুনাতসহ হাদীছ অধ্যয়ন করেন। শায়খুল ইছলাম মাওলানা মদনী ও ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের বিশিষ্ট ওস্তাদ এবং মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী ও মাওলানা শামছুল হক আফগানী প্রমুখ তাঁহার হাদীছ ও উচ্চ পর্যায়ের ফনুনাতের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া, ইছলামিয়া ও দারুল উলুম মাদ্রাছায় প্রধান শিক্ষকের পদে দীর্ঘ দিন কাজ করেন এবং ১৯৬০ ইং উহা ত্যাগ করিয়া কিতাব রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬১ ইং ও ১৯৬২ ইং দুই বৎসরকাল তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় ছদরোল মোদাররেছ ও নাজেমে তা'লীমাত পদে কার্য করেন এবং হাদীছের তিরমিজী শরীফ শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি পুনরায় রচনাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

তিনি হজরত মাওলানা মদনীর নিকট 'বয়ত' করেন এবং ৭ বৎসর যাবৎ প্রত্যেক রমজান মাসে সিলেটে তাঁহার খেদমতে হাজির থাকেন।

তিনি একজন 'হরফনী' আলেম ও সুলেখক। আরবী ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা রহিয়াছে। তিনি বহু বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করিয়াছেন।*

---

টীকা

* তাঁহার রচনাবলী ঃ

(١) حيات اعزاز (٢) ترجمۂ علم التصوف للسيوطى (٣) احكام رمضان وزكوة (اردو) (٤) همارے مصنفين (غير مطبوع) (٥) مالا يسع للمفسر جهله (غير مطبوع) (٦) احكام رمضان وزكوة (بنگله)

ايكى درسى كتابين

(١) سيرت پاك (٢) باكورة الادب (٣) گوهر اردو (٤) قواعد اردو (٥) بدور الفصاحة شرح دروس البلاغة (٦) اسباق الفصاحة شرح دروس البلاغة (٧) تعليقات تمرينات الحديقة (٨) الوصاف على الكشاف (٩) العلالة الناجعة ترجمة العجالة النافعه (١٠) مقدمۂ قدورى (١١) مقدمۂ عين العلم (١٢) مقدمۂ مرقات (١٣) مقدمۂ شرح تهذيب (١٤) مقدمۂ ميزان (١٥) مقدمۂ شرح جزرى (١٦) مقدمۂ مسلم الثبوت (١٧) علم العروض (١٨) مقدمۂ سراجى (١٩) مقدمۂ ديوان حماسه (٢٠) مقدمۂ مستطرف (٢١) تاريخ اسلام از بنى عباسى تاقيام پاكستان (غير مطبوع) (٢٢) ترجمه مالا بد منه (غير مطبوع) (٢٣) شرح نور الانوار (زير طبع) (٢٤) ترجمه مرقات بنام المسقات (٢٥) شرح الادب الجديد بنام معلم الادب (٢٦) تفهيم المبانى ترجمۂ تسهيل المعانى (٢٧) معراج المنطق (٢٨) ترجمۂ تلخيص المنار (٢٩) تاريخ فلسفه و منطق (غير مطبوع)

### ১৮। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (রাজারগাঁও)

মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ইব্‌নে মোয়াজ্জম মিয়া ১৯০৮ ইং সিলেট জিলার রাজারগাঁও গ্রামে (পোঃ সোনাতোলা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা 'ইমদাদুল ইছলাম' মাদ্রাছায় সমাপ্ত করিয়া যথাক্রমে ঝিঙ্গাবাড়ী ও সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ইত্যাদি এল্‌ম শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রীলাভ করেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ছাহ্‌ছারামী ও মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন সিলেটী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। এছাড়া মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনীর নিকট হইতেও তিনি হাদীছের 'এজাজত' লাভ করেন।

তিনি বিগত ১৫ (পনের) বৎসর যাবৎ সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ ও ফেকাহ্‌ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৯। হাফেজ ক্বারী মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (ধীৎপুর)

তিনি ময়মনসিংহ জিলার ধীৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌সী মরহুম মমরুজ আলী। তিনি সাহারনপুর মাদ্রাছায় হাদীছ ও ফনুনাত শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ আবদুল লতীফ ও মাওলানা জাকারিয়া ছাহেব প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহের বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ২০। 'পীরজী' মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার হোমনা থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামে অনুমান হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেন। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি ঢাকা মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ গমন করেন এবং তথায় হাদীছ ও ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি দীর্ঘ দিন প্রসিদ্ধ ক্বারী আবদুল ওহীদ এলাহাবাদী, দেওবন্দী ছাহেবের খেদমতে থাকিয়া এল্‌মে কেরাআতের ছনদ হাছেল করেন। মা'রেফাতের এল্‌ম তিনি মাওলানা জফর আহ্‌মদ ওছমানী হইতে লাভ করেন।

প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হাদীছ-তফছীর শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহ্‌তামেম। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও বিখ্যাত পীর।

### ২১। মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা আবদুর রহমান। তিনি প্রথমে চারিয়া কাছেমুল উলুম, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছাঈদ ছাহেব ও হজরত মাওলানা হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি দীর্ঘদিন বরুড়া কওমী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি চানপুরের এক মাদ্রাছায় আছেন।

### ২২। মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব (হাটহাজারী)

তিনি ১৩২০ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানাধীন রুহুল্লাহ্‌পুর গ্রামে বিখ্যাত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল হাকীম। তিনি প্রথমে হাটহাজারী অতঃপর যথাক্রমে সাহারনপুর ও দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা

হাবীবুল্লাহ্ চাটগামী ও আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হাটহাজারী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিয়াছেন। বর্তমানে তিনি তথাকার মোহ্‌তামেমে আ'লা বা প্রধান পরিচালক। তিনি হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর একজন বিশিষ্ট খলীফা ও জবরদস্ত আলেম।

**২৩। মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (বদরপুরী)**

তিনি ১৩৪৫ বাং কুমিল্লা জিলার মতলব থানার অন্তর্গত বদরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল মজীদ। তিনি ১৩৮৩ হিঃ হাটহাজারী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা মুফ্‌তী ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব ও মাওলানা আবদুল কায়্যুম ছাহেব প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। শিক্ষা সমাপ্তির পর পর তিনি যশোর রেল ষ্টেশন কওমী মাদ্রাছায় হাদীছ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন।

**২৪। মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ছাহেব**

তিনি ১৩০৫ হিঃ নোয়াখালী (হালে চট্টগ্রাম) জিলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ থানাধীন চররহীম অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শায়খ আফছারুদ্দীন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ-তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা করেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাছান ও মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি বিগত ৪৪ বৎসর যাবৎ জিরী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌মের দরছ দান করিতেছেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন বুজুর্গ আলেম ও বিখ্যাত মোহাদ্দেছ। (জিরী মাদ্রাছা কর্তৃক প্রেরিত লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ বিধায় তথাকার কোন মোহাদ্দেছেরই পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইল না।)

**২৫। মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ (বরিশালী)**

তিনি বরিশাল জিলার গুয়াটন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মুনসী ছফীর উদ্দিন। তিনি নোয়াখালী হইতে ফাজেল পাস করেন এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ ও তফছীর শিক্ষা করেন। বিগত ২৯ বৎসর হইতে তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ-তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'লুবাবুত তাওয়ারীখ', ২। 'মোফাচ্ছল, উর্দু ফুছুলে আকবরী', ৩। 'উর্দু মীজান মুন্‌শাআব', ৪। 'আখেরাতের সম্বল', ৫। 'হজ্জ ও যিয়ারত'।

**২৬। মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ ছাহেব**

তিনি ১৩৪৯ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার রাঙ্গুনিয়া থানাধীন কোদাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী জোবায়েদ আলী। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া পটিয়া জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি চারিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌মের দরছ দান করিতেছেন।

**২৭। মাওলানা আবদুল করীম ছাহেব**

তিনি কুমিল্লা জিলার অধিবাসী। পিতার নাম হাজী আফতাবুদ্দীন। তিনি রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত এবং মাতলাউল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**২৮। মাওলানা আবদুল কবীর ছাহেব**

তিনি নোয়াখালী জিলার বটতলী গ্রামের মাওলানা আবদুল আজীজ ছাহেবের চতুর্থ পুত্র। তিনি নিজ বাড়ীর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত, হাদীছ ও তফছীর শিক্ষা করেন। তিনি মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী ও মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব দেওবন্দী প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। বর্তমানে তিনি লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**২৯। মাওলানা আবদুল কায়্যুম (গহিরা)**

তিনি ১৩৩২ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার অন্তর্গত গহিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মাজহারুল্লাহ চৌধুরী। তিনি প্রথমে হাটহাজারী, অতঃপর ১৩৫৭ হিঃ দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছে দাওরা পাস করে। তিনি ১৩৫৯ হিঃ হাটহাজারী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষাদান কার্যে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ ছাহেবের জামাতা এবং হজরত মাওলানা জমীরুদ্দীন ছাহেবের খলীফা। তিনি একজন বুজুর্গ আলেম ও প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ।

**৩০। মাওলানা আবদুল খালেক ছাহেব**

মাওলানা আবদুল খালেক ইব্‌নে আন্‌ওয়ার মজুমদার ১৯০২ ইং নোয়াখালী জিলার নূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করিয়া ১৯২০ ইং নেজামপুর ছুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাছা হইতে জমাতে ছুয়াম পাস করেন এবং ১৯২৫ ইং সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছা হইতে ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা হাফেজ আবদুল লতীফ ও মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি দুই বৎসর রেঙ্গুন এক মসজিদে ইমামতি করেন। অতঃপর তিনি ১৯২৮ ইং কিশোরগঞ্জের বিলবরুল্লায় এবং ১৯২৯ ইং হইতে তিন বৎসরকাল ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৪ ইং তিনি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছার ছিনিয়র শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও কামিয়াব ওস্তাদ।

**৩১। মাওলানা আবদুল গনী (পাবনা)**

তিনি ১৯০৭ অথবা ১৯০৮ ইং পাবনা জিলার অন্তর্গত লাঙ্গলমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নদী ভাঙ্গার পর তাঁহার পিতা ইলিমুদ্দীন সরকার টাঙ্গাইল মহকুমার রশীদপুর গ্রামে বসবাস এখতেয়ার করেন। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহের বিভিন্ন মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২৮ ইং ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছা হইতে আলেম পাস করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৩০ ও ১৯৩৩ ইং যথাক্রমে ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন। তিনি মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ও মাওলানা মোশতাক আহমদ প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

তিনি ১৯৩৪ ইং দিনাজপুরের মিরগড় মাদ্রাছায় এবং ১৯৪১ ইং আরামনগর আলিয়া মাদ্রাছায় ছিনিয়র শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি শেষোক্ত মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**৩২। মাওলানা আবদুল গনী ছাহেব**

মাওলানা আবদুল গনী ইব্‌নে আবদুর রহমান ১৯০৮ ইং নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানাধীন গোপীনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খিলবাইছা, নোয়াখালী ইছলামিয়া ও কারামতিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে

১৯২৯ ইং ও ১৯৩১ ইং আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৩৩ ইং কামেল ফেকাহ্ পাস করেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার বোখারী শরীফের ওস্তাদ। তিনি যথাক্রমে পাঙ্গাশিয়া, চাঁদপুর ওছমানিয়া ও খিলবাইছা ছিনিয়র মাদ্রাছায় ছিনিয়র শিক্ষক এবং ১২ বৎসরকাল রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট পদে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল।

**৩৩। মাওলানা আবদুছ ছালাম ছাহেব**

তিনি ১৯২৬ ইং ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ছাহেব রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মৌলভী আবুল হাশেম ভুঁইয়া। তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা তাজাম্মুল হোছাইন ছাহেব ও মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি মাদারীপুর আহ্মদিয়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**৩৪। মাওলানা আবদুছ ছামাদ ছাহেব**

তিনি ১৯২২ ইং মোমেনশাহী জিলার অন্তর্গত কাতলাসেন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ একজন ইসলাম-দরদী আলেম ছিলেন। তিনি ১৯৪৫ ইং কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল এবং ১৯৪৭ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কৃতিত্বের সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল।

**৩৫। মাওলানা আবদুছ ছামাদ ছাহেব**

তিনি ময়মনসিংহ জিলার যোগীরকোফা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম আহ্মদ আলী। তিনি সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ আবদুল লতীফ প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**৩৬। মাওলানা আবদুছ ছাত্তার ছিদ্দিকী বিহারী**

তিনি বিহার প্রদেশের অন্তর্গত চাম্পারণ জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মাওলানা হাকীম আবদুর রহমান। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি শর্ষিণা দারুছ ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন। বোখারী শরীফের কিতাবুত তফছীরের শরাহ্ ও তিরমিজী শরীফের শরাহ্ তাঁহার রচনাধীন আছে।

**৩৭। মাওলানা আবদুছ ছাত্তার ছাহেব**

মাওলানা আবদুছ ছাত্তার ইব্নে জসিমুদ্দীন খুলনা জিলার হাবীবপুর (পোঃ নূর নগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ফখরুল হাছান ও মাওলানা জলীল আহ্মদ প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৩৭৫ হিঃ হইতে ১৩৮৩ হিঃ পর্যন্ত গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় অধ্যাপনা কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং হাদীছের বোখারী শরীফ ও তিরমিজী শরীফ প্রভৃতি কিতাব শিক্ষা দেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ।

তিনি 'তফছীরের নামে সত্যের অপলাপ' নামে একটি সমালোচনামূলক বহি লিখিয়াছেন।

### ৩৮। মাওলানা আবদুছ ছাত্তার বিহারী

তিনি বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জিলার সরাই নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মোহাম্মদ জান জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন এবং ২৪ পরগনার গুরীকা নামক স্থানে বসবাস এখতেয়ার করেন। তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৭ ইং হুগলী মোহছিনিয়া, অতঃপর ১৯২০ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন এবং তথা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে ১৯২৩ ইং ও ১৯২৫ ইং ছুয়াম ও উলা পাস করেন এবং ১৯২৮ ইং 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী ও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছাহছারামী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি ১৯২৮ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯২৯ ইং হইতে মাদ্রাছা এডুকেশন বোর্ডের কাজও পরিচালনা করেন। ১৯৪০ ইং তিনি নিয়মিত-ভাবে উক্ত বোর্ডের সহকারী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ ইং মাদ্রাছা ঢাকা স্থানান্তরিত হইলে তিনি ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'মোন্‌তাখাবাতে উর্দু' (منتخبات اردو) , ২। 'বাহারে উর্দু' (بہار اردو) , ৩। 'তারীখে মাদ্রাছায়ে আলিয়া' (تاریخ مدرسۂ عالیہ) ।

### ৩৯। মাওলানা আবদুছ ছাত্তার মজুমদার

তিনি ১৯৩১ ইং কুমিল্লা জিলার মতলব থানাধীন বাড়ইগাঁও (পোঃ নারায়ণপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আকরাম আলী মজুমদার। তিনি কুমিল্লা জিলাধীন শাহ্‌তলী ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে ১৯৫২ ইং আলেম, বরিশালের চর লক্ষ্মীপুর ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে ১৯৫৪ ইং ফাজেল এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৫৬ ইং মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন পরীক্ষায় পাস করেন। মাওলানা মুফতী আমীমুল এহ্‌সান প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি সোনাকান্দা ছিনিয়র (বর্তমানে আলিয়া) মাদ্রাছার সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল।

### ৪০। মাওলানা আবদুছ ছুবহান ছাহেব

মাওলানা আবদুছ ছুবহান ইব্‌নে কলীমুল্লাহ্ চট্টগ্রাম জিলার বাঁশখালী থানাধীন জলদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছায় হাদীছসহ যাবতীয় এল্ম শিক্ষা করেন। মাওলানা ফয়জুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল কায়ুম ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি বর্তমানে নেত্রকোণা মেফতাহুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষাদানে রত আছেন।

### ৪১। মাওলানা আবদুর রব (ফেনুয়া)

তিনি কুমিল্লা জিলার ফেনুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্বারী আবদুর রাজ্জাক। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বালিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন। —মাদ্রাছা কর্তৃক প্রেরিত উত্তর অসম্পূর্ণ

### ৪২। মাওলানা আবদুর রব কাছেমী

মাওলানা আবদুর রব ইব্‌নে আবদুর রহীম ১৯০৯ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন ফিল্যাকান্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গাছবাড়ী-আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৩১ ইং ফাজেল পাস করেন। অতঃপর তিনি ১৯৩১ ইং

হইতে ১৯৩৫ ইং পর্যন্ত যথাক্রমে সাহারানপুর ও দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'দুরুছুল উছুল' (دروس الاصول) [অপ্রকাশিত]। ২। 'আল মাজাহেবু ওয়াদ্দালায়েল' (المذاهب و الدلائل) [রচনাধীনে আছে]।

### ৪৩। মাওলানা আবদুর রব রায়পুরী

তিনি ১৯১৪ ইং নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন সোনাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মাওলানা আবদুল গনী। তিনি তদীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় ফাজেল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ছাহ্‌ছারামী ও মাওলানা বেলায়েত হোছাইন ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ৪৪। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রব খান ছাহেব

মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুর রব খান ইব্‌নে ছেরাজুদ্দীন খান ১৯৩০ ইং বরিশাল জিলার বাকেরগঞ্জ থানাধীন খোদাবখ্‌স কাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কয়রা ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে দাখেল, আলেম ও ১৯৫১ ইং ফাজেল পাস করেন এবং ১৯৫৩ ইং শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী ও আবদুছ ছাত্তার বিহারী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি পাঙ্গাশিয়া ছিনিয়র (বর্তমানে আলিয়া) মাদ্রাছার সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার ভাইস প্রিন্সিপাল।

### ৪৫। মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব

তিনি ১৯২২ ইং কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত পেটুয়াজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ নোয়াব আলী। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ১৯৪৬ ইং দারুল উলুম দেওবন্দে গমন করেন এবং তথায় মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী ও মাওলানা এ'জাজ আলী দেওবন্দী প্রমুখ মোহাদ্দেছীনের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যথাক্রমে আদমপুর ছিনিয়র মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষক ও হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় দ্বিতীয় মোহাদ্দেছ হিসাবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ৪৬। মাওলানা আবদুর রশীদ লক্ষ্মীপুরী

মাওলানা আবদু রশীদ ইবনে ইছলাম মিয়াজী ১৩০০ বাং নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানাধীন ধোলাকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর তোতারখিল গ্রামে বসতি এখতেয়ার করেন। তিনি

বটতলীর মাওলানা আবদুল আজীজ ছাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। শায়খুল হিন্দ হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী ও আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ও মুফতী আজীজুর রহ্মান ওছমানী তাঁহার ফেকাহ্র ওস্তাদ।

১৩৩২ হিঃ স্বদেশ ফিরিয়া তিনি যথাক্রমে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও নোয়াখালী ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দেন। বিগত ২০/২৫ বৎসর যাবৎ তিনি নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছার শিক্ষক ও মোহাদ্দেছ।

### ৪৭। মাওলানা আবদুর রহমান আল কাশগড়ী

তিনি ১৯১২ ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর চীনা তুর্কিস্তানের তদানীন্তন রাজধানী (বর্তমানে খাস চীনের অধীনে) কাশগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় আলেমগণের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত তৎকালের অবিভক্ত হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং লক্ষ্ণৌর দারুল উলুম নুদ্ওয়ায় ভর্তি হন। তথায় তিনি হাদীছ, তফছীর, আরবী সাহিত্য ও ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করিয়া ১৯৩১ ইং সমাপ্তি ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ আবদুল হাই বেরেলবী প্রমুখ তাঁহার ওস্তাদ। এছাড়া তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবীতে ফাজেলে আদব ও কোরআনিয়া মাদ্রাছা হইতে সাত ক্বেরাতের ছনদ হাছিল করেন।

প্রথমে তিনি কিছুদিন দারুল উলুম নুদ্ওয়ায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ১৯৩৮ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ফেকাহ্ ও উছূলে ফেকাহ্র লেক্চারার নিযুক্ত হন। মাদ্রাছা স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৫৬ ইং তিনি সহকারী প্রধান অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অগাধ জ্ঞান রহিয়াছে। তিনি উহার একজন উচ্চাঙ্গের কবি ও সমালোচক।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'মেহাক্কুন্নক্দ' (محك النقد) আরবী কাব্য সমালোচনা। ২। 'আল্মোহাব্বার', (المحبر فى المذكر و المؤنث) আরবী লিঙ্গ সম্বন্ধীয় কিতাব। ৩। 'আল্মুফীদ' (المفيد) উর্দু, বাংলা ইংরেজী অভিধান, প্রকাশিত। ৪। 'আশ্শাজারত' (الشذرات) আরবী কাব্য, প্রকাশিত। ৫। 'আল্আবারাত' (العبرات) আরবী কাব্য, প্রকাশিত। ৬। 'দিওয়ানুজ্ জাহ্রাত'— (ديوان الزهرات) আরবী কাব্য প্রকাশিত।

### ৪৮। মাওলানা শায়খ আবদুর রহীম

[এম, এ; বি, এল; বি, টি; ফাজেলে দেওবন্দ]

তিনি ১৯০৪ ইং মুর্শিদাবাদ জিলার মোহাম্মদপুরে (পোঃ জঙ্গীপুর) জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব মরহুম।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মক্তব ও জুনিয়র মাদ্রাছায় লাভ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে হাছেল করেন। মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী ও মাওলানা বেলায়েত হোছাইন বীরভূমী প্রমুখ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ। ১৯২৫-২৯ ইং তিনি ঢাকা ইউনিভারসিটি হইতে ইছলামিক ষ্টাডিজে যথাক্রমে বি, এ অনার্স ও এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং শামছুল ওলামা মোনাওওর আলী রামপুরীর নিকট ছেহাহ্ ছেত্তার নির্ধারিত অংশ অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ ইং তিনি বি, এল এবং ১৯৩৮ ইং ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ হইতে বি, টি পাস করেন। ১৯৪০-৪৩ ইং তিন বৎসরকাল তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চস্তরের ফনুনাত ও হাদীছ-তফছীরে উচ্চ

শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দাওরায়ে হাদীছ ও তফছীরে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ এবং মাওলানা ইদ্রীছ কান্দলবী ও মাওলানা 'মিঞা ছাহেব' ছৈয়দ আছগর হোছাইন তাঁহার তফছীরের অধ্যাপক।

তিনি দেওবন্দ গমনের পূর্বে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিভিন্ন হাই মাদ্রাছায় ৭ বৎসর-কাল অধ্যাপনা করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৪৩ ইং হইতে এ যাবৎ তিনি ঢাকা ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং ইছলামিক বিভাগে হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও ছুফী প্রকৃতির লোক।

### ৪৯। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জলীল ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনসী কারামত আলী। তিনি মেশকাত শরীফ পর্যন্ত হাটহাজারী মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন, অতঃপর ১৩৪৯ হিঃ হইতে পাঁচ বৎসরকাল দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ-তফছীর শিক্ষা করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাছায় ১০ বৎসরকাল হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ ছাহেবের এন্তেকালের পর তিনি হাটহাজারী ত্যাগ করেন এবং মাওলানা ছাঈদ ছাহেবের সহযোগিতায় চারিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছে দাওরা খোলেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহতামেম।

### ৫০। হাফেজ মাওলানা আবদুল বারী (শাহাদতপুরী)

তিনি ১৯৩১ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত সদর মহকুমাধীন শাহাদতপুর (পোঃ রঙ্গা হাজীগঞ্জ বাজার) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রঙ্গা ছিনিয়র মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন, পুনরায় দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ ও তফছীর অধ্যয়ন করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ১৯৫৪ ইং হইতে ১৯৫৮ ইং পর্যন্ত বরিশালের পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯৫৯ ইং তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন, বর্তমানে তিনি তথায় ফনুনাত ও হাদীছের দরছ দিতেছেন।

### ৫১। মাওলানা আবদুল বারী ছাহেব

চট্টগ্রাম জিলার জলদী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্থানীয় মাদ্রাছা হইতে জমাতে উলা পাস করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। ১৩৭৯ হিঃ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় হাদীছের দরছে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথায় আবু দাঊদ শরীফ ও নাছায়ী শরীফ প্রভৃতি কিতাব শিক্ষা দিতেছেন।

### ৫২। মাওলানা আবুল আম্মার মোহাম্মদ আবদুল বারী ছাহেব

তিনি ১৯১৯ ইং মেদিনীপুর জিলার নান্দীগ্রাম থানাধীন শমছাবাদ ছারবাড়িয়া নামক গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস এখতেয়ার করেন। তিনি ২৪ পরগণা জিলার বটতলা 'আইনুল এল্‌ম' মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দিল্লী ফতেহ্‌পুর মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন, অতঃপর লক্ষ্ণৌর 'মাদ্রাছায়ে নেজামিয়া' ও মিরাঠ দারুল উলুম মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে 'দরজায়ে মাওলানা' ও হাদীছের পুনঃ ছনদ লাভ

করেন। ফতেহপুরে মাওলানা আহ্মদ আলী, ফিরিঙ্গী মহলে মাওলানা কিয়ামুদ্দীন আবদুল বারী ও মিরাঠে মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে বীরভূম আহ্মদিয়া হানাফিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৯৩৯ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ ও বিভিন্ন এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**৫৩। মাওলানা আবদুল মজীদ (দেবীপুরী)**

তিনি ১৯০১ ইং কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আহ্মদ আলী ছাহেব। তিনি কামরাঙ্গা মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে ১৯২৬ ইং, ১৯২৮ ইং আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৩০ ইং কামেল ফেকাহ্ পাস করেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ও মাওলানা মোশতাক আহ্মদ প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে যথাক্রমে ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছায় ও পশ্চিমগাঁও ফয়েজিয়া ছিনিয়র মাদ্রাছায় সুপারেণ্টেন্ডেন্ট ও সহকারী সুপাঃ পদে কাজ করেন। অতঃপর তিনি দৌলতগঞ্জ গাজিমুড়া আলিয়া মাদ্রাছায় সুপারেন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছায় প্রিন্সিপাল।

**৫৪। মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব**

মাওলানা আবদুল মজীদ ইবনে মুন্সী আফছার উদ্দীন ভুঁইয়া ঢাকা জিলার কোরহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা আশরাফুল উলুম, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম হইতে তফছীর ও হাদীছের ছনদপ্রাপ্ত হন। মাওলানা আবদুল লতীফ ছাহেব ও মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ৭ বৎসর ফরিদপুরের গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইছলাম মাদ্রাছায়, ৩ বৎসর খুলনার উদয়পুর মাদ্রাছায় ও ২ বৎসর বরিশালের সাত কালেমিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৩ ইং হইতে তিনি ঢাকার লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা দিয়া আসি-তেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও দক্ষ ওস্তাদ।

**৫৫। মাওলানা আবদুল মান্নান ছাহেব**

১৩৭৪ হিঃ বরিশাল জিলাধীন চরমোনাই আহ্ছানাবাদ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম মুন্সী আবদুর রহীম। তিনি প্রথমে আহ্ছানাবাদ মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর যথাক্রমে লালমোহন ও দক্ষিণ হাতিয়া ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে আলেম ও ফাজেল এবং শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে প্রথম বিভাগে হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী ও মাওলানা আবদুল আওয়াল প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি স্থানীয় আহ্ছানাবাদ আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**৫৬। আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল মান্নান (চাটগামী)**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার চান্দগাঁও-এর অন্তর্গত শমসেরপাড়া গ্রামে এক বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা হাজী চান মিঞা সওদাগর তাঁহার পিতা। তিনি ১৯২১ ইং চট্টগ্রাম দারুল উলুম হইতে উলা পাস করেন এবং ১৯২৪ ইং

পর্যন্ত দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাতসহ হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী ও 'মিঞা ছাহেব' ছৈয়দ আছগর হোছাইন প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৯২৭ ইং হইতে চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথাকার মোহাদ্দেছ ও ভাইস প্রিন্সিপাল। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও ছূফী প্রকৃতির লোক।

### ৫৭। মাওলানা আবদুল মান্নান ছাহেব

মাওলানা আবদুল মান্নান ইবনে আবদুল মজীদ ১৯১৫ ইং নোয়াখালী জিলার সদর থানার অন্তর্গত পদুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ফেনী আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৪১ ইং ও ১৯৪৩ ইং আলেম ও ফাজেল পাস করেন, অতঃপর ১৯৪৩-৪৭ ইং চারি বৎসর-কাল দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত, হাদীছ ও তফছীর অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তৈয়্যব, মাওলানা বশীর আহ্মদ বোলন্দশহরী ও মাওলানা ফখরুল হাছান প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

তিনি ১৯৪৭ ইং দেওবন্দ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফেনী আলিয়া মাদ্রাছায় সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি তথাকার প্রধান মোহাদ্দেছ। 'শায়খুল ইছলাম' মাওলানা হোছাইন আহমদ মদনীর নিকট তিনি মা'রেফাতের 'বয়ত' করেন এবং মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মোআজ্জাম খাঁ নেজামপুরী* ও মাওলানা দেলওয়ার হোছাইন হইতে উহার এজাজত লাভ করেন। তিনি একজন গভীর জ্ঞানী আলেম, বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ও ছূফী প্রকৃতির লোক।

### ৫৮। আলহাজ্জ মাওলানা মুফতী আবদুল মোয়েজ্জ ছাহেব

তিনি নোয়াখালী জিলার সদর মহকুমার বটতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মরহুম মাওলানা আবদুল আজীজ ছাহেব হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের একজন

টীকা

* মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মোআজ্জম খাঁ নেজামপুরী : তিনি ১২৭৯ বাং মোঃ ১৮৭২ ইং চট্টগ্রাম জিলার মিরের সরাই থানাধীন নেজামপুরে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ আছলাম খাঁ চৌধুরী। তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই সহোদর আমীন আহ্মদ খাঁ ও ছেরাজুদ্দীন মোহাম্মদ খাঁ পাটনা আম্বরা-বাদের জাগীরদার ছিলেন। ছেরাজুদ্দীন মোহাম্মদ খাঁ চট্টগ্রামের ঐশ্বর্যশালী শায়খ মোহাম্মদ শফীর এর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সপরিবারে চট্টগ্রামের নেজামপুরেই বসবাস এখতেয়ার করেন। হজরত কাজী মোহাম্মদ মোআজ্জম খাঁ ছাহেব আমীন আহ্মদ খাঁর পৌত্র জান মিয়া চৌধুরীর পুত্র। তিনি ১৮৯২ ইং চট্টগ্রামের মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৮৯৯ ইং হজরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গুহীর নিকট হইতে খেলাফত লাভ করেন। ১৯০১ ইং তিনি ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারী পদ লাভ করেন এবং ১৯৪০ ইং পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। এই চাকুরী জীবনের প্রথম দিকেই তিনি নিজ বাসায় একজন বিজ্ঞ মোহাদ্দেছ রাখিয়া তাঁহার নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি সব সময়েই নিজকে গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কখনও কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই যে, তিনি হজরত গঙ্গুহীর একজন খলীফা। অথচ আমরা তাঁহার নিকট হজরত গঙ্গুহীর খেলাফতনামা দেখিয়াছি। কেবল জীবনের শেষের দিকে মানুষের নিকট ধরা দিয়াছিলেন এবং কয়েকজনকে মাত্র খেলাফত দিয়া গিয়াছেন। এ অধীন তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াও কিছু হাছিল করিতে পারি নাই। তিনি চার পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১৩৬৭ বাং মোঃ ১৯৬০ ইং এন্তেকাল করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলবী খলিলুর রহমান খাঁ ডিষ্ট্রিক জজ। দ্বিতীয় পুত্র মৌলবী ইয়াহ্ইয়া খাঁ ও চতুর্থ পুত্র হাকীম আকরাম খাঁ ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার এবং তৃতীয় পুত্র মৌলবী মোকাররাম খাঁ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কন্যা আছমা খানম হাফেজ মোহাম্মদ নূরুল করীম এম, এ, বি, টি (প্রিন্সিপাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ)-এর সহিত বিবাহিতা।

বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। তিনি নিজ বাড়ীর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী, মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী ও মাওলানা ইদ্রীছ কান্ধলবী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া-এর মোহাদ্দেছ ও মুফতী। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ্।

### ৫৯। মাওলানা আবদুল্লাহ্ নদবী

তিনি অনুমান ১৯০৪ ইং বীরভূম জিলার নানুর থানাধীন নূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর কলিকাতায় বসবাস এখতেয়ার করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার তেজগাঁও থানাধীন ফায়দাবাদ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম শায়খ আহ্‌মদ। তিনি প্রথমে সরকারী বৃত্তি সহকারে ছাত্র বৃত্তি পাস করিয়া স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দিল্লীর 'হাজী আলীজান' মাদ্রাছায় মাওলানা আহ্‌মদুল্লাহ্ এলাহাবাদী ও মাওলানা আবদুর রহমান পান্ডবী প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট হাদীছ ও তফছীর অধ্যয়ন করেন এবং ফতেহ্‌পুর মাদ্রাছা হইতে ফনুনাত ও আমিনিয়া মাদ্রাছা হইতে আরবী আদবের ছনদ লাভ করেন। তৎপর তিনি লক্ষ্ণৌর নুদ্‌ওয়াতুল ওলামায় 'দরজায়ে তাকমীলে দ্বীনিয়াত' কোর্স সমাপ্ত করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ মেডেলপ্রাপ্ত হন। তথাকার মাওলানা আমীর আলী মলীহাবাদী ও মাওলানা ছাঈদ আলী জাইনাবী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি যথাক্রমে নুদ্‌ওয়াতুল ওলামা, খায়রাবাদ নিয়াজিয়া ও দিল্লীর রহমানিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৯ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা ও ১৯৫৭ ইং সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় বদলী হন। ১৯৬০ ইং তিনি অবসর গ্রহণ করেন, অতঃপর ঢাকা মাদ্রাছাতুল হাদীছ ও দিনাজপুরের নান্দারাইল মাদ্রাছায় কিছু দিন হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি নিজস্বভাবে একটি মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম এবং আরবী ভাষার বড় কবি ও সাহিত্যিক। আরবী ভাষায় তাঁহার বহু (অপ্রকাশিত) কবিতা রহিয়াছে।

### ৬০। মাওলানা আবদুল লতীফ ছাহেব

মাওলানা আবদুল লতীফ ইব্‌নে মরহুম আবদুল গনী ১৩৩২ বাং নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন সোনাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তদীয় পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন, অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৫৩ ইং হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা জফর আহ্‌মদ ওছমানী ও মাওলানা নজীরুদ্দীন প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হইতে অদ্যাবধি তিনি কারামতিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন এবং হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ৬১। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব

তিনি ১৩৩৭ বাং মোঃ ১৯৩০ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত বারঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা হাফেজ জহুরুল হক। তিনি তদীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যথাক্রমে ৪ বৎসর কাছাড়ের মোহাম্মদপুরে, ১ বৎসর ময়মনসিংহের দারুল উলুমে

ও এক বৎসর সিলেটের ভাংগাবাজার মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৯ ইং তিনি হিন্দুস্থান গমন করেন এবং ৫ বৎসরকাল দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ-তফছীর অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়্যব ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার তথাকার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ১৯৫৪ ইং হইতে প্রায় ৮ বৎসরকাল কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৯৬২ ইং হইতে তিনি পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছার প্রধান মোহাদ্দেছ।

### ৬২। মাওলানা আবদুল হক (ইজ্জতপুরী)

তিনি ১৯১৪ ইং নোয়াখালী জিলার ফেনী থানাধীন ইজ্জতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মরহুম জান মোহাম্মদ মিঞা। তিনি প্রথমে চট্টগ্রামের ছুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর যথাক্রমে ১৯৩০ ইং ও ১৯৩২ ইং চট্টগ্রাম দারুল উলুম হইতে আলেম ও ফাজেল পাস করেন এবং ১৯৩৪ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ম্যাট্রিকও পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে কয়েক মাস সীতাকুন্ড মাদ্রাছায়, অতঃপর যথাক্রমে ময়মনসিংহের জামালপুর হাই স্কুল, টাকী গভঃ হাই স্কুল, ডক্টর খাস্তগীর হাই স্কুল ও ঢাকা আরমানিটোলা গভঃ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ ইং তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ৬৩। মাওলানা আবদুল হক ছাহেব

মাওলানা আবদুল হক ইব্‌নে হাফেজ আবদুল কাদের সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন ঝিঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আপন পিতার নিকট ও স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসর ঝিঙ্গাবাড়ী ছিনিয়র মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন, অতঃপর সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে ফাজেল পাস করেন। তৎপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রথমে তিনি ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ১৯২৯ ইং সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় মোদাররেছ নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ৬৪। মাওলানা আবদুল হক (ইসলামাবাদী)

তিনি চট্টগ্রাম জিলার মাদারশাহ্‌ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাশমত আলী চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ্‌ ও মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি নেত্রকোণা মেফতাহুল উলুম কওমী মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

### ৬৫। মাওলানা মুফতী আবদুল হক ছাহেব

মাওলানা মুফতী আবদুল হক ইব্‌নে মরহুম মাওলানা ইসমাঈল চট্টগ্রাম জিলার মাদারশাহ্‌ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ

মনীষীগণ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ। তিনি বর্তমানে নেত্রকোণা মেফতাহুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**৬৬। মাওলানা আবদুল হাকীম ছাহেব**

মাওলানা আবদুল হাকীম ইব্‌নে আবদুল জাব্বার ১৯৩৩ ইং কুমিল্লা জিলার আজবপুর (পোঃ যুক্তিখোলা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া হইতে ফাজেল এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৫৮ ইং ও ১৯৬০ ইং কামেল হাদীছ ও কামেল ফেকাহ্ পাস করেন। মাওলানা মুফতী আমীমুল এহ্ছান প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে এক বৎসরকাল ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া গভেষণা কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, অতঃপর মোকরা ছিনিয়র মাদ্রাছায় দুই বৎসর কাল প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**৬৭। মাওলানা আবদুল হামীদ ছাহেব**

তিনি ১৩৩৬ বাং কুমিল্লা জিলার হাজিগঞ্জ থানাধীন খেড়িহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম ক্বারী ইয়াছীন। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী ও মাওলানা ফখরুল হাছান প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৩৭৪ হিঃ শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি করাচীতে মুফতী শফী ছাহেবের মাদ্রাছায় ১ বৎসরকাল শিক্ষকতা ও ফত্ওয়া বিভাগে কাজ করেন। ১৩৭৪ হিঃ তিনি ফরিদপুর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় ছদরে মোদাররেছীন নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি তথাকার মোহাদ্দেছ ও মুফতী।

**৬৮। মাওলানা আবদুল হামীদ ছাহেব**

তিনি ১৩০০ বাং সনে ঢাকা জিলার নরসিংদী থানার অন্তর্গত অনন্তরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী ওয়াহেদ আলী তালুকদার। তিনি স্থানীয় স্কুলে, অতঃপর দুইআনী মাদ্রাছায় ৬/৭ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কিছুকাল কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর তিনি ৬ বৎসরকাল দেওবন্দে থাকিয়া তথা হইতে ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ হাছিল করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা রাছুল খাঁ প্রমুখ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি যথাক্রমে ৩ বৎসর ঢাকা মৌলবীবাজার কাছেমুল উলুমে, ৪ বৎসর মোমেনশাহীর নোয়াগাঁও ইছলামিয়ায় ও কয়েক বৎসর ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছায় সহকারী শিক্ষকের পদে কাজ করেন, অতঃপর কয়েক বৎসর সাধারণের মধ্যে তফছীর বর্ণনা করার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তৎপর তিনি ফরিদপুর শরীয়তীয়া মাদ্রাছায় প্রধান শিক্ষকের পদে বরিত হন। সেখানে কয়েক বৎসর শিক্ষকতার পর পুনঃ তফছীর বর্ণনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিগত ৬ বৎসর যাবৎ তিনি ঢাকা ইছলামিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**৬৯। মাওলানা আবদুল হালীম ছাহেব**

তিনি ১৩২১ বাং নোয়খালী জিলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন মূছাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর চর চান্দিয়ায় (পোঃ সওদাগর হাট) বসবাস এখতেয়ার করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী ছেরাজুল হক। তিনি যথাক্রমে নিজ গ্রামে ও বসুরহাট মাদ্রাছায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল এবং

১৯৪১ ইং মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ৬ বৎসরকাল বসুরহাট মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি ওলামা বাজার হোছাইনিয়া মাদ্রাছার মোহতামেম। তিনি শর্শদীর মাওলানা নূরবখ্স ছাহেবের খলীফা ও একজন খাঁটি ছূফী প্রকৃতির আলেম।

**৭০। মাওলানা আবুল কাছেম রহমানী**

তিনি ঢাকা জিলার জয়দেবপুর থানাধীন কামারজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মুন্শী পর্বতুল্লাহ্। তিনি প্রথমে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে উলা পাস করেন, অতঃপর দিল্লী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি ঢাকা মাদ্রাছাতুল হাদীছের মোহাদ্দেছ। তিনি মোছলেম শরীফের মোকাদ্দমার একটি শরাহ্ লিখিয়াছেন।

**৭১। মাওলানা আবুল খায়ের ছাহেব**

মাওলানা আবুল খায়ের ইব্নে আজীজুর রহমান তালুকদার আনুমানিক ১৩৩০ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছা হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী ও মাওলানা জাকারিয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি জিঁরী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথাকার নাজেম ও মোহাদ্দেছ।

**৭২। মাওলানা আবুল খায়ের বি,এ,**

তিনি ১৯০৭ ইং চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানাধীন সোনাকানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ওয়াহেদ আলী তালুকদার। তিনি প্রামিক শিক্ষা স্থানীয় মাদ্রাছায় লাভ করেন এবং চট্টগ্রাম দারুল উলুম হইতে কৃতিত্বের সহিত জমাতে উলা পাস করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী ফতেহপুর মাদ্রাছায় হাদীছ ও তফছীর অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আহ্মদ আলী মিরাঠী ও মাওলানা ছোলতান মাহমুদ দেওবন্দী তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজীতে বি, এ, ডিগ্রীও লাভ করেন।

তিনি প্রথমে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ১৯৪৯ ইং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

**৭৩। মাওলানা আবুল খায়ের ছাহেব**

মাওলানা আবুল খায়ের ইব্নে মৌঃ ফজলুল করীম ১৯৩৪ ইং কুমিল্লা জিলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন কাশারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছা হইতে আলেম ও ফাজেল এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৫৮ ইং ১ম বিভাগে হাদীছে কামেল পাস করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে আই, এ, পাস করেন। মাওলানা মুফতী আমীমুল এহ্ছান প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে কিছুদিন দুর্বাটি ছিনিয়র মাদ্রাছার শিক্ষক এবং কিছুদিন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছার লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। বর্তমানে তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ৭৪। মাওলানা আবুল খায়ের ছাহেব

তিনি ১৩০৫ বাং কুমিল্লা জিলার বরুড়া থানাধীন মইশাইর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাফেজ আবদুল্লাহ্। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছের।

### ৭৫। মাওলানা আবুল হাছান ছাহেব

তিনি ১৩২৫ বাং যশোর জিলার হরিনাকুণ্ড থানাধীন ভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম জনাব আলী। তিনি প্রথমে মাগুরা হইতে মেট্রিক পাস করিয়া দিল্লী গমন করেন এবং তথাকার ফতেহ্পুর মাদ্রাছায় ৬ বৎসরকাল প্রাথমিক দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়া ফনুনাত, তফছীর ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেব প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া ১৩৬৭ হিঃ তিনি গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তথায় ১১ বৎসর কাজ করার পর যশোর রেল ষ্টেশন মাদ্রাছায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহ্‌তামেম। তিনি একজন হক্কানী আলেম ও পটিয়ার মুফতী আজীজুল হক মরহুমের খলীফা।

### ৭৬। মাওলানা আবুল হাছান ছাহেব

তিনি ১৩৩৪ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন রাঙ্গামাটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে নাজিরহাট নাছিরুল উলুম মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৩৬৩ হিঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি প্রথমে পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ৭৭। মাওলানা মোহাম্মদ আমীন ছাহেব

১৯০৯ ইং চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানাধীন দুরদুরী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়, পিতার নাম আবুল ফাত্তাহ্ চৌধুরী। তিনি পুকুরিয়া আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাছায় জমাতে শশম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ ইং চট্টগ্রাম দারুল উলুম হইতে উলা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৯ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা মাজেদ আলী ও মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া ছাহছারামী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯২৯ ইং তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাছায় ছিনিয়র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ ইং ও ১৯৪১ ইং যথাক্রমে সহকারী হেড মাওলানা ও হেড মাওলানার পদ অলংকৃত করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রধান মোহাদ্দেছ ও মুফতী। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ও ফারছী ভাষার কবি। চট্টগ্রাম দারুল উলুমে আমরা চাহারম হইতে উলা পর্যন্ত সমপাঠী ছিলাম।

**৭৮। মাওলানা আমীনুল হক ছাহেব**

মাওলানা আমীনুল হক ইব্‌নে মরহুম উজীর আলী ১৯২৫ ইং ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শররাবাদ মাদ্রাছায় লাভ করেন, অতঃপর হয়বত-নগর আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেলের এবং দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছ ও তফছীরের ছনদ লাভ করেন। হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যথাক্রমে তিন বৎসরকাল কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় এবং এক বৎসর লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯৫৮ ইং তিনি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় মোহাদ্দেছ নিযুক্ত হন। তিনি মাওলানা মদনীর একজন মুরীদ।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। মোছলেম শরীফের কিতাবুল 'হজ্জের' বঙ্গানুবাদ, ২। 'আহকামাত', ৩। 'তাজবিদুল কোরআন', ৪। 'তাছাওফে এহ্‌ছান', ৫। 'যিক্‌র', ৬। 'শামায়েলে তিরমিজীর' বঙ্গানুবাদ।

**৭৯। মাওলানা হাফেজ আমীর হুছাইন ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানাধীন রুদ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে জিরী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করিয়া দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে পুনরায় উহার ছনদ লাভ করেন। মাওলানা হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি এ যাবৎ জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করিতেছেন এবং দাওরা জমাআতের হাদীছ পড়াইতেছেন।

**৮০। মাওলানা ছৈয়দ মুফতী আমীমুল এহ্‌ছান ছাহেব**

তিনি ১৩২৯ হিঃ মোঃ ১৯১১ ইং মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত পাচন গ্রামে মাতামহের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হাকীম ছৈয়দ আবুল আজীম মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কলিকাতায় বসতি এখতেয়ার করিয়াছিলেন। তিনি তথায় পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি কোরআন পাক খতম করেন। আপন চাচা শাহ্ আবদুদ দায়্যান ও শ্বশুর মাওলানা ছৈয়দ বরকত আলী শাহ্ পাঞ্জাবী প্রমুখের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২৬ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন এবং যথাক্রমে ১৯৩১ ইং ও ১৯৩৩ ইং ফাজেল ও কামেল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট তিনি হাদীছ, মুন্‌সী মাজেদ আলী ও মুন্‌সী আবদুর রশীদ খাঁর নিকট কিতাবাৎ (লিপি), ক্বারী আবদুছ্ ছমী ছাহেবের নিকট ক্বেরাআত ও তাজবীদ এবং আপন পিতা ও মাওলানা হাকীম আবদুর রহমান দানাপুরীর নিকট তিব্ব শিক্ষা করেন।

১৯৩৪ ইং তিনি কলিকাতা নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন কওমী মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষক নিয়োজিত হন এবং ১৯৩৫ ইং উক্ত মসজিদের মুফতী ও ইমামের পদে বরিত হন। তিনি ১৯৪৩ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতে থাকেন। ১৯৪৭ ইং উক্ত মাদ্রাছা ঢাকা স্থানান্তরিত হওয়ার পর তথায় তিনি ১৯৫৪ ইং প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম, দক্ষ মোহাদ্দেছ ও পারদর্শী মুফতী। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। নিম্নে তাঁহার হাদীছের কিতাবসমূহের নাম দেওয়া গেল।

১। 'ফেক্‌হুছ্ ছুনান্ ওয়াল্ আছার' (فقه السنن والآثار) [প্রকাশিত]।

২। 'মানাহেজুছ্ ছাআদা' (مناهج السعداء) ।

৩। 'হুছ্নুল খেতাব' (حسن الخطاب فيما ورد فى الخضاب) ।
৪। 'ওমদাতুল মাজানী' (عمدة المجانى) ।
৫। 'তাখরীজে আহাদীছ' (تخريج احاديث مكاتيب الامام الربانى) ।
৬। 'তাখরীজে আহাদীছ রদ্দে রাওয়াফেজ' (تخريج احاديث رد روافض) ।
৭। 'আল্ আশারাতুল্ মাহ্দিয়াহ্' (العشرة المهدية فى الكلمة الطيبة) ।
৮। 'আল্ আরবাইন ফিল মাওয়াকীত' (الاربعين فى المواقيت) ।
৯। 'আল্ আরাবাইন ফিছ্ ছালাত' (الاربعين فى الصلوة على النبى صلعم) ।
১০। 'তাল্খীছুল আজহার' (تلخيص الا زهار المتاثره) ।
১১। 'জামে' জাওয়ামেউল কালেম' (جامع جوامع الكلم) ।
১২। 'ফেহ্রেছ্তে কান্জুল্ উম্মাল' (فهرست كنز العمال) ।
১৩। 'মোকাদ্দমায়ে ছুনানে আবি দাউদ' (مقدمۂ سنن ابى داود) [প্রকাশিত]।
১৪। 'মোকাদ্দমায়ে মারাছীলে আবি দাউদ' (مقدمۂ مراسيل ابى داود) [প্রকাশিত]।

## ৮১। মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী

তিনি ১৯৩৫ ইং ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমাধীন সাহেবরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ ইং তিনি সরকারী বৃত্তি সহকারে ফাজেল এবং ১৯৫১ ইং কৃতিত্বের সহিত ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' পরীক্ষা পাস করেন। অতঃপর তিনি মিছরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৫৩ ইং ফেকাহ্ শাস্ত্রে ও ১৯৫৫ ইং ইছলামিক আইন শাস্ত্রে 'শাহাদতে আলামিয়া' উপাধি এবং ১৯৫৬ ইং কায়রোর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবীতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ১৯৫৫-৫৭ ইং যথাক্রমে মিছরের উচ্চ ইছলামিক ষ্টাডিজ ইনস্টিটিউটে ও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে (কায়রো) অধ্যাপনা করেন। স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৯৫৮-৫৯ ইং বাংলা একাডেমীর সহকারী অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ ইং হইতে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক পদে কাজ করিয়া আসিতেছেন। হাদীছের তিনি নাছায়ী শরীফ শিক্ষা দেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'পাকিস্তানুল জমহুরিয়া' (پاكستان الجمهورية الاسلامية و بهضتها الشاملة) ।
২। 'দি থিওরী' (The theory and sources of Islamic law for a Non-Muslims) [ইংরেজী]।
৩। 'ইংরেজী ভাষা ও উহার প্রয়োজনীয়তা' [বাংলা]।
৪। 'আজহারের ইতিহাস' [বাংলা]।
৫। 'আদ্দাবানাতুল হিন্দিয়াহ্' (الدبانة الهندية و فلسفتها) [আরবী, প্রকাশিত]।
৬। 'আল আদাবুল আছরী' [আরবী পাঠ্য পুস্তক]।
৭। 'কোরআন বিজ্ঞান' [বাংলা]।
৮। 'লোগাতুল কোরআন'।
৯। 'তফছীরে আল আজহারী' [ভূমিকা ও সূরা ফাতেহা প্রকাশিত]।

## ৮২। মাওলানা আলী আকবর (যশোহর)

তিনি ১৯৪৫ বাং ছিমুলিয়া (পোঃ, থানা, মাগুড়া, জিলা যশোহর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ হানিফ। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আপন বড় ভাই মাওলানা রজব আলী

ছাহেবের নিকট গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় লাভ করেন, অতঃপর চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাছা হইতে কৃতিত্বের সহিত ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ হাছিল করেন। মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ্ ও মাওলানা আবদুল কায়্যুম ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৩৮৩ হিঃ তিনি যশোহর রেল ষ্টেশন মাদ্রাছায় অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং হাদীছ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে আছেন।

### ৮৩। মাওলানা আলী আকবর ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার লাকসাম থানাধীন নরপাটি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত টাইটেল ও মেট্রিক পাস করিয়া দেওবন্দ গমন করেন, তথায় ৪ বৎসরকাল তিনি ফনুনাত, হাদীছ ও তফ্ছীর অধ্যয়ন করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি যথাক্রমে ফেনী, গওহরডাঙ্গা, ঢাকা আশরাফুল উলুম ও নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি স্থানীয় এক মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে রত আছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও হজরত মাওলানা মদনীর মুখলেছ মুরীদ। তিনি 'তালখীছুল মেফতাহ্'-এর একটি শরাহ্ লিখিয়াছেন।

### ৮৪। মাওলানা আলী আ'জম (শাষনপাড়া)

তিনি ১৯২৫ ইং কুমিল্লা জিলার শাষনপাড়া (পোঃ ভোড়া জগৎপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাজী আকরম আলী। তিনি টুমচর ছিনিয়র মাদ্রাছায় পাঞ্জম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়া দেওবন্দ গমন করেন। তথায় তিনি ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা ও হাদীছের ছনদ লাভ করেন। শায়খুল ইছলাম মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন। 'মা'রূফাতুত্ তরকীব' (معروفات التركيب) নামে তাঁহার একটি পাঠ্য বিষয়ক কিতাব রহিয়াছে।

### ৮৫। মাওলানা আলী আ'জম ছাহেব

তিনি ১৯১৩ ইং নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত আলাদীনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌শী গোলাম রহমান ওরফে গোরা মিঞা। তিনি প্রথমে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছার জামেয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, অতঃপর সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল পাস করেন। তৎপর তিনি হিন্দুস্তান যাইয়া ডাবিল 'জামেয়া আরাবিয়া' হইতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী, মাওলানা হাফেজ আবদুর রহমান আমরুহী, মাওলানা ইউছুফ বিন্নৌরী ও মাওলানা বদরুল আলম মিরাঠী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে কয়েক বৎসর নোয়াখালী ইছলামিয়া, অতঃপর রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় প্রধান মোহাদ্দেছ ছিলেন। ১৯৫৭ ইং তিনি দৌলতগঞ্জ গাজিমুড়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ নিযুক্ত হন।

### ৮৬। মাওলানা আলী আহ্‌মদ ছাহেব

চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানাধীন বোয়ালিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জিরী মাদ্রাছা হইতে দাওরা পাস করেন। মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষাদানে রত আছেন।

### ৮৭। মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফুদ্দীন ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার ধনুয়াখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী কলীমুল্লাহ্। তিনি প্রথমে বরুড়া, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি বরুড়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ৮৮। মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী ছাহেব

মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ আলী ইব্নে মুফীজুদ্দীন কুমিল্লা জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা আশরাফুল উলুম, অতঃপর লাহোর জামেয়ায়ে আশরাফিয়ায় ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা ইদ্রীছ কান্দলবী ও মাওলানা রাছুল খাঁ প্রমুখ মাশায়েখগণ তাঁহার হাদীছ ও ফনুনাতের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ ও বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেছেন।

### ৮৯। মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ ছাহেব

মাওলানা আহমদুল্লাহ্ ওরফে রোস্তম আহ্মদ অনুমান ১৯১৪ ইং ময়মনসিংহের জামতলী (পোঃ মুক্ষপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম শায়খ মহর আলী সরকার। স্থানীয় জামতলী মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাছায় ৫ বৎসর কাল উচ্চমানের ফনুনাত অধ্যয়ন করেন এবং হাদীছের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা ওবাইদুল্লাহ্ মোবারকপুরী ও মাওলানা নজীর আহ্মদ মোবারক-পুরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। এতদ্ব্যতীত তিনি ঢাকা মাদ্রাছা বোর্ড হইতে আলেম ও ফাজেল পাস করিয়া সরকারী সার্টিফিকেটও লাভ করেন।

হিন্দুস্তানে তিনি দিল্লীর জামে আ'জম ও দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৯৪৮ ইং হইতে ৪ বৎসরকাল কাতলাসেন ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষা দান করেন। অতঃপর তিনি নিজ গ্রাম জামতলী ছিনিয়র মাদ্রাছায় সুদীর্ঘ ৮ বৎসরকাল সুপারেণ্টেণ্ডেন্ট পদে কাজ করিয়া বর্তমানে শরিষাবাড়ী আরামনগর আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি বাংলা ভাষায় কতিপয় দ্বীনি মাছায়েলের কিতাব প্রকাশ করিয়াছেন।

### ৯০। মাওলানা আহ্মদ ছাহেব

১৮৯৮ ইং কুমিল্লা জিলার গাজিমুড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, পিতার নাম ছুফী আব্বাছ আলী। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুদিন স্থানীয় পশ্চিমগাঁও ফয়জিয়া ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কুমিল্লা হুচ্ছামিয়া ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে আলেম পাস করেন। তৎপর তিনি রামপুর মাদ্রাছায় বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং টোংক মাদ্রাছা হইতে হাদীছের ছনদপ্রাপ্ত হন। মাওলানা মোহাম্মদ বারাকাত ও মাওলানা আহ্মদ প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রথমে মিরসরাই মাদ্রাছায় দীর্ঘ কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন, অতঃপর নিজ গ্রাম গাজিমুড়া আলিয়া মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

## ৯১। মাওলানা আহ্‌মদুল হক ছাহেব

মাওলানা আহ্‌মদুল হক ইব্‌নে মরহুম পীর মোহাম্মদ ইছমাঈল ১৩৩৮ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফটিকছড়ি থানাধীন শুয়াবীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৫৮ হিঃ তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৩৬০ হিঃ হইতে এ যাবৎ হাটহাজারী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতে আছেন এবং নায়েবে মুফতী পদে কাজ করিতেছেন। তিনি মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনীর খলীফা ও একজন বুযুর্গ আলেম।

## ৯২। মাওলানা আহ্‌মদ হুছাইন চৌধুরী এম, এ,

মাওলানা আহ্‌মদ হুছাইন ইব্‌নে মৌলবী আবদুল জব্বার চৌধুরী কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমাধীন সাতগাঁও গ্রামে ১৯১৭ ইং জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় দাদা মৌলবী আবদুল লতিফ ছাহেবের নিকট ও স্থানীয় স্কুল-মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৩৬ ইং কৃতিত্বের সহিত 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' পরীক্ষা পাস করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইছলামিয়া কলেজ হইতে বি, এ, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া, মাওলানা মোশতাক আহমদ কানপুরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯৪৩ ইং হইতে ৫০ ইং পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার কার্য করিয়া ১৯৫০ ইং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৯৫৭ ইং সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় বদলী হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক।

## ৯৩। আলহাজ্জ মাওলানা আহ্‌মদ হুছাইন (জিরী)

তিনি চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার অন্তর্গত জিরী নামক গ্রামে অনুমান এই চৌদ্দ হিজরী শতকের প্রথম দিকে এক সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অছীউর রহমান চৌধুরী। তিনি প্রথমে কিছু দিন চট্টগ্রাম মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর মাওলানা আবদুল হামীদ মাদারশাহীর আকর্ষণে তিনি হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় গমন করেন এবং তথায় সমস্ত ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হজরত মাওলানা জমীরুদ্দীন ছাহেব, মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ্‌ ছাহেব প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রথমে কিছুদিন স্থানীয় এক মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন, অতঃপর তিনি তাঁহার নিজ গ্রাম জিরীতেই একটি ইছলামিয়া কওমী মাদ্রাছা স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মাদ্রাছা এক বিরাট হাদীছ তথা দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মাদ্রাছার প্রথম হইতে এপর্যন্তই তিনি উহার 'মোহ্‌তামেমে আ'লা বা প্রধান পরিচালক।

তিনি একজন বুজুর্গ ও আলেম একনিষ্ঠ মোবাল্লেগ। তিনি এক অদম্য আগ্রহ লইয়াই সর্বদা আল্লাহ্‌র খাঁটি দ্বীনকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

## ৯৪। মাওলানা আহ্‌মদ করীম ছাহেব

মাওলানা আহ্‌মদ করীম ইব্‌নে মরহুম মুন্‌শী মোখলেছুর রহমান ১৩৩৫ বাং নোয়াখালী জিলার চর দরবেশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান বাসস্থান চরচান্দিয়া (পোঃ সওদাগর হাট)।

তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া সোনাগাজী ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে জমাতে হাফতম পাস করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে ১৩৭৪ হিঃ হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া ওলামা বাজার হুছাইনিয়া দারুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

(ই)

**৯৫। মাওলানা ইছমাঈল আকিয়াবী**

মাওলানা ইছমাঈল ইব্‌নে কালা মিয়া ব্রহ্মদেশের আকিয়াব জিলার অন্তর্গত সুয়াতলী কেয়েক্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম জিলার কক্সবাজার মহকুমাধীন ঈদগাহে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৪১ ইং তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**৯৬। মাওলানা ইছমাঈল ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত রুদ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছৈয়দ আবদুর রউফ। স্থানীয় মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি মোরাদাবাদের অন্তর্গত ছোম্বল ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাতের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন, অতঃপর সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে উচ্চ স্তরের ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা খলীল আহ্‌মদ সাহারনপুরী মুহাজির মদনী, মাওলানা আবদুল লতীফ সাহারনপুরী ও মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর জিরী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৩৬৫ হিঃ তিনি চরচাক্তাই মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন এবং মোহতামেমের কার্য চালাইতেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি।

**৯৭। মাওলানা মোহাম্মদ ইছরাঈল ছাহেব**

মাওলানা মোহাম্মদ ইছরাঈল ইব্‌নে আবদুশ শুকুর ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী। অনুমান ১৯১৯ ইং তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৯৩৬ ইং হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন, অতঃপর ৬ বৎসরকাল দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চ স্তরের ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি হয়বতনগর আলিয়া (তৎকালীন ছিনিয়র) মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**৯৮। মাওলানা ইছহাক ছাহেব**

তিনি ১৩২৩ বাং চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন আশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম ইছমাঈল। তিনি জিরী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করিয়া পুনরায় দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে উহার ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রথমে ৩ বৎসর নাজিরহাট মাদ্রাছায়, অতঃপর বিগত ১৮ বৎসর যাবৎ পটিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন। 'নাজাতুল ইনছান' (نجاة الانسان من مصائب الزمان) নামক তাঁহার একখানা কিতাব রহিয়াছে।

### ৯৯। মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ ছাহেব

তিনি ১৯২৪ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন শিবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আরজান আলী। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর গাছবাড়ী ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৪৮ ইং আলেম ও ১৯৫০ ইং ফাজেল পাস করেন। তৎপর তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ হুছাইন সিলেটী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে কানাইঘাট মাদ্রাছায়, অতঃপর যশোহর ছিদ্দিকীয়া মাদ্রাছায় প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। ১৯৫৬ ইং তিনি ৩ মাসকাল দেওবন্দে মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনীর খেদমতে ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজ ও লেখক।

**তাঁহার রচনা ঃ**

১। 'মিজানুত্‌তুল্লাব' (ميزان الطلاب) , ২। 'হিরজুত্‌তুল্লাব', ৩। 'কিতাবুল জানাইয' [বাংলা]।

### ১০০। মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার হুরুয়া গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মুন্‌শী নূরু মিঞা। তিনি প্রথমে বরুড়া, অতঃপর মুঈনুল ইছলাম হাটহাজারীতে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে তিনি বরুড়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১০১। মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম ছাহেব

মাওলানা আবু নঈম মোহাম্মদ ইব্রাহীম ইব্‌নে কলীমুল্লাহ্ ১৯৩৬ ইং কুমিল্লা জিলার ধোরকড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর ২ বৎসরকাল শর্শদী মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন। ফেনী মাদ্রাছা হইতে তিনি যথাক্রমে ১৯৫৫ ইং ও ১৯৫৭ ইং আলেম ও ফাজেল পরীক্ষায় ৮ম ও ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৯ ইং কৃতিত্বের সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা দেলওয়ার হোছাইন ও মাওলানা ওবাইদুল হক প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন।

তিনি প্রথমে ১ বৎসরকাল মৌকড়া আলিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর ১৯৬১ ইং ফেনী আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি একজন ছুফী ও বিনয়ী আলেম।

### ১০২। মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বরলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জিরী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করিয়া পুনরায় তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে চুনতী ছিনিয়র মাদ্রাছায় হেড্ মাওলানার পদে কাজ করেন, অতঃপর পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও মুফতী পদে নিয়োজিত হন। 'ছাবীলুল আইছার'—
(سبيل الا يسر شرح ديوان على) নামে তাঁহার একখানা কিতাব রহিয়াছে।

### ১০৩। মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম তুর্কিস্তানী

তিনি চীনা তুর্কিস্তানের অন্তর্গত শিয়াংকিয়ানের অধিবাসী। চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সময় তিনি পাক-ভারতে আগমন করেন। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার পর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর বর্মার অন্তর্গত উত্তর আরাকানে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। তথায় তিনি একটি কওমী মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ প্রান্তে টেক্‌নাফ নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস এখ্‌তেয়ার করেন এবং তথায় একটি কওমী মাদ্রাছা স্থাপন করিয়া হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতে আছেন।

### ১০৪। মাওলানা ইমামুদ্দীন ছাহেব

তিনি ১৩১৭ বাং রংপুর জিলার উলিপুর থানার অন্তর্গত বাজরা গ্রামে হাবিরিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী ময়েজুদ্দীন। তিনি নিজ বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কাতলাসেন মাদ্রাছা হইতে আলেম পাস করেন। যথাক্রমে ১৯৩৩ ইং ও ১৯৩৬ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রায় ১১ বৎসর কাতলাসেন ছিনিয়র মাদ্রাছায় প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। ১৯৪৯ ইং তিনি বগুড়া মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ নিযুক্ত হন।

## (এ)

### ১০৫। মাওলানা এহ্‌ছানুল হক ছাহেব

মাওলানা এহ্‌ছানুল হক চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী। তাঁহার পিতা মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ছাহেব জিরী মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ। প্রথমে তিনি জিরী, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

## (ও)

### ১০৬। মাওলানা ওবাইদুর রহমান ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন ইমামনগরে ১৩৪২ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম চান্দ মিয়া ছাহেব। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নাজিরহাট নাছীরুল ইছলাম মাদ্রাছায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় লাভ করেন। উচ্চ পর্যায়ের ফনুনাত ও হাদীছ তিনি দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন। শায়খুল ইছলাম হজরত মাওলানা মদনী (রঃ) প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৩৭০ হিঃ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথায় বোখারী শরীফ ও তিরমিজী শরীফ শিক্ষা দিতেছেন। তিনি একজন বুজুর্গ আলেম ও হজরত মাওলানা মদনীর খলীফা।

### ১০৭। মাওলানা ওবাইদুল হক ছাহেব

তিনি অনুমান ১৯০৩ ইং চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানাধীন কেঁওচিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হামীদ আলী তালুকদার। তিনি নিজ গৃহে মৌলবী

জায়েরুল্লাহ্ ছাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাওলানা মোবারক আলী ও শাহ ছুফী মাওলানা আবদুল বারী ছাহেব প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট পরবর্তী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ১৯২৩ ইং তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাছা হইতে আলেম এবং যথাক্রমে ১৯২৫ ইং ও ১৯২৮ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা মাজেদ আলী ও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। অতঃপর রিসার্চ ও স্কলারশীপ লাভ করিয়া তিনি দুই বৎসরে 'তাজকেরায়ে আউলিয়ায়ে বাঙ্গাল' (تذكرة اولياء بنگال) নামে বাংলার পীর-আওলিয়াগণের একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। 'জীম' অক্ষর পর্যন্ত উহার এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইদানীং তিনি পূর্ণ কিতাবের বঙ্গানুবাদও করিয়াছেন।

বিগত ৩৩ বৎসর যাবৎ তিনি ফেনী আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যক্ষ এবং পূর্বপাক জমিয়াতুল মোদার্‌রেছীনের জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি একজন মিতভাষী, গভীর জ্ঞানী ও বুজুর্গ আলেম। তিনি তাঁহার পীর হজরত মোল্লা ছাহেব মরহুমের একজন প্রিয়পাত্র ও খলীফা। 'চেমেনেস্তানে উর্দু' নামে তাঁহার একটি পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে।

### ১০৮। মাওলানা ওবাইদুল হক সিলেটী

তিনি ১৯২৮ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত জকিগঞ্জ থানাধীন বারঠাকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাফেজ মাওলানা জহুরুল হক। তিনি তদীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে ফনুনাত এবং হাদীছ-তফছীরের শেষ ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, শায়খুল আদব মাওলানা এ'জাজ আলী ও শায়খুত তফ্ছীর মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ কান্দলবী প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে চারি বৎসর (১৯৪৯-৫৩ ইং) ঢাকা আশরাফুল উলুম এবং ১৯৫৩-৫৪ ইং করাচী নানকওয়াড়া মাদ্রাছায় ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয় ও হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯৫৪ ইং তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি একজন গভীর জ্ঞানী ও সুষ্ঠু বুদ্ধি আলেম।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ** ১। 'ছীরাতে মোস্তফা' (سيرت مصطفى)।

২। 'নশরুল ফাওয়ায়েদ' (نشر الفوائد على شرح العقائد)।

৩। 'শরহে শেক্ওয়াহ্ ওয়া জাওয়াবে শেক্ওয়াহ্' (شرح شكوه وجواب شكوه)।

৪। 'কুরূনে উলা মে ইছলামী হুকমরানী কে নমুনা' [অনুবাদ গ্রন্থ] —
[ (قرون اولى ميں اسلامى حكمرانى كے نمونه) ]।

৫। 'তাছ্হীলুল কাফিয়াহ্' (تسهيل الكافيه شرح كافيه)।

৬। 'কোরআন বুঝিবার পথ' [বাংলা]।

(ক)

### ১০৯। মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম হাজীপুরী

'তাজুল ওয়ায়েজীন'* মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম, গ্রাম হাজীপুর, পোঃ চৌমুহনী, থানা সুধারাম, জিলা নোয়াখালী ১৯০৫ ইং জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী আফছারুদ্দীন মরহুম।

**টীকা ঃ** * এই উপাধি তাঁহাকে ১৯৬৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সিলোনিয়া মাদ্রাছার সম্মুখে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভার পক্ষ হইতে দেওয়া হয়।

তিনি প্রাথমিক আরবী শিক্ষা চৌমুহনী এলাকার আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হাটহাজারীর মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় লাভ করেন। হাদীছ তিনি দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাছায় শায়খুল ইছলাম হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী ও মাওলানা সহুল ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট অধ্যয়ন করেন।

তিনি ১৫ বৎসরকাল চৌমুহনী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষাদান করেন। বিগত ২২ বৎসর যাবৎ নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষাদানে রত আছেন। বর্তমানে তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম, দক্ষ মোহাদ্দেছ ও প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ। তাঁহার ওয়াজ বড় মর্মস্পর্শী।

### ১১০। মাওলানা কুতুবুদ্দীন ছাহেব

তিনি সিলেট জিলার অন্তর্গত তালবাড়ী গ্রামে (পোঃ আলীনগর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ আনফর আলী। তিনি যথাক্রমে সিলেট ফয়জে আম, রানাপিং হুছাইনিয়া ও ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় ফনুনাত শিক্ষা করেন এবং করাচী আরাবিয়া ইছলামিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন অরেন। মাওলানা ইউছুফ বিন্নৌরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১১১। মাওলানা কবীর আহ্মদ ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার দক্ষিণ প্রান্তে কুয়েপাড়া নামক গ্রামে ১৩৫০ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী নোয়াব মিয়া। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হাটহাজারী মাদ্রাছায় লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ যাইয়া ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন মোরাদাবাদী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯৭৪ হিঃ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করেন। বর্তমানে তিনি তথায় বিভিন্ন বিষয় ও হাদীছের আবু দাউদ শরীফ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১১২। মাওলানা কমরুদ্দীন ছাহেব

মাওলানা কমরুদ্দীন ইব্‌নে মরহুম আনছার আলী ১৯২৬ ইং এক দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসামের বদরপুর মাদ্রাছা হইতে ১৯৪২ ইং সরকারী বৃত্তি সহকারে ফাজেল এবং ১৯৪৪ ইং গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি ১ বৎসরকাল যশোর জিলায় একটি জুনিয়র মাদ্রাছায় কাজ করেন। পুনরায় তিনি ১৯৪৫-৪৬ ইং পর্যন্ত দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। সিলেটে মাওলানা ছহুল ওছমানী ও দেওবন্দে মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ১৯৪৬-৫৪ ইং যশোর জিলাধীন লাউড়ী ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি বগুড়া মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'বদুরুল হাওয়াশী শরহে উছুলুশ্‌শাশী' (بدور الحواشي شرح اصول الشاشي)।

২। 'কোরবানীর শিক্ষা' [বাংলা]।

৩। 'ইসলামের নজরে দাড়ি-মোঁচ' [বাংলা]।

### ১১৩। মাওলানা কামালুদ্দীন খাঁ ছাহেব

আবু বকর মোহাম্মদ কামালুদ্দীন খাঁ ইবনে মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব খাঁ ১৯২৯ ইং ১৬ই ডিসেম্বর নোয়াখালী (হালে চট্টগ্রাম) জিলার সন্দীপ থানাধীন মূছাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বশিরিয়া আহ্‌মদিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ১৯৪৭ ইং নোয়াখালী কারামতিয়া মাদ্রাছা হইতে আলেম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, অতঃপর যথাক্রমে দারুল উলুম দেওবন্দ, সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম ও মোরাদাবাদ শাহী মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ ইং সিন্ধুর টাণ্ডুল্লাইয়ার, পরে ১৯৫৫ ইং লাহোর জামেয়ায়ে আশ্‌রাফিয়া হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন, অতঃপর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবী ও উর্দুতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ ইং তিনি পেশওয়ার জামেয়ায়ে ইছলামিয়া হইতে দ্বীনিয়াত পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ কান্দলবী, মাওলানা রাছুল খাঁ, মাওলানা ইউছুফ বিন্নৌরী ও মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ তাঁহার ফনুনাত ও হাদীছের ওস্তাদ। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পর এ যাবৎ তিনি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় প্রিন্সিপাল পদে সমাসীন আছেন।

### ১১৪। মাওলানা মোহাম্মদ কোরবান আলী ছাহেব

মাওলানা মোহাম্মদ কোরবান আলী ইব্‌নে শাহ্ মোহাম্মদ সিরাজী কুমিল্লা জিলার বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি বরুড়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। তিনি মাওলানা ছাঈদ আহ্‌মদ চাটগামীর একজন বিশিষ্ট খলীফা। তাঁহার বহু শাগরেদ ও মুরীদ রহিয়াছে।

## (খ)

### ১১৫। মাওলানা খলীলুর রহমান ছাহেব

তিনি ১৩৪৫ বাং বরিশাল জিলার ভোলা মহকুমাধীন দিগল্‌দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আইন আলী। স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি হিন্দুস্তানের জালালাবাদ গমন করেন। তথায় তিনি ১ বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণ করার পর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মুরাদাবাদ শাহী মাদ্রাছায় ১ বৎসর শিক্ষা লাভ করেন এবং করাচী নিউ টাউন মাদ্রাছা হইতে ২ বৎসরে তফছীর ও হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। মাওলানা ইউছুফ বিন্নৌরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি দেড় বৎসরকাল কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৯৬০ ইং তিনি পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'কাশ্‌ফুল লাছাম' (كشف اللثام فى مسئلة الفاتحة خلف الامام) ।

২। 'তাছহীলুল কোরআন' (تسهيل القرآن) ।

## (গ)

### ১১৬। মাওলানা মোহাম্মদ গিয়াছুদ্দীন ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার ফেনুয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা করেন। শায়খুল হিন্দ প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি নোয়াখালী

ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি একজন দক্ষ মোহাদ্দেছ ও জ্ঞানী আলেম।

## (ছ)

### ১১৭। মাওলানা ছাঈদ আলী ছাহেব

মাওলানা ছাঈদ আলী ইব্‌নে আশ্রাফ আলী ১৯০৭ ইং অক্টোবর মাসে সিলেট জিলার বিয়ানীবাজার থানাধীন চুড়াবই নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৭ ইং স্থানীয় ফুড়াফুড়ি মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে ফাইনাল মাদ্রাছা পাস করিয়া হিন্দুস্তানের রামপুরে গমন করেন। ১৩৫১ হিঃ তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম যান এবং তথায় ৫ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া ফনুনাত, হাদীছ ও তফছীরে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯৩১ ইং স্বদেশ ফিরিয়া তিনি গাছবাড়ী ছিনিয়র (বর্তমানের আলিয়া) মাদ্রাছায় হেড মাওলানা এবং ১৯৫১ ইং শায়খুল হাদীছরূপে বরিত হন।

### ১১৮। মাওলানা ছাঈদ আহমদ ছাহেব

তিনি ১৯১৪ ইং চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানাধীন গহীরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম খাদেম আলী সওদাগর। তিনি প্রথমে জিরী মাদ্রাছা হইতে দাওরা পাস করেন, পুনরায় দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ লাভ করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম চরচাক্তাই মাজাহেরে উলুমে শিক্ষকতা করেন। বিগত ৪ বৎসর যাবৎ তিনি চারিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১১৯। মাওলানা মোহাম্মদ ছেকান্দর মোমতাজী

মাওলানা আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছেকান্দর মোমতাজী ইবনে মোমতাজুদ্দীন শিকদার ১৯৪১ ইং বরিশাল জিলার পটুয়াখালী মহাকুমাধীন পাঙ্গাশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে দাখেল, আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৬২ ইং প্রথম বিভাগে হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা বদিউল আলম প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষাদান কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

(১) 'কোরবানীর ফজীলত'। (২) 'ইমাম শাফেয়ী'। (৩) 'ইমাম আবু হানীফা'। (৪) 'হজরত ওয়াইছ করনী'। (৫) 'ঈমান তত্ত্ব'। (৬) 'হজরত মনছুর হাল্লাজ'। (৭) 'হজরত সাল্‌মান ফারছীর ইসলাম গ্রহণ'।

### ১২০। মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দীকুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি নোয়াখালী জিলার জয়াগ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছা হইতে দাওরা পাস করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে উহার পুনঃ ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন মোরাদাবাদী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

## ১২১। মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ বিক্রমপুরী

তিনি অনুমান ১৩০৩ বাং ঢাকা জিলার লৌহজঙ্গ থানাধীন বিক্রমপুর অঞ্চলের কোড়হাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ফরিদপুর জিলার কুতুবপুর মাদ্রাছায় জমাতে চাহারম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ঢাকা ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত শিক্ষা করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি হিন্দুস্থান গমন করেন এবং যথাক্রমে দেওবন্দ দারুল উলুম ও ডাবিলে ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করনে। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহ্মদ ওছমানী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৩৩৪ বাং স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ঢাকা ইছলামিয়া মাদ্রাছায় যোগদান করেন এবং অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাছায় নাজেমের পদে থাকিয়া হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

## ১২২। মাওলানা ছিদ্দীক আহ্মদ চাটগামী

'খতীবে পাকিস্তান'* মাওলানা ছিদ্দীক আহ্মদ ছাহেব চট্টগ্রাম জিলার চকোরিয়া থানার অন্তর্গত বরইতলী গ্রামে (পোঃ বরইতলী) ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শায়খ ওয়াজীহুল্লাহ মরহুম।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শাহারবিল আনওয়ারুল উলুম মাদ্রাছায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় মাওলানা ছাঈদ আহ্মদ ছাহেব, মাওলানা আবদুল জলীল ছাহেব, মুফতী ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব ও মাওলানা আবদুল ওহ্হাব ছাহেব প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট লাভ করেন। ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা মুফতী শফী ও মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়্যব ছাহেব প্রমুখ মনীষীগণের নিকট হাছেল করেন। হাদীছ তিনি সাহারনপুরের মাজাহেরে উলুম মাদ্রাছায় মাওলানা আবদুল লতীফ, মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী ও মাওলানা জাকারিয়া ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের নিকট অধ্যয়ন করেন।

তিনি যথাক্রমে ১৪ বৎসর হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায়, ৪ বৎসর আনওয়ারুল উলুম মাদ্রাছায়, ৪ বৎসর কাকরা ইছলামিয়া মাদ্রাছায় এবং ৪ বৎসরকাল বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দান করেন। ১৯৫৪ ইং সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং ১৯৫৬ ইং পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামা ও নেজামে ইছলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তিনি একাধারে একজন মোহাদ্দেছ, দার্শনিক, তার্কিক (মোতাকাল্লেম), রাজনীতিবিদ এবং অদ্বিতীয় ওয়ায়েজ ও বক্তা। তাঁহার ওয়াজ ও বক্তৃতা নেহায়েত যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

(১) 'সত্যের দিকে করুন আহবান', (২) 'খতমে নবুওত', (৩) 'মাদ্রাছা শিক্ষার সংস্কার'।

## ১২৩। মাওলানা মোহাম্মদ ছফীউল্লাহ্ ছাহেব

তিনি নোয়াখালী জিলার রামেশ্বরপুর (পোঃ কামালপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাজী নূরুল হুদা। তিনি হিন্দুস্থানে মাওলানা মাছিউল্লাহ্ ছাহেবের মেফতাহুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার হাতে 'বয়াত' করেন।

টীকাঃ * এই উপাধি তাঁহাকে ১৯৬৫ ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফেনী আলিয়া মাদ্রাছার ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভার পক্ষ হইতে দেওয়া হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ১৩৭৯ হিঃ হইতে গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় ফনুনাতের বিষয়সমূহ ও হাদীছ শিক্ষা দিতে আছেন।

**১২৪। মাওলানা ছমীর উদ্দীন ছাহেব**

তিনি অনুমান ১৩৪০ বাং ঢাকা জিলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত পুনসহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর উক্ত থানাধীন দেউলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আহাদ আলী সরকার। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহের তল্লী ও ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় যথাক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সিন্ধুর টাণ্ডুল্লাইয়ার হইতে ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং লাহোর ইউনিভারসিটি হইতে 'মৌলবী ফাজেল' ডিগ্রী লাভ করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যথাক্রমে কামড়া-মাশোক, জাঙ্গালিয়া, ভাগনাহাটী, ও বেলদী ছিনিয়র মাদ্রাছায় ছিনিয়র শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি নোয়াখালীর রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**১২৫। মাওলানা ছেরাজুদ্দীন ছাহেব**

নোয়াখালী জিলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত দরগাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌শী লাল মিঞা। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে তিনি মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**১২৬। মাওলানা ছোলতান আহমদ ছাহেব**

তিনি নোয়াখালী (হালে চট্টগ্রাম) জিলার সন্দ্বীপ থানাধীন রহমতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আলহাজ্জ বদিউজ্জমান। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**১২৭। মাওলানা ছোলতান আহ্‌মদ বাবুনগরী**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন ধর্মপুর গ্রামে অনুমান ১৩৩৪ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি গ্রামের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা ওবাইদুল হক 'লাল মিঞা'-এর নিকট এবং ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা দেওবন্দের ওস্তাদগণের নিকট লাভ করেন, হাদীছ মাওলানা মদনীর নিকট অধ্যয়ন করেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি প্রথমে নাজিরহাট নাছীরুল উলুম মাদ্রাছায় সহকারী মোহাদ্দেছরূপে, অতঃপর দীর্ঘদিন বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছরূপে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি 'লাল মিঞা' ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানুপুর হাফেজুল উলুম মাদ্রাছার মোহতামেম পদে সমাসীন আছেন।

তিনি মুফতী মাওলানা আজীজুল হক ছাহেবের খলীফা ও নামজাদা ওয়ায়েজ। তাঁহার ওয়াজ বড় মর্মস্পর্শী।

**১২৮। মাওলানা ছোলতান মাহ্‌মুদ ছাহেব**

তিনি ১৯০৮ ইং নোয়াখালী জেলার ফেনী থানাধীন ইয়াকুবপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মোবারক আলী মিঞা। তিনি প্রথমে দাগনভূঁইয়া মাদ্রাছায় জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে

যথাক্রমে ১৯২৩ ইং ও ১৯২৫ ইং সরকারী বৃত্তি সহকারে আলেম ও ফাজেল পাস করেন। ১৯২৭ ইং তিনি 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করেন। মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী, মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন সিলেটী ও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার রিসার্চ বিভাগে 'ওলামায়ে হিন্দ' নামক একখানা গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন। ১৯৩৩ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করিতেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম।

## ১২৯। মাওলানা ছলীমুর রহ্মান কমরী

মাওলানা আবু ওছমান মোহাম্মদ ছলীমুর রহ্মান ১৯৩১ ইং চট্টগ্রাম জিলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত জলদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা ফজলুর রহ্মান যথাক্রমে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া ও পটিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাছায় ফাজেল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং যথাক্রমে ১৯৪৮ ইং ও ১৯৫০ ইং আলেম ও ফাজেল পরীক্ষাদ্বয়ে চতুর্থস্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ ইং তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন, অতঃপর গবেষণার জন্য রিসার্চ স্কলারশিপ লাভ করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ইবনে আ'ছের রেওয়ায়ত সংকলন করেন। মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী, মাওলানা নজীরুদ্দীন ও মাওলানা আমীমুল এহ্ছান প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ১৯৫৮-৬১ ইং সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'মোছনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'ছ' (হাদীছের সমষ্টি ৮৫৬)। [ইহা তাঁহার রিসার্চ কালের রচনা]

২। 'তালীকাতুল্ কামারী' [ইহা তাঁহার বোখারী শরীফের উর্দু শরাহ্] (১ম পারা সমাপ্ত, সম্মুখে চলিতেছে)।

৩। 'নাছায়ী শরীফের কিতাবুল হজ্জের শরাহ্'।

৪। 'তিরমিজী শরীফের কিতাবুজ জাকাত ও কিতাবুছ ছাওম-এর শরাহ্' (অপ্রকাশিত)।

## ১৩০। মাওলানা মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব

মাওলানা মোহাম্মদ ছালেহ ইব্নে গুড়া মিঞা চৌধুরী অনুমান ১৩৩৪ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়া থানাধীন হার্নখায়েন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে জিরী মাদ্রাছায়, পরে কিছুদিন সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর ডাবিল মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং দেওবন্দে দারুল উলুম হইতে পুনরায় হাদীছের ছনদ লাভ করেন। ডাবিলে মাওলানা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী এবং দেওবন্দে মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি অদ্যাবধি জিরী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৩১। মাওলানা ছৈয়দ আহ্‌মদ সন্দ্বীপী

তিনি সন্দ্বীপে সাতঘরিয়া গ্রামে অনুমান ঈছায়ী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি দেশে গ্রহণ করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থে হিন্দুস্তান গমন করেন এবং তথায় সাহারনপুরের মাজাহেরে উলুমে এক বৎসর ও দেওবন্দের দারুল উলুমে ৬ বৎসরকাল হাদীছ ও তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে চট্টগ্রামে হাটহাজারী, সন্দ্বীপে কাজীরখীল ও কাটঘর মাদ্রাছায় হাদীছ-তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন, অতঃপর বরিশালের শর্ষিণা মাদ্রাছায় মোহাদ্দেছ নিয়োজিত হন। এই সময় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। অতঃপর তিনি কলিকাতা গমন করিয়া লেখকের সাহায্যে বাংলা ভাষায় দ্বীনী কিতাব রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভাগ উত্তর কালে তিনি কিছুদিন সন্দ্বীপের জিয়াউল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষা দান করেন। বর্তমানে তিনি অন্ধ অবস্থায় কুমিল্লার এক মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি একজন আরবী ভাষায় পারদর্শী ও বিজ্ঞ আলেম।

### ১৩২। মাওলানা ছৈয়দ আহমদ ছাহেব

তিনি অনুমান ১৯১৯ ইং নোয়াখালী জিলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন রামেশ্বরপুর (পোঃ চাপরাশির হাট) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলী আহমদ মোল্লা। তিনি যথাক্রমে নিজ গ্রাম ও চাপরাশির হাট ছিনিয়র মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ছয়ানী মাদ্রাছায়, অতঃপর কিছুদিন ফেনী আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি ওলামা বাজার হোছাইনিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

## (জ)

### ১৩৩। মাওলানা হাফেজ জাওয়াদ ছাহেব

তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে টাইটেল (হাদীছ) পাস করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে পুনঃ উহার ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে একটি স্থানীয় মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় ৫ বৎসরকাল শায়খুল হাদীছরূপে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি পূর্ববর্তী মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছ নিযুক্ত হন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ।

### ১৩৪। মাওলানা মোহাম্মদ জমশেদ ছাহেব

তিনি সিলেট জিলার অন্তর্গত কানাইঘাট থানাধীন মীরজারগড় গ্রামে ১৩৪২ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ রেজু মিঞা। রাণাপিং মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী, মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রীছ কান্দলবী ও মাওলানা বশীর আহমদ প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা লাভের পর হইতে এযাবৎ তিনি রাণাপিং মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন হক্কানী আলেম।

### ১৩৫। মাওলানা জহুরুল হক ছাহেব

মাওলানা আবুল কালাম জহুরুল হক ১৯১৯ ইং বরিশালের অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া থানাধীন ধাওয়া রাজপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছুফী ইছমাঈল ছাহেব শর্ষিণার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তিনি স্থানীয় জুনিয়র মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর যথাক্রমে ১৯৪৪ ইং ও ১৯৪৬ ইং শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা লাভের পর তিনি ১ বৎসরকাল শর্ষিণার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন ছাহেবের খেদমতে থাকিয়া মা'রেফাতের দীক্ষা লাভ করেন এবং খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

তিনি প্রথমে কিছুদিন ফর্‌রা ছিনিয়র মাদ্রাছায় এবং ৮ বৎসর কাল নুরায়নপুর ছিনিয়র মাদ্রাছায় সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট পদে কাজ করেন, অতঃপর চরমোনাই ছিনিয়র (বর্তমান আলিয়া) মাদ্রাছায় মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি তথাকার প্রিন্সিপাল।

### ১৩৬। মাওলানা জয়নুল আবেদীন ছাহেব

তিনি ১৩৩৫ বাং ময়মনসিংহ জিলার ফুলপুর থানাধীন বিলটিয়া বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী ইউছুফ ছাহেব তদঞ্চলের একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ময়মনসিংহের বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা জাওয়াদ ছাহেব ও মাওলানা আশরাফুদ্দীন ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি ১৯৬০ ইং ঈশ্বরগঞ্জ থানাধীন ফানুর আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় ৩ বৎসর প্রধান শিক্ষক-রূপে কাজ করেন। ১৯৬৪ ইং তিনি সোহাগী দারুছ ছালাম মাদ্রাছায় মোহাদ্দেছরূপে আত্ম-নিয়োগ করেন।

## (ত)

### ১৩৭। আলহাজ্জ মাওলানা তাজুল ইছলাম ছাহেব

'রইছুল মোনাজেরীন' মাওলানা তাজুল ইছলাম ছাহেব কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত নাছিরনগর থানাধীন ভুবন গ্রামে ১৩০৩ বাং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা আনওয়ারুদ্দীন ছাহেব একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি প্রথমে কিছুটা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করার পর সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছায় বৃত্তি সহকারে মাদ্রাছা শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ যাইয়া ৪ বৎসরকাল তথায় উচ্চ পর্যায়ের ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী, 'মিঞা ছাহেব' ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী ও মুফতী আজীজুর রহমান ওছমানী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। এল্‌মে মা'রেফাত তিনি হজরত মদনী হইতে লাভ করেন। তিনি তাঁহার খলীফা। এছাড়া তিনি কাজী মোআজ্জাম ছাহেব হইতেও উহার এজাজত হাছেল করেন।

তিনি প্রথমে কুমিল্লার সুয়াগাজী মাদ্রাছায় ও জামেয়ায়ে মিল্লিয়ায় শিক্ষা দান করেন, অতঃ-পর ১৯৩৫ ইং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুছিয়া মাদ্রাছায় গমন করেন। বর্তমানে তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ।

তিনি একজন জবরদস্ত আলেম, বিজ্ঞ মোহাদ্দেছ, নামজাদা ওয়ায়েজ, দক্ষ তার্কিক (মোনাজের) এবং আরবী ভাষার অদ্বিতীয় কবি ও সাহিত্যিক।

**১৩৮। আলহাজ্জ মাওলানা তাজাম্মুল হোছাইন খাঁ ছাহেব**

তিনি বাকেরগঞ্জ জিলার পশ্চিম পশরিবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম রমজান আলী খাঁ। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত, ফেকাহ্ ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। বিগত ১৭ বৎসরকাল যাবৎ তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল পদে সমাসীন আছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'খোলাছাতুল মীজান' (خلاصة الميزان)। ২। 'মেরআতুল আদব' (مرأة الادب)। ৩। 'জাওয়াহিরুল ফেকাহ্' (جواهر الفقه)। ৪। 'তা'লীমে উর্দু (تعليم اردو)। ৫। 'মেরকাতুত্-তরজমা' (مرقاة الترجمة)। ৬। 'বেহেশ্তের জামিন'। ৭। ইসলাম নীতি। ৮। ইসলামে দাড়ি ও লেবাছ। ৯। হজ্জ ও জিয়ারত। [প্রথম পাঁচটি পাঠ্য পুস্তক]

**১৩৯। মাওলানা তমীজুদ্দীন ছাহেব**

তিনি অনুমান ১৯০২ ইং ময়মনসিংহ জিলার সাতপোয়া গ্রামে (পোঃ শরিষাবাড়ী) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহের ধনাটা, বালিজুরী, নান্দিনা ও ঢাকার মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কাতলাসেন ছিনিয়র (বর্তমান আলিয়া) মাদ্রাছা হইতে আলেম পাস করেন। অতঃপর তিনি রিয়াছতে মিণ্ডু মাদ্রাছায় ৩ বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া দিল্লীর মিয়া ছাহেবের মাদ্রাছায় ও আলীজান মাদ্রাছায় ফনুনাত, তফছীর ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং হাফেজ আল্লামা আবদুল ওহ্হাব নাবিনার নিকট পুনঃ হাদীছ শিক্ষা করেন। আলীজানে মাওলানা আহ্মদুল্লাহ্ ও মাওলানা আবদুর রহমান মাদ্রাজী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি আসামের কামরূপ জিলার অন্তর্গত কালঝার পন্নার পার মাদ্রাছায় ১ বৎসর -কাল শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ১৩৩৪ হিঃ শরিষাবাড়ী আরামনগর ছিনিয়র (বর্তমান আলিয়া) মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**১৪০। মাওলানা মোহাম্মদ তাহির ছাহেব**

মাওলানা মোহাম্মদ তাহির ইব্নে মরহুম মনছুর ছাহেব সিলেট জিলার গোলাপগঞ্জ থানাধীন তাহিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে রাণাপিং মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী ও মাওলানা এ'জাজ আলী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপন করার পর হইতে তিনি রাণাপিং মাদ্রাছায় মোহতামেমের কাজ পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

**(দ)**

**১৪১। মাওলানা মোহাম্মদ দাউদ ছাহেব**

তিনি ১৯২০ ইং সীমান্ত প্রদেশের মরদান জিলার অন্তর্গত কাবুলগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব শাহ। তিনি স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আজমীর মুঈনিয়া ওছমানিয়া মাদ্রাছা হইতে দরছে নেজামীর 'ছনদে তাকমীল' লাভ করেন।

পুনরায় তিনি দিল্লী আমিনিয়া মাদ্রাছায় ছেহাহ্ ছেত্তা অধ্যয়ন করেন। মাওলানা মুঈনুদ্দীন আজমীরী ও মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ (রঃ) প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি যথাক্রমে আজমীর মুঈনিয়া ওছমানিয়া ও মিরাঠ নাফেউল উলুম মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯৪৩ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৪২। মাওলানা মোহাম্মদ দানেশ ছাহেব

তিনি অনুমান ১৯৩১ ইং চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত চরম্বা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জিরী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন, পুনরায় সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম হইতে উহার ছনদলাভ করেন। মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে এক মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর প্রায় ১৮ বৎসর-কাল সাতকানিয়া মাদ্রাছায় হেড মাওলানার পদে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি পটিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ১৪৩। মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ ছাহেব

তিনি ১৯০০ ইং জানুয়ারী মাসে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নূরুল্লাহ্ খাঁ।* তিনি প্রাথমিক কিতাব হইতে হাদীছের ছেহাহ্ ছেত্তা পর্যন্ত তৎকালে চকবাজার জামে মসজিদে অবস্থানরত মাওলানা ইব্রাহীম পেশওয়ারী মরহুমের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ যাইয়া ১৯২০ ইং পর্যন্ত পাঁচ বৎসরকাল তথায় হাদীছ ও অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি মোল্লা ফাজেলের পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেন এবং কিছুকাল দিল্লী আমিনিয়া মাদ্রাছায় অবস্থান করেন। আমিনিয়া মাদ্রাছায় অবস্থানকালে তিনি মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ দেহ্‌লবীর দরছে যোগদান করেন এবং তাঁহার নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। দেওবন্দে আল্লামা কাশ্মীরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বিভিন্ন মাদ্রাছায় এবং কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি তিন বৎসরকাল তাহাতেও হাদীছ শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় হাদীছ ও তফছীর শিক্ষা দিতেছেন।

তিনি কিছুদিন বর্মায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ইমাম, মুফতী ও মুফাচ্ছির হিসাবে বিরাট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে মুফতী, মোহাদ্দেছ ও মুফাচ্ছির। তিনি বরাবর চকবাজার জামে মসজিদে এশার নামাজের পর (মাইকযোগে) তফছীর বর্ণনা করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে কোরআন প্রচারের পক্ষে ইহা একটি উত্তম নিয়ম।

টীকা

* নূরুল্লাহ্ খাঁ প্রাক্তন সীমান্ত প্রদেশের বাজুড় এলাকার বাসিন্দা এবং ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগের একজন ক্যাপটেন ছিলেন। মনিপুরের যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি বাংলায় আগমন করেন এবং অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় বসবাস এখতেয়ার করেন। এখানে তিনি জিলা মোমেনশাহীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁহার এই ঘরে দুই পুত্রঃ দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ, নূর মোহাম্মদ খাঁ ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

### ১৪৪। মাওলানা দেলওয়ার হোছাইন ছাহেব

তিনি ১৯৩৩ ইং বরিশাল জিলার ভোলা মহকুমাধীন উত্তর শাহাবাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী আবদুল কাদের। তিনি স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ১৯৪২ ইং চরকাতিয়া ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে ফাজেল এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৪৫ ইং হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী ও মাওলানা মুফতী আমীমুল এহছান প্রমুখ মোহাদ্দেছীনের নিকট তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি আহ্ছানাবাদ রশীদিয়া ছিনিয়র (বর্তমান আলিয়া) মাদ্রাছার সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োজিত হন। বর্তমানে তিনি তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন। 'তাহছীলে উর্দু' (পাক বাংলা) নামে তাঁহার একখানা পুস্তক রহিয়াছে।

### ১৪৫। মাওলানা মোহাম্মদ দেলওয়ার হোছাইন ছাহেব

তিনি ১৩১২ বাং কুমিল্লা জিলার লাকসাম থানাধীন ফেনুয়া গ্রামে (পোঃ উত্তর হাওলা) জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মৌলবী ইমামুদ্দীন। তিনি প্রথমে প্রাইমারী স্কুলে ও মৌলবী আফতাবুদ্দীন ছাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর নোয়াখালী ইছলামিয়া হইতে ফাজেল পাস করিয়া তথায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তৎপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম যাইয়া তথায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন। শায়খুল ইছলাম মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যথাক্রমে নোয়াখালী ইছলামিয়া ও সিরাজগঞ্জ ছিনিয়র (বর্তমানে আলিয়া) মাদ্রাছায় ৫/৬ বৎসর প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন এবং কিছুদিন চৌমুহনী মাদ্রাছায় দরছ দেন। অতঃপর তিনি যথাক্রমে ফেনী আলিয়া, মুক্তাগাছা আলিয়া ও নেত্রকোনা কওমী মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছ ছিলেন। বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহের সোহাগী কওমী মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ও হজরত মাওলানা মদনীর বিশিষ্ট খলীফা। পাক-বাংলায় তাঁহার বহু শাগরিদ ও মুরীদ রহিয়াছে।

### ১৪৬। মাওলানা দলীলুর রহমান ছাহেব

মাওলানা দলীলুর রহমান ইব্‌নে মরহুম মোহাম্মদ কাছেম নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানাধীন মহেশপুর গ্রামে ১৯১৪ ইং জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের ওস্তাদ। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনীর তিরমিজী ও বোখারীর তক্‌রীর এবং মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী ছাহেব -এর মোছলেম শরীফ (কিতাবুল ঈমান ও বুয়ু')-এর তক্‌রীর তাঁহার নিকট পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান আছে।

## (ন)

### ১৪৭। মাওলানা মোহাম্মদ নজীবুল্লাহ্ কাছেমনগরী

মাওলানা আবু নছর মোহাম্মদ নজীবুল্লাহ্ ইব্‌নে আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্ ১৩১৪ বাং ১৪ই ফাল্গুন নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানাধীন কাছেমনগরে জন্মগ্রহণ করেন। আপন পিতার তত্ত্বাবধানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং কিছুদিন ঢাকা ইছলামিয়া ও ৩ বৎসর

-কাল ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ৩য় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৩২ ইং কৃতিত্বের সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি যথাক্রমে কলিকাতা রমজানিয়া ও নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, অতঃপর ১৯৪৯ ইং বগুড়া আলিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'মকছুদুল মোত্তাকীন'। ২। 'ইসলামী সুষ্ঠু সমাধান'। ৩। 'নারীদের সম্বল'। ৪। 'পর্দাতত্ত্ব'। **(পাঠ্য পুস্তক)** ৫। 'বারাকাতে উর্দু'। ৬। 'কিতাবুল ইমলা' (كتاب الاملاء فى قوانين انشاء)। ৭। 'আল মিনহাজুল কবী' (المنهج القوى فى شرح مقدمة الدهلوى)। ৮। 'বেহতরীন উর্দু' (بهترين اردو انشاء)।

**১৪৮। মাওলানা নজীর আহ্‌মদ আনওয়ারী**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানাধীন চারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোলাম হোছাইন মাতব্বর। তিনি প্রথমে (১৩৪১-৪৮ হিঃ) হাটহাজারী, অতঃপর ১৩৫১ হিঃ ডাবিলে আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী এবং ১৩৫২ হিঃ দেওবন্দ দারুল উলুমে মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী ও ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী প্রমুখ ওস্তাদগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি প্রথমে হাটহাজারী মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, অতঃপর মাওলানা হিফজুর রহমান ও মাওলানা আতীকুর রহমান দেওবন্দীর সহিত মিলিয়া কলিকাতার লোয়ারচিৎপুর রোডে একটি মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় হাদীছ ও ফনুনাত শিক্ষা দিতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি উহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় হাটহাজারী মাদ্রাছায় যোগদান করেন। তিনি তথাকার 'নুদ্‌ওয়াতুল মোয়াল্লেফীন- এর নাজেম বা সম্পাদক। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।*

**১৪৯। মাওলানা নূর আহমদ ছাহেব**

তিনি নোয়াখালী জিলার অধিবাসী। তিনি নেজামপুর ছুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাছায় জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত পড়িয়া দেওবন্দ গমন করেন, তথায় তিনি যাবতীয় ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী ও তৎকালীন দেওবন্দের মোদার্‌রেছগণ তাঁহার ওস্তাদ।

দেশে ফিরিয়া তিনি যথাক্রমে ছুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাছা, সীতাকুণ্ড মাদ্রাছা ও নোয়াখালী কারা-মতিয়া মাদ্রাছায় দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন, অতঃপর হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছরূপে ৪ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি রংপুর জিলায় এক মাদ্রাছায় শিক্ষাদান করিতেছেন।

টীকা

* ১। 'তারীখে ওহ্‌হাবী'। ২। 'আল হাদী'। ৩। 'ফজায়েলে দুরূদ শরীফ'। ৪। 'তুহ্‌ফাতুল হুজ্জাজ'। ৫। 'ফতওয়ায়ে কিয়াম ও ফাতেহা'। ৬। 'আনীছুল আরব' (انيس العرب فى نفيس الادب) [আরবী]। ৭। 'জুব্‌দাতুল আছার' (زبدة الآثار فى عمدة الاذكار)। ৮। 'নে'মার্‌রাছায়েল' (نعم الرسائل فى نظم المسائل) (ফারছী কবিতা)। ৯। 'গোলশানে হাবীব' (گلشن حبيب) ১০। 'জালীছুত্ তরব' (جليس الطرب مقدمهٔ انيس العرب) (আরবী)। ১১। 'আল মাওয়েজাহ' (الموعظة الحسنة) ১২। 'আহছানুল ওজায়েফ' (احسن الوظائف) ১৩। 'খাতাবাত' (خطابات علامة شبير احمد عثمانى)।

### ১৫০। মাওলানা নূরুর রহমান ছাহেব

মাওলানা নূরুর রহমান ইবনে ইউছুফ পাটওয়ারী ১৯০৯ ইং নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন দক্ষিণ কেরোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে নোয়াখালী রায়পুর ও ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করিতেছেন।

**তাঁহার রচনা ঃ**

১। তফছীরে বয়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ (প্রথম দিকে কিছুটা বাদ)।

২। কিমিয়ায়ে সা'আদাতের বঙ্গানুবাদ।

### ১৫১। মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব

তিনি ১৯২৬ ইং মোমেনশাহীর গফরগাঁও থানাধীন নিগুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মরহুম হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল জাববার ছাহেব একজন বুজুর্গ লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে তল্‌লী ইছলামিয়া মাদ্রাছা ও পাঁচবাগ ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি যথাক্রমে তল্‌লী ইছলামিয়া, বালিয়া আশরাফুল উলুম ও ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ১৫২। মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইছলাম দৌলতপুরী

তিনি ১৩৪৪ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম আলী মিঞা সওদাগর। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নাজিরহাট নাছিরুল উলুম মাদ্রাছায় এবং ফনুনাতের উচ্চ শিক্ষা ও হাদীছ দেওবন্দ মাদ্রাছায় লাভ করেন। হজরত মাওলানা মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ এবং হজরত মাওলানা জাকারিয়া সাহারনপুরী তাঁহার মা'রেফাতের মুরশিদ।

১৩৬৩ হিঃ তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং দেশে ফিরিয়া প্রায় ৪ বৎসরকাল নাজিরহাট নাছিরুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বিগত ১২ বৎসর যাবৎ তিনি বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছার মোদাররেছ। বর্তমানে তিনি তথায় মোছলেম শরীফ ও আবু দাঊদ শরীফ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৫৩। মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব

চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন থানামহিরা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হইতে তিনি পটিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন।

### ১৫৪। মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন রাঙ্গামাটিয়ায় (পোঃ বিবির হাট) জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমান বাসস্থান শোয়াবীল। তাঁহার পিতার নাম আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল গফুর। তিনি জিরী

মাদ্রাছা হইতে দাওরা পাস করেন, পুনরায় দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। জিরীতে মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ ও মাওলানা ছালেহ আহমদ প্রমুখ এবং দেওবন্দে মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রথমে জিরী মাদ্রাছায় ৫ বৎসর ও নাজিরহাট মাদ্রাছায় ২ বৎসর শিক্ষকতা করেন, বিগত ৬ বৎসর যাবৎ তিনি চর চাক্তাই মাজাহেরে উলুমে হাদীছের দরছ দিতেছেন। তিনি হজরত মদনীর নিকট 'বয়ত' করেন।

### ১৫৫। মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব

মাওলানা নূরুল ইছলাম ইব্‌নে মুনশী মোহাম্মদ ইউনুছ ১৩৫৬ হিঃ মোঃ ১৯৩৭ ইং নোয়াখালী জিলার সোনাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর চান্দিয়ায় (পোঃ সওদাগর হাট) বসবাস এখতেয়ার করেন। তিনি প্রথমে চর সোনাখালী ও ওলামা বাজার, অতঃপর জিরী মাদ্রাছায় ফনুনাতের বিভিন্ন বিষয় ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি ওলামা বাজার হোছাইনিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**তাঁহার রচনাঃ**

১। 'সাহলুল উছুল' (سهل الاصول) [প্রকাশিত]।

২। 'নূরুন্ নুজুম' (نور النجوم شرح اردو سلم العلوم) ।

৩। 'আছ্‌কাল মানাহেল' (اصفى المناهل فى شرح الشمائل) ।

৪। 'আল লাতায়েফ' (اللطائف الادبية فى الصنائع العربية) ।

### ১৫৬। মাওলানা নূরুল মাআব পেশওয়ারী

তিনি ১৯২১ ইং সোয়াত রাজ্যের অন্তর্গত কোস্‌কানা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ইছমাঈল ছাহেব একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। তদীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুদিন দিল্লী আমিনিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ১৯৪৪ ইং তিনি দিল্লীর জমিরিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

তিনি ১৯৪৭ ইং ময়মনসিংহে আগমন করেন এবং যথাক্রমে গোপালনগর ও চুরখাই ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ১৫৮। হাফেজ মাওলানা নূরুদ্দীন ছাহেব

সিলেট জিলার অন্তর্গত গহরপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহের বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ১৫৯। মাওলানা নূরুল্লাহ্ ছাহেব

আবুল খায়ের মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্ ইব্‌নে আলহাজ্জ মাওলানা শাহ্‌নাওয়াজ ১৯৩৯ ইং ময়মনসিংহ জিলার সদর মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আপন পিতার নিকট লাভ করেন, অতঃপর হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৫৮ ইং ও ১৯৬০ ইং ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন। তৎপর তিনি ১৯৬১ ইং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে

'মোমতাজুল ফুকাহা' ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৬৩ ইং কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়া হইতে তফছীরে দাওরা পাস করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হইতে তিনি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৬০। মাওলানা নূরুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি ১৩১৬ বাং নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত বেগমগঞ্জ থানাধীন মীর আলীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ নোয়াব আলী। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছা হইতে দাওরা পাস করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন। তথা হইতে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হাদীছের পুনঃ ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, 'মিঞা ছাহেব' ছৈয়দ আছগর হোছাইন প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রথমে দারুল উলুম দেওবন্দে, পরে হাটহাজারীতে ও কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং আরবী ভাষার বড় কবি ও সাহিত্যিক।

তাঁহার রচনা ঃ

১। 'আদ্দুরারুল মানছুরাহ্' (الدرر المنثورہ) ।

২। 'আনওয়ারুছ ছা'দী' (انوار السعدی فی انواع علم البدیع) ।

৩। 'তোহফাতুল ওয়াতন' (تحفة الوطن فی حاشیة نفحة الیمن) ।

৪। 'হেকমতে কোরআনী' [বাংলা]।

### ১৬১। মাওলানা নূরুল হক ছাহেব

তিনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত রূপগঞ্জ থানাধীন দাউদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আছগর হোছাইন ভুঁইয়া। তিনি ঢাকা আশরাফুল উলুম হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। মাওলানা জফর আহমদ ওছমানী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি ঢাকা (বংশাল) 'মাদ্রাছাতুল হাদীছে' হাদীছ প্রভৃতি এলম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৬২। মাওলানা মুফতী নূরুল হক ছাহেব

মাওলানা নূরুল হক ইব্নে এমদাদ হোছাইন অনুমান ১৩৪০ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন জামীরজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে জিরী মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন। অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে মাওলানা হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছের নিকট উহা পুনরায় অধ্যয়ন করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি জিরী ইছলামিয়া মাদ্রাছার মোদাররেছ নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও মুফতী। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ। জিরী মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহ্মদ হাছান তাঁহার শ্বশুর।

### ১৬৩। মাওলানা নূরুল হক ছাহেব

তিনি ১৩৩০ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম শায়খ ইবাদুল্লাহ্। এল্‌মে কেরাআত তিনি হজরত ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেবের খলীফা ক্বারী দ্বীন মোহাম্মদ নও-মোছলেমের নিকট শিক্ষা করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি নাজিরহাট নাছিরুল উলুম মাদ্রাছায় মাওলানা মোহাম্মদ আমীন ছাহেব ও মাওলানা নূর আহ্মদ ছাহেবের নিকট এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হাটহাজারীর ওস্তাদগণের নিকট লাভ করেন। হাদীছ তিনি দেওবন্দে

হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছের নিকট অধ্যয়ন করেন। মা'রেফাতের 'বয়ত' তিনি মুফতী মাওলানা আজীজুল হক ছাহেবের নিকট গ্রহণ করেন।

১৩৫৪ হিঃ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথায় নাছায়ী শরীফ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৬৪। মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী

তিনি পূর্ব তুর্কিস্তান (সিয়াংইয়াং)-এর অন্তর্গত খোতান প্রদেশের ইলচী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ ছিদ্দীক। তিনি প্রথমে খোতান ও কাশগড়ের সরকারী মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে যাবতীয় ফনুনাত অধ্যয়ন করেন এবং দাওরায়ে হাদীছ ও দাওরায়ে তফছীরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেওবন্দের তৎকালীন মোহাদ্দেছগণ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের দরছ দান করিতেছেন। পাক-ভারতে আগমনের পূর্বে তুর্কিস্তানে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ মোহাদ্দেছ।

## (ফ)

### ১৬৫। মাওলানা ফজলুল করীম ছাহেব

নোয়াখালী জিলার মহাদেবপুর গ্রামে ১৯৩৩ ইং তাঁহার জন্ম হয়, পিতার নাম মরহুম আল-হাজ্জ আবদুল কাদের। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুদিন টুমচর মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর রামপুর ষ্টেটের মাদ্রাছায়ে আলিয়ায় ফনুনাত ও মাতলাউল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাছা শিক্ষা বোর্ড হইতে যথাক্রমে ফাজেল ও কামেল পরীক্ষায় পাস করিয়া সরকারী ছনদও লাভ করেন। মাওলানা আবুল বারাকাত ছৈয়দ আহ্মদ লাহোরী, ছৈয়দ আহ্মদ পেশওয়ারী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় ও ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছায় ৮ বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছার প্রধান মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনা ঃ**

১। 'তাকারীরে ছহীহ্ বোখারী' (تقارير صحيح بخارى) ।

২। 'আল ওয়াক্কাফ' (الوقاف على الكشاف) ।

৩। 'ছাওয়ানেহে ইমাম আ'জম' (سوانح امام اعظم رح) ।

৪। 'রাহনুমায়ে উর্দু' (رهنمائے اردو) ।

### ১৬৬। মাওলানা ফজলুল বারী ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার মিরসরাই থানার অধিবাসী। ১৯৪৫ ইং তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে ছুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাছা হইতে আলেম ও সোনাগাজী ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন। অতঃপর ১৯৬৩ ইং শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কৃতিত্বের সহিত 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী ও মাওলানা আবদুছ্ছাত্তার বিহারী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হইতে তিনি সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্রাছায় মোহাদ্দেছরূপে দরছ দিয়া আসিতেছেন।

### ১৬৭। মাওলানা ফজলে হক সিলেটী

তিনি ১৯২২ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত আগফোদ নারায়ণপুর গ্রামে (পোঃ গাছবাড়ী) জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ কামেল। তিনি গাছবাড়ী মাদ্রাছায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন এবং তথায় ফনুনাত-এর যাবতীয় বিষয় ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দিল্লী হইতে পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির 'মৌলবী ফাজেল' ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন, মাওলানা এ'জাজ আলী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুদিন গাছবাড়ী মাদ্রাছায় প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। ১৬৫৪ ইং তিনি সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি হজরত মাওলানা মদনীর নিকট 'বয়ত' করেন।

### ১৬৮। মাওলানা মোহাম্মদ ফয়জুদ্দীন ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার কোনাউর গ্রামে (পোঃ বাউবখণ্ড) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম রায়হানুদ্দীন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়ায়ে ইউনুছিয়ায় ফনুনাত শিক্ষা করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় অধ্যাপনা করিতেছেন।

### ১৬৯। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি ১৩১১ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার মেখল (হাটহাজারী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম হেদায়েতউল্লাহ্ ছাহেব। তিনি প্রথমে হাটহাজারী মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হইতে এ যাবৎ তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী আছেন। বর্তমানে তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ ও ছেরপরস্ত (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক)। তিনি একজন বুজুর্গ আলেম, প্রসিদ্ধ মুফতী এবং ছুন্নতের অনুসরণে ইস্পাত-কঠিন ব্যক্তি। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে।*

টীকা

* (১) আল আদইয়াতুল্ মা'ছুরাহ্। (২) তরীকায়ে নিয়্যত। (৩) রাহে হক। (৪) আদদুরারুল মু'মিনীন। (৫) পায়রবীয়ে ছুন্নত।

(٦) عمدة الاقوال (٧) دافع الاشكالات فى حرمة الاستيجار على الطاعة (٨) فيض الكلام لسيد الانام (٩) هداية العباد الى سبيل الرشاد (١٠) الفصيلة الجلية فى حكم سجدة التحية (١١) المنظومة المختصرة (١٢) الرسالة المنظومة (١٣) حفظ الايمان عن مكائد الرجال والاديان (١٤) ارشاد الامة الى التفرقة بين البدعة والسنة (١٥) قند خاكى (١٦) ازالة الخبط و الهيمان فى رؤية هلال عيد و رمضان (١٧) الحق الصريح (١٨) الفلاح فيما يتعلق بالنكاح (١٩) القول السديد فى حكم الاحوال و المواجيد ـ

(ব)

### ১৭০। মাওলানা ক্বারী বজলুর রহমান দয়াপুরী

তিনি ১৩২৭ হিঃ কুমিল্লা জিলার সদর থানাধীন দয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মুনশী তৈয়্যব আলী মরহুম। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কুমিল্লার জামেয়ায়ে মিল্লিয়ায় মাওলানা আতহার আলী ও মাওলানা তাজুল ইছলাম ছাহেবের নিকট গ্রহণ করেন। মধ্য-উচ্চ শিক্ষা ও হাদীছ তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে হাছেল করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ১৩৫৪ হিঃ হইতে ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করিনে। দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দানের পর ১৩৮২ হিঃ তিনি ঢাকা ফরিদাবাদ 'এমদাদুল উলুম' মাদ্রাছায় গমন করেন। বর্তমানে তিনি তথাকার মোহতামেম (পরিচালক)।

### ১৭১। মাওলানা বদীউর রহমান ছাহেব

চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার অন্তর্গত চিকদাইর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে জিরী, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত, হাদীছ ও তফছীর প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে বিভিন্ন মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন। 'চেহেলে হাদীছ' নামে তাঁহার একখানা বাংলা কিতাব রহিয়াছে।

### ১৭২। মাওলানা বদীউল আলম ছাহেব

মাওলানা বদীউল আলম ইব্‌নে মরহুম মাওলানা আবদুল মতীন ১৩৩৯ বাং কুমিল্লা জিলার কচুয়া থানাধীন চাঙ্গিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে শশদী মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ফেনী আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কামেল হাদীছ পাস করেন এবং উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া যথাক্রমে সরকারী বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের 'দরছ' দান করিতেছেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'হুজুরের ভবিষ্যদ্বাণী'।

২। 'তাজ্‌য়ীনুছ্‌ ছাহীফাহ্‌' (تزيين الصحيفة فى ذكر ابى حنيفه)।

৩। 'গুন্‌য়াতুল ক্বারী' (غنية القارى على سهل البخارى)।

### ১৭৩। মাওলানা বেলায়েত হোছাইন বীরভূমী

তিনি ১৮৮৭ ইং বীরভূম জিলার ছাওগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমান বাসস্থান ঢাকা। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মেছবাহ্‌ উদ্দীন। তিনি বর্ধমান জিলার মঙ্গলকোটে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ঢাকা আগমন করেন এবং মোহছিনিয়া মাদ্রাছার ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ ফজলে করীমের নিকট কিছুদিন প্রাইভেটভাবে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৭ ইং মোহছিনিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন এবং ১৯০৯ ইং তথা হইতে জমাতে উলা পাস করেন। অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানের রামপুর গমন করেন। তথায় তিনি মাওলানা মোহাম্মদ তৈয়্যব আরব মক্কী, মাওলানা আবদুল আজীজ ও মাওলানা মোহাম্মদ আমীন ছাহেব বেলায়েতীর নিকট ফনুনাত

এবং মাওলানা মোনাওওর আলী ছাহেবের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মা'কুলাত তিনি ফজলে হক রামপুরীর নিকট শিক্ষা করেন।

১৯১৩ ইং তিনি ঢাকা মোহছিনিয়া মাদ্রাছার মোদাররেছ নিযুক্ত হন এবং ১৯২২ ইং তিনি চট্টগ্রাম বদলী হন এবং কিছুদিন পর পুনরায় ঢাকা আগমন করেন। ১৯২৬ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪২ ইং প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৪৩ ইং তিনি 'শামসুল উলামা' খেতাবপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৪৭ ইং জুন মাসের ১৬ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ৭ বৎসরকাল ঢাকা ইউনিভারসিটিতে ইছলামিক বিভাগের 'মাওলানা'রূপে কাজ করেন।

তিনি আরবী সাহিত্যে একজন সুপণ্ডিত। ইতিমধ্যে রছুলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর 'ছানা' প্রসঙ্গে 'বাতাকা' (بطاقة) নামে তাঁহার এক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একজন আবেদ ও বিজ্ঞ আলেম।

## (ম)

### ১৭৪। মাওলানা মকছুদুর রহমান ছাহেব

তিনি ১৯৪১ ইং কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম থানাধীন শিংরাইশ (পোঃ মিয়া বাজার) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরকারী বৃত্তি সহকারে টুমচর মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ১৯৫৮ ইং 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ও ১৯৬৪ ইং 'মোমতাজুল ফুকাহা' পরীক্ষায় যথাক্রমে ৩য় ও ১ম স্থান অধিকার করেন।

তিনি ১৯৫৮-৬৩ ইং কুমিল্লা ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ ইং তিনি সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্রাছার ২য় মোহাদ্দেছ নিযুক্ত হন।

### ১৭৫। মাওলানা মোহাম্মদ মকছুদুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি অনুমান ১৩৭১ বাং নোয়াখালী জিলার অলকদিয়া (পোঃ ফেনী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম কাজী মোহাম্মদ রাজা মিয়া। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যথাক্রমে মুন্সীরহাট, ফুলগাজী ও হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে উচ্চস্তরের ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে দুই বৎসরকাল শশদী মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন, বর্তমানে তিনি ওলামা বাজার হোছাইনিয়া দারুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৭৬। মাওলানা মকবুল আহ্মদ ছাহেব

মাওলানা মকবুল আহ্মদ ইব্নে মুনশী মরহুম আবদুর রহমান চট্টগ্রাম জিলার মিরসরাই থানাধীন কাটা পশ্চিম জোয়ার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহ জিলার বাসিন্দা। তিনি নেজামপুর মাধ্বরের হাট মাদ্রাছায় জমাতে চাহারম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দুস্থান গমন করেন এবং রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত অধ্যয়ন করেন। ১৩৪৫ হিঃ মোঃ ১৯২৭ ইং তিনি সাহারনপুর মাজাহেরে উলুম হইতে কৃতিত্বের সহিত হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা আবদুল লতীফ ছাহেব ও মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী ছাহেব প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রায় ৩ বৎসরকাল ফেনী ছিনিয়র (বর্তমান আলিয়া) মাদ্রাছায় সুপারেন্টেণ্ডেন্ট পদে, অতঃপর হয়বতনগর ও কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছায় শায়খুল হাদীছরূপে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও সুদক্ষ শিক্ষক, ফেনী মাদ্রাছায় আমি তাঁহার সহকর্মী ছিলাম। তাঁহার ভাষণ স্বচ্ছ ও ব্যবহার মধুর।

**তাঁহার রচিত পাঠ্য-পুস্তক ঃ**

১। 'মেরকাতুল মানতেক' (مرقات المنطق کی اردو شرح) ।

২। 'শরহে তাহ্‌জীব' (شرح تہذیب کی اردو شرح) ।

৩। 'শরহে ছেরাজী' (سراجی کی اردو شرح) ।

**১৭৭। মাওলানা মছউদুল হক ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হামীদুর রহমান। তিনি ফনুনাত ও হাদীছ দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা শিব্বীর আহ্‌মদ ওছমানী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন ও মাওলানা রাছুল খাঁ প্রমুখ তাঁহার ফনুনাত ও হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে সরকারী মাদ্রাছায় সুপারেন্টেণ্ডেন্টরূপে কাজ করেন, অতঃপর চারিয়া কওমী মাদ্রাছায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। বিগত ৮ বৎসর যাবৎ তিনি চরচাক্তাই মাজাহেরে উলুমে হাদীছের 'দরছ' দান করিতেছেন। তিনি শায়খুল ইছলাম মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনীর একজন খলীফা ও বুজুর্গ আলেম।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ** ১। 'তিরমিজী শরীফের তাকরীর'। ২। 'বোখারী শরীফের নোট'। ৩। 'মকামাতে হারীরির শরাহ্‌'।

**১৭৮। মাওলানা মোহাম্মদ মূছা ছাহেব**

মাওলানা মোহাম্মদ মূছা ইব্‌নে মাওলানা আবুল খায়ের ১৯২৯ ইং চট্টগ্রাম জিলার জিরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জিরী ও হাটহাজারী মাদ্রাছায় ফনুনাত অতঃপর যথাক্রমে জিরী ও ফেনী আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, মাওলানা দেলওয়ার হোছাইন প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি মাদারীপুর আহ্‌মদিয়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**১৭৯। মাওলানা ছৈয়দ মোছলেহ উদ্দীন ছাহেব**

তিনি ১৯০৬ ইং কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার মছিহাতায় এক সম্ভ্রান্ত ছৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ বাড়ীর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর যথাক্রমে কুমিল্লা ও হাটহাজারী মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাতের বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি ডাবিল মাদ্রাছায় মরহুম শাহ ছাহেব ও তথাকার তৎকালীন মোহাদ্দেছগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৯৩৪ ইং হয়বতনগর মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ ইং তিনি উহাকে আলিয়ায় উন্নীত করেন এবং উহার প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৩ ইং তিনি নেজামে ইছলাম পার্টিতে যোগদান করেন এবং উহার জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার সেক্রেটারী ও পূর্ব-পাকিস্তান নেজামে ইছলাম পার্টির প্রেসিডেন্ট।

### ১৮০। মাওলানা মোজ্জাম্মেলুল হক ছাহেব

তিনি ১৯১৩ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন বায়মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম ক্বারী ইলিম মিয়া। তিনি কানাইঘাট মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাছা হইতে জমাতে শশমের ফাইনাল পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৮ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সুনামের সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন।

তিনি ১৯৪০ ইং কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৪ ইং হইতে তিনি তথাকার মোহাদ্দেছ।

### ১৮১। মাওলানা মীজানুর রহমান ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার অধিবাসী। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে দাওরা পাস করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে মাওলানা ফখরুদ্দীন প্রমুখ মোহাদ্দেছের নিকট পুনরায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

১৯৬১ ইং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় দুই বৎসরকাল হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের 'দরছ' দিতেছেন।

### ১৮২। মাওলানা মোহাম্মদ মুজীবুল্লাহ ছাহেব

মাওলানা আবু নছর মোহাম্মদ মুজীবুল্লাহ্ ইব্‌নে মুন্‌শী নূরুজ্জামান ১৯৩২ ইং নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন উত্তর কেরোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ফতেহপুর জামেউল উলম মাদ্রাছায় শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর শর্ষিণা দারুছ ছুন্নত আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন। বর্তমানে তিনি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ১৮৩। মাওলানা মোহাম্মদ মুজীবুল্লাহ ছাহেব

তিনি ১৯৩০ ইং নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন পানপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুনশী আবদুল বারী। তিনি যথাক্রমে শামগঞ্জে ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ও রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে খ্যাতির সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন। এক বৎসরকাল রিসার্চ করার পর তিনি রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

### ১৮৪। মাওলানা মুজীবুল হক ছাহেব

তিনি নোয়াখালী জিলার পূর্ব মধুগ্রাম (পোঃ দারোগাহাট) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌শী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ভূঁইয়া। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা ফখরুদ্দীন ও মাওলানা ফখরুল হাছান প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি নেত্রকোণা মেফতাহুল উলুম মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ১৮৫। মাওলানা মাজহারুল ইছলাম ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী। তিনি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিন্দুস্তান গমন করেন এবং দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৩৭১-৭৩ হিঃ ফরিদপুরের গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন।

### ১৮৬। মাওলানা মতীউর রহমান নেজামী

তিনি চট্টগ্রাম জিলার মিরসরাই থানার অধিবাসী। তাঁহার পিতার নাম শায়খ আবদুল মজীদ মিঞা। তিনি ১৯৪১ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৮৭। মাওলানা মু'তাছিম বিল্লাহ্ ছাহেব

মাওলানা মু'তাছিম বিল্লাহ্ ইব্‌নে কাজী ছাখাওয়াত হোছাইন যশোহর জিলার জুমজুমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাউড়ী ছিনিয়র মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা তৈয়্যব ছাহেব ও মাওলানা ফখরুল হাছান প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৮৮। মাওলানা মনজুরুল হক ছাহেব

তিনি ময়মনসিংহ জিলার ভুগাপাড়া (পোঃ আঠপাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আলীমুদ্দীন। তিনি ফনুনাত ও হাদীছ দেওবন্দ দারুল উলুমে অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা তৈয়্যব ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি নেত্রকোনা মেফতাহুল উলুম মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ ও পরিচালক।

### ১৮৯। আলহাজ্জ মাওলানা মমতাজুদ্দীন ছাহেব

তিনি ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দিঘীরপার থানাধীন বাতিয়াল গ্রামে ১২৯৯ বাং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ আবেদ মোল্লা। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয়ভাবে লাভ করার পর ১৩১৮ বাং হিন্দুস্তান গমন করেন। তথায় তিনি আড়াই বৎসরকাল দেওবন্দ দারুল উলুমে, দেড় বৎসরকাল রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় ও দুই বৎসরকাল মণ্ডু মাদ্রাছায় ফনুনাতের মধ্য-উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পুনরায় দেওবন্দ আসিয়া হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রথমে ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছায় প্রথম সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন, অতঃপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঢাকার ইছলামিয়া মাদ্রাছা স্থাপন করিয়া তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও প্রবীণ মোহাদ্দেছ। তিনি মাদ্রাছার বহু পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন।

### ১৯০। মাওলানা মমতাজুদ্দীন আহমদ ছাহেব

তিনি ১৩০৭ হিঃ নোয়াখালী জিলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন মানিকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মোহাম্মদ জলীছ ভুঁইয়া। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯০৭ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন এবং তথা হইতে যথাক্রমে ১৯১০ ইং ও ১৯১৩ ইং ছুয়াম ও উলা পাস করেন এবং ১৯১৬ ইং 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৮ ইং তিনি কলিকাতা বোর্ড হইতে মেট্রিক পাস করেন। হাদীছ তিনি মাওলানা ইছ্‌হাক বর্ধমানী ও মাওলানা নাজের হাছান দেওবন্দী এবং ফনুনাত মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ধমানী ও মাওলানা ফজলে হক রামপুরী প্রমুখ শিক্ষাবিশারদগণের নিকট শিক্ষা করেন।

তিনি ১৯১৯ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার মোদার্‌রেছ, ১৯২১ ইং অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। পুনরায় তিনি আলিয়া মাদ্রাছায় প্রবেশ করেন এবং ৩৪ বৎসর শিক্ষাদানের পর ১৯৫৩ ইং অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকার অধিবাসী।

হাদীছে তাঁহার জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর। শেষ সময় তিনি মাদ্রাছায় অধিকতর হাদীছ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আরবী ভাষায়ও পারদর্শী।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'নে'মাতুল মুনএম' (نعمة المنعم فى شرح مقدمة مسلم) ।

২। 'আল কাওকাবুদ্‌দুর্‌রী' (الكوكب الدرى شرح مقدمة الدهلوى) ।

৩। 'হল্লুল ওকদাহ্' (حل العقدة شرح سبعة معلقه) ।

৪। 'কাশফুল মাআনী' (كشف المعانى شرح مقامات حريرى) ।

৫। 'নবী পরিচয়' [প্রকাশিত]।

৬। 'কোরআন পরিচিতি'।

### ১৯১। মাওলানা মোশাহেদ ছাহেব

তিনি ১৯১০ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত কানাইঘাট থানাধীন বায়মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম ক্বারী ইলিম মিয়া। তিনি তদীয় মাতার নিকট ও স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছায় 'শরহে জামী' পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত শিক্ষা করেন এবং দেওবন্দ দারুল উলূমে হাদীছের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি বর্তমানে কানাইঘাট মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ও দক্ষ মোহাদ্দেছ। ১৯৬২-৬৫ ইং তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

**তাঁহার রচনা ঃ**

১। 'ফতহুল করীম' (فتح الكريم فى سياسة النبى الامين) ।

### ১৯২। মাওলানা মোস্তফা ছাহেব

মাওলানা মোস্তফা ইব্‌নে মৌলবী মোহাম্মদ ইছমাঈল নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণী-বাজার (পোঃ কাজীর হাট) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ফতেহপুর মাদ্রাছায় জমাতে নহম ও নাজীরহাট মাদ্রাছায় জমাতে চাহারাম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুমে হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে নূরিয়া, তৎপর গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইছলাম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও দক্ষ মোহাদ্দেছ।

### ১৯৩। মাওলানা মোস্তফা হামিদী

তিনি ১৯৩৯ বাং কুমিল্লা জিলার চারজানিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম আবদুল হামিদ মজুমদার। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ব্যাঙ্গড্যা বাজার ইছলামিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে যথাক্রমে ১৯৫১ ইং ও ১৯৫৩ ইং আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৫৫ ইং হাদীছে কামেল পাস করেন।

মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী, মাওলানা আবদুল আউয়াল, মাওলানা আবদুছ ছাত্তার বিহারী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি পাঙ্গাশিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯৫৮ ইং তিনি দৌলতগঞ্জ গাজিমুড়া আলিয়া মাদ্রাছার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

### ১৯৪। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ছাহেব

তিনি অনুমান ১৯২১ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত নোয়াগ্রামে (পোঃ শ্রীধরপুর) জন্মগ্রহণ করেন এবং গোয়ালিতে বসবাস এখতেয়ার করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ মোবাশ্শির। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা যথাক্রমে নিজ গ্রামের বিদ্যালয়ে ও বটরশীতে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দেউরাইল মাদ্রাছায় লাভ করেন। অতঃপর তিনি সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে গমন করেন এবং তথা হইতে ফনুনাত ও হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী হইতেও হাদীছের এজাজত প্রাপ্ত হন।

তিনি যথাক্রমে গওহরডাঙ্গা, সিলেট গাছবাড়ী, ঢাকা আশরাফুল উলুম ও মোমেনশাহীর মুক্তাগাছা মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও দক্ষ মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'চেহেলে হাদীছ' [প্রকাশিত]।
২। 'ফাজায়েলে কোরআন' [প্রকাশিত]।
৩। 'রমজানের বরকত' [প্রকাশিত]।
৪। 'কালেমায়ে তৈয়্যবার হাকীকত' [প্রকাশিত]।
৫। 'গোনাহে বেলজ্জত' [প্রকাশিত]।

### ১৯৫। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ছাহেব

মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ইব্নে কারী ছমীরউদ্দীন ১৩১২ বাং কুমিল্লা জিলার লাকসাম থানাধীন ফেনুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যথাক্রমে পশ্চিমগাঁও ফয়েজিয়া মাদ্রাছায় ও বটগ্রাম হামিদিয়া মাদ্রাছায় জমাতে হাফ্তম ও জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছা হইতে উলা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি রামপুর আলিয়া মাদ্রাছায় দরজায়ে দুয়ম পর্যন্ত এবং দেওবন্দ দারুল উলুমে তফছীর ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ময়মনসিংহের তারাকান্দি ছিনিয়র মাদ্রাছায় ৭/৮ বৎসর, বটগ্রাম মাদ্রাছায় দুই বৎসর ও সিরাজগঞ্জ ছিনিয়র (বর্তমানে আলিয়া) মাদ্রাছায় ৬ মাসকাল প্রধান শিক্ষক এবং খুলনায় আমতলী ছিনিয়র মাদ্রাছায় ৯ বৎসরকাল সুপারেন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ১৯৫১ ইং হইতে তিনি ফেনী আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। তিনি হযরত মাওলানা মদনীর একজন খলীফা ও ছুফী প্রকৃতির আলেম।

### ১৯৬। মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ছাহেব

তিনি ১৯৫৪ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মাওলানা হারুন ছাহেব (বাবুনগর মাদ্রাছার মোহ্তামেম)। তিনি প্রাথমিক কিতাব হইতে

শরহে বেকায়া পর্যন্ত বাবুনগর মাদ্রাছায়, অতঃপর এক বৎসরকাল হাটহাজারী মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন। ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা তিনি দেওবন্দে লাভ করেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন মোরাদাবাদী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯৫৭ ইং শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথায় বিভিন্ন বিষয় ও হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**১৯৭। মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাছান ছাহেব**

তিনি ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছা থানাধীন জয়দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'গোলজারে ছুন্নত' নামে তাঁহার একখানা বাংলা কিতাব রহিয়াছে।

**১৯৮। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব**

তিনি ময়মনসিংহ জিলার গফরগাঁও থানার অন্তর্গত খুরশীদমহল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ আব্বাছ আলী। তিনি যথাক্রমে পাঁচবাগ ছিনিয়র মাদ্রাছায় ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এ'জাজ আলী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন ও মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব প্রমুখ তাঁহার তথাকার ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে পাঁচবাগ ছিনিয়র মাদ্রাছায়, অতঃপর পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। পুনরায় কিছুদিন পাঁচবাগ মাদ্রাছায় শিক্ষাদানের পর কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি তথাকার মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনাবলী**ঃ ১। 'কোরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ' [১০ পারা]। ২। 'নামাজের দার্শনিক ব্যাখ্যা'। ৩। 'একটি হালাল রুজী'। ৪। 'মানবের আদর্শ মোহাম্মদ (ছঃ)'।

**১৯৯। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব**

মাওলানা মোহাম্মদ আলী ইব্‌নে মরহুম মুন্‌শী করম আলী কুমিল্লা জিলার নাগাইশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে স্থানীয় মাদ্রাছায় জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে ঢাকা আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষাদান ও ফত্‌ওয়া বিভাগে কাজ করেন। অতঃপর যথাক্রমে হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছা এবং কিছুদিন বালিয়া আশ্‌রাফুল উলুমে হাদীছ শিক্ষা দেন। তৎপর তিনি দীর্ঘদিন কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় শায়খুল হাদীছ ছিলেন। বর্তমানে তিনি বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাছার শায়খুল হাদীছ।

**২০০। মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ ছাহেব**

তিনি নোয়াখালী জিলার রায়পুর থানাধীন লুধুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ ইদ্রীছ মিঞা। তিনি হিন্দুস্তানের পানিপথে কোরআন মজীদ হেফ্‌জ করেন এবং কারী আবদুল আলীম ইব্‌নে কারী আবদুর রহমান মোহাদ্দেছ পানিপথির নিকট সাত কেরাআত শিক্ষা করেন। তিনি ৭ বৎসরকাল যথাক্রমে দারুল উলুম দেওবন্দে ও সাহারনপুর মাজাহেরে

উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা হাফেজ আবদুল লতীফ ছাহেব, মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী ও মাওলানা মঞ্জুর আহ্মদ সাহারনপুরী তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি সাড়ে পাঁচ বৎসরকাল হাকীমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর খেদমতে থাকিয়া এল্মে মা'রেফাতের খেলাফত হাছেল করেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ৪ বৎসরকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অতঃপর দীর্ঘ দিন ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দেন। বিগত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ তিনি ঢাকা লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার মোহাদ্দেছ। তিনি একজন সরল প্রকৃতির ছুফী আলেম ও কামেল মোরশেদ।

## ২০১। মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন সিলেটী

'বাহরুল উলুম' মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মোহাম্মদ হোছাইন ইব্নে মৌলবী আশরাফ আলী ১৮৯০ ইং সালে সিলেট জিলার অন্তর্গত নিজপাট জয়ন্তিয়াপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যথাক্রমে ঝিঙ্গাবাড়ী ও জালালপুর মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং জমাতে পাঞ্জমের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় আসাম বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১২ ইং সালে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন। তথা হইতে তিনি যথাক্রমে জমাতে ছুয়াম ও উলা পাস করেন এবং ১৯১৯ ইং সালে 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। 'মোল্লা ছাহেব' মাওলানা ছফীউল্লাহ্, শামছুল ওলামা মাওলানা নাজের হাছান, মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী, মাওলানা আবদুল ওহ্হাব বিহারী, মাওলানা আবদুল্লাহ্ টংকী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছাহ্ছারামী ও মাওলানা আমীর আলী মলীহাবাদী প্রমুখ তাঁহার কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার ওস্তাদ।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পরবর্তী দিনই (১৯১৯ ইং সালে) তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং একাধারে ২৫ বৎসরকাল সুনামের সহিত হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দান করেন। শেষ সময়ে তিনি একমাত্র হাদীছ শিক্ষা দানেই রত ছিলেন। তিনি কিতাব সম্মুখে রাখিয়া হাদীছ শিক্ষা দিতেন না; বরং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ন্যায় ভাষণের মাধ্যমেই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। ইংরেজী ভাষা না জানা সত্ত্বেও ১৯৪৪ ইং সালে তিনি সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৪ ইং সালে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী আলেম ও দক্ষ মোহাদ্দেছ। জ্ঞানচর্চা ও কিতাবপত্র পাঠে তাঁহার অনুরাগ অন্তহীন। তাঁহার একটি নিজস্ব বিরাট লাইব্রেরী আছে। উহাতে বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাব ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি মজুদ আছে। ইহার একাংশ ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'শরহে তিরমেজী' (شرح ترمذی جلد اول) ।
২। 'আল এনকাদ' (الانقاد علی قاموس المشاهر) ।
৩। 'এলছাকুল কা'বাইন' (الصاق الكعبين فی الركوع) ।
৪। 'হাশিয়ায়ে মানতেকুত্ত্বাইর' (حاشيهٔ منطق الطير) [প্রকাশিত]।
৫। 'হামেশায়ে মোছতাতরফ' (حامشهٔ مستطرف) [প্রকাশিত]।
৬। 'তা'লীকুল খাজাহ' (تعليق الخواجه علی تلخيص سنن ابن ماجه) ।

৭। 'আশহারে মাশাহিরুল ইছলাম' (اشهر مشاهير الاسلام) ।

৮। 'কোরআনতত্ত্ব' [বাংলা]।

**১০২। মাওলানা মোয়াজ্জম হাছান রেজওয়ানী**

মাওলানা আবু হানীফা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হাছান ইব্‌নে মৌলবী রেজওয়ানুদ্দীন ১৯১০ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত বানিয়াচং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তদীয় পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৩৮ ইং ও ১৯৩৯ ইং কামেল ফেকাহ্‌ ও কামেল হাদীছ পাস করেন।

শিক্ষা লাভের পর তিনি যথাক্রমে যশোরের বরুরিয়া, কুমিল্লার ধরমন্ডল ও কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**(র)**

**২০৩। মাওলানা রেজাউল করীম ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন হরিণখায়েন নামক গ্রামে ১৩৩৮ বাং জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম আবদুল গফুর সওদাগর। তিনি 'শরহে জামী' পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা জিরী মাদ্রাছায় গ্রহণ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চ পর্যায়ের ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। ১৩৭২ হিঃ তিনি দেওবন্দে শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

তিনি প্রথমে তিন মাসকাল ফরিদপুর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায়, ১৩৭৩—৭৪ হিঃ দুই বৎসর ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায়, ১৩৭৫ হিঃ পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাছায় এবং ১৩৭৬ হিঃ চট্টগ্রাম মাজাহেরে উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৩৭৭ হিঃ তিনি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে দারুল উলুম দেওভোগ মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে (১৩৮৪ হিঃ) তিনি উহার মোহ্‌তামেম। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও দ্বীনের সেবক। তিনি শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ দেহ্‌লবীর 'কাছীদায়ে বায়ীয়া' ও 'কাছীদায়ে হামজিয়া'-এর অনুবাদ করিয়াছেন।

**২০৪। মাওলানা রেজাউল হক ছাহেব**

তিনি নোয়াখালী জিলার বরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা ফয়েজুল হক ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেবের একজন খলীফা ছিলেন। তিনি প্রথমে বটতলী মাদ্রাছায় জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ ইং নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন। তথা হইতে তিনি জামেয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং আলেম, ফাজেল পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫০ ইং তিনি প্রথম হইয়া ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে পুনরায় হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 'তফছীরে ইবনে আব্বাছ' সম্বন্ধে রিসার্চ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল ফোকাহা' পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ঢাকা আলিয়ায় মাওলানা আমীমুল এহ্‌ছান প্রমুখ ও দেওবন্দের তৎকালীন মোহাদ্দেছগণ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি অস্থায়ীভাবে কিছুদিন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছার শিক্ষক অতঃপর ১ বৎসরকাল ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫৪ ইং তিনি স্থায়ীভাবে আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'তা'লীমুল ফেকাহ্' (تعليم الفقه)। ২। 'কিতাবুল ফেকাহ্' (كتاب الفقه)। ৩। 'আল-আদাবুল মুফীদ' (الادب المفيد)। ৪। 'আনওয়ারুল বয়ান' (انوار البيان)।

**২০৫। মাওলানা রমজান আলী ছাহেব**

তিনি অনুমান ১৯১০ ইং ঢাকা জিলার ধামরাই থানাধীন পাঁচলখী গ্রামে (পোঃ চৌহাট) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ খোদা বখ্‌শ। স্থানীয় বিভিন্ন মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৩০ ইং ও ১৯৩২ ইং আলেম ও ফাজেল এবং ১৯৩৪ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কামেল হাদীছ পাস করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা শিক্ষা বোর্ড হইতে ১৯৩৯ ইং মেট্রিক পাস করেন। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া, মাওলানা মোশতাক আহ্‌মদ, মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন সিলেটী ও মাওলানা বেলায়েত হোছাইন বীরভূমী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯৩৫ ইং তিনি ময়মনসিংহের কাজীবাড়ী বশীরুল ইছলাম ছিনিয়র মাদ্রাছায় দুই মাস ও সিরাজগঞ্জ ছিনিয়র মাদ্রাছায় ১ বৎসরকাল যথাক্রমে হেড মাওলানা ও সহকারী হেড মাওলানার পদে কাজ করেন। অতঃপর কামারখন্দ আলিয়া মাদ্রাছায় ১৯৩৬-৪৩ ইং হেড মাওলানা ও ১৯৪৩-৪৫ ইং সুপারেন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। তৎপর তিনি শরিষাবাড়ী আরামনগর ছিনিয়র (বর্তমানে আলিয়া) মাদ্রাছায় সুপারেন্টেণ্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৯-৬১ ইং তিনি যথাক্রমে বাড়ীনদী সেকেণ্ডী ও বড় জেঠাইল মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি শরিষাবাড়ী আরামনগর আলিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল।

**২০৬। মাওলানা রহমত উল্লাহ ছাহেব**

তিনি সিলেট জিলার তালবাড়ী (পোঃ আলীনগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মোহাম্মদ আকীল। তিনি প্রথমে ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাছায় শিক্ষা গ্রহণ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে দাওরা পাস করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা মুফতী শফী ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'আল হাদীয়াতুল মারজিয়াহ' (الهدية المرضية فى الدروس الانشائيه)।

২। 'আল এফাজাতুল আজীজিয়াহ' (الافاضات العزيزية على المقامات الحريرية)।

৩। 'আল জালালী' (الجلالى شرح السراجى)।

৪। 'তোহ্‌ফাতুল ক্বারী' (تحفة القارى)।

**২০৭। মাওলানা রুহুল আমীন ছাহেব**

মাওলানা রুহুল আমীন ইব্‌নে আলী আহ্‌মদ নোয়াখালী জিলার হাতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে টুমচর ছিনিয়র মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা মুফতী ছৈয়দ আমীমুল এহ্‌ছান প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি মাদারীপুর আহ্‌মদিয়া আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ২০৮। মাওলানা রুহুল আমীন ছাহেব

তিনি নোয়াখালী জিলার ফেনী থানাধীন গজারিয়া গ্রামে ১৯৪৩ ইং জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মুন্‌শী আবদুল বারী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার দাদা মুন্‌শী আহ্‌মদ আলী ছাহেবের নিকট ও স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে লাভ করেন। ১৯৫৪ ইং তিনি দাগনভুঁইয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন, অতঃপর নেজামপুর ছুফিয়া নূরিয়া ও ফেনী আলিয়া মাদ্রাছায় কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। ১৯৬১ ইং তিনি সোনাগাজী ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে মাদ্রাছা শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ফাজেল পাস করেন। টাইটেল প্রথম বৎসর নোয়াখালী ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় এবং দ্বিতীয় বৎসর ফরিদপুরের বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৬৩ ইং কৃতিত্বের সহিত শেষ পরীক্ষায় পাস করেন। মাওলানা আবদুল গনী ছাহেব, মাওলানা কাছেম ছাহেব ও মাওলানা আমীন খাঁ সন্দ্বীপী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

এতদ্ব্যতীত টাইটেল প্রথম বৎসরের সহিত তিনি কুমিল্লা সেকেণ্ডারী বোর্ড হইতে মেট্রিকুলেশনও পাস করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি প্রথমে কিছুদিন চান্দপুর আলিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপত মাদারীপুর আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি শাহ্‌তলী আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ। তিনি একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন আলেম।

### ২০৯। মাওলানা রিয়াছত আলী ছাহেব

তিনি ১৩২০ হিঃ সিলেট জিলার গোলাপগঞ্জ থানাধীন রাণাপিং পরগণায় একডুমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম হাজের। তিনি সিলেট জিলার ফুলবাড়ী আলিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাতে প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চস্তরের ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী, মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওছমানী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন ও মাওলানা রাছূল খাঁ প্রমুখ মনীষীগণ তাঁহার ফনুনাত ও হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাণাপিং মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলেই উহাতে হাদীছে দাওরা খোলা হয়। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার প্রধান পরিচালক ও মোহাদ্দেছ। তিনি একজন বহুদর্শী, নিষ্ঠাবান ও ছূফী প্রকৃতির আলেম। খেলাফত অন্দোলন ও আজাদী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

## (ল)

### ২১০। মাওলানা লোকমান ছাহেব

তিনি ময়মনসিংহ জিলার বোরারচর নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম আমীরুদ্দীন খলীফা। ফনুনাত ইত্যাদি বিষয় তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছায় এবং হাদীছ সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে শিক্ষা করেন। মাওলানা আবদুল লতীফ প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

### ২১১। মাওলানা লুৎফুল হক এম, এ,

তিনি ১৯০৮ ইং ২রা মার্চ সিলেট জিলার অন্তর্গত বালাগঞ্জ থানাধীন ছোলতানপুর (পোঃ গহরপুর) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন'

ছনদ হাছেল করেন। তৎপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা মাজেদ আলী ও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছার প্রিন্সিপাল।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'হেমায়েতুন নুহু' (حماية النحو على هداية النحو)।
২। 'বেদায়েতুল হেকমত' (بداية الحكمة على هداية الحكمة)।
৩। 'মোনতাখাবুল মা'কুলাত' (منتخب المعقولات)।
৪। 'লাতায়েফ' (لطائف المثانى على مختصر المعانى)।
৫। 'মনুষ্যত্ব শিক্ষা'।
৬। 'বক্‌রা ঈদ'।
৭। 'শবে বরাত'।
৮। 'রমজান'।

**(শ)**

## ২১২। মাওলানা শুজাউদ্দীন ছাহেব

তিনি রাজশাহী জিলার বাসুদেবপুরের অধিবাসী। তিনি দিল্লী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা আহমদুল্লাহ্ মরহুম তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। তিনি কিছুদিন ঢাকা 'মাদ্রাছাতুল হাদীছে' হাদীছ শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহীর চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

## ২১৩। মাওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেব

মাওলানা মোহাম্মদ শফী ইব্‌নে মৌলবী ওবায়দুল হক ছাহেব ১৩৫৩ হিঃ চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন আজীমপুর (পোঃ বরন্দাবুন হাট) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চরচাক্তাই মাজাহেরে উলুমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর হাটহাজারী মুঈনুল ইছলামে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

১৩৭৯ হিঃ তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি যশোহর রেল ষ্টেশন মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

## ২১৪। মাওলানা মোহাম্মদ শফীকুল্লাহ আফছারী

আবুল বাশার মোহাম্মদ শফীকুল্লাহ্ ইবনে মরহুম হাবীবুল্লাহ্ আফছারী নোয়াখালী জিলার বশিকপুর গ্রামের উমেদপুর বাড়ীতে জন্মগ্রহন করেন। তিনি প্রথমে নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের ছনদ হাছেল করেন। তাছাড়া তিনি লাহোর ইউনিভারসিটি হইতে 'মৌলভী ফাজেল' ডিগ্রী লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি বাংলার বিভিন্ন মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'নাজমুদ দুরারী' [বোখারী শরীফের টীকা]।

২। 'ছুল্লাম' [মোছাল্লামের শরাহ্]।

৩। 'দুরুছুল' আদব'।

**২১৫। মাওলানা শফীকুল হক ছাহেব**

তিনি অনুমান ১৯১৭ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন নিজ দলৈরকান্দি (গাছবাড়ী) মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম। তিনি মরিলহাট মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া যথাক্রমে গাছবাড়ী ও সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন, অতঃপর দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে হাদীছের পুনঃ ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি প্রথমে গাছবাড়ী মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৪ ইং হইতে তিনি কানাইঘাট দারুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন।

**২১৬। মাওলানা শফীকুল হক ছাহেব**

মাওলানা শফীকুল হক ইব্‌নে আবদুল ওহ্হাব ১৩৪৭ হিঃ সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন ধলিবিল দক্ষিণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ বাড়ীতেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯৩৬ ইং গাছবাড়ী মাদ্রাছায় প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ১৯৪৭ ইং সরকারী বৃত্তি সহকারে ফাজেল পাস করেন। ১৯৪৯ ইং তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাছা হইতে হাদীছে কামেল পাস করেন। ১৯৪৯-৫১ ইং তিনি কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছায় ও ১৯৫২-৫৫ ইং গাছবাড়ী জামেউল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। তৎপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে গমন করেন এবং তথা হইতে হাদীছের পুনঃ ছনদ হাছেল করেন। মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন সিলেটী ও মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি ১৩৭৬ হিঃ গাছবাড়ী আলিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার ২য় মোহাদ্দেছ।

**তাঁহার রচনাবলী ঃ**

১। 'নায়লুল মোরাদ' (نيل المراد من بانت سعاد) ।

২। 'তোহ্ফাতুল মারজান' (تحفة المرجان لفرحة الاخوان) ।

৩। 'দুরারুল আখবার' (درر الاخبار من صرر الاحبار) ।

**২১৭। আলহাজ্জ মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী)**

তিনি ১৩০১ বাং মোঃ ১৮৯৫ ইং ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ থানার গোপের ডাঙ্গা (নূতন নাম গওহরডাঙ্গা) গ্রামে এক দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুনশী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ হজরত ছৈয়দ আহ্মদ বেরেলবী প্রবর্তিত সীমান্তের শিখ-ইংরেজ বিরোধী জেহাদে পরবর্তী অধ্যায়ে যোগদান করিয়াছেন।

তিনি স্থানীয় হিন্দু পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার এংলো-পার্সিয়ান বিভাগ হইতে মেট্রিক পাস করেন, অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার কালে কলেজ

ত্যাগ করিয়া সোজা থানাবোনে হাকীমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌বীর খেদমতে উপনীত হন। তথা হইতে সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে যাইয়া ইছলামিয়াতে প্রাথমিক ও মাধ্য-মিক শিক্ষা এবং দারুল উলুম দেওবন্দে উহার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাদীছ তিনি আল্লামা আন্‌-ওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী (তিরমিজীর ২১ ছবক), শায়খুল ইছলাম মাওলানা মদনী, 'মিঞা ছাহেব' ছৈয়দ আছগর হোছাইন দেওবন্দী ও মাওলানা এ'জাজ আলী ছাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। এল্‌মে বাতেন তিনি হজরত মাওলানা থান্‌বী হইতে হাছেল করেন এবং উহার 'এজাজত' হজরত মাওলানা জফর আহ্‌মদ ওছমানী ও হজরত মাওলানা আবদুল গনী প্রমুখ মনীষীগণ হইতে লাভ করেন।

তিনি ১৯৩০-৩৫ ইং পাঁচ বৎসরকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাছায়, অতঃপর ঢাকা আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৩৬-৫০ ইং পর্যন্ত ১৫ বৎসরকাল তথায় হাদীছ শিক্ষা দেন। ১৯৫১ ইং তিনি ঢাকার লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি উহার শায়খুল্‌ জামেআ।

তিনি একজন গভীর জ্ঞানী আলেম, দ্বীন ও কওমের একনিষ্ঠ সেবক এবং বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও খাঁটি পীর। তাঁহার বহু শাগরেদ ও মুরীদ রহিয়াছে। তিনি বাংলাভাষায় অর্ধশতকেরও অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম দেওয়া গেল।

১। 'বেহেশ্‌তী জেওর' পূর্ণ—ইহা হজরত থানবীর উর্দু বেহেশ্‌তী জেওরের বাংলায় মর্মানুবাদ। ২। 'কাছদুছ ছাবীল'—হজরত থানবীর উর্দু কাছদুছ ছাবীলের বঙ্গানুবাদ। ৩। 'ফরউল ঈমান'—হজরত থানবীর উর্দু ফরউল ঈমানের বঙ্গানুবাদ। ৪। 'হাদীছে আরবাইন'—এব্‌নে দাকীকুল ঈদের 'আরবাইন'-এর বঙ্গানুবাদ। ৫। 'ছাফাইয়ে মোয়ামালাত' বা হালাল রুযী—হজরত থানবীর উর্দু ছাফাইয়ে মোয়ামালাত-এর বঙ্গানুবাদ। ৬। 'নামাজের ফজীলত'। ৭। 'এল্‌মের ফজীলত'। ৮। 'যিক্‌রের ফজীলত'। ৯। 'তেজারতের ফজীলত'। ১০। 'তা'লীমুদ্দীন'—হজরত থানবীর উর্দু 'তা'লীমুদ্দীন'-এর বঙ্গানুবাদ। ১১। 'এছলাহে নফছ'। ১২। 'হায়াতুল মোছলেমীন'—হজরত থানবীর উর্দু 'হায়াতুল মোছলেমীন'-এর বঙ্গানুবাদ। ১৩। 'মোনাজাতে মকবুল'—হজরত থানবীর 'মোনাজাতে মকবুল'-এর অনুবাদ।

## ২১৮। মাওলানা শামছুল হক (মাছিমপুরী)

মাওলানা শামছুল হক ইব্‌নে আলী আজম মোল্লা [আমার ছোট ভাই*] নোয়াখালী জিলার ফেনী মহকুমা ও ফেনী থানার অন্তর্গত নেয়াজপুর গ্রামে ১৩২৫ বাং মোঃ ১৯১৮ ইং এক শায়খ

টীকা

* আমার পর-দাদা শায়খ ছমী 'ফরাজী' মরহুম চরপারবতীর অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরিদপুরীর 'ফারায়েজী' আন্দোলনে যোগদান করার কারণেই তিনি 'ফরাজী' নামে অভিহিত হন। তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটিলে আমার পর-দাদী নেয়াজপুরের শায়খ জান মোহাম্মদ মরহুমের নিকট দ্বিতীয় নেকাহ বসেন। এই ওছীলায় আমার দাদা শায়খ জা'ফর আলী মরহুম নেয়াজপুরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি এক পুত্রঃ শায়খ আলী আজম ও দুই কন্যাঃ কমলা খাতুন ও আমীরুন্নেছাকে রাখিয়া অল্প বয়সেই ইহদুনিয়া ত্যাগ করেন। আমার বাপজান চারি পুত্রঃ নূর মোহাম্মদ, ছেরাজুল হক, শামছুল হক ও আবদুছ ছালাম এবং তিন কন্যাঃ জোলায়খা বিবি, তৈঞ্জবেন্নেছা ও ফাতেমা খাতুনকে রাখিয়া ১৩৩০ বাং মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে জান্নাতবাসী হন। প্রথমা ও তৃতীয়া কন্যা তাঁহার কয়েক বৎসর পরই বসন্ত রোগে এন্তেকাল করেন। আমার আম্মা রহীমুন্নেছা খাতুনের বয়স বর্তমানে (১৩৭১ বাং) ৮৯ বৎসর। তিনি একজন অতি বুদ্ধিমতি ও নেক মহিলা। আমার নানাজান মোহাম্মদ হাতেম মুন্‌শী সাহেব ও তাঁহার পিতা আমজাদ মিয়াঁজী ছাহেব উভয় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আমার বাপজান হইতে পর-দাদা +

পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর ১৩৫৫ বাং মোঃ ১৯৪৮ ইং পার্শ্ববর্তী মাছিমপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করে। সে স্থানীয় স্কুলে প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করিয়া ১৯৩৫ ইং ফেনী মাদ্রাছায় জমাতে নহমে ভর্তি হয় এবং ১৯৪৩ ইং তথা হইতে প্রথম বিভাগে ফাজেল পাস করে। মাওলানা ওবাইদুল হক, মাওলানা আবদুল হামীদ, মাওলানা আবদুছ ছাত্তার ও মাওলানা ইদ্রীছ ছাহেব প্রমুখ মোদাররেছীন তাহার তথাকার ওস্তাদ।

পরীক্ষার পর ১৯৪৩ ইং সালেই সে উক্ত মাদ্রাছায় মোদাররেছ নিযুক্ত হয় এবং ১৭ বৎসর শিক্ষকতা করার পর ১৯৬০ ইং সালে এক বৎসর ছুটি লইয়া হাটহাজারীর মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করে। মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ ছাহেব, মাওলানা আবদুল কায়্যুম, মাওলানা আহ্মদুল হক ও মাওলানা আবদুল আজীজ প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে সে মাদ্রাছায় হাদীছের মেশকাত শরীফ ও তিরমিজী শরীফ শিক্ষা দিতেছে।

সে একজন সুবিবেচক, ছুন্নতের অনুসরণে দৃঢ়সংকল্প ও ছুফী প্রকৃতির আলেম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আমার নাজাতের ওছীলা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি।

### ২১৯। মাওলানা শামছুল হক (বিরাহীমপুর)

তিনি ১৯২৫ ইং নোয়াখালী সদর মহকুমাধীন বিরাহীমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাজী ছেরাজুল হক। তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ৫ বৎসরকাল নোয়াখালীর টুমচর মাদ্রাছায় এবং নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় জমাতে ছুয়াম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম, হাটহাজারী মুঈনুল ইছলাম হইতে দাওরায়ে তফছীর ও দাওরায়ে হাদীছ পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব, মাওলানা আবদুল কায়্যুম ও মাওলানা আবুল হাছান প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৯৫৬ ইং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ১ বৎসরকাল নোয়াখালীর টুমচর মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৭ ইং তিনি বরিশালের পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

### ২২০। হাফেজ মাওলানা শাহজাহান ছাহেব

তিনি অনুমান ১৯০০ ইং ঢাকা জিলার সদর টাউনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্। তিনি ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে কানপুর ও সাহারনপুরে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩১ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি 'বুযুর্গানে চিশ্ত' সম্বন্ধে ২ বৎসরকাল রিসার্চ করেন। মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ছাহ্ছারামী ও মাওলানা বেলায়েত হোছাইন বীরভূমী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে কলিকাতা রমজানিয়া মাদ্রাছা ও পার্কসার্কাস হাই স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, অতঃপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্তমানে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় ফেকাহ্র লেকচারার।

---

+ পর্যন্ত যাঁহাদের কথা আমরা জানি তাঁহারা সকলেই সরল প্রকৃতির ও নেকচরিত্রের লোক ছিলেন এবং সকলেই অল্প-বিস্তর বাংলা ও আরবী জানিতেন। আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমার জন্ম ১৩০৭ বাং পৌষ, রবিবার। —নূর মোহাম্মদ

## ২২১। মাওলানা শহরুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি ১৯১৭ ইং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন ডাকনাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আহ্মদ আলী। তিনি যথাক্রমে গাছবাড়ী ও সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ ছহুল ওছমানী ছাহেব প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। পুনরায় তিনি মাওলানা মোশাহেদ ছাহেবের নিকট 'বোখারী শরীফ' অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৫৫ ইং হইতে কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের দরছ দিয়া আসিতেছেন।

## ২২২। মাওলানা শায়খ অহমদ ছাহেব

তিনি নোয়াখালী জিলার অধিবাসী। তিনি প্রথমে চৌমুহনী মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করিয়া দেওবন্দ গমন করেন এবং তথায় যথাক্রমে ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি নোয়াখালী জিলার উত্তর হাতিয়ার অন্তর্গত কলাকোপা মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন, অতঃপর হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছায় দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি পুনরায় কলাকোপা মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

## (হ)

## ২২৩। মাওলানা হোছাইন আহ্মদ ছাহেব

তিনি ১৯১৫ ইং সিলেট জিলার অন্তর্গত কাজীপুর (পোঃ জালালপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মোহাম্মদ ছাঈদ। তিনি যথাক্রমে জালালিয়া ও ফুলবাড়ী মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২৯ ইং সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা হইতে সরকারী বৃত্তি সহকারে ফাজেল এবং ১৯৩১ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কৃতিত্বের সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া, মাওলানা ওয়াছীউদ্দীন, মাওলানা মোশতাক আহ্মদ, মাওলানা বেলায়েত হোছাইন বীরভূমী ও মাওলানা মোহাম্মদ হোছাইন সিলেটী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে সিলেটের এক কওমী মাদ্রাছায় ও শায়েস্তাগঞ্জ (জিবগঞ্জ) আলিয়া মাদ্রাছায় যথাক্রমে প্রধান শিক্ষক ও সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ১৯৪৫ ইং হইতে তিনি সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

## ২২৪। মাওলানা হোছাইন আহ্মদ (বারকুটী)

তিনি ১৩৪৭ হিঃ সিলেট জিলার গোলাপগঞ্জ থানাধীন বারকুট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আবদুল গফুর। তিনি নিজ গ্রাম বারকুট আহ্মদিয়া মাদ্রাছা হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রাণাপিং মাদ্রাছায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা রিয়াছত আলী ও মাওলানা তাহির প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হইতে অদ্যাবধি তিনি রাণাপিং মাদ্রাসায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

## ২২৫। মাওলানা হোছাইন আহ্মদ ছাহেব

চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কেওরা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি দেশীয় মাদ্রাছা হইতে জমাতে উলা পাস করিয়া দেওবন্দ দারুল উলুম গমন করেন। তথায় মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছের নিকট তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

**২২৬। হাফেজ ক্বারী মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্‌মদ ছাহেব**

তিনি ১৩২৯ বাং ময়মনসিংহ জিলার ঈশ্বরগঞ্জ থানাধীন কাছিমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছৈয়দ গোলাম মাওলা ছাহেব। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ত্রিশাল হাফেজিয়া মাদ্রাছা হইতে কোরআন পাক হেফজ করেন। অতঃপর তিনি যথাক্রমে বালিয়া ও ঢাকা আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি বিভিন্ন মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। ১৩৫৯ বাং ময়মনসিংহের অন্তর্গত সোহাগী কওমী মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হাদীছের দরছ দিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার পরিচালক ও মোহাদ্দেছ।

**২২৭। মাওলানা হাফেজ আহ্‌মদ ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার পাঁচলাইশ থানার অন্তর্গত মোহ্‌রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জিরী মাদ্রাছা হইতে প্রথমে হাদীছে দাওরা পাস করেন, অতঃপর যথাক্রমে দারুল উলুম দেওবন্দ ও ডাবিল হইতে হাদীছের পুনঃ ছনদ লাভ করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি কয়েক বৎসর জিরী ও রাঙ্গুনিয়া মাদ্রাছায় শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি পটিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**২২৮। মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্‌ ছাহেব**

তিনি কুমিল্লা জিলার হাজিগঞ্জ থানাধীন রামচন্দ্রপুরে (বর্তমান নাম মুমিনপুর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্‌শী মোবারক উল্লাহ্‌। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ছৈয়দ আছগর হোছাইন, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী, মাওলানা এ'জাজ আলী ও মুফতী মাওলানা শফী ছাহেব প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রায় ১৮ বৎসরকাল ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাছায় বিভিন্ন এল্‌ম শিক্ষা দেন। ১৯৫১ ইং হইতে তিনি ঢাকা লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় শিক্ষা দিতে আছেন। বর্তমানে তিনি তথাকার শায়খুল হাদীছ। তিনি একজন গভীর জ্ঞানী, মিতভাষী এবং সরল প্রকৃতির ও আদর্শচরিত্র আলেম।

**২২৯। মাওলানা হাবীবুর রহমান**

মাওলানা হাবীবুর রহমান ইবনে মৌলবী মোহাম্মদ দানেশ ময়মনসিংহ জিলার সদর থানাধীন মাইজবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে ফনুনাতের বিষয়সমূহ ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। প্রায় ১৭ বৎসর যাবৎ তিনি অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে তিনি মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ২৩০। মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ (মুছাপুরী)

তিনি ১৯০৩ ইং ২৬শে অক্টোবর নোয়াখালী জিলার বামনী থানার অন্তর্গত মুছাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্শী ইমদাদুল্লাহ্। তিনি নোয়াখালী আহ্মদিয়া মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৫ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় ভর্তি হন। তথা হইতে তিনি যথাক্রমে ১৯১৭ ইং ও ১৯১৯ ইং সরকারী বৃত্তি সহকারে ছুয়াম ও উলা পাস করেন এবং ১৯২২ ইং 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন' পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় অস্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ ইং উহাতে স্থায়ী হন। ১৯৩০ ইং তিনি মাওলানা মোশ্তাক আহ্মদ ছাহেবের স্থলে ফেকাহ্র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ ইং ৮ই মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস এখতেয়ার করেন। তিনি বিভিন্ন সময় হাদীছের বিভিন্ন কিতাব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞ আলেম ও ছূফী প্রকৃতির লোক*।

### ২৩১। মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি ১৯১৪ ইং কুমিল্লা জিলার হাজ্রামুড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী মেহেরুল্লাহ্। তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নাথেরপেটুয়া মাদ্রাছা হইতে দাখেল পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি নোয়াখালী ইছলামিয়া মাদ্রাছা হইতে যথাক্রমে ১৯৩৯ ইং ও ১৯৪১ ইং আলেম ও ফাজেল পরীক্ষায় ২য় ও ৪র্থ স্থান লাভ করেন এবং ১৯৪৩ ইং কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কৃতিত্বের সহিত হাদীছে কামেল পাস করেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

তিনি প্রথমে খুলনা জিলার আমতলী ছিনিয়র মাদ্রাছায় কাজ করেন। ১৯৫২ ইং তিনি দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাছার শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ২৩২। মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ ছাহেব

মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ হামেদ ইব্নে মাওলানা ইফাজুদ্দীন চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারীতে ১৩৩৫ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৬৬ হিঃ দারুল উলুম দেওবন্দ হইতে হাদীছের ছনদ লাভ করেন।

স্বদেশ ফিরিয়া তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্ম শিক্ষা দান কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন।

### ২৩৩। মাওলানা মোহাম্মদ হারুন ছাহেব

তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানাধীন শাহ্নগরে ১৯২৮ ইং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ফারুক আহ্মদ ছাহেব। তিনি নাজিরহাট নাছিরুল উলুম মাদ্রাছায় কোরআন পাক হেফ্জ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জিরী ও হাটহাজারী মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম হইতে পুনরায় হাদীছের ছনদ লাভ করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহ্মদ মদনী, মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী ও মাওলানা এ'জাজ আলী প্রমুখ মোহাদ্দেছীন তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

টীকাঃ * তিনি ২৭ মার্চ ১৯৬৫ ইং শুক্রবার ঢাকায় এন্তেকাল করেন এবং নোয়াখালীর নিজ পারিবারিক কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।

শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মালদহের দামাইলপুর মাদ্রাছায়ে মোহাম্মদিয়া শামছীতে হাদীছ শিক্ষা দেন। অতঃপর জিরী ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ২ বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৮ ইং ঢাকা লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে তথায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

### ২৩৪। মাওলানা মোহাম্মদ হারুন ছাহেব

মাওলানা মোহাম্মদ হারুন দেশ বিখ্যাত 'শায়খুল হাদীছ' মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ ছাঈদ ছাহেবের পুত্র। তিনি হাটহাজারী মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দারুল উলুম দেওবন্দে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি চারিয়া মাদ্রাছায় প্রায় ৮ বৎসরকাল হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিয়াছেন।

### ২৩৫। আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ হরমুজুল্লাহ্ ছাহেব

তিনি ১৯০৩ ইং সিলেট জিলার সদর থানার তুড়খলা (পোঃ রঙ্গাদাউদপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যথাক্রমে সিলেট ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩২ ইং তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছায় অধ্যাপনা করেন, অতঃপর সিলেট আলিয়া মাদ্রাছায় সুপারেন্টে-ণ্ডেন্টরূপে বদলী হন। ১৯৫৮ ইং তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও বিখ্যাত উর্দু কবি, 'শায়দা' উপনাম। 'মাখজানুল ফারাছাহ্' (مخزن الفراسة فى شرح ديوان حماسة) নামে তাঁহার একখানা কিতাব রহিয়াছে।

### ২৩৬। মাওলানা মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ছাহেব

মাওলানা মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ইব্‌নে মরহুম মুন্‌শী আবুল ফজল ফরিদপুর জিলার ইছলামপুর (কোটালীপাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গওহরডাঙ্গা মাদ্রাছায় ফনুনাত, হাদীছ ও তফছীর ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ১৩৭১ হিঃ তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পুনরায় দেওবন্দ দারুল উলুমে যাইয়া মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

তিনি বিগত ১৩ বৎসর হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন। বর্তমানে তিনি গওহরডাঙ্গা খাদেমুল ইছলাম মাদ্রাছার মোহাদ্দেছ।

### ২৩৭। মাওলানা হাশমত উল্লাহ্ ছাহেব

তিনি কুমিল্লা জিলার লাকসাম থানাধীন মদাফরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী ওমর আলী সাহেব। তিনি যথাক্রমে চট্টগ্রাম জিলার শিবগঞ্জ এহ্‌য়াউল উলুম মাদ্রাছায় ও নাজিরহাট নাছিরুল উলুম মাদ্রাছায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাহারনপুর মাজাহেরে উলুমে ২ বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ৬ বৎসরকাল মিরাঠ এমদাদুল ইছলাম মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ এবং ১ বৎসর দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত অধ্যয়ন করেন। তৎপর তিনি ২ বৎসরকাল টাণ্ডুল্লাইয়ার ইছলামিয়া মাদ্রাছায় ফনুনাত ও হাদীছ শিক্ষা করেন। মাওলানা ইউছুফ বিন্নৌরী, মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরী ও মাওলানা মুফ্‌তী এশ্‌ফাকুর রহমান কান্দলবী প্রমুখ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি হায়দরাবাদ দারুল উলুম রহমানিয়ায় ৪ বৎসরকাল হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দেন। বর্তমানে তিনি লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ায় হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**২৩৮। মাওলানা মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেব**

মাওলানা খায়রুল বাশার মোহাম্মদ ইউছুফ ইবনে মুন্‌শী জাহেদ আলী ১৯৪১ ইং ময়মনসিংহের সদর মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ ইং ফুলবাড়িয়া ছিনিয়র মাদ্রাছা হইতে ফাজেল পাস করিয়া কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় হাদীছ অধ্যয়ন করেন, অতঃপর ১৯৫৯ ইং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে কামেল ফেকাহ্‌ পাস করেন। তৎপর ফুলবাড়িয়া মাদ্রাছায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর পুনরায় তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়ায় ভর্তি হইয়া তথা হইতে দাওরায়ে তফছীর পাস করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ। বর্তমানে তিনি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাছার ২য় মোহাদ্দেছ।

**২৩৯। মাওলানা মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেব**

তিনি কুমিল্লা জিলার গামারুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম বকশ আলী মিয়াঁজী। তিনি যথাক্রমে বরুড়া দারুল উলুম মাদ্রাছায় মাওলানা ছৈয়দ খাঁ চাঁদপুরী ও দেওবন্দে মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছীনের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে তিনি বরুড়া দারুল উলুম মাদ্রাছায় হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন।

**২৪০। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব**

মাওলানা আবু ইউছুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব ইবনে মৌলবী জান মোহাম্মদ ১২৯৩ বাং সিলেট জিলার কানাইঘাট থানাধীন ছত্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১৩ বাং তিনি হিন্দুস্তান গমন করেন এবং যথাক্রমে রামপুর ও দেওবন্দে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি ১৩১৭ বাং দিল্লী গমন করেন এবং তথাকার আবদুর রব মাদ্রাছা হইতে হাদীছ অধ্যয়ন করিয়া ১৩১৯ বাং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯১৯ ইং তিনি সিলেট গাছবাড়ী মাদ্রাছায় সুপারেন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় উক্ত মাদ্রাছা আলিয়ায় উন্নীত হয়। বর্তমানে তিনি উহার প্রিন্সিপাল।

**২৪১। মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফটিকছড়ি থানাধীন আজীমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম আবদুল হামীদ। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে ফনুনাত ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা ছৈয়দ হোছাইন আহমদ মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

বর্তমানে তিনি চরচাক্তাই মাজাহেরে উলুমে হাদীছ প্রভৃতি এল্‌ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি পটিয়ার মাওলানা মুফতী আজীজুল হক ছাহেবের খলীফা ও একজন বুজুর্গ আলেম।

**২৪২। মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ ছাহেব**

তিনি চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারীর নিকট আলীপুর গ্রামে ১৩৪৮ হিঃ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মুনশী বেলায়েত আলী চৌধুরী। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা হইতে মেশকাত-জালালাইন পর্যন্ত হাটহাজারী মাদ্রাছায় এবং হাদীছ ও তফছীর দেওবন্দ দারুল উলুমে অধ্যয়ন করেন। শায়খুল ইছলাম মাওলানা মদনী প্রমুখ মোহাদ্দেছ তাঁহার হাদীছের ওস্তাদ।

১৩৭০ হিঃ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি বাবুনগর আজীজুল উলুম মাদ্রাছায় শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে তিনি তথায় বোখারী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং তিরমিজী শরীফ (প্রথম খণ্ড) শিক্ষা দিতেছেন। তিনি হজরত মাওলানা মদনীর মুরীদ ও সরল প্রকৃতির বুজুর্গ আলেম।

### ২৪৩। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ছাহেব

তিনি ১৯১৩ ইং কুমিল্লা জিলার চৌদ্দগ্রাম থানাধীন প্রতাপপুর (পোঃ মিয়ার বাজার) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাটহাজারী মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর যথাক্রমে চট্টগ্রাম দারুল উলুম ও শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছা হইতে ফাজেল ও কামেল (হাদীছ) পাস করেন।

তিনি প্রথমে বটগ্রাম ছিনিয়র মাদ্রাছায় ১৪ বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন, অতঃপর যথাক্রমে নোয়াখালী কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছায় ও শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাছায় হাদীছের দরছ দেন। বর্তমানে তিনি সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্রাছার প্রধান মোহাদ্দেছ।

# পরিশিষ্ট

## মাদ্রাছা পরিচিতি

পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে (১৯৬৪ ইং) ফোরকানিয়া মাদ্রাছা ব্যতীত মোট ১৫৪০টি দ্বীনি মাদ্রাছা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে এক প্রকার মাদ্রাছা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাছা শিক্ষা বোর্ড' কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্য তালিকা ও পরীক্ষার অনুসরণ করিয়া থাকে। এইগুলিকে সাধারণতঃ সরকারী মাদ্রাছা বলা হইয়া থাকে। (যদিও খাছ সরকারী মাদ্রাছা মাত্র দুইটি; ঢাকা আলিয়া ও সিলেট আলিয়া।) এই সকল মাদ্রাছা সরকারী নিয়ম মানিয়া চলার শর্তে সরকার হইতে অল্প-বিস্তর আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মঞ্জুরীপ্রাপ্ত মাদ্রাছার সংখ্যা মোট ১০৯৩টি—২৪টি কামেল, ১৯০টি ফাজেল, ২৯৯টি আলেম এবং ৫৮০টি দাখেল মানের মাদ্রাছা। ইহাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ১৪৩৬২৩, শিক্ষক সংখ্যা ৯৭৮০ এবং মালিকানা ভূসম্পত্তির পরিমাণ ১৬৯৪ একর। এ সকল মাদ্রাছায় সাধারণতঃ ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কোন কোন মাদ্রাছায় ফ্রি বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকিলেও খোরাকী ছাত্রদের নিজেদের জিম্মায়।

অপর শ্রেণীর মাদ্রাছা মোটামুটিভাবে দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাছার পাঠ্য তালিকারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাতে মাতৃভাষা প্রভৃতি জাগতিক বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। আজকাল মাতৃভাষা ও অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় মাদ্রাছাতেই করা হইয়াছে। এইগুলিকে কওমী মাদ্রাছা বলা হইয়া থাকে। কওমী মাদ্রাছার সংখ্যা মোট ৪৪৩টি, ছাত্র সংখ্যা ৫৬৫৭৭, শিক্ষক সংখ্যা ২৬০৮ এবং মালিকানা ভূসম্পত্তির পরিমাণ ৯৬২ একর *। ২৭টি কওমী মাদ্রাছায় দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

টীকা

* সংখ্যাসমূহ হালে (১৯৬৪ইং) গঠিত 'ইছলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

কওমী মাদ্রাছার ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হয় না; বরং প্রায় সমস্ত ছাত্রদিগকেই মাদ্রাছার পক্ষ হইতে ফ্রি বাসস্থান, খোরাকী এবং শিক্ষাকালের জন্য ধারে সমস্ত কিতাব দেওয়া হয়। অবশ্য সরকারী মাদ্রাছায়ও টাইটেলের ছাত্রদিগকে ধারে কিতাব দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বৃটিশ আমলের পূর্বে আমাদের সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খোরাক ও পোশাকসহ ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয়ই সরকার ও দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হইতে বহন করা হইত।

মাদ্রাছা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়া যে মাদ্রাছা সম্পর্কে যে পরিচয় পাইয়াছি নিম্নে তাহা দেওয়া গেল—

### ১। দারুল উলূম মুঈনুল ইছলাম (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ হাটহাজারী, চট্টগ্রাম]

[হাদীছ শিক্ষা আরম্ভ—১৯০৮ ইং]

ইহা মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব, মাওলানা আবদুল হামীদ ছাহেব ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ ছাহেব প্রমুখ মনীষীবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯০১ ইং প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৮ ইং ইহাতে দাওরায়ে হাদীছ খোলা হয়। ইহাই বাংলার প্রথম মাদ্রাছা যাহাতে হাদীছের 'ছেহাহ্ ছেত্তা' শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এখনও ইহা বাংলার হাদীছ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। ইহার তত্ত্বাবধানে একটি 'হেফ্জখানা', 'রচনা বিভাগ' (দারুত তাছ্নীফ্) ও 'ফতওয়া বিভাগ' রহিয়াছে। ইহাতে এল্‌ম শিক্ষা দানের সহিত শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে। এ উদ্দেশ্যে মুফতী ফয়জুল্লাহ্ ছাহেব সপ্তাহে একদিন (সম্ভবতঃ বুধবারে) ছাত্র-শিক্ষকদেরকে মর্মস্পর্শী ভাষায় নছীহত করিয়া থাকেন।

### ২। কলিকাতা ও ঢাকা গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা

[হাদীছ—১৯০৯ ইং]

ইহা ১৭৮১ ইং তৎকালের ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক প্রথমে কলিকাতার বৌ বাজারে স্থাপিত হয়। ১৮২৪ ইং ইহা কলিকাতার মুসলিম এলাকা 'ওয়ালেসলী স্কয়ারে' স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ ইং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় প্রিন্সিপাল জিয়াউল হক ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় ইহার বিরাট লাইব্রেরীসহ ইহা ঢাকায় অপসারিত হয়। ১৯৫৯ ইং পর্যন্ত ইহা সদরঘাটের নিকট ঢাকা মুসলিম গভঃ হাই স্কুলের 'ডাফরিন' নামক ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং ১৯৬০ ইং বক্সী বাজারে উহার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

১৭৯০ ইং পর্যন্ত উহার পাঠ্য তালিকা সাধারণতঃ দরছে নেজামিয়া অনুসারেই থাকে, যাহাতে হাদীছের মেশ্‌কাত শরীফ ও তফ্ছীরের জালালাইন ও বায়জাবী শরীফ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর ইহার পাঠ্য তালিকা হইতে হাদীছ ও তফ্ছীরকে বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯০৮ ইং পর্যন্ত ১১৮ বৎসরকাল এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ১৯০৮ ইং আর্ল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দশম শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের উপর 'টাইটেল' পর্যায় নামে তিন বৎসরের একটি পর্যায় বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং উহাতে হাদীছের 'ছেহাহ্ ছেত্তা' এবং তফ্ছীর প্রভৃতি এলমের উচ্চ পর্যায়ের কিতাবসমূহ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৮ ইং সালে 'শামছুল হুদা কমিটি'র সুপারিশক্রমে ইহার পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং টাইটেলে হাদীছ, তফছীর ও ফেকাহ্ প্রভৃতি এল্‌মের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ খোলা হয়। পূর্বে এই পর্যায়ের শিক্ষাকাল ছিল তিন বৎসর। এই উত্তীর্ণ ব্যক্তির

উপাধি ছিল 'ফখরুল মোহাদ্দেছীন', আর এখন ইহার শিক্ষাকাল করা হয় দুই বৎসর এবং উত্তীর্ণ ব্যক্তির উপাধি নির্ধারিত হয় 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন'।

প্রথম স্থাপনকালে ইহার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালের বৃটিশ ভারতের শাসনকার্য পরিচালনের জন্য একদল উপযুক্ত আমলা তৈরী করা। ১৮৩৫ ইং হইতে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম, অতঃপর আদালতের ভাষা করার পর ইহা উদ্দেশ্যহীনভাবে কেবল একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই চালু থাকে। ১৯০৮ ইং হইতেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার দিকে ইহার মোড় পরিবর্তিত হয়।

১৯৪৬ ইং পর্যন্ত মাদ্রাছা-ই-আলিয়া ও ইহার অনুসারী মাদ্রাছাসমূহে জাগতিক এমনকি, মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল না। মোআজ্জমুদ্দীন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৪৬ ইং হইতে ইহাতে বাংলাভাষা ও আবশ্যক জাগতিক বিষয়সমূহকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

প্রতিষ্ঠার তারিখ হইতে ১৮৪৯ ইং পর্যন্ত প্রধান আরবী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই মাদ্রাছার শিক্ষা কার্য পরিচালিত হইত। ১৮৫০ ইং সালে ইহার জন্য প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিদ ডঃ স্প্রেঙ্গারকে ইহার প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হয়। ২৬ জন ইংরেজ প্রিন্সিপালের পর যথাক্রমে ১৯২৭ ইং মিঃ কামালুদ্দীন, ১৯২৮ ইং শামছুল উলামা মাওলানা হেদায়েত হোছাইন, ১৯৩৪ ইং খান বাহাদুর মূছা, ১৯৩৭ ইং খান বাহাদুর ইউছুফ, ১৯৩৮ ইং পুনরায় মূছা, ১৯৪১ ইং পুনরায় ইউছুফ, ১৯৪৩ ইং খান বাহাদুর জিয়াউল হক, ১৯৫৪ ইং শায়খ শারফুদ্দীন, ১৯৫৫ ইং মৌলবী মকবুল আহ্‌মদ এবং ১৯৫৭ ইং মাওলানা আবদুল হাফীজ ছাহেবকে মুসলমান প্রিন্সিপালরূপে নিযুক্ত করা হয়।

মাদ্রাছার প্রথম ছদরুল মোদার্‌রেছ (হেড মৌলবী) নিযুক্ত হন মাওলানা মাজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন, অতঃপর যথাক্রমে ইহার হেড মৌলবীর পদ অলঙ্কৃত করেন মাওলানা ইস্রাঈল ১৭৯১-১৮০৮ ইং, মাওলানা আবদুর রহীম ছফীপুরী ১৮০৮-২৮ ইং, মাওলানা গিয়াছুদ্দীন ১৮২৮-৩৭ ইং, মাওলানা ওজীহ্ ১৮৩৭-৫৬, মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদী ১৮৫৬-৫৭ ইং, মাওলানা এলাহদাদ মুঙ্গেরী ১৮৭৩-৭৫ ইং, মাওলানা আবদুল হাই কলকাতী ১৮৭৫-৯১ ইং, মাওলানা আহমদ ১৮৯১-১৯১২ ইং, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী ১৯১২-১৫ ইং, মাওলানা নাজের হাছান ১৯১৫-১৭ ইং, মাওলানা আবদুল্লাহ্ টংকী ১৯১৭-২০ ইং, মাওলানা মাজেদ আলী ১৯২০-২৭ ইং, 'মোল্লা ছাহেব' মাওলানা ছফীউল্লাহ্ ১৯২৭-২৯ ইং, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া ১৯২৯-৪২ ইং, মাওলানা বেলায়েত হোছাইন ১৯৪২-৪৭ইং, মাওলানা শফী হুজ্জাতুল্লাহ্ ১৯৪৭-৪৮ ইং, মাওলানা জফর আহ্‌মদ ওছমানী ১৯৪৮-৫৪ ইং, অতঃপর মুফতী আমীমুল এহছান ছাহেব ইহার হেড্ মৌলবী নিযুক্ত হন।

### ৩। ইছলামিয়া আরাবিয়া (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ জিরী, চট্টগ্রাম]

[হাদীছ—১৯২০ ইং]

উক্ত মাদ্রাছা ১৩২৯ হিঃ মোঃ ১৯১১ ইং 'মোবাল্লেগে ইছলাম' মাওলানা আহ্‌মদ হোছাইন ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২০ ইং উহাতে হাদীছের দরছ আরম্ভ হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাছা। হাটহাজারীর পর প্রথম ইহাতেই হাদীছ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ছাত্র-মোদার্‌রেছ-গণ চরিত্রবলে খুব উন্নত। মাদ্রাছাটি পাকা দ্বিতল বিশিষ্ট এবং বিরাট এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত।

## ৪। ইছলামিয়া (কওমী) মাদ্রাছা, ঢাকা

[হাদীছ—১৯২৫ ইং]

ইহা ১৩২৭ বাং মোঃ ১৩৩৯ হিঃ ঢাকার নওয়াবদের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দীর্ঘদিন ইহা নওয়াব বাড়ীর গেটের দোতলায় চলিতে থাকে, অতঃপর আমপট্টির পিছনে শাহ্জাদা লেনে স্থানান্তরিত হয়। মরহুম খাজা মৌলবী আবদুর রশীদ ছাহেবের অনুরোধে ও আপন পীর হাকীমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর ইশারায় মাওলানা ইছহাক বর্ধমানী ১৯২৫ ইং সালে উহাতে হাদীছের দরছ দিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য মধ্য সময় উহাতে কিছুদিন হাদীছের শিক্ষা দান বন্ধ ছিল, পুনরায় উহা নিয়মিতভাবে চালু হয়।

## ৫। ইছলামিয়া আলিয়া মাদ্রাছা, নোয়াখালী

[হাদীছ—১৯২৫ ইং]

ইহা প্রথমে কওমী মাদ্রাছা হিসাবে ১৩২০ বাং মোঃ ১৯১৩ ইং স্থাপিত হয় এবং ১৯২৫ ইং যথারীতি ইহাতে হাদীছের শিক্ষাদান আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ ইং উহা ইছলামিয়া আলিয়ায় নামান্তরিত হয় এবং সরকারী মাদ্রাছা বোর্ডের পাঠ্য তালিকা অনুসরণ আরম্ভ করে। মাওলানা আবদুছ ছুবহান (বাড়ীর মৌলবী ছাহেব) উহার প্রতিষ্ঠাতা।

## ৬। আশরাফুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[বড় কাট্‌রা, ঢাকা]

[হাদীছ—১৯৩৬ ইং]

ইহা পুরান ঢাকার চক বাজারের দক্ষিণে এবং বুড়ীগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পীরজী মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ্ ও মুফতী মোহাম্মদ আলী ছাহেবের সমবেত চেষ্টায় ১৯৩৬ ইং ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সালেই হাদীছ শিক্ষা আরম্ভ হয়। জিঞ্জিরার প্রসিদ্ধ চামড়ার ব্যবসায়ী মরহুম খান বাহাদুর হাফেজ মোহাম্মদ হোছাইন ছাহেব ইহার জন্য শাহী আমলে নির্মিত বড় কাট্‌রা বিল্ডিংটি দান করেন। কাট্‌রা বিল্ডিং সংলগ্ন ইহার ৪ বিঘা খরিদা ও বনানীতে ১৪ বিঘা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রহিয়াছে।

ইহাতে সাধারণ মাদ্রাছা শিক্ষা ছাড়া কোরআন পাক হেফ্‌জ ও কেরাআত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ইহার লাইব্রেরীতে বহু হাজার টাকার বহু মূল্যবান কিতাব রহিয়াছে। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাছা। প্রতিষ্ঠা হইতে ১৯৫০ ইং পর্যন্ত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ইহার পরিচালক ছিলেন। বর্তমানে পীরজী ইহার পরিচালক।

## ৭। সিলেট গভঃ আলিয়া মাদ্রাছা, সিলেট

[হাদীছ—১৯৩৭ ইং]

মাদ্রাছাটি হজরত শাহ্ জালাল ইয়ামানীর মাজারের সন্নিকটে চৌহাট্টা নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা ১৯১৩ ইং তৎকালীন আসামের শিক্ষামন্ত্রী, বিখ্যাত সমাজসেবী জনাব আবদুল মজীদ (কাপ্তান মিঞা।) সি, আই, ই, ছাহেবের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ ইং সালে তখনকার শিক্ষা উজীর শামছুল ওলামা মাওলানা অহীদ ছাহেবের উদ্যোগে এই মাদ্রাছায় হাদীছ শিক্ষার জন্য টাইটেল ক্লাস খোলা হয় এবং মাওলানা ছহুল ওছমানীকে প্রথম মোহাদ্দেছ নিযুক্ত করা হয়।

### ৮। দারুছ্ ছুন্নত আলিয়া মাদ্রাছা

[শর্ষিণা, বরিশাল]

[হাদীছ—১৯৪৩ ইং]

পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম ওলীআল্লাহ্ মরহুম মাওলানা নেছারুদ্দীন আহ্মদ ছাহেব* ১৯১৫ ইং উক্ত মাদ্রাছা স্থাপন করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনার ফলে ১৯৪৩ ইং উহা আলিয়া মাদ্রাছায় উন্নীত হয় এবং তথায় হাদীছের 'ছেহাহ্ ছেত্তা'-এর তা'লীম আরম্ভ হয়। ইহাই একমাত্র অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় টাইটেল মাদ্রাছা। ইহার লাইব্রেরীতে লক্ষাধিক টাকার কিতাব মজুদ আছে এবং ৫০০ শতের অধিক ছাত্র লিল্লাহ্ বর্ডিংয়ে থাকিয়া এল্মে দ্বীন শিক্ষা লাভ করিতেছেন। মাদ্রাছাটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং বিরাট এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত। সরকারী মাদ্রাছাসমূহের মধ্যে ইহাই পূর্ণ আবাসিক মাদ্রাছা।

### ৯। কাছেমুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ চারিয়া, চট্টগ্রাম]

[হাদীছ—১৯৪৪]

শায়খুল হাদীছ মরহুম মাওলানা ছাঈদ ছাহেব স্থানীয় মাওলানা আবদুল গনী ছাহেবের সহযোগিতায় ১৩৬৩ হিঃ জিলহজ্জ মাসে উক্ত মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপন করেন। এক বৎসর পর ১৩৬৪ হিঃ মোঃ ১৯৪৪ ইং তথায় 'ছেহাহ্ ছেত্তা'-এর দরছ আরম্ভ হয়।

টীকা

*** আলহাজ্জ মাওলানা নেছারুদ্দীন আহ্মদ ছাহেবঃ** তিনি ১২৭৯ বাংলা বাকেরগঞ্জ জিলার স্বরূপকাঠি থানাধীন শর্ষিণা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মুনশী ছদরুদ্দীন ছাহেব। তিনি নিজ গ্রামে শৈশবকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মাদারীপুরের এক মাদ্রাছায় দ্বীনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর ঢাকা হাম্মাদিয়া ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছায় কিছু দিন শিক্ষা গ্রহণের পর হুগলী মোহছিনিয়া হইতে জমাতে উলা পাস করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি হাদীছ, তফছীর ও ফেকাহ্র কিতাবাদি পড়িতে থাকেন এবং ফুরফুরার পীর মরহুম আবু বকর ছাহেবের নিকট 'বয়ত' করেন। স্বীয় মোরশেদের আদেশে তিনি হেদায়েত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার করিতে থাকেন। ১৩০৮ বাং তিনি সপরিবারে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং তিন বৎসরকাল তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর আপন মাতার আদেশে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্ববৎ তাবলীগের কাজে ব্যাপৃত হন।

দ্বীনি এল্ম শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাড়ীতে দারুছ ছুন্নত আলিয়া মাদ্রাছা নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন একটি লিল্লাহ্ বর্ডিং কায়েম করেন। বর্তমানে তথায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র ফ্রি খোরাক পাইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

তিনি একজন কামেল পীর ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার অসংখ্য মুরীদ রহিয়াছে। ১৩৫৮ বাং ১৭ই মাঘ তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

বাংলা ও উর্দু ভাষায় তাঁহার শতাধিক কিতাব রহিয়াছে। তন্মধ্যে উর্দু ভাষায় 'আল কাওলুছ ছাদীদ'— (القول السديد) 'আলমাছায়েলুছ ছালাছ' (المسائل الثلاث) ও 'আল্হাকীকাতুল মা'রেফাহ্'— (الحقيقة المعرفة الربانية) এবং বাংলাভাষায় তারীখুল ইছলাম (১২ খণ্ড), ফতওয়ায়ে ছিদ্দীকিয়া (৫ খণ্ড) এবং 'মাজহাব ও তাকলীদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## ১০। জমিরিয়া কাছেমুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ পটিয়া, চট্টগ্রাম]

[হাদীছ—১৯৪৬ ইং]

মরহুম মাওলানা আজীজুল হক ছাহেব ১৩৫৭ হিঃ উক্ত মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৬৬ হিঃ মোঃ ১৯৪৬ ইং তথায় দাওরায়ে হাদীছ আরম্ভ হয়। দেওবন্দের সুযোগ্য ওস্তাদ মরহুম মাওলানা ইব্রাহীম বৈলয়াবী উহার আরম্ভিক পাঠ দান করেন। ইহা পটিয়া ষ্টেশন সংলগ্ন এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত এবং পাকা বিল্ডিং-এ পরিণত। ইহার ছাত্র-শিক্ষকগণ চরিত্রবলে খুবই উন্নত।

## ১১। দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাছা, চট্টগ্রাম

[হাদীছ—১৯৪৭ ইং]

১৯১৩ ইং চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরায় মরহুম হাজী চানমিঞা সওদাগর* কর্তৃক উক্ত মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেবের চেষ্টায় উহাতে হাদীছের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ ইং টাইটেল ক্লাস খোলা হয়। ১৯২০ ইং হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মোহছিনিয়া মাদ্রাছাত্রয়কে নিউ স্কীমে পরিণত করার পর বাংলার বেসরকারী মাদ্রাছাসমূহের মধ্যে ইহাই ছিল প্রধান মাদ্রাছা। ইহার প্রথম হেড্ মৌলবী ছিলেন হজরত মাওলানা মহব্বত আলী মরহুম রামুবী। তাঁহার এন্তেকালের পর ইহার প্রথম সুপারেন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন মাওলানা ফজলুর রহমান মরহুম। মাদ্রাছায় টাইটেল ক্লাস খোলা হইলে ইহার প্রথম প্রিন্সিপালও হন তিনিই। ১৯৩৫ ইং তাঁহার পদত্যাগের পর এই পদে নিয়োজিত হন 'মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন' মাওলানা মোহাম্মদ শফীক এম,এ; এল, এল, বি, তিনি একজন নানা গুণের অধিকারী ব্যক্তি।

এই মাদ্রাছার বহু কৃতী ছাত্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দ্বীনের বিভিন্ন খেদমতে নিয়োজিত আছেন। এ অধীন জমাতে চাহারম হইতে উলা পর্যন্ত এই মাদ্রাছায়ই শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

**টীকা**

*** মরহুম হাজী চানমিঞা সওদাগরঃ** তিনি চট্টগ্রাম জিলার পাঁচলাইশ থানার অন্তর্গত চান্দগাঁও গ্রামে অনুমান ১৮৬৯ ইং জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মরহুম শায়খ কাছেম আলী। সাত বৎসর বয়সেই তিনি ইয়াতীম হইয়া যান এবং আপন বিমাতা ভাইদের অবহেলার দরুন একমাত্র কোরআন পাক শিক্ষা ব্যতীত অপর শিক্ষা-দীক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকেন। পরিণত বয়সে সংবাদ-পত্র পড়ার মাধ্যমে তিনি কিছু বাংলাভাষার জ্ঞান লাভ করেন এবং ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে আসিয়া দ্বীনি মছলা-মাছায়েল শিক্ষা করেন, অথচ তাঁহার বুদ্ধি-জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, বড় বড় শিক্ষিত লোকেরাও তাঁহার বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রশংসা করিতেন।

তিনি প্রথমে দর্জির কাজ করিতে ও কাটা কাপড় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, অতঃপর উহা ত্যাগ করিয়া মনোহারী ব্যবসা অবলম্বন করেন। তাঁহার ভাগ্য এতই সুপ্রসন্ন ছিল যে, তিনি যখন যাহাতে হাত দিতেন তাহাতে সোনা ফলিত। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান। কিন্তু এই বিপুল সম্পদ তাঁহাকে কখনও অহঙ্কার-অহমিকার দিকে পরিচালিত করিতে পারে নাই। তিনি বরাবরই তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট তাঁহার বাল্যকালের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা নিঃসঙ্কোচে বর্ণনা করিতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শোকরিয়া ও বিনয়ে অবনত হইয়া যাইতেন। তিনি জীবনে কখনও জাঁক-জমকপূর্ণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন নাই এবং গাড়ী-ঘোড়া করেন নাই, অথচ দরিদ্রদের সাহায্যে ও সৎ কার্যে ব্যয় করিয়াছেন মুক্তহস্তে।

তিনি বহু জায়গায় বহু মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন, দুইটি বিরাট মুছাফিরখানা তৈয়ার করিয়াছেন; একটি মদীনা শরীফে মছজিদে নববীর নিকটে (বাঙ্গালী মুছাফিরখানা) অপরটি তাঁহার কারবারের স্থল খাতুনগঞ্জে। তিনি বহু মাদ্রাছায় সাহায্য করিয়াছেন এবং এই দারুল উলুম মাদ্রাছাটি নূতনভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এ সকল +

### ১২। হোছাইনিয়া আরাবিয়া (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ রাণাপিং, সিলেট]

[হাদীছ—১৯৪৮ ইং]

ইহা ১৩৫১ হিঃ স্থাপিত হয় এবং ১৩৬৮ হিঃ মোঃ ১৯৪৮ ইং তথায় ছেহাহ্ ছেত্তার তা'লীম আরম্ভ হয়। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাছায় ৪ জন মোহাদ্দেছ হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

### ১৩। দারুল উলুম খাদেমুল ইছলাম (কওমী) মাদ্রাছা

[গওহরডাঙ্গা, পোঃ পাটগাতী, ফরিদপুর]

[হাদীছ—১৯৪৯ ইং]

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত মাদ্রাছা ১৩৪৪ বাং মোঃ ১৯৩৭ ইং গোপালগঞ্জ থানাধীন গওহরডাঙ্গায় মধুমতি নদীর অদূরে স্থাপিত হয় এবং ১৩৫৬ বাং মোঃ ১৯৪৯ ইং উহাতে হাদীছ শিক্ষা আরম্ভ হয়। মোহতামেম মাওলানা আবদুল আজীজ ছাহেবের আপ্রাণ চেষ্টায় মাদ্রাছাটি দ্রুত উন্নতি করিয়া চলিয়াছে।

### ১৪। দারুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ বরুড়া, কুমিল্লা]

[হাদীছ—১৯৪৯ ইং]

১৩১৭ বাংলা ইহা স্থাপিত হয় এবং ১৩৫৫ বাং মোঃ ১৯৪৯ ইং তথায় ছেহাহ্ ছেত্তার দরছ আরম্ভ হয়। বর্তমানে ২০ জন শিক্ষক দ্বারা মাদ্রাছাটি পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে ৪ জন মোহাদ্দেছ। তথায় ছাত্র প্রায় ৫০০ শত।

### ১৫। এ, ইউ, আলিয়া মাদ্রাছা

[হয়বতনগর, ময়মনসিংহ]

[হাদীছ—১৯৪৯ ইং]

উক্ত মাদ্রাছা ১৯৩৪ ইং প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৯ ইং মাওলানা ছৈয়দ মুছলেহ উদ্দীন ছাহেবের প্রচেষ্টায় তথায় টাইটেল ক্লাস খোলা হয়। তথায় সরকারী মাদ্রাছার কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

---

+ প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহাব সম্পত্তির এক বিরাট অংশ ওয়াকফ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবসায়ের প্রারম্ভে তাঁহার কোন মূলধন ছিল না। তাঁহার মূলধন ছিল সত্যবাদিতা, সাধুতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

দ্বীনের ব্যাপারে তাঁহার জ্ঞান ছিল স্বচ্ছ ও সত্যভিত্তিক। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ না করিলে এ অধীনের পক্ষে মাদ্রাছায় পড়িয়াও দ্বীনের সত্য পথের সন্ধান লাভ করা সুদূরপরাহত ছিল। আমি তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়াই চারি বৎসরকাল (১৯২২-২৫ ইং) এই দারুল উলুমে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। (আল্লাহ তাঁহার প্রতি লাখ লাখ রহমত নাজিল করুন।) এছাড়া তিনি দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ মোবাল্লেগও ছিলেন। তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন তাহা তিনি নিজেও পালন করিতেন এবং অপরকেও উহার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। মায়ের অনুমতি ব্যতীত তিনি দৈনিক কারবারের স্থলে যাইতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন।

তিনি ছয় পুত্র (হাজী আবদুল লতীফ, হাজী আবদুল মতীন, মাওলানা আবদুল মান্নান, মরহুম আবদুল মালেক, মরহুম হাফেজ ইছহাক ও মোহাম্মদ ইব্রাহীম) এবং একাধিক কন্যা রাখিয়া ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৩ ইং এন্তেকাল করেন।

### ১৬। মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাছা, বগুড়া

[হাদীছ—১৯৪৯ ইং]

ইহা ১৯২৫ ইং স্থাপিত হয় এবং আলেম ও ফাজেল পরীক্ষার মঞ্জুরী লাভ করিয়া দীর্ঘদিন সুচারুরূপে চলিতে থাকে। ১৯৪৯ ইং উহা আলিয়ায় উন্নীত হয় এবং ১৯৫০ ইং টাইটেল পরীক্ষার মঞ্জুরী লাভ করে।

### ১৭। আজীজুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[বাবুনগর, চট্টগ্রাম]

[হাদীছ—১৯৫০ ইং]

হাটহাজারী মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম মাওলানা আজীজুর রহমান ছাহেবের তৃতীয় পুত্র মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মূছা ছাহেব আপন পিতার নামানুসারে নিজ দখলীয় ভূমিতে ১৯২৬ ইং অক্টোবরে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা মূছা ছাহেব রেঙ্গুন বাঙ্গালী মসজিদের ইমামতি গ্রহণ করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা হারূন ছাহেব ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ইহার প্রধান পরিচালক। ১৩৭০ হিঃ মোঃ ১৯৫০ ইং ইহাতে দাওরায়ে হাদীছ খোলা হয়।

### ১৮। জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া (কওমী) মাদ্রাছা

[লালবাগ, ঢাকা]

[হাদীছ—১৯৫০ ইং]

পাক-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও পীর হজরত মাওলানা জফর আহ্মদ ওছমানী, মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁ, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ ছাহেব প্রমুখ খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৩৭০ হিঃ মোঃ ১৯৫০ ইং উক্ত মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঐ বৎসরই উহাতে দাওরায়ে হাদীছ খোলা হয়। ১৩৮৩ হিঃ হইতে তথায় নিয়মিতভাবে দাওরায়ে তফ্ছীরও খোলা হইয়াছে। তথাকার 'হেফ্জখানা' অতি প্রসিদ্ধ। উহাতে সাধারণতঃ এক হইতে তিন বৎসরের মধ্যেই হেফ্জ শেষ করান হইয়া থাকে।

ইহাতে এল্ম শিক্ষা দানের সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাদ মাগরেব ছাত্র শিক্ষকদের যুক্ত সভা হয়। প্রথম হইতে এ যাবৎ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীই ইহার 'শায়খুল জামেয়া' বা প্রধান পরিচালক।

### ১৯। আশরাফুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[বালিয়া, ময়মনসিংহ]

[হাদীছ—১৯৫১ ইং]

মাওলানা ফয়জুর রহমান ও মাওলানা ছেরাজুল হক ছাহেবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৩৩৫ বাং উহা স্থাপিত হয়। ইহার চারি বৎসর পর মাওলানা দৌলত আলী ছাহেবের আমলে উহাতে 'মেশকাত শরীফ' পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৩৫৭ বাং মোঃ ১৯৫১ ইং তথায় দাওরা জামাআত খোলা হয়।

## ২০। ফেনী আলিয়া মাদ্রাছা, নোয়াখালী

[হাদীছ—১৯৫১ ইং]

মাদ্রাছাটি ফেনী মহকুমা শহরের লালদিঘীর উত্তর দিকে এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া অবস্থিত। ইহা ১৮৯৮ ইং সালে স্থাপিত হয় এবং কয়েক বৎসর মুসলিম হাই স্কুল, অতঃপর নিউ স্কীম জুনিয়র মাদ্রাছার রূপ পরিগ্রহণ করিয়া ১৯২৩ ইং ওল্ড স্কীম ছিনিয়র মাদ্রাছায় পরিণত হয়। প্রথমে ইহা জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত থাকে, অতঃপর ১৯২৮ ইং আলেম, ১৯৩২ ইং ফাজেল এবং ১৯৫১ ইং টাইটেল ক্লাসের মঞ্জুরী লাভ করে।

আলেম পরীক্ষার মঞ্জুরীর পূর্ব পর্যন্ত যথাক্রমে মৌলবী আবদুর রাজ্জাক, মৌলবী আবদুর রউফ আমীরাবাদী ও মৌলবী গোলাম রহমান ছাহেব ইহার হেড্ মৌলবী থাকেন। অতঃপর যথাক্রমে মাওলানা মকবুল আহ্মদ, মাওলানা ইজহারুল হক চাটগামী এবং ১৯৩২ ইং মাওলানা ওবাইদুল হক চাটগামী ইহার সুপারেণ্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৫১ ইং টাইটেল খোলার পর মাওলানা ওবাইদুল হক ছাহেব প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনিই এই পদে সমাসীন আছেন।

প্রিন্সিপাল ছাহেব ও মাদ্রাছার সেক্রেটারী মৌলবী ইব্রাহীম (সাবেক এম, এল, এ) ছাহেবের প্রচেষ্টায় মাদ্রাছার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাদ্রাছা এলাকায় তিন একর ও বাহিরে তিন একর জমি ইহার মালিকানায় রহিয়াছে। অতিরিক্ত জমিতে প্রস্তুত ঘর-বাড়ীর আয় মাসিক টাঃ ৩০০·০০। মাদ্রাছার লাইব্রেরীতে প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের কিতাবাদি রহিয়াছে।

কিতাব শিক্ষা ছাড়া ইহাতে এল্‌মে কেরাআত, সেলাই, বয়ন ও সূতার মিস্ত্রীর কার্য শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইহাতে টাইটেলের ছাত্রদিগকে মাদ্রাছার পক্ষ হইতে ফ্রি খোরাক ও শিক্ষাকালের জন্য ধারে কিতাব দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে। লিখক এই মাদ্রাছায় ১৯২৮ ইং হইতে ১৯৪৩ ইং পর্যন্ত ছাত্রদের খেদমতে অতিবাহিত করিয়াছে।

## ২১। মাজাহেরে উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[চরচাক্তাই, চট্টগ্রাম]

[হাদীছ—১৯৫২ ইং]

চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত চরচাক্তাই মাদ্রাছা ১৩৬৫ হিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩৭২ হিঃ, মোঃ ১৯৫২ ইং উহাতে হাদীছের দরছ শুরু হয়। মাওলানা মোহাম্মদ ইছলমাইল ছাহেব উক্ত মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার ছাত্র-শিক্ষক চরিত্রবলে উন্নত।

## ২২। জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্রাছা

[পোঃ গাছবাড়ী, সিলেট]

[হাদীছ—১৯৫৩ ইং]

১৯০১ ইং ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৩ ইং তথায় হাদীছের অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। বর্তমানে ২০ জন সুদক্ষ শিক্ষক দ্বারা উক্ত মাদ্রাছা পরিচালিত হইতেছে।

## ২৩। দারুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা

[পোঃ কানাইঘাট, সিলেট]

[হাদীছ—১৯৫৪ ইং]

১৮৮৯ ইং ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ ইং অবধি ইহাতে ৪।৫ জন মোদার্‌রেছ দ্বারা 'শরহে জামী' পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে। অতঃপর মাওলানা আবদুর রব কাছেমী ছাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় ৪/৫ বৎসরের মধ্যেই জমাতে উলা পর্যন্ত খোলা হয়। ১৯৪৭ ইং হাদীছ খোলার নিমিত্ত উহাকে পাকা বিল্ডিংয়ে পরিণত করা হয় এবং ১৯৫২ ইং তথায় দাওরায়ে হাদীছ খোলা হয়, কিন্তু স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে মাওলানা মোশাহেদ ছাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯৫৪ ইং তথায় নিয়মিতভাবে হাদীছ শিক্ষা আরম্ভ হয়।

## ২৪। জামেয়া এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

[হাদীছ—১৯৫৫ ইং]

জনাব মাওলানা আতহার আলী ছাহেবের চেষ্টায় ১৯৪৫ ইং উক্ত মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৫ ইং তথায় দাওরায়ে হাদীছ ও দাওয়ায়ে তফছীর আরম্ভ হয়। উহা পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি বিরাট মাদ্রাছা। উহা একটি কওমী মাদ্রাছা হইলেও উহাতে দরছে নেজামীর বিষয়াবলী ছাড়া নিয়মিতভাবে বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি বিষয়ও মেট্রিক মান পর্যন্ত এবং টাইপ রাইটিং, সর্টহ্যাণ্ড, টেলিগ্রাফী, উইভিং, সিলাই, (আরবী-ফারছী লিথোগ্রাফী ছাপার জন্য) কিতাবত ও বুক বাইণ্ডিং শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইহাতে স্বতন্ত্র একটি হেফ্‌জখানা ও একটি কেরাআতখানা রহিয়াছে। কেরাআতখানায় ছাত্রদের ছাড়া সকাল বেলায় শহরের বয়স্ক জনসাধারণকে কেরাআত শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাতে 'নাদিয়াতুল কোরআন' পদ্ধতি অনুসারে অতি অল্প সময়ে বালক-বালিকাদিগকে কেরাআত ও প্রাথমিক ইছলামিয়াত সম্পর্কে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। মোটকথা, এ সকল ব্যাপারে ইহা একক মাদ্রাছা।

## ২৫। নেছারিয়া আলিয়া মাদ্রাছা

[পাঙ্গাশিয়া, বরিশাল]

[হাদীছ—১৯৫৫ ইং]

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম (পীর পাঙ্গাশিয়া) ছাহেব কর্তৃক ১৯১৯ ইং পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ ইং উহাতে টাইটেল (হাদীছ) ক্লাস খোলা হয় এবং ১৯৫৬ ইং উহা মঞ্জুরী লাভ করে। ২০ জন মোদার্‌রেছ দ্বারা উক্ত মাদ্রাছা পরিচালিত হইতেছে। ১৯৬৩ ইং হইতে উহাতে মাদ্রাছা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

## ২৬। কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাছা

[পোঃ সোনাপুর, নোয়াখালী]

[হাদীছ—১৯৫৫ ইং]

১৯৫৫ ইং মাদ্রাছায় টাইটেল (হাদীছ)-এর দরছ আরম্ভ হয়। (প্রতিষ্ঠার তারিখ ও অপরাপর বিষয় প্রেরিত হয় নাই।)

**২৭। কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাছা, মোমেনশাহী**

[হাদীছ—১৯৫৭ ইং]

১৮৯০ ইং ১লা ফেব্রুয়ারী উক্ত মাদ্রাছা স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ ইং সরকারী সাহায্যে উহা আলিয়া মাদ্রাছায় পরিণত হয় এবং ছেহাহ্ ছেত্তা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে।

**২৮। রায়পুর আলিয়া মাদ্রাছা, নোয়াখালী**

[হাদীছ—১৯৫৭ ইং]

খ্যাতনামা ওলীআল্লাহ্ মরহুম মাওলানা শাহ্ ফজলুল্লাহ্ ছাহেব ১৮৭২ ইং নিজ হস্তে উক্ত মাদ্রাছার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মরহুম শাহ্ ফজলুল হক ছাহেব, তৎপর তাঁহার আওলাদগণ কর্তৃক এ যাবৎ উহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৫৭ ইং উক্ত মাদ্রাছায় ছেহাহ্ ছেত্তার দরছ আরম্ভ হয়।

**২৯। হুছাইনিয়া দারুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা**

[ওলামা বাজার, নোয়াখালী]

[হাদীছ—১৯৫৮ ইং]

১৩৬৫ হিঃ ৮ই রবিউল আখার ইহা স্থাপিত হয় এবং ১৩৭৯ হিঃ, মোঃ ১৯৫৮ ইং তথায় দাওরায়ে হাদীছ আরম্ভ হয়। বর্তমানে তথায় ৫ জন মোহাদ্দেছ হাদীছের দরছ দিতেছেন।

**৩০। মজীদিয়া আলিয়া মাদ্রাছা**

[পোঃ ফরিদগঞ্জ, কুমিল্লা]

[হাদীছ—১৯৫৮ ইং]

মরহুম মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব কর্তৃক ১৮৯৬ ইং উক্ত মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আমীনুল হক ছাহেব ১৯৩৫ ইং উক্ত মাদ্রাছার সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল পরীক্ষার অনুমতি ও সরকারী সাহায্য লাভ করেন। অতঃপর মাওলানা আবদুল মান্নান ছাহেবের চেষ্টায় ১৯৫৮ ইং তথায় টাইটেল ক্লাস খোলা হয়। বর্তমানে তথায় মাদ্রাছা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উহার লাইব্রেরীতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের কিতাব মজুদ রহিয়াছে।

**৩১। গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাছা**

[পোঃ পশ্চিমগাঁও, কুমিল্লা]

[হাদীছ—১৯৫৮ ইং]

ইহা অতি প্রাচীন ইছলামিক প্রতিষ্ঠান। কর্তৃপক্ষের অবহেলার দরুন প্রতিষ্ঠানটি প্রায় অচল হইয়া গিয়াছিল। ১৯৩৫ ইং কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানের চেষ্টায় উহা পুনঃ গড়িয়া উঠে। মাদ্রাছার বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেবের প্রচেষ্টায় উহা আলিয়া মাদ্রাছায় উন্নীত হয় এবং ১৯৫৮ ইং উহাতে হাদীছের দরছ আরম্ভ হয়। মরহুম মৌলবী আবদুল হাকীম ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী ছাহেব ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

**৩২। আহ্মদিয়া আলিয়া মাদ্রাছা**

[মাদারীপুর, ফরিদপুর]

[হাদীছ—১৯৫৮ ইং]

মাদারীপুর নিবাসী পীর মাওলানা নূর মোহাম্মদ ছাহেব কর্তৃক ১৯৪৯ ইং ১লা জানুয়ারী

মাদারীপুর টাউনে মাদ্রাছাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯৫৮ ইং ইহা আলিয়ায় পরিণত হয় এবং ছেহাহ্ ছেত্তার দরছ আরম্ভ করে।

**৩৩। মুক্তাগাছা আলিয়া মাদ্রাছা, ময়মনসিংহ**

[হাদীছ—১৯৫৮ ইং]

উক্ত মাদ্রাছা পূর্ব হইতে আলেম ও ফাজেল পর্যন্ত সরকারী মঞ্জুরী লাভ করিয়া পরিচালিত হইতেছিল। ১৯৫৮ ইং উহা আলিয়া মাদ্রাছায় উন্নীত হইয়া হাদীছ শিক্ষা দানের সুযোগলাভ করে।

**৩৪। মাদ্রাছাতুল হাদীছ (কওমী) মাদ্রাছা**

[হাদীছ—১৯৫৮ ইং]

উক্ত মাদ্রাছা ১৯৫৮ ইং ২০শে ডিসেম্বর স্থাপিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হাদীছের দরছ আরম্ভ করে।

**৩৫। এ'জাজিয়া দারুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা**

[রেলওয়ে ষ্টেশন, যশোহর]

[হাদীছ—১৯৫৯ ইং]

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা মোস্তফা আল মাদানী ছাহেবদ্বয় মৌলবী ছাখাওয়াত হোছাইন ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এবং আলতাফ হোছাইন চৌধুরী ছাহেবের আর্থিক সাহায্যে ১৩৭১ হিঃ মোঃ ১৯৫১ ইং মাদ্রাছাটি স্থাপন করেন। অতঃপর মাওলানা আবুল হাছান (বর্তমান মোহাদ্দেছ) যশোহরীর ৪/৫ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৯৫৯ ইং তথায় হাদীছের দরছ আরম্ভ হয়। বর্তমানে ১৫ জন শিক্ষক দ্বারা মাদ্রাছাটি পরিচালিত হইতেছে।

**৩৬। মেফ্তাহুল উলুম (কওমী) মাদ্রাছা**

[পোঃ নেত্রকোনা, মোমেনশাহী]

[হাদীছ—১৯৬০ ইং]

ইহা ১৩৬২ হিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩৮০ হিঃ মোঃ ১৯৬০ ইং উহাতে হাদীছের দরছ আরম্ভ হয়। বর্তমানে তথায় ৬ জন বিজ্ঞ মোহাদ্দেছ হাদীছ শিক্ষা দিতেছেন।

**৩৭। আহ্ছানাবাদ আলিয়া মাদ্রাছা**

[পোঃ চরমোনাই, বরিশাল]

[হাদীছ—১৯৬০ ইং]

উক্ত মাদ্রাছা প্রথমে কওমী মাদ্রাছারূপে পরিচালিত হইতে থাকে। ১৯৬০ ইং তথায় দাওরায়ে হাদীছ খোলা হয়। অতঃপর ১৯৬৪ ইং হইতে উহাকে ঢাকা মাদ্রাছা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া টাইটেল মাদ্রাছায় পরিণত করা হয়। চরমোনাইর পীর মাওলানা ইছহাক ছাহেব উক্ত মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠাতা।

**৩৮। দারুছ ছালাম (কওমী) মাদ্রাছা**

[পোঃ সোহাগী, ময়মনসিংহ]

[হাদীছ—১৯৬২ ইং]

মাদ্রাছার বর্তমান মোহতামেম হাফেজ ক্বারী মাওলানা ছৈয়দ হুছাইন আহ্মদ ছাহেব ১৩৫৯ বাং উক্ত মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৬৯ বাং মোঃ ১৯৬২ ইং উহাতে দাওরায়ে হাদীছ খোলা হয়।

### ৩৯। সোনাকান্দা আলিয়া মাদ্রাছা

[হাদীছ—১৯৬৩ ইং]

কুমিল্লা জিলার মুরাদনগর থানাধীন সোনাকান্দার পীর মরহুম আবদুর রহমান ছাহেব ১৯৪০ ইং নিজ বাড়ীতে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইহা যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল পরীক্ষার মঞ্জুরী লাভ করে, অতঃপর ১৯৬৩ ইং উহাতে টাইটেল ক্লাস আরম্ভ হয়। হাদীছ ক্লাসের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দ্বিতল বিল্ডিংয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

### ৪০। শাহতলী আলিয়া মাদ্রাছা, কুমিল্লা

[হাদীছ—১৯৬৩ ইং]

ইহা প্রথমে মক্তব আকারে ১৯০০ ইং প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে আলেম ও ফাজেল মাদ্রাছায় উন্নীত হয়। ১৯৩২ ইং মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৩ ইং ইহাকে টাইটেল মাদ্রাছায় পরিণত করেন।

### ৪১। আরামনগর আলিয়া মাদ্রাছা, শরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ

[হাদীছ—১৯৬৩ ইং]

ইহা ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমাধীন দেলদুয়ার নিবাসী মরহুম মাওলানা আবদুছ ছবুর কর্তৃক ১৯২২ ইং স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা যথাক্রমে আলেম ও ফাজেল জমাআত পর্যন্ত সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। অতঃপর ১৯৬৩ ইং ইহাতে হাদীছের দরছ আরম্ভ হয়। বর্তমানে প্রায় ১৭ জন উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা উহা পরিচালিত হইতেছে।

**— ইতিহাস ভাগ সমাপ্ত —**